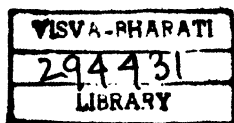


গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় খণ্ড

গীতিনাট্য রত্নানাট্য
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
ও অষ্টাশ্রয় গান



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৭
 সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৪
 দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৭
 তৃতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৭১
 পুনরুমুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৭৩, পৌষ ১৩৭৫
 চতুর্থ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬
 পঞ্চম সংস্করণ : মাঘ ১৩৭৯
 ষষ্ঠ সংস্করণ : পৌষ ১৩৮১
 পুনরুমুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৮৪, বৈশাখ ১৩৮৬
 ভাদ্র ১৩৮৬, ফাল্গুন ১৩৯৩
 ফাল্গুন ১৩৯৪

❶ বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীজগদ্বিন্দু ভৌমিক
 বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীজগন্নাথ বাক্টি
 পি. এম. বাক্টি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
 ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন । কলিকাতা ৬

স্বরলিপিপঞ্জী

গানের প্রথম ছত্রের বর্ণাহতক্রমিক সূচীপত্রে (পৃষ্ঠা ৭-৩২) কোথায় কোন গানের স্বরলিপি প্রকাশিত তাহা নির্দেশ করা হইল ; গ্রন্থোক্ত সংখ্যা গ্রন্থের খণ্ড-বাচক ; সাময়িক পত্রের নির্দেশের সহিত সংখ্যা-দ্বারা স্বাক্ষরক্রে মাস বৎসর ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করা হইয়াছে । (গানের স্বরলিপি কোনো গ্রন্থে সংকলিত হইয়া থাকিলে, উহার সাময়িক পত্রে প্রকাশ প্রায়শঃ উল্লেখ করা হয় নাই ।) যে-সকল পুস্তকে বা সংগীত-পত্রিকার রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত, নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া গেল ।—

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংকেপ
অরুণরতন ^১ (স্বরবিতান ৪২)	১৩৬২	
আত্মঠানিক সংগীত	১৩৭০	আত্মঠানিক
কাব্যগীতি ^২ (স্বরবিতান ৩৩)	১৩২৬	
কালযুগয়া (স্বরবিতান ২৯)	১৩৬০	
কেতকী (স্বরবিতান ১১)	১৩২৬	
গীতপঞ্চালিকা (স্বরবিতান ১৬)	১৩২৫	
গীতমালিকা (দুই ভাগ : স্বরবিতান ৩০ ও ৩১)	১৩৪৫ ও ১৩৬৬	
গীতলিপি ^৩ (ছয় খণ্ড)	খ্রীষ্টীয় ১২১০-১৮	
গীতলেখ ^৪ (তিন ভাগ)	১৩২৪-২৭	

- ১ রাজা নাটকের রূপান্তর— অরুণরতন ; উহার ১৩২৬ বাঘ ও ১৩৪২ কার্তিক এই দুইটি সংস্করণের সব গানেরই স্বরলিপি সংকলিত ।
- ২ ১৩২৬ শোবে প্রথম প্রকাশিত ; ইহার ৫টি গানের স্বরলিপি ‘অরুণরতন’ (স্বরবিতান ৪২) গ্রন্থে সংকলিত ও কাব্যগীতির পুনর্মুদ্রণে বর্ণিত ।
- ৩ প্রথমভাগ গীতমালিকার ১৩৩৩ সালের প্রথম মুদ্রণে ছিল না এমন ১০টি গানের স্বরলিপি ১৩৪৫ সালে ইহাতে প্রথম সংকলিত হয় ।
- ৪ অধিকাংশই স্বরবিতানের ৩৬, ৩৭ ও ৩৮-অঙ্কিত খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত— যাত্র ১৫টি গানের স্বরলিপি শেকালি, কেতকী, অরুণরতন ও অস্ত্র দু-একখানি গ্রন্থে থাকায়, উল্লিখিত তিন খণ্ডে গৃহীত হয় নাই ।
- অধিকাংশ স্বরলিপি স্বরবিতানের ৩৯, ৪০ ও ৪১-অঙ্কিত খণ্ডে সংকলিত ।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
ঐতিহ্য (ছই খণ্ড)	১৩৬৮ ও ১৩৭৩	
ঐতিহ্যিকা (অরবিতান ৩৪)	১৩২৬	
ভগতী* (অরবিতান ৫৭)	১৩৩৮	
ভাসের দেশ (অরবিতান ১২)	১৩৫৭	
নবঐতিহ্য (ছই খণ্ড : অরবিতান ১৪ ও ১৫)	১৩২৩	
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (অরবিতান ১৮)	১৩৪৫	চণ্ডালিকা
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গিকা (অরবিতান ১৭)	১৩৪৩	চিত্রাঙ্গিকা
প্রায়শ্চিত্ত (অরবিতান ২১)	১৩১৬	
ফান্সনী (অরবিতান ৭)	১৩৫৫	
বসন্ত (অরবিতান ৬)	১৩৩০	
বাস্তবিকপ্রতিভা (অরবিতান ৪২)	১৩৩৫	
বিশ্বভারতী পত্রিকা : ত্রৈমাসিক		বিশ্বভারতী
বিসর্জন (অরবিতান ২৮)	১৩৫২	
বৈতালিক*	১৩২৫	
ব্রহ্মসঙ্গীত-অরলিপি ^{১*} (ছয় খণ্ড)	১৩১১-১৮	ব্রহ্মসঙ্গীত

- * ১৩৩৬ ভাদ্রের বিশেষ-সংস্করণ পুস্তক এবং ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ও ১৩৫৬ বৈশাখের সকল পুস্তক অরলিপি-যুক্ত। প্রথমোক্ত পুস্তকে ‘সর্ব খর্বতায়ে দহে’ গানটি নাই, অন্ত্যস্ত পুস্তকে ‘যহেব ছয়ার খোলা পেয়ে’ গানটি বর্জিত—শেষোক্ত গ্রন্থের অরলিপি-অংশের পুনর্মুদ্রণই অরবিতান ৫৭।
- † প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ সংস্করণের (১৩১৬) অরলিপি-অংশের পুনর্মুদ্রণ। এককালে ‘বিসর্জন’ নাটকের পরিশিষ্টে (১৩৪২-৫১) গানগুলির অরলিপি মূদ্রিত ছিল। এই গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত, সেইসঙ্গে ‘রাজা ও রানী’ এবং ‘বাস্কর্যোত্ক’এর গানগুলিরও অরলিপি দেওয়া হইয়াছে।
- ‡ এই গ্রন্থ, প্রধানতঃ ব্রহ্মসঙ্গীত-অরলিপি গীতলিপি ও গীতলেখা হইতে অরলিপির সংকলন। ইহার ৬টি নূতন অরলিপির মধ্যে, অরবিতানের সপ্তবিংশ খণ্ডে ৫টি ও ১টি ত্রয়শ্চছারিংশ খণ্ডে সংকলিত।
- § কাকালীচরণ সেন -কর্তৃক সংকলিত ‘ব্রহ্মসঙ্গীত-অরলিপি’র ছয় খণ্ডে রবীন্দ্র-সংগীতের ১০৮টি অরলিপি ছিল; তন্মধ্যে অরবিতানের চতুর্থ খণ্ডে ৫০টি,

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
ভাষ্কসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ^{১১} (স্বরবিতান ২১)	১৩৫৮	ভাষ্কসিংহ
ভারতভীষণ ^{১২}	১৩৫৪	
মায়ার খেলা (স্বরবিতান ৪৮)	১৩৩২	
শতগান ^{১৩}	১৩০৭	
শাপমোচন	১৩৭১	
শেফালি (স্বরবিতান ৫০)	১৩২৬	
ভ্রামা (স্বরবিতান ১২)	১৩৪৬	
সংগীতগীতাঞ্জলি ^{১৪}	খ্রীষ্টীয় ১২২৭	গীতাঞ্জলি
স্বরলিপি-গীতিমালা (১৩০৪) ^{১৫}	১৩০৪	গীতিমালা
স্বরবিতান ^{১৬}	১৩৪২	বিকল্পে : স্বর

ষাবিংশ চতুর্বিংশ পঞ্চবিংশ ও ষড়্‌বিংশ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে ২৫টি, জ্যোষিংশ খণ্ডে ২৬টি, এবং ১২টি সপ্তবিংশ খণ্ডে সংকলিত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত ‘ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি’ (প্রথম প্রকাশ : মাস ১৩৫৮) স্বতন্ত্র পুস্তক। পরবর্তী সূচীতে ইহার উল্লেখহলে, এদের পূর্বা নাম ও প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে।

- ১১ ৯টি পদাবলীর ‘স্বর বা স্বরলিপি, অধিকন্তু গোবিন্দদাস-রচিত ‘স্বাক্ষরী রাধে আওরে বনি’ গানে রবীন্দ্রনাথ যে স্বর দেন তাহাও আছে।
- ১২ ইহার সমুদয় স্বরলিপি স্বরবিতান ৪৬ ও ৪৭ খণ্ডে সংকলিত।
- ১৩ ইহার অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত।
- ১৪ ইহার অধিকাংশ স্বরলিপি পূর্বপ্রকাশিত অন্তান্ত গ্রন্থে প্রচারিত ছিল। বর্তমানে ইহার সমুদয় স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।
- ১৫ ইহার অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি স্বরবিতানের ১০, ২০, ৩২ ও ৩৫-অঙ্কিত খণ্ডে পাওয়া যাইবে।
- ১৬ রবীন্দ্রসংগীতের সমুদয় স্বরলিপি এই গ্রন্থমালায় ক্রমশঃ সংকলিত হইতেছে।

কয়েকটি খণ্ড সম্পর্কে বিশেষ তথ্য—

স্বরবিতান ৩৭ ও ৩৮ উভয় খণ্ডে গীতাঞ্জলি কাব্যের ৫২টি, প্রাক-গীতাঞ্জলি ১টি, মোট ৬০টি গানের স্বরলিপি আছে।

নাম
স্বরবিতান^{১১}

প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৬৩

Twenty six Songs

by Rabindranath Tagore :

staff notation by A. A. Bake

১৯৩৫

বাক

- স্বরবিতান ৩৯, ৪০ ও ৪১ -অঙ্কিত খণ্ডে গীতিমালা কাব্যের ৭৮টি গানের
স্বরলিপি, প্রধানতঃ গীতলেখার বিভিন্ন খণ্ড হইতে সংকলিত ।
- স্বরবিতান ৪৩ ও ৪৪ -অঙ্কিত খণ্ডে গীতালি কাব্যের মোট ৫২টি গানের
স্বরলিপি রহিয়াছে ।
- স্বরবিতান ৪৫-অঙ্কিত খণ্ডে ৩০টি ভগবদ্ভক্তিমূলক গানের স্বরলিপি ।
- স্বরবিতান ৪৬ ও ৪৭ -অঙ্কিত খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের দেশভক্তি-সূচক সমুদয়
গানের, তথা 'বন্দে মাতরম্' গানের রবীন্দ্র-স্বর সংকলিত ।
- স্বরবিতান ৫২-অঙ্কিত খণ্ডে অচলারতন নাটকের ১৮টি ও মুক্তধারা নাটকের
৮টি, মোট ২৬টি গানের স্বরলিপি সংকলিত ।
- স্বরবিতান ৫৩ ও ৫৪ -অঙ্কিত খণ্ডে কবির শেষ বয়সে রচিত বহু গানের
স্বরলিপি সংকলিত ।
- স্বরবিতান ৫৫-অঙ্কিত খণ্ডে বহু আত্মজীবনী সংগীতের স্বরলিপি সংকলিত ।
- স্বরবিতান ৫৬-অঙ্কিত খণ্ডের ২৮টি গানের অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুস্তকে
বা পত্রিকায় প্রকাশিত ।
- স্বরবিতান ৫৭-অঙ্কিত খণ্ডে তপতী নাটকের ১০টি গানের স্বরলিপি ।
- স্বরবিতান ৫৮ ও ৫৯ -অঙ্কিত খণ্ডে কবির শেষ বয়সের, প্রধানতঃ বর্ষা-
বসন্তের, বহু গানের স্বরলিপি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল ।
- স্বরবিতান ৬০-অঙ্কিত খণ্ডে ১৫টি গানের স্বরলিপি প্রথম গ্রন্থাকারে
প্রকাশিত হইল ।

^{১১} নাগরী হরপে প্রচারিত স্বরবিতানে গীতালি-গীতিমালা-গীতালি'র নির্বাচিত
২৫টি গানের স্বরলিপি সংকলিত । বাংলা স্বরবিতান হইতে ভিন্ন ।

প্রথম ছত্রের সূচী

অজ্ঞানে কহো হে কমা তাত । কালদ্বগয়া	৬৩২
অনন্ত সাগর-মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া । স্বরবিতান ৮	৮৮৮
অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে । গীতমালিকা ২	৮২৩
অতর দাঁড় তৈরি বলি আমার wish কী । স্বরবিতান ৫৬	৭২২
অভিশাপ নয় নয় । চণ্ডালিকা	৭৩০
অগ্নি বিবাদিনী বীণা, আর, সখী । বাহার-কাণ্ডালি	৮১৬
অলি বার বার ফিরে যায় । মায়ার খেলা	৬৭৪/২২২

বাংলা বর্ণমালার নির্দিষ্ট ক্রমে গানের প্রথম ছত্রগুলি সাজানো। ড=ড, ঢ=ঢ, র=য় এরূপই ধরা হয়। উপস্থিত সূচীপত্রে ঙ=ঙ, এরূপও ধরা হইয়াছে; অর্থাৎ ‘সংকট’ শব্দ, ‘সঙ্কট’ বানান থাকিলে যেখানে বসিবার সেইখানেই বসিয়াছে। ৮ এবং : স্বাতন্ত্র্যম্বাধা পায় নাই, ওইরূপ চিহ্ন না থাকিলে শব্দটি যে স্থানে থাকিবার সেখানেই আছে। ‘ঐ’ বর্ণটিকে বাংলা শব্দের আদিতে স্বীকার করা হয় নাই, ‘ওই’ বানানে তদুপযুক্ত স্থানে বসানো হইয়াছে।

বর্তমান সূচীতে সম্ভব হইলেই, স্বরলিপিসহীন গানের স্বর বা স্বর-তাল-সম্পর্কিত তথ্য সংকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সূচীতে সংকলিত প্রথম ছত্রের পূর্বে * চিহ্ন দিয়া, চিহ্নিত গান যে এদেশীয়, পূর্বপ্রচলিত, অন্তের কোনো বিশেষ গান অথবা গতের আদর্শ বা প্রভাবে রচিত ইহাই জানানো হইয়াছে। অপর পক্ষে ছত্রের পূর্বে † চিহ্ন দিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, ঐ গান কোনো বিলাতি গানের আদর্শ বা প্রভাবে রচিত।

কোনো কোনো গানের সূচনাতেই পাঠভেদ দেখা যায়—কখনো-বা একটি পাঠের সূচনাতেই অতিপরিবর্তিত একটি শব্দ আছে, অস্ত্র পাঠে নাই—এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ পাঠই সূচীপত্রে ধরা হইয়াছে এবং একটি পাঠের উল্লেখ-হলে প্রয়োজন হইলে বন্ধনী-মধ্যে অস্ত্র পাঠেরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

‘নৃতানাট্য চণ্ডালিকা’ প্রভৃতি স্বরলিপিগ্রন্থে, বিভিন্ন চরিত্র-কর্তৃক গীত হওয়ার, একই গানের বিভিন্ন অংশের স্বরলিপি পৃথক পৃথক স্থিত আছে, বর্তমান সূচীপত্রে অপ্রধান রচনা-খণ্ডের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই।

অশান্তি আজ হানল একি । চিত্রাঙ্গদা	৬২৭
অসীম সংসারে যার কেহ নাহি কাঁদিবার । তৈরবী-কাঁপতাল	৮৮৮
অস্থল্যবের পরর বেহনার । স্বরবিতান ৬০	২৮৮
*অহো ! আশ্পর্ধা একি তোদের । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৩৪৩
অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৫
আঃ কাজ কী গোলমালে । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪৩
আঃ বেঁচেছি এখন । বান্দীকিপ্ৰতিভা । কালমৃগয়া	৬২৭।৬৩৫
*আইল আজি প্রাণসখা । কেদারা-আড়াঠেকা	৮৩২
*আইল শান্ত সন্ধ্যা । স্বরবিতান ৪৫	৮৪৬
আগ্রহ যোর অধীর অতি । চিত্রাঙ্গদা	৭০১
আছে তোমার বিচ্ছেদাশি জানা । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪২
আজ আমার আনন্দ দেখে কে	৭২২
আজ আসবে ভ্রাম গোকুলে কিরে । গীতিমালা । স্বরবিতান ২৮	৭৮৩
আজ খেলা-ভাঙার খেলা । বসন্ত	২৩৪
আজ বুকের বসন ছিঁড়ে (বুকের বসন । শেকালি) ব্রহ্মসঙ্গীত ৫	৮২৬
*আজ বুঝি আইল প্রিয়তম । ব্রহ্মসঙ্গীত ৬ । স্বরবিতান ২৫	৮৪৫
আজ সবাই জুটে অশ্রু জুটে	৮২৩
আজকে তার মিলে সবে । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৩৬
আজি আঁখি জুড়ালো । গীতিমালা । মায়ার খেলা (১৩৬৩ হইতে)	৬৭৮
আজি উদ্গাদ মধুনিশি, ওগো । বেহাগ-কাওয়ারি	৭৮৭
আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ । স্বরবিতান ৪৫	৮৩৫
আজি কাঁদে কারা । বেহাগ-একতাল	৮৬১
আজি কোন্ হুরে বাঁধিব । স্বরবিতান ৬০	২০২
*আজি যোর ঘারে কাহার মুখ হেরেছি । স্বরবিতান ৩৫	৮২৩
*আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব । ব্রহ্মসঙ্গীত ৬ । স্বরবিতান ২৬	৮৪৫
*আজি শুভদিনে পিতার ভবনে । স্বরবিতান ৪৫	৮৩০
আজু, লখি, মুহ মুহ । গীতিমালা । ভাহুসিংহ	৭৫২
আধার শাখা উজল করি । গীতিমালা । স্বরবিতান ২০	৭৭১
আধার সকলই দেখি । কানাড়া-আড়াঠেকা	২৫৫

আনে আগরণ হৃৎ চোখে	১০০১
আপন মন নিয়ে (লখা, আপন মন নিয়ে । মায়ার খেলা)	২২২
আপনহারা মাতোয়ারা । স্বরবিতান ৬০	১০০
আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে । কাব্যদীতি	৮২০
আমরা কত দল গো কত দল	২৮২
আমরা চিত্র অতি বিচিত্র । তালের দেশ	৮০৮
আমরা ক'রে-পড়া ফুলফল	২০৮
আমরা হুব আকাশের নেশায় মাতাল । উত্তরসূরী ১-৩।১৩৬৬।২৬৩	৮১০
আমরা বসব তোমার মনে । প্রায়শ্চিত্ত	৭২৮
আমরা যে শিউ অতি । স্বরবিতান ৪৫	৮২৭
আমা-তবে অকারণে । কালমৃগয়া	৬২১
আমাকে যে বাঁধবে ধরে । স্বরবিতান ৫২	৮২৬
আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবে রে । স্বরবিতান ৫১	৭৮১
আমার ছজনায় মিলে । ব্রহ্মসঙ্গীত ২ । স্বরবিতান ২২	৮৪১
আমার দোষী করো (দোষী করো আমার । চণ্ডালিকা)	৭২২
আমার সঙ্গে সঙ্গে কে বাজায় । চিত্রাঙ্গদা	৬২৩
আমার এই বিস্তৃত ডালি । চিত্রাঙ্গদা	৬২১
আমার কী বেদনা সে কি জান । স্বরবিতান ৫৪	২০৭
আমার জীবনপাত্র উজ্জলিয়া । শ্রামা	৭৪১
আমার নিকড়িয়া রসের রসিক	৮০১
আমার নিখিল ছুবন হারালেম আমি যে	২২৮
আমার পরান যাহা চায় । মায়ার খেলা	৬৫৭।২১৭
আমার প্রাণ যে ব্যাঙুল হয়েছে । কালমৃগয়া	৬৩০
আমার মনের বাঁধন খুঁচে যাবে যদি । কাকি	৮০৩
আমার মালার ফুলের দলে । চণ্ডালিকা	৭০২
আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন	২১২
•আমারে করো জীবনদান । ব্রহ্মসঙ্গীত ১ । স্বরবিতান ৪	৮৪৬
আমারেও করো মার্জনা । স্বরবিতান ৪৫	৮৪২
আমি কারেও বুঝি নে । মায়ার খেলা	৬৭৬

আমি কেবল ফুল ভোগাব। থাণ্ডাজ	৭২৬
আমি চাই তাঁবে। চণ্ডালিকা	৭২০
আমি চিজাকদা। চিজাকদা	৭০৫
আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি। ব্রহ্মসঙ্গীত ৪। স্বরবিতান ২৪	৮৪৭
আমি জেনে শুনে বিষ। গীতিমালা। মায়ার খেলা	৬৬৩
আমি ভো বুকেছি সব। মায়ার খেলা	৬৮০
আমি তোমারে করিব নিবেদন। চিজাকদা	৬৮২
আমি দেখব না। চণ্ডালিকা	৭২৬
আমি মিছে ঘুরি এ জগতে (মিছে ঘুরি। মায়ার খেলা)	৬৬২
আমি সংসারে মন দিয়েছিহু, তুমি। কীর্তন	৮৪৮
আমি স্বপনে রয়েছি তোমার। স্বরবিতান ৩৫	৮৭৭
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। মায়ার খেলা	৬৬২
আয় তোরা আয় আয় গো	২০৪
আয় মা, আমার সাথে। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪৪
আয় রে আয় রে সাঁঝের বা। গোড়সারং-একতারা	৭৭৭
*আয় লো সজনী, সবে মিলে। গীতিমালা। কালযুগয়া	৬২২
আয় কি আমি ছাড়ব তোমারে। টোড়ি-কাঁপতাল	৭২২
আয় কেন, আয় কেন। গীতিমালা। মায়ার খেলা	৬৮০
আয় নহে, আয় নহে। বিশ্বভারতী : ১-৩। ১৩৭৬। ৪০৮	২৩৩
আয় না, আয় না। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪২
আরে, কী এত ভাবনা। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪১
আলোকের পথে, প্রভু	৮৬৭
*আহা, আজি এ বসন্তে। গীতিমালা। মায়ার খেলা	৬৭২
আহা, এ কী আনন্দ। শ্রামা	৭৪৩
আহা, কেমনে বধিল তোমারে। কালযুগয়া	৬৩৩
আহা মরি মরি। শ্রামা	৭৩৮। ২৩৬
ইচ্ছে!— ইচ্ছে। তালের দেশ	৮১০
ইহাদের করো আশীর্বাদ। কিংকিট-কাণ্ডালি	৮৬৫
*উঠি চলো হৃদয় আইল। কেদারা-স্বরকাকতাল	৮৪৬

উদ্যোগিনী সে বিদেশিনী কে	২০৮
উদ্যোগিনী নাচে রণরঙ্গে। বিসর্জন। স্বরবিতান ২৮	৭৮৪
এ কি সত্য সকলই সত্য। স্বরবিতান ৩৫	৭৮৮
এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়। মায়ার খেলা (১৩৬৩ হইতে)	৬৭৮।২৩১
*এ কী অঙ্ককার এ তারতদ্বয়। শতগান। স্বরবিতান ৪৭	৮১৭
এ কী আনন্দ (আহা এ কী আনন্দ। শ্রামা)	২৩৮
এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৫৭
এ কী এ ঘোর বন। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৩৭
এ কী খেলা হে সুন্দরী। শ্রামা	৭৩২।২৩৭
*এ কী হরষ হেরি কাননে। স্বরবিতান ৩৫	৮৭৭
এ কেমন হল মন আমার। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪১
এ জয়ের লাগি। শ্রামা	৭৪৭।২৪২
এ তো খেলা নয়, খেলা নয়। মায়ার খেলা	৬৭০।২২৬
এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম। চণ্ডালিকা	৭১৮
এ ভাঙা স্থখের মাঝে। মায়ার খেলা	৬৮১
এ ভালোবাসার যদি দিতে প্রতিদান। কাফি-আড়াঠেকা	৮৮০
*এ হরিশ্চন্দ্র। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩ (১৩৬২)	৮২৭
এই একলা মোদের হাজার মাহুঘ। স্বরবিতান ৫২	৮০০
এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে	৮১১
এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে। শ্রামা	৭৩৪
*এই বেলা সবে মিলে। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪৫
*এই যে হেরি গো দেবী আমারি। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৫৩
এক ভোরে বাঁধা আছি। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৩৬
এক স্ত্রে বাঁধিয়াছি। স্বরবিতান ৪৭	৮১৮
একদা প্রাতে কুণ্ডতলে। ভৈরবী-কাঁপতাল	৭৮৬
একদিন যারা মেবেছিল তাঁয়ে গিয়ে। স্বরবিতান ৫৫	৮৬৬
একদিন সইতে পারবে	২৮৮
একবার তোরা যা বলিয়া। শতগান। ব্রহ্মসঙ্গীত ২। স্বরবিতান ৪৭	৮২০
একবার বলো, সখী, ভালোবাস মোরে। সাহানা-আড়াঠেকা	৮৭২

এখন করব কী বল। বান্দ্রীকিপ্ৰতিভা	৬৩৭
এখনো কোন সময় নাহি হল। স্বরবিতান ৫৬	২৩৫
এতক্ষণে বুঝি এলি রে। কালবৃগয়া	৬৩২
এতদিন ভুঝি সখা। শ্রাবা	৭৪০
এতদিন পরে মোরে। শৈবরবী	৮০৩
এতদিন পরে সখী। জয়জয়ন্তী-কাওয়ালি	৮৮২
এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে। মায়ার খেলা	৬৮০
এত কুল কে কোটালে কাননে। স্বরবিতান ৩৫	৭৮১
এত বন্ধ শিখেছ কোথা মৃণ্মালিনী। বান্দ্রীকিপ্ৰতিভা	৬৪৩
এনেছি মোরা, এনেছি মোরা রাশি রাশি স্টের তার। বান্দ্রীকিপ্ৰতিভা	৬৩৬
এনেছি মোরা, এনেছি মোরা রাশি-রাশি শিকার। কালবৃগয়া	৬২৮
এবার চলিছ তবে। বিভাস	৭৮২
এবার বুঝি ভোলার বেলা হল। স্বরবিতান ৫৬	২০৩
এবার বুঝেছি সখা। স্বরবিতান ৪৫	৮৪৪
এবার ভাসিয়ে দিতে। গীতলেখা ১। গীতাঞ্জলি। স্বরবিতান ৩২	২৪০
এখন আর কত দিন চলে যাবে রে। স্বরবিতান ৪৫	২৪৭
এরা স্থখের লাগি চাহে প্রেম। মায়ার খেলা	৬৮২
এরে কমা কোরো সখা। চিত্রাঙ্গদা	৬২৪
এস' এস' বসন্ত ধরাতলে। মায়ার খেলা	৬৭৭/২৩১
এস' এস' বসন্ত ধরাতলে। চিত্রাঙ্গদা। গীতপঞ্চালিকা	৭০৬
এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি। মায়ার খেলা	৬৬১/২২০
এসেছি প্রিয়তম। শ্রাবা	৭৫০
এসো এসো, এসো প্রিয়ে। শ্রাবা	৭৪২/২৪৩
এসো এসো ওগো শ্রাবহাষন দিন। স্বরবিতান ৫৬	২১১
এসো এসো পুরুষোত্তম। চিত্রাঙ্গদা	৭০৪
এসো গো এসো, বনদেবতা। প্রভাতী	২৫৩
ও কথা বোলো না তারে। স্মি'কিট-খাওয়া	৮৭৫
ও কি এস, ও কি এল না। গীতবালিকা ২	২৩২
ও কী কথা বল, সখী। গীতবালিকা। স্বরবিতান ৫১	৭৮২

*ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে । শ্রীতিমালা । স্বরবিতান ২০	৭৮০
ও গান আর গান নে । স্বরবিতান ৩৫	৮৮০
ও জলের বানী	২০৫
ও জান না কি । শ্রায়া	৭৩৩
ও তো আর কি হবে না রে । স্বরবিতান ৫২	৮০২
+ও দেখবি রে তাই, আর রে ছুটে । কালযুগয়া	৬১৭
+ও তাই, দেখে যা, কত ফুল তুলেছি । কালযুগয়া	৬১৭
ও মা, ও মা, ও মা । চণ্ডালিকা	৭৩১
ওই আঁখিরে । স্বরবিতান ২৮	৭৮৩
ওই কথা বলো, সখী, বলো আরবার । সিদ্ধু কাকি-কাওয়ালি	৮৭৪
ওই কে আমার ফিরে ডাকে । মায়ার খেলা	৬৭৫
ওই কে গো হেসে চায় । শ্রীতিমালা । মায়ার খেলা	৬৬৬
ওই জানালায় কাছে বসে আছে । শ্রীতিমালা । স্বরবিতান ২০	৭৭৮
ওই দেখ্ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো । চণ্ডালিকা	৭২৫
ওই মধুর মুখ আগে মনে । মায়ার খেলা	৬৭১
ওই মহামানব আসে । স্বরবিতান ৫৫	৮৬৭
ওই মেঘ করে বুঝি গগনে । বাঙ্গালীকপ্রতিভা	৬৩৮
ওই যে তরী দিল খুলে । শ্রীভলিপি ৪ । স্বরবিতান ৩৭	২৪০
ওকি কথা, কেন মোরে করো তিরস্কার । সবুর্দা-কাঁপতাল	৮৮১
ওকি কথা, মুছ আঁখি । শ্রীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৮৮২
ওকে কেন কঁদালি । স্বরবিতান ৫১	৮৮২
ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি । চণ্ডালিকা	৭১১
ওকে বলো সখী, বলো । শ্রীতিমালা । মায়ার খেলা	৬৬১।২২১
ওকে বোকা গেল না । মায়ার খেলা	৬৬৭।২২৫
ওগো জলের বানী । স্বরবিতান ৫৬	২০১
ওগো ডেকে না মোরে । চণ্ডালিকা	৭১৫
ওগো ভোররা যত পাড়ার মেয়ে । চণ্ডালিকা	৭১১
ওগো দয়াময়ী চোর । ভৈরবী	৭৮৬
*ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও । মায়ার খেলা	৬৬৬।২২৪

ওগো দেবতা আমার পাষণ্দেবতা । তৈরবী-একতালা	৮৫৩
ওগো মা, ওই কথাই তো ভালো । চণ্ডালিকা	৭২১
ওগো সখী, দেখি দেখি । মায়ার খেলা	৬৭০
ওগো স্বপ্নবনের শিকারী । সিদ্ধু-তৈরবী	৭২৬
ওর মানের এ বাধ টুটেবে না কি । প্রায়শ্চিত্ত	৭২৮
ওরা অকারণে চঞ্চল (বর্ষায়ঙ্গল-গান । স্বরবিতান ৫ ত্রৈলোক্য)	২০৪
ওরা কে যায় । চণ্ডালিকা	৭২৩
ওরে ঝড় নেমে আস । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৬
ওরে বহুল পাকল, ওরে । স্বরবিতান ২ (১৩৫৫ হইতে)	৮২৮
ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি । চণ্ডালিকা	৭২৬
ওরে বাছা, দেখতে পারি নে । চণ্ডালিকা	৭২৪
ওরে ভাই, মিথ্যে ভেবো না । স্বরবিতান ৪৬	৮২৩
ওলো, রেখে দে সখী, রেখে দে । মায়ার খেলা	৬৬০/২১২
ওহে জীবনবল্লভ । ব্রহ্মসঙ্গীত ১ । স্বরবিতান ৪	৮৫২
ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয় । স্বরবিতান ৪৫	২৪৭
কঠিন বেদনার তাপস দৌছে	২৪৫
কত কাল রবে বল' ভারত রে । স্বরবিতান ৫৬	৭২৩
কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে । বেহাগ-একতালা	২৫৪
কত দিন এক সাথে ছিহু ঘুমঘোরে । তৈরবী-কাওয়ালি	৭৭০
কত বার ভেবেছিহু আপনা ভুলিয়া । মিশ্রস্বর-একতালা	৮৭২
কথা কোন্‌ নে লো রাই । গীতিমালা । স্বরবিতান ২০	৭৭৮
কবরীতে ফুল শুকালো । ললিত	৭২৮
কহো কহো মোরে প্রিয়ে । শ্রামা	৭৪৬/২৪০
কাছে আছে দেখিতে না পাও । মায়ার খেলা	৬৫৮/২১৬
কাছে ছিলে দূরে গেলে । মায়ার খেলা	৬৭৩
কাছে ছিলে দূরে গেলে (পরিবর্তিত) । বিশ্বভারতী : ৪-৬।১৩৭৭।১১১	৮২২
কাছে তার যাই যদি । স্বরবিতান ২০	৭৭২
কাজ নেই, কাজ নেই মা । চণ্ডালিকা	৭১৩
কাজ ভোলাবার কে গো তোরা	৮০৩

কাঁদিতে হবে যে, যে পাগিঠা। ভায়া	৭৪৭/২৪১
কাননে এত ফুল (এত ফুল কে কোটালে। স্বরবিতান ৩৫)	৭৮১
কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ। কাকি	৭২৫
কার হাতে যে ধরা দেব হার। কাকি	৮২৫
কাল সকালে উঠব মোরা। কালদুগয়া	৬১৮
*কালী কালী বলো যে আজ। বাঙ্গালীকিত্তিত্তা	৬৩৮
কালো মেঘের ষটা খনার যে	২০১
কাহারে হেরিলাম। আহা। চিত্রাঙ্গদা	৬২৪
কিছুই তো হল না। স্বরবিতান ৩৫	৭৭৩
কিসের ডাক তোঁর। চণ্ডালিকা	৭১৭
কিসের তরে অশ্রু ঝরে। বিতাস-একতালা	৭২০
কী অসীম সাহস তোঁর মেয়ে!—আমার সাহস! তাঁর। চণ্ডালিকা	৭২৩
কী কথা বলিস তুই। চণ্ডালিকা	৭১৮
কী করিছ হার। কালদুগয়া	৬২২
কী করিব বলো নখা। মিশ্র ইন্দকল্যাণ-কাণ্ডালি	৭৭৪
*কী করিলি মোহের ছলনে। স্বরবিতান ৮	৮২২
কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত। ভায়া	৭৪৭/২৪১
কী ঘোর নিশীথ। কালদুগয়া	৬২৩
কী জানি কী ভেবেছ মনে। স্বরবিতান ৫৬	৭২৩
কী দিব তোমায়। স্বরবিতান ৪৫	৮৩৩
কী ঘোষ করেছি তোমায়। কালদুগয়া	৬৩০
কী ঘোষে ঝাধিলে আমার। বাঙ্গালীকিত্তিত্তা	৬৪০
*কী ধনি বাজে। বিশ্বভারতী ১-৩। ১৩৬৪। ৩৬৬	২০৪
কী বলিছ আমি। বাঙ্গালীকিত্তিত্তা	৬৫০
কী বলিলে, কী শুনিলাম। কালদুগয়া	৬৩২
কী বেদনা মোর জানো সে কি তুরি। স্বরবিতান ৫৪	২০৭
কী যে তাবিস তুই অন্তরনে। চণ্ডালিকা	৭১২
কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে। কালদুগয়া। বাঙ্গালীকিত্তিত্তা	৬২৮। ৬৪৬
কে এসে যায় কিরে কিরে। শতগান। স্বরবিতান ৪৭	৮২১

কে জানিও তুমি ডাকবে আমারে । কীৰ্ত্তন	৮৪৩
কে জানে কোথা সে । কালবৃগয়া	৬৩১
কে ডাকে । আমি কিছু কিয়ে নাই চাই । মায়ার খেলা	৬৬১/২২০
কে তুমি পো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার । মূলতান-আড়াঠেকা	৭৭৩
কে যেতেছিল, আর যে হেথা । শ্রীতিমালা । স্বরবিতান ৩৫	৮২০
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা । চিত্রাঙ্গদা	৬২৮
কেন এলি রে, ভালোবাসিলি । মায়ার খেলা	৬৮১
কেন গো আপন-মনে । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৫২
কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস । স্বরবিতান ৩৫	৮৭২
কেন চেয়ে আছ গো মা । স্বরবিতান ৪৭	৮২০
কেন নিবে গেল বাতি । গোড়সারং-একতারা	৭৮৬
কেন রাজা, ডাকিল কেন । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪৫
কেন বে ক্লান্তি আসে । চিত্রাঙ্গদা	৬২৩
কেন বে চাস কিয়ে কিয়ে । শ্রীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৭৮০
কেমনে শুধিব বলো তোমার এ স্বপ্ন । শিকু কাফি -আড়াঠেকা	৮৮০
কো তুঁহঁ বোলবি মোর । ইমনকল্যাণ-একতারা	৭৬৪
*কোথা আছ, প্রভু । ব্রহ্মসঙ্গীত ৩ । স্বরবিতান ২৩	৮২৩
*কোথা ছিলি সজনী লো । শ্রীতিমালা । স্বরবিতান ৩৫	৭৮১
কোথা লুকাইলে । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৫১
কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার । আনন্দবাজার শারদীয়া ১৩৪৮/১২২	৮১২
কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪৪
কোথায় সে উষ্মরী প্রতিমা । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৫২
কোন্ অপরাধ স্বর্গের আলো । শ্রাব্য	৭৪৩
কোন্ অযাচিত আশার আলো (কোন্ অপরাধ স্বর্গের । শ্রাব্য)	২৩৮
কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার । চিত্রাঙ্গদা	৬২৫
কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে । চিত্রাঙ্গদা	৬২৬
কোন্ বাধনের গ্রন্থি । শ্রাব্য	৭৪৬
কোন্ ভীককে ভয় দেখাবি । স্বরবিতান ২	৮৫৭
কোন্ সে ঝড়ের ডুল । বিশ্বভারতী : ১-৩/১৩৭৭/৪৬০	২৩২

কণে কণে মনে মনে তনি । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৮
কমা করো আমার । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৯
কমা করো নাথ (হে কমা করো । শ্রামা)	২৪১
কমা করো প্রভু । চণ্ডালিকা	১১০
কমা করো মোরে তাত । কালবৃগয়া	৬৩৩
কমা করো মোরে সখী । স্বরবিতান ৫১	১৬৯
কমিতে পারিলাম না যে । শ্রামা	১৫০।২৪৩
কুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া । চণ্ডালিকা	১২৮
খাচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে । শতগান । কাব্যগীতি	১৮৫
খুলে দে তরঙ্গী । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৮৭৭
খেলা করু, খেলা করু । কালাংড়া-কাওয়ালি	১১১
খেলার সাধি, বিদায়দ্বার খোলো	৮৫৬
গগনের খালে রবি চন্দ্র দীপক জলে । ব্রহ্মদক্ষীত ২	৮২৭
গন্ধবোথার পথে তোমার শূন্তে গতি	২০২
গভীর রাতে ভক্তিতরে । কানাড়া-একতালা	৮৫৩
গহন কুহুমকুহু-বাক্যে । শতগান । গীতিমালা । ভাহুসিংহ	১৫৬
গহনে গহনে যা যে তোরা । কালবৃগয়া । বাঙ্গালীকিশোরিত্তা	৩২৫।৬৪৬
গা সখী, গাইলি যদি । মিশ্র বাহার - আড়াঠেকা	৮৮৬
গিয়াছে সে দিন যে দিন কুহুম । তৈরবী-কাঁপতাল	৮৭১
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৫
গুরুপদে মন করো অর্পণ	৮০৭
গেল গেল নিয়ে গেল । স্বরবিতান ৩৫	৮৭৮
গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে । স্বরবিতান ২০	৮৭৩
ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে । চণ্ডালিকা	১২৭
ঘূমের ঘন গহন হতে । চণ্ডালিকা	১২৯
ঘোরা রজনী, এ বোহাগঘনঘটা । স্বরবিতান ৪৫	৮৪১
চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো । চণ্ডালিকা	১১৯
চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে । গীতলেখা ২ । স্বরবিতান ৪০	২৩৯
চরণবোথো তব যে পথে দিলে লেখি (স্বরবিতান ২ ব্রহ্ম)	২০২

*চর্যাচর সকলই মিছে মায়া, ছলনা। স্বরবিতান ৩৫	৮৮৩
চল্ চল্ তাই, স্বয়্য করে মোরা। কালযুগয়া। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬২৫।৬৪৬
চলিয়াছি গৃহ-পানে। স্বরবিতান ৪৫	৮৩৫
চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে। সিদ্ধু কাকি	২০৮
চলেছে ছুটিয়া পলাতক। হিয়া। স্বরবিতান ৫৬	৭২৬
চলেছে তরুণী প্রসাদপবনে। স্বরবিতান ৮	৮৩৮
চলো চলো, চলো চলো	২৫২
চলো নিয়মমতে। তাসের দেশ	৮০২
চাঁদ, হাসো হাসো। রায়ার খেলা	৬৮০
চাহি না স্বখে থাকিতে হে। স্বরবিতান ৮	৮৪৪
চিঁড়েতন হর্তন ইক্বাবন। তাসের দেশ	৮০৮
চিহ্নাঙ্কদা রাজকুমারী। চিহ্নাঙ্কদা	৭০০
চির-পুরানো চাঁদ। সিদ্ধু	৭২৪
চুরি হয়ে গেছে রাজকোবে। শ্রামা	৭৩২।৭৩৭
ছাড়ব না ভাই। বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪২
ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে। চিহ্নাঙ্কদা	৭০১
ছি ছি, মরি লাজে। বিশ্বভারতী : ১০-১২। ১৩৭৫। ৩০৩	২৩২
ছি ছি সখা, কী করিলে। ছায়ানট-কাঁপতাল	২৫০
ছিন্ন শিকল পায় নিয়ে। বিশ্বভারতী : ১-৩। ১৩৭৫। ৩৩৭	২৩৩
ছিলে কোথা বলো	২৫২
জগতের পুরোহিত তুমি। খাছাঙ্গ-একতালী	৮৬২
জয় জয় জয় হে জয় জ্যোতির্ময়	৮৫৫
জয় জয় তাসবংশ-অবতংশ। তাসের দেশ	৮০৭
জয় তব হোক জয়	৮৬১
*জয় রাজরাজেশ্বর। ভূপালি-তালফের্তা	৮৪৫
জয়তি জয় জয় রাজন। কালযুগয়া	৬২৪
জল এনে দে রে বাছা। কালযুগয়া	৬২০
জল দাও আমার জল দাও। চণ্ডালিকা	৭১৩
জলে-ভোনা চিকন ক্রায়ল	৮২৭

জাগে নি এখনো জাগে নি । চণ্ডালিকা	৭২৮
জানি জানি এসেছ এ পথে মনের ভুলে	২০৬
জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত । মায়ার খেলা	৬৫৬/২১৬-১৭
জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত এল, এল	৮২১
জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা । শ্রামা	৭৩৬/২১৮
জীবনের কিছু হল না হায় । বান্ধীকিপ্ৰতিভা	৬৪২
জেনো প্রেম চিরখণী । শ্রামা	৭৪৪/২৩৮
জন্ জন্ চিতা, দিগুণ দিগুণ । স্বরবিতান ৫১	৭৬৭
*কন্ স্বন্ ঘন ঘন । কালয়ুগয়া	৬২২
কর কর রক্ত করে । স্বরবিতান ২৮	৭৮৪
কাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা । বাউল	২০৫
ঠাকুরমশয়, ঘেরি না সর । কালয়ুগয়া	৬২৬
ডেকেছেন প্রিয়তম । ব্রহ্মসঙ্গীত ৬ । স্বরবিতান ২৬	৮৩৭
ডেকো না আমারে ডেকো না । স্বরসমা পত্রিকা ১৩৬২	২২২
ঢাকো বে মুখ, চন্দ্রমা, জলধে । স্বরবিতান ৪৭	৮১৮
*ডব প্রেমস্বধারলে মেতেছি । ব্রহ্মসঙ্গীত ৬ । স্বরবিতান ২৬	৮৪২
ডবু, পারি নে সঁপিতে প্রাণ । স্বরবিতান ৪৭	৮১২
ডডবে আর লবে আর । বান্ধীকিপ্ৰতিভা	৬৩৭
*ডডবে কি ফিরিব স্নানমুখে সখা । স্বরবিতান ৮	৮৩৬
ডডবে স্থখে থাকো, স্থখে থাকো । মায়ার খেলা	৬৭২/২২৭
ডরুণ প্রাণের অরুণ আকাশ । গীতপঞ্চাশিকা	৮২৭
ডরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল । স্বরবিতান ২০	৭৭৬
ডাই আমি দিচ্ছ বর । চিত্রাঙ্গদা	৬২২
ডাই হোক ডবে ডাই হোক । চিত্রাঙ্গদা	৭০৩
ডারে কেমনে ধরিবে সখী । মায়ার খেলা	৬৭১/২২৬
ডারে দেখাতে পারি নে কেন । মায়ার খেলা	৬৬২/২২১
ডারে দেহো গো জানি । স্বরবিতান ৩৫	৮৮৩
ডারো ডারো, হরি, দীনজনে । ব্রহ্মসঙ্গীত ৫ । স্বরবিতান ২৫	৮৪২
ডাহার অসীর মঙ্গললোক হতে । সাহান	৮৬৪

উঁহাৰ আনন্দধাৰা জগতে যেতেছে বৰে । স্বৰবিতান ৪৫	৮৩২
●উঁহাৰ প্ৰেমে কে ডুবৈ আছে । উঁৰো-একতালা	৮৩৬
তুই অবাৰ কৰে দিলি । চণ্ডালিকা	১১৬
তুই যে আমাৰ বুক-চেৰা ধন (বাছা, তুই যে আমাৰ) । চণ্ডালিকা	১২২
তুই রে বসন্তসমীৰণ । স্বৰবিতান ২০	১১৫
তুমি অতিথি, অতিথি আমাৰ । চিত্ৰাঙ্গদা	৬২৫
তুমি আছ কোন্ পাড়া । স্বৰবিতান ৫১	১১২
তুমি আমাৰ কৰবে মন্ত লোক । ভৈৰবী	১২৪
তুমি ইন্দ্ৰমণিৰ হাৰ । শ্ৰামা	১৩৩
তুমি কাছে নাই ব'লে । কীৰ্ত্তন	৮৪২
তুমি কি গো পিতা আমাদেৱ । স্বৰবিতান ৪৫ । গীতিচৰ্চা ১	৮৩১
তুমি কি পঞ্চশৰ	২১৫
তুমি কে গো, সখীয়ে কেন । মায়ৰ খেলা	৬১২/২২১
তুমি তো সেই যাবেই চলে । গীতমালািকা ১ (স্বৰবিতান ৩০)	২০০
তুমি পড়িতেছ হেসে । কাকি-কাওয়ালি	১৮৬
তুমি সন্ধ্যাৰ মেঘমালা । স্বৰবিতান ১০	৮২৪
তুমি হে প্ৰেমের ববি । জয়জয়ন্তী-কাঁপতাল	৮৬২
তুকাৰ শাস্তি হৃদয়কাস্তি । চিত্ৰাঙ্গদা	১০৫
তোমাৰে একি ভাস্তি । শ্ৰামা	১৩২/২৩১
তোমাৰ দেখে মনে লাগে ব্যথা । শ্ৰামা	১৪৮
●তোমাৰ যতনে ৰাখিব হে । ব্ৰহ্মসঙ্গীত ১ । স্বৰবিতান ৪	৮৩৮
তোমাৰ সাজাব যতনে । স্বৰবিতান ৫৫	৮০৫
তোমাৰ এ কী অলুকাপা	২৮৮
তোমাৰ কটি-তটের ধটি । গীতমালািকা ১ (স্বৰবিতান ৩০)	১২১
তোমাৰ প্ৰেমের বীৰ্যে । শ্ৰামা	১৪১
তোমাৰ বৈশাখে ছিল । চিত্ৰাঙ্গদা	৬২০
তোমাৰি ভয়ে, মা, সঁপিছ এ দেহ । শতপান । স্বৰবিতান ৪১	৮১২
তোমাৰে জানি নে হে । স্বৰবিতান ৮	৮৪৪
তোমাদেই প্ৰাণের আশা কহিব । স্বৰবিতান ৪৫	৮৩৩

তোরা বসে গাঁধিস মালা । স্বরবিতান ৩৫	৮৭২
তোলন-নাহন পিছন-সায়ন । তাঙ্গের দেশ	৮০৮
থাক, থাক তবে থাক । চণ্ডালিকা	৭২৬
থাক থাক মিছে কেন । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৬
থাকতে আর তো পারলি নে মা । বিসর্জন । স্বরবিতান ২৮	৭৮৪
থাম থাম, কী করিবি । বাল্মীকিপ্রতিভা	৬৫০
থাম্ রে, থাম্ রে তোরা । শ্রামা	৭৪২
থামো, থামো— কোথায় চলেছ । শ্রামা	৭৩৪
দই চাই গো, দই চাই । চণ্ডালিকা	৭১০
দয়া করো, দয়া করো প্রভু	৮০৪
*দাঁও হে হৃদয় তরে দাঁও । স্বরবিতান ৪৫	৮৩৭
দাঁড়াও, কোথা চলো । শ্রামা	৭৪৬
দাঁড়াও, মাথা থাও, যেয়ো না, লখা । সীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৮২০
দিন ভো চলি গেল প্রভু, বুঝা । আশোয়ারি টোড়ি - ভেঙট	৮৩৬
দিবসরজনী আমি ঘেন কার । মায়ার খেলা	৬৬৮
দিবানিশি করিয়া যতন । স্বরবিতান ৪৫	৮২৮
হুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো	৮৫৪
হুঃখ দিয়ে মেটাব হুঃখ তোমার । চণ্ডালিকা	৭২৭
*হুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে । ব্রহ্মসঙ্গীত ৫ । স্বরবিতান ২৫	৮৩৭
হুঃখের কথা ভোমায় বলিব না । ব্রহ্মসঙ্গীত ১ । স্বরবিতান ৪	৮৩৩
হুঃখের মিলন টুটিবার নয় । মায়ার খেলা	৬৬১
হুঃখের-যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে । বিশ্বভারতী : ৭-২ । ১৩৭৫ । ১২২	২৩৪
হুঃজনে এক হয়ে যাও	৮৬৩
হুঃজনে দেখা হল । সীতিমালা । শতগান । স্বরবিতান ৩২	৮৮৪
*হুয়ারে বসে আছি প্রভু । কামোদ-ধামার	৮৩৭
দূরে দাঁড়ায়ে আছে । মায়ার খেলা	৬৬৬/২২৪
দে তোরা আমার নুতন ক'রে দে । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৮
দে নো সখী, দে পরাইয়ে গলে । সীতিমালা । মায়ার খেলা	৬৫২/২১৮
দেখ্-চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব । স্বরবিতান ৪৫	৮৩০

দেখ্ দেখ্ ছোটো পাখি । বান্দীকিপ্রতিভা	৬৫০
দেখব কে তোঁর কাছে আসে । স্বরবিতান ৫৬	৭২৪
*দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর । স্বরবিতান ৪৫	৮৩৬
দেখায়ে দে কোথা আছে । দেশ-আড়াঠেকা	৮৮৫
দেখো ওই কে এসেছে । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩৫	৭৭২
দেখো চেয়ে দেখো ওই কে আসিছে । মায়ার খেলা	৬৬৫
দেখো লখা, ভুল ক'রে ভালোবেসো না । মায়ার খেলা	৬৭৪
দেখো হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা । বান্দীকিপ্রতিভা	৬৪০
দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে । স্বরবিতান ৪৭	৮১৮
দোবী করো আমার, দোবী করো । চণ্ডালিকা	৭২২
ধবু ধবু, ওই চোর । শ্রামা	৭৩৭/২৩৬
ধরা সে যে দেয় নাই । শ্রামা	৭৩৭
ধিক্ ধিক্ ওরে মৃদ্ধ	২৪৪
ধীরে ধীরে প্রাণে আমার । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৭৭৮
নব-জীবনের যাত্রাপথে । স্বরবিতান ৫৫	৮৬৪
নব বসন্তের দানের ভালি । চণ্ডালিকা	৭০২
নব বৎসরে করিলাম পণ । মিশ্র ক্বিঁকিট - একতালি	৮২২
*নরি, নরি, ভারতী । বান্দীকিপ্রতিভা	৬৫১
নমো নমো শচীচিত্তরঞ্জন । স্বরবিতান ৫৩	৮০৬
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে । কীর্তন	৮৫০
নহু হাতা, নহু কজ্জা, নহু বধু । বিশ্বভারতী : ৭-২/১৩৬৮/২১০	৮০৬
না, কিছুই থাকবে না । চণ্ডালিকা	৭২১
না জানি কোথা এলুম । কালদুগয়া	৬২২
না, দেখব না, আমি । চণ্ডালিকা	৭৩০
না না কাল নাই, যেয়ো না বাছা । কালদুগয়া	৬২০
না না না, বন্ধু । শ্রামা	৭৩৩
না না না সখী, তবু নেই । চিত্রাবলী	৬৭৮
না বুঝে কারে তুমি ভালোবেসে আঁখিজলে । মায়ার খেলা	৬৭৫/২৩০
না লখা, মনের বাখা । ইমনকল্যাণ-কাণ্ডালি	৭৭৪

না সজনী, না, আমি জানি । স্মৃতিমালা । স্বরবিতান ৩২	২৫১
নাচ, শ্রামা, ভালে ভালে । স্বরবিতান ৫১	১৭০
নাম লহো দেবতার । শ্রামা	১৪২
নারীর ললিত লোভন লীলায় । চিত্রাঙ্গদা	১০১
* নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে । ব্রহ্মসঙ্গীত ৪ । স্বরবিতান ২৪	২৪৮
নিমেষের তরে শরমে বাধিল । মায়াব খেলা	৬৭৩
নিষে আয় কৃপাণ । বাঙ্গীকিপ্ৰতিভা	৬৪০
নির্জন স্বাতে নিঃশব্দ চরণপাতে । বিশ্বভারতী : ১-৩।১৩৭৮।৪০৬	২১০
নীরব স্বজনী দেখো ময় জোছনায় । স্মৃতিমালা । স্বরবিতান ২০	১৬৮
নীরবে থাকিস সখী । শ্রামা	১৪৭
নূতন পথের পথিক হয়ে আসে	৮০৩
নেহারো লো সহচরী । কালয়ুগয়া	৬১২
শ্রায় অন্তর জানি নে । শ্রামা	১৪০
পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মস্ত । চণ্ডালিকা	১২৪
পথহারি তুমি পথিক যেন গো । মায়াব খেলা	৬৫৬।২১৬
পথ ভুলেছিস সত্যি বটে । বাঙ্গীকিপ্ৰতিভা	৬৩৯
পথে যেতে তোমার সাথে	৮০১
পাখি, তোর স্বর ভুলিস নে	২১২
পাগলিনী, তোর লাগি	৮৭৩
পাছে চেয়ে বসে আমার মন । স্বরবিতান ৫৬	১২৩
পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধরা । চিত্রাঙ্গদা	৬২৫
পিতায় ছুয়ায়ে দাঁড়াইয়া সব । ব্রহ্মসঙ্গীত ৪ । স্বরবিতান ২৪	৮৩৮
* পুরানো সেই দিনের কথা । স্মৃতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৮৮৫
পুরী হতে পালিয়েছে যে পুংস্বন্দরী । শ্রামা	১৪৫
পুরুষের বিজ্ঞা করেছিহু শিক্ষা । চিত্রাঙ্গদা	৬২২
পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে । ভৈরো	১২৫
প্রভাত হইল নিশি । স্মৃতিমালা । মায়াব খেলা	৬৭৬
প্রভু, এলেম কোথায় । আলাইয়া-আড়াঠেকা	৮৩২
প্রভু, এলেছ উদ্ধারিতে । চণ্ডালিকা	১৩১

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা । ব্রহ্মসঙ্গীত ২ । স্বরবিতান ২২	৮৪৭
প্রমোদে ঢালিয়া দিহু বন । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৭৮০
প্রহরশেষের আলোর রাতা	৮০৬
প্রহরী, ওগো প্রহরী । শ্রামা	৭৪১
প্রাণ নিয়ে তো গটকেছি রে । কালযুগরা । বাঙ্গালীকীৰ্ত্তিভা	৬২৬/৬৪৭
প্রিয়ে তোমার চেকি হলে । স্বরবিতান ২০	৭৭৭
প্রেম এলোছিল নিঃশব্দচরণে । স্বরবিতান ৫৩	২১০
প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে । মায়ার খেলা	৬৬৮
প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দৌহারে । শ্রামা	৭৪৪/৭৪৭
প্রেমের কাঁদ পাতা ভুবনে । মায়ার খেলা	৬৬২
প্রেমের মিলনদিনে । স্বরবিতান ৫৫	৮৬৫
*কিরোরো না মুখখানি । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৮৮২
কিরে যাও, কেন কিরে কিরে যাও । শ্রামা	৭৩৫
কিরো না কিরো না আজি । স্বরবিতান ৪৫	৮৪৩
ফুল বলে, ধন্ত আমি । চণ্ডালিকা	৭১৬
ফুলটি ঝরে গেছে রে । স্বরবিতান ৫১	৮৮৬
*ফুলে ফুলে চ'লে চ'লে । গীতিমালা । কালযুগরা	৬১২
ঘজাও রে মোহন বাঁশি । ভাহুসিংহ	৭৫৭
*বড়ো আশা করে এসেছি গো । স্বরবিতান ৮	৮৩১
বড়ো থাকি কাছাকাছি । স্বরবিতান ৫৬	৭২৩
বড়ো বিশ্বাস লাগে হেরি তোমারে । শাপমোচন	৮২৩
বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৭
বঁধু, মিছে রাগ কোরো না । স্বরবিতান ৩২	৮২৫
বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ । প্রায়শ্চিত্ত	৭২৮
বঁধুয়া দিয়া-পয় আও রে । ভৈরবী	৭৫৫
বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল	৮০১
বনে বনে গবে মিলে । কালযুগরা	৬২৪
বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে । বিভাগ-একতারা	৭২০
বর্ষ ওই পেল চলে । ব্রহ্মসঙ্গীত ৬ । স্বরবিতান ২৭	৮৩১

বলব কী আর বলব খুঁড়ে। বান্ধীকিপ্ৰতিভা	৬৪৭
বলি, ও আমার গোলাপবালা। স্মৃতিমালা। স্বরবিতান ২০	৮৭২
বলি গো সজ্জনী, যেয়ো না। স্মৃতিমালা। স্বরবিতান ৩৫	৮৮৭
বলে, দাঁও জল, দাঁও জল। চণ্ডালিকা	৭১৮
বলেছিল 'ধরা দেব না'	৮০৭
বলো বলো পিতা, কোথা সে গিয়েছে। কালমৃগয়া	৬৩১
বলো বলো বন্ধু, বলো। বাউল	৮৫৫
বসন্ত আঁওল রে। বাহাৰ	৭৫৩
বসন্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল। স্বরবিতান ৩৫	৭৭৬
বাছা, তুই যে আমার বুক-চেরা ধন (তুই যে আমার। চণ্ডালিকা)	৭২২
বাছা, সহজ ক'রে বল আমাকে। চণ্ডালিকা	৭২০
বাজে গুরুগুরু শব্দর ভকা। শ্রাবা	৭৪৩
বাজে রে বাজে ভরক বাজে। স্বরবিতান ৫২	৮০২
বাজে রে, বাজে রে ওই	৮০০
বাজো রে বাঁশরি, বাজো। স্বরবিতান ১। আত্মচৈতন্য	৮০৫
বাণী বাঁশপাণি, কলণায়ন্ত্রী। বান্ধীকিপ্ৰতিভা	৬৫২
বাহুরবরণন, নীরদগবজন। সন্ন্যাস	৭৬০
বাঁধন কেন ভূষণ-বেশে	৮০৪
বায়বায়, সখি, বারণ করছ। ইমনকলাপ	৭৬৩
বায়ো বায়ো ফিরে ফিরে তোমার পানে	২০২
বাহির হলেম আমি আপন। স্বরবিতান ৬০	৮১০
*বিহার কবেছ যারে নয়নজলে। সন্ন্যাস খেলা	৬৭৫-৬৭৬
বিধি ভাগর আঁখি যদি দিয়েছিল। স্বরবিতান ৫১	৮২৪
বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে। চিত্রাঙ্কনা	৭০৪
বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই। খট-একতালা	৭৭০
বিরহে রবির ব'লে। পিলু	৭২৫
বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাপ্ত কর' মহোজ্জল। স্বরবিতান ৫৫	৮৬২
বুক যে কেটে যায়। শ্রাবা	৭৪২
বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে (আজ বুকের বসন। ব্রহ্মসদীত ৫) শেকালি	৮২৬

বুঝি এল, বুঝি এল, ওয়ে প্রাণ । কেতকী	৮২৬
*বুঝি ওই স্বপ্নে	৮৫৭
বুঝেছি বুঝেছি লখা । স্বরবিতান ২০	৭৭৪
বুধা গেয়েছি বহু গান । মিত্র কানাদা	৮২৪
বেলা যায় বহিয়া । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৬
বেলা যে চলে যায় । কালদুগরা	৬১৭
বোলো না, বোলো না । শ্রামা	৭৪৩।২৩৮
বাকুল হয়ে বনে বনে । বান্মীকিপ্রতিভা	৬৪১
*ভবকোলাহল ছাড়িয়ে । স্বরবিতান ৮	৮৩৬
ভয় নেই রে তোদের	২০৫
ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হতাশন । চিত্রাঙ্গদা	৬২৮
ভাগ্যবতী সে যে । চিত্রাঙ্গদা	৭০২
ভাড়া ঘেউলের দেবতা । পূর্ববী-একতালা	৭২১
ভাবনা করিস নে তুই । চণ্ডালিকা	৭২৪
ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণ্বাশি । ভৈরবী	৮১৫
ভালো ভালো, তুমি দেখব পালাও কোথা । শ্রামা	৭৩৪
ভালো যদি বাস লবী । স্বরবিতান ৩৫	৭৭২
ভালোবেসে ছুখ সেও সুখ । স্মৃতিমালা । মায়ার খেলা	৬৬৫।২২৩
ভালোবেসে যদি সুখ নাহি । মায়ার খেলা	৬৬৪।২২২
ভালোবাসিলে যদি সে । স্মৃতিমালা । স্বরবিতান ২০	৭৮০
*ভাসিয়ে দে তরী তবে । স্মৃতিমালা । স্বরবিতান ৩৫	২৫২
ভিক্ষে দে গো, ভিক্ষে দে । ছায়াট-কাণ্ডালি	৭৭৭
ভুল করেছিহু, ভুল ভেঙেছে । মায়ার খেলা	৬৭৪।২২২
ভুল কোরো না গো, ভুল । বিশ্বভারতী : ১-৩।১৩৫৪।২৬৫	২২৮
ভুলে ভুলে আজ ভুলয়	৭২৫
মণিপুরনৃপদ্বিহিতা । চিত্রাঙ্গদা	৬২২
মধুসূতা নিত্য হয়ে রইল তোমার	৮০২
মধুর বসন্ত এসেছে । মায়ার খেলা	৬৭৮
মধুর মিলন । স্বরবিতান ৩৫	৭৮২

*মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে জয়স্বামী	৮৫৭
মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়। তুপালি	৮৭১
মনে হল পেরিয়ে এলেন অসীম পথ	২০৬
মনের মধ্যে নিয়বধি শিকল গড়ায় কারখানা। নবশ্রুতিকা ২	৮৫৫
মনোমল্লিরহস্যবী। স্বরবিতান ৫৬	৭২৬
†মরি, ও কাহার বাছা। বাস্মিকপ্রতিভা	৬৩২
মলিন মুখে ফুটুক হাসি। প্রায়শ্চিত্ত	৭২৮
মহানন্দে হেরো গো হবে। ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪	৮৪৭
*মহাবিশ্বে মহাকাশে। স্বরবিতান ৪ (১৩৭২ হইতে)	৮৪৬
মহাসিংহাসনে বসি। স্বরবিতান ৮	৮২৮
মা আমার, কেন তোরে স্নান নেহারি। শ্রীতিমালা। স্বরবিতান ৩২	৭৮৩
মা, আমি তোর কী করেছি। স্বরবিতান ২০	২৪৮
মা, একবার দাঁড়া গো হেরি। শ্রীতিমালা। স্বরবিতান ৩২	৭৮২
মা, ওই-ষে তিনি চলেছেন। চণ্ডালিকা	৭২৩
মা গো, এত দিনে মনে হচ্ছে। চণ্ডালিকা	৭২৭
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই (কীর্তন)। ব্রহ্মসঙ্গীত ৫। স্বরবিতান ২৩	৮৫১
মাটি তোদের ডাক দিয়েছে। চণ্ডালিকা	৭১৪
মাধব, না কহ আমার-বাণী। বাহার	৭৬১
†মানা না মানিলি। কালযুগয়া	৬২৩
মায়াবনবিহারিণী হরিণী। শ্রীমা	৭৩৫
মিছে ঘুরি এ জগতে (আমি মিছে ঘুরি)। মায়াব খেলা	৬৬২
মিটিল সব কৃপা। ব্রহ্মসঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩	৮৪২
মোরা চলব না। কান্তনীর	৮০০
মোরা জলে স্থলে কত ছলে। মায়াব খেলা	৬৫৫।২১৫
মোহিনী মায়া এল। চিত্রাকলা	৬৮৪
বন্ধন দেখা দাও নি বাধা	৮০১
যদি কেহ নাহি চায়। মায়াব খেলা	৬৬১
যদি জোটে যোজ। স্বরবিতান ২৮	৭২২
যদি ভরিয়া লইবে কুণ্ড। তৈরবী-কাঁপতাল	৮২২

যদি মিলে দেখা তবে তারি সাথে । চিত্রাঙ্গদা	৭০২
যবে যিমিকি যিমিকি করে (যিমিকি যিমিকি করে । স্বরবিভান ৫৮)	২০২
যাই যাই, ছেড়ে দাও । স্বরবিভান ৩৫	৮৮৮
যাও, যাও যদি যাও তবে । চিত্রাঙ্গদা	৬৮৭
যাও রে অনন্তধামে । স্বরবিভান ৮ । কালযুগরা	৬৩৩
যাওয়া-আসায়ই এই কি খেলা	৮৫৬
যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক । বিশ্বভারতী : ১-৩।১৩৫৪।২৬৪	২৩৩
যাজী আমি ওরে । কাব্যগীতি	৮৫৩
যায় যদি যাক সাগরতীরে । চণ্ডালিকা	৭২৪
যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল । ভৈরবী	২১১
যারে মরণদশায় ধরে	৭২৪
যে আমারে দিয়েছে ডাক । চণ্ডালিকা	৭১৬
যে ছিল আমার স্বপনচারিণী । ভারতবর্ষ : ৬।১৩৪৮।৫৩৫	২৩০
যে আমারে পাঠালো এই । চণ্ডালিকা	৭১২
যে ভালোবাসুক সে ভালোবাসুক । মিশ্র সুর - একতালি	৭৭৩
যেখানে রূপের প্রভা নয়ন-লোভা	৭২২
যেন কোন্ ভুলের ঘোরে	৮২২
যেয়ো না, যেয়ো না কিরে । রায়ায় খেলা	৬৬০
যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না কিরে	২২০
যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে । গীতিমালা । স্বরবিভান ২০	৭৭৭
রক্ষা করো হে । আসোয়ারি-চৌতাল	৮৪৭
রজনী পোহাইল, চলেছে যাজীদল । বিভাস-রাঁপতাল	৮৩৪
রাধ্ রাধ্, ফেল্ ধর । বাল্মীকিপ্রতিভা	৬৪৮
রাড়াপদপদ্যুগে প্রণমি গো ভবদারা । বাল্মীকিপ্রতিভা	৬৪০
রাজ-অধিরাজ, তব ভালে জয়মালা । স্বরকরা পত্রিকা ১	৭৮৪
রাজতবনের সমাদর সমান ছেড়ে । ভাষা	৭৪৫
রাজবাঞ্ছের জয় জয়তু জয় হে । স্বরবিভান ৫৬	৭২৭
রাজা মহারাজা কে জানে । বাল্মীকিপ্রতিভা	৬৪২
রাজার আদেশ ভাই । সঙ্গীতবিজ্ঞান : ৮।১৩৪৩।৩৭০	২৩৬

স্বাক্ষর প্রহরী ওরা অত্যন্ত অপবাদে । শ্রীমা	১৪০
*বিম্ব বিম্ব ঘন ঘন রে । গীতিমালা । বান্দীকিপ্ৰতিভা । কেতকী	৬৪৪
বিরিকি ক্রিকি করে । স্বরবিতান ৫৮	২০২
যোদনভরা এ বসন্ত । চিত্রাঙ্গদা	৬২০
লক্ষা ! ছি ছি লক্ষা । চণ্ডালিকা	১২৫
লহো লহো, ফিরে লহো । চিত্রাঙ্গদা	১০৩
তুধু একটি গণ্ডু ব জল । চণ্ডালিকা	১১৪
তন নলিনী, খোলো গো আঁখি । স্বরবিতান ২০	৮৭৪
তন লো তন লো বালিকা । শতগান । ভাহুসিংহ	১৫৩
তন, নখি, বাজই বাঁশি । বেহাগ	১৫৬
তনি ওই কল্লুরুহ । স্বরবিতান ৫৩	৮১১
তনি কণে কণে মনে মনে (কণে কণে মনে মনে । চিত্রাঙ্গদা)	৬৮৮
ততদিনে ততকণে । লাহানা-৪৭	৮৬৩
ততদিন-লগনে বাজুক বাঁশি । বিশ্বভারতী : ৪-৬ । ১৩৬৫ । ২২	২৩৩
*ওস্তাদ প্রভাতে পূর্ব গগনে । স্বরবিতান ৫৫	৮৫৮
শেব কলনের ফসল এবার	৮০৪
শোকতাপ গেল দূরে । কালযুগয়া	৬৫৩
শোন্ তোরা তবে শোন্ । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৩৭
শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৪১
শোন্ রে শোন্ অবোধ মন	৮০৭
শোনো শোনো আমাদের ব্যথা । স্বরবিতান ৪৭	৮১৬
শ্রাম, মুখে তব মধুর অধরমে । খাছা	১৫২
শ্রাম রে, নিপট কঠিন । বেহাগড়া	১৫৪
শ্রীমা, এবার ছেড়ে চলেছি যা । বান্দীকিপ্ৰতিভা	৬৫১
শ্রীরণের বারিধারা	২১১
সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে । মায়ার খেলা	৬৭১/২২৭
সকলি ফুটাইল যামিনী পোহাইল । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৮৮৬
*সকলি ফুটালো স্বপন-প্রায় । কালযুগয়া	৬৩৪
সকলি ফুলেছে তোলা মন	১২৫

সকলেয়ে কাছে ডাকি । স্বরবিতান ৪৫	২৪২
✽সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে । স্বরবিতান ৮	৮৩৪
সখা, আপন মন নিয়ে । মায়ার খেলা	৬৬৩
সখা, তুমি আছ কোথা । স্বরবিতান ৪৫	২৪২
সখা, মোদের বেঁধে রাখো প্রেমডোরে । ভৈরবী-একতাল	২৫০
✽সখা, সাথিতে সাধাতে কত সুখ । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩৫	৭৮১
সখা হে, কী দিয়ে আমি তুবিব তোমায় । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৮৮৭
সখি রে, পিরীত বুঝবে কে । টোড়ি	৭৬০
সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব । দেশ	৭৬২
সখী, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন । জয়জয়ন্তী-কাঁপতাল	৭৬২
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে । শেফালি	২২৬
সখী, বহে গেল বেলা । মায়ার খেলা	৬৫২।২১২
সখী, ভাবনা কাহারে বলে । স্বরবিতান ২০	৭৭১
সখী. সাধ ক'রে যাহা দেবে । মায়ার খেলা	৬৬২।২২৫
সখী, সে গেল কোথায় । মায়ার খেলা	৬৫৮।২১৮
✽সঘন ঘন ছাইল । কালযুগয়া	৬২১
সংসারেতে চান্নি ধার । স্বরবিতান ৮	৮৩২
সজনি সজনি রাধিকা লো । শতগান । ভানুসিংহ	৭৫৫
সতিমির রজনী, সচকিত সজনী । ভানুসিংহ	৭৫৭
সন্ন্যাসের বিহ্বলতা নিছকের অপমান । চিত্রাবলী	৭০০
সন্ন্যাসী, ধ্যানে নিমগ্ন নয় তোমার চিত্ত	২০২
সব কিছু কেন নিল না । শ্রাব্য	৭৪২।২৪২
✽সবে মিলি গাও রে । ব্রহ্মসঙ্গীত ৪ । স্বরবিতান ২৪	৮৪৩
সমুখে শান্তিপারাবার । স্বরবিতান ৫৫	৮৬৬
সমুখেতে বহিছে তটিনী । কালযুগয়া	৬১৮
সদায়মশায়, দেয়ি না সর । বান্দ্যকিপ্ৰতিভা	৬৪৮
সহে না যাতনা । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৮৮৭
সহে না, সহে না, কাঁদে পরান । বান্দ্যকিপ্ৰতিভা	৬৩৫
সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো । চণ্ডালিকা	৭২০

সাধ ক'রে কেন, সখা, ঘটাবে গেরো। স্বরবিতান ৫১	৭৭৮
সাধের কাননে মোর। জয়জয়ন্তী-কাঁপতাল	৮৮৩
স্বখে আছি, স্বখে আছি। মায়ার খেলা	৬৬৫।২২৩
স্বখের মাঝে তোমার দেখেছি। স্বরবিতান ৪৪	৮৫৪
স্বন্দরের বন্ধন নিচুঁরের হাতে। শ্রাব্য	৭৩৮।২৩৬
স্বয়ঙ্গলী বধু। স্বরবিতান ৫৫	৮৬৫
*স্বধূর তনি আজি। শঙ্করাভরণ-আড়াঠেকা	৮৪১
স্বরের জালে কে জড়ালে আমার মন	৮১১
সে আশি কহিল, প্রিয়ে : কীর্তন	৭৮৮
সে জন কে, সখী, বোকা গেছে। মায়ার খেলা	৬৭০।২২৬
সে যে পথিক আমার। চণ্ডালিকা	৭১২
সেই ভালো মা, সেই ভালো। চণ্ডালিকা	৭২৬
সেই যদি, সেই যদি। গৌড়সারং-কাঁপতাল	৮৮৪
সেই শান্তিভবন ভুবন। গীতিমালা। মায়ার খেলা	৬৭৩
সোনার পিঙ্গব ডাকিয়ে আমার। ভৈরবী-একতাল	৮৭৫
সপন-লোকের বিদেশিনী। তুলনা : অনেক দিনের মনের মাহুঘ	৮২৭
সপ্নমন্দির নেশায় মেশা এ উন্নততা। চিত্রাবলী	৬২৪
সরুণ তাঁর কে জানে। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৭	৮৪৩
স্বর্গে তোমার নিয়ে যাবে উড়িয়ে। স্বরবিতান ৫৬	৭২৪
স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জল নব চম্পাদলে। চণ্ডালিকা	৭১৬
হতাশ হোয়ো না। শ্রাব্য	৭৩৬
হয় যব না যব সজনী। বেহাগ	৭৬৩
হয়, সখি, দারিদ্র নারী। ভৈরবী	৭৬১
হরি, তোমার ডাকি। স্বরবিতান ৪৫	৮৪০
*হা, কী দশা হল আমার। বাঙ্গালীকিশোরিতা	৬৪৩
*হা, কে বলে দেবে। গীতিমালা। স্বরবিতান ২০	৭৮০
হাঁ গো মা, সেই কথাই তো বলে গেলেন তিনি। চণ্ডালিকা	৭১৭
হা সখী, ও আদরে। গীতিমালা। স্বরবিতান ৩২	৮৮২
হা হৃদভাগিনী, একি অত্যাধনা মহন্তের। চিত্রাবলী	৬৮৬

হা—আ—আ—আই । তাদের দেশ	৮৭২
হাঁছোঃ !—ভয় কী দেখাচ্ছ । তাদের দেশ	৮০২
হাতে লয়ে কীপ অগণন । স্বরবিতান ৪৫	৮৩৩
*হার; এ কী সমাপন । শ্রামা	৭৪৮২৪২
হার রে নুপুর (হার রে, হার রে নুপুর । শ্রামা)	২৪৩
হার রে, হার রে নুপুর । শ্রামা	৭৪২
হার হতভাগিনী । বিশ্বভারতী : ৭-২।১৩৭৬।২৪২	২৩০
হার, হার রে, হার পরবাসী । শ্রামা	৭৪৪
হাসি কেন নাই ও নয়নে । স্বরবিতান ৩৫	৮৭৮
*হিরা কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখী । অরুণরত্নী-ধারার	৮৮২
*হিরা মাঝে গোপনে হেরিয়ে । পিলু	৮২২
*হৃদয়-আবরণ খুলে গেল	৮৫৭
হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোব ফাস্তনী চেউ আসে । ব্রটব্য নবগীতিকার ২	৮২৮
হৃদয় মোর কোমল অতি । স্বরবিতান ৩৫	৮৭৬
হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে । ভানুসিংহ	৭৫৪
হৃদয়-বসন্তধনে যে মাধুরী বিকাশিল । শ্রামা	৭৪৬
হৃদয়ে রাখো গো, দেবী, চরণ তোমার । স্বরবিতান ৫১	৭৬৭
হৃদয়ের মনি আদরিণী মোর । গীতিমালা । স্বরবিতান ৩২	৮৭৬
হে অনাদি অসীম হুনীল অকুল সিদ্ধ	৮৪৫
হে কৌন্তেয় । মিশ্র রামকেলি	৭০৫
হে, কমা করো, নাথ । শ্রামা	৭৪৭
হে নৃতন, দেখা দিক আর বার । স্বরবিতান ৫৫	৮৬৮
হে বিদেশী, এসো এসো । শ্রামা	৭৪৩ ২৩৩
হে বিরহী হার, চকল হিরা তব । শ্রামা	৭৩৫
হে ভারত, আজি তোমারি সত্য । স্বরবিতান ৪৭	৮২১
*হে মন তাঁরে দেখো আঁখি খুলিয়ে । ব্রহ্মসঙ্গীত ৪ । স্বরবিতান ২৪	৮৪৫
হো, এল এল এল রে হৃদয় দল । চিত্রাঙ্গদা	৬২২

গীତିনাট্য ও নৃত্যনাট্য

কালমৃগয়া

প্রথম দৃশ্য

তপোবন

ঋষিকুমারের প্রবেশ

বেলা যে চলে যায়, ছুবিল ঋষি ।
ছায়ার ঢেকেছে ঘন অটবী ।
কোথা সে নীলা গেল কোথায় ।
নীলা, নীলা, খেলাবি আর ।

নীলার প্রবেশ

নীলা । ও ভাই, দেখে যা, কত ফুল ফুলেছি ।
ঋষিকুমার । তুই আর যে কাছে আর,
আমি তোরে সাজিয়ে দি—
তোর হাতে মৃণাল-বালা,
তোর কানে টাপার ফুল,
তোর মাথায় বেলের সিঁধি,
তোর খোঁপায় বকুল ফুল ।

নীলা । ও দেখবি যে ভাই, আর যে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মতো
ফুল কত ফুটেছে ।
কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায়—

ও ভাই, সাবধানেতে আয় যে দেখা,
দিল নে দ'লে পায় ।

লীলা । কাল সকালে উঠব মোরা,
যাব নদীর কূলে ।

শিব গড়িয়ে করব পুজো,
আনব কুম্ভ তুলে ।

ঋষিকুমার । মোরা তোয়ের বেলা গাঁধব মালা,
দুলব সে ধোলায় ।

বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায় ।

লীলা । না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধরে—

মা বলেছে ঋষির সঙ্গে
সাজিয়ে দেবে তোরে ।

ঋষিকুমার । সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,
এখন যাই কিরে—

একলা আছেন অন্ধ পিতা
আধার কুটিরে ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

বনদেবীগণ

প্রথম । সমুখেতে বহিছে তটিনী,
ছুটি তারা আকাশে ফুটিয়া ।

- দ্বিতীয় । বায়ু বহে পবিত্র লুটিয়া ।
 তৃতীয় । সীতের অধর হতে
 স্নান হাসি পড়িছে টুটিয়া ।
 চতুর্থ । দিবল বিদায় চাহে,
 সরস্বী বিলাপ গাহে,
 সারাজেই বাঁধা পায়
 কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া ।
 সকলে । এসো তবে এসো, সখী,
 মোরা হেথা বলে থাকি—
 প্রথম । আকাশের পানে চেয়ে
 জলধের খেলা দেখি ।
 সকলে । আশি-পরে তারাগুলি
 একে একে উঠিবে ফুটিয়া ।
 সকলে । ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা বৃহৎ বায়,
 তটিনী হিলোল ভুলে কলোলে চলিয়া যায় ।
 পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু গায়,
 কী জানি কিসেরই লাগি প্রাণ করে হার-হার ।
 প্রথম । নেহারো, লো মহচরী,
 কানন আধার করি
 ওই দেখো বিভাবরী আসিছে ।
 দ্বিতীয় । দিগন্ত ছাইয়া
 স্ত্রাম মেঘরাশি ধরে ধরে ভাসিছে ।
 তৃতীয় । আর, সখী, এই বেলা
 মাধবী মালতী বেলা
 রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা ।
 চতুর্থ । ওই দেখো নলিনী উখলিত সরসে
 অকুট মুকুলস্বকী বৃহৎ বৃহৎ হাসিছে ।

সকলে । আসিবে ঋষিকুমার কুম্ভচরণে,
 ফুটাবে রাখিয়া দিব তারি তবে সমতনে ।
 নিচু নিচু শাখাতে কোটে যেন ফুলগুলি,
 কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে ।

তৃতীয় দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার

বেদপাঠ

অন্ধরিকোদরঃ কোশো ভূমিবুরো ন জীৰ্যতি দিশোহস্ত অস্তুরো জৌরস্তোস্তরং
 বিলং স এষ কোশোবস্তধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিহং শ্রিতম্ ॥

তস্ত প্রাচী দিগ্ ভূর্নাম সহ্যানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী হৃতুতা
 নামোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্র
 বোদং বোদিত্তি লোহহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্রবোদং রুদম্ ॥

অন্ধ ঋষি জল এনে দে, বে বাছা, ভূষিত কাতরে ।
 শুকায়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে ॥

মেঘগর্জন

না, না, কাজ নাই, যেয়ো না বাছা—
 গভীরা রজনী ঘোর, ঘন গরজে—
 তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা ।
 আর কে আমার আছে !
 কেহ নাই— কেহ নাই—
 তুই শুধু রয়েছিস হৃদয় জুড়ারে ।

তোরেও কি হারাব বাছা যে—
সে তো প্রাণে ন'বে না ।

কবিকুমার । আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা, তেবো না ।
অদূরে সরষু বহে, দূরে যাব না ।
পথ যে সরল অতি,
চপলা দিতেছে জ্যোতি—
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা ।
অদূরে সরষু বহে, দূরে যাব না ॥

এহান

চতুর্থ দৃশ্য

বন

বনদেবতা

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশ দিশি,
স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—
কী হবে কে জানে ।
ঘোরা বজ্রনী,
দিকললনা ভয়বিভলা ।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী
খরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়া ।
ঘোর ভিমিরে ছায় গগন মেদিনী ।

শুধু শুধু নীরদগরজনে
 শুধু আধার ঘুমাইছে ।
 সহসা উঠিল বেগে প্রচণ্ড সমীরণ,
 কড় কড় বাজ ।

এহান

বন্দেবীপণের প্রবেশ

সকলে । কন্ কন্ ঘন ঘন বে বরষে ।
 দ্বিতীয় । গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা—
 তৃতীয় । ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে ।
 সকলে । দিশি দিশি সচকিত, হামিনী চমকিত—
 প্রথম । চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে ।

সকলে । আর লো সজনী, সবে মিলে—
 কন্ কন্ বারিধারা,
 মুহু মুহু শুধু শুধু গর্জন—
 এ বরষা-দিনে
 হাতে হাতে ধরি ধরি
 গাব মোরা লতিকা-ফোলায় ফুলে ।

প্রথম । ফুটাব যতনে কেতকী কদম অগগন—
 দ্বিতীয় । মাথাব বরন ফুলে ফুলে ।
 তৃতীয় । পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা—
 চতুর্থ । লতিকা বাধিব পাছে ফুলে ।
 প্রথম । বনেবে সাজায়ে দিব, গাধিব মুকুতাকণা,
 পল্লবস্ত্রামুকুলে ।

দ্বিতীয় । নাচিব, সঙ্গী, সবে নবঘন-উৎসবে
 বিকচ বকুলতরু-ফুলে ।

ঋষিকুমারের প্রবেশ

ঋষিকুমার । কী ঘোর নিশীথ, নীমব ধরা,
পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়,
জড়ায় যায় চরণে লতাপাতা ।
যাই, স্বরা ক'রে যেতে হবে
সরব্বুতটিনীতীরে—
কোথায় সে পথ ।
ওই কল কল রব—
আহা, তৃষিত জনক মন,
যাই তবে যাই স্বরা ।

বনদেবীগণ । এই ঘোর আঁধার, কোথা যে যাস্!
কিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাপে ।
স্নেহের পুতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে—
কী জানি কী হবে,
বনে হবি পথহার ।

ঋষিকুমার । না, কোরো না মানা, যাব স্বরা ।
পিতা আমার কাতর ভবায়,
যেতেছি তাই সরব্বনদীতীরে ॥

বনদেবীগণ । মানা না মানিলি, তবুও চলিলি—
কী জানি কী ঘটে ।
অসম্ভব হেন প্রাণে আগে কেন—
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে ।
রাখ রে কথা রাখ, বারি আনা থাক—
যা, যবে যা ছুটে ।
অগ্নি দিগন্তনে, যেখা গো বডনে
অভয় দেহছায়ায় ।

অগ্নি বিভাবরী, রাখো বুকে ধরি
 তন্ন অপহরি রাখো এ জনায় ।
 এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি—
 এ যে একেলা অসহায় ॥

পঞ্চম দৃশ্য

শিকারীগণের প্রবেশ

বনে বনে সবে মিলে চলো হো !
 চলো হো !
 ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয় ।
 এমন রজনী বহে যায় যে ।
 ধনুর্বাণ বল্লম লয়ে হাতে
 আয় আয় আয়, আয় রে ।
 বাজা শিক্কা ঘন ঘন—
 শব্দে কাঁপিবে বন,
 আকাশ ফেটে যাবে,
 চমকিবে পশু পাখি সবে,
 ছুটে যাবে কাননে কাননে,
 চারি দিকে ঘিরে যাব পিছে পিছে ।
 হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ ॥

দশরথের প্রবেশ

শিকারীগণ । অয়তি অয় অয় রাজন্, বন্দি তোমায়ে—
 কে আছে তোমা-সমান ।
 জিহুবন কাঁপে তোমার প্রতাপে,
 তোমায়ে করি প্রণাম ॥

শিকারীদের প্রতি

দশরথ । গহনে গহনে যা রে তোরা—
 নিশি বহে যার যে ।
 তর তর করি অরণ্য
 করী বরাহ ধোঁজ্গে !
 এই বেলা যা রে ।
 নিশাচর পশু সবে
 এখনি বাহির হবে—
 ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ স্বরা চল্ ।
 আলায়ে মশাল-আলো
 এই বেলা আর রে ॥

প্রহান

প্রথম শিকারী । চল্ চল্ ভাই,
 স্বরা ক'রে মোরা আগে যাই ।
 দ্বিতীয় । প্রাণপণ ধোঁজ্ এ বন, সে বন !
 তৃতীয় । চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই ।
 প্রথম । না না ভাই, কাজ নাই—
 হোখা কিছু নাই— কিছু নাই—
 ওই কোপে যদি কিছু পাই ।
 তৃতীয় । বরা ! বরা !
 প্রথম । আরে, দাঁড়া দাঁড়া,
 অস্ত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার ।
 চুপি চুপি আর, চুপি চুপি আর
 ওই অশখতলায় ।
 এবার ঠিকঠাক হয়ে সবে থাক—
 সাবধান, ধরো বাণ—
 সাবধান, ছাড়ো বাণ ।

হুই-তিন জন ।

গেল গেল, ওই ওই পালায় পালায় ।

চল্ চল্—

ছোঁই রে পিছে, আয় রে স্বরা যাই ।

এহান

বিদূষকের সতয়ে এবেশ

বিদূষক ।

প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে,

ওরে বরা, করবি এখন কী !

বাবা রে !

আমি চূপ ক'রে এই

আমড়াভলার লুকিয়ে থাকি ।

এই মরদের মুরোদখানা,

দেখেও কি রে ভড়কালি না !

বাহবা, সাবাস্ তোরে—

সাবাস্ রে তোয় ভরসা দেখি ।

গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে

ব্রাহ্মণীয়ে ঘরে ফেলে

কোথা এলেম এ ঘোর বনে—

মনে আশা ছিল মস্ত

চলবে ভালো দক্ষিণ হস্ত,

হা রে রে পোড়া কপাল,

তাও যে দেখি কেবল ঝাঁকি ।

শিকারীগণের এবেশ

শিকারীগণ ।

ঠাকুরমশয়, দেয়ি না সর,

তোমার আশায় সবাই ব'লে

শিকারোত্তে হবে যেতে

মিহি কোমর বাধো ক'বে ।

বন বাদাড় সব খেঁটেখুঁটে
 আমরা মরি খেঁটেখুঁটে,
 তুমি কেবল লুটেপুটে
 পেট পোয়াবে ঠেসেঠেসে !
 বিদূষক । কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
 আমায় কেউ না খেলেই বাচি !
 শিকার করতে যায় কে মরতে,
 ছুঁসিয়ে দেবে বরা-মোষে ।
 ছুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না—
 সাধের পেটটি যাবে ফেসে ॥

হাসিতে হাসিতে
 শিকারীগণের গ্রহান

বিদূষক । আঃ বেঁচেছি এখন ।
 শর্মা ও দিকে আর নন ।
 গোলেমালে ফাঁকতালে লটকেছি কেমন ।
 দেখে বরা'র দাঁতের পাটি
 লেগেছিল দাঁত-কপাটি,
 পড়ল খসে হাতের লাঠি কে জানে কখন—
 আহা কে জানে কখন ।
 চুলগুলি সব ঘাড়ে খাড়া,
 চক্ষু-দুটো মশাল-পারা—
 গৌ-ভরে হেঁট-মুখে তাড়া করে সে যখন—
 রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে,
 পেটের মধ্যে হাত পা ঢোকে,
 চুপ্সে গেল ফাঁপা ভুঁড়ি শঙ্কিতে তখন—
 আহা শঙ্কিতে তখন ॥

গ্রহান

শিকার ক্ষেত্রে

শিকারীগণের এবশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রাশি রাশি শিকার ।
করেছি ছাবথার,
সব করেছি ছাবথার ।
বন-বাদাড় তোলপাড়
করেছি রে উজাড় ।

গাইতে গাইতে গাহান

বনদেবীদের এবশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে ।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্দিরা ।
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সঙ্কিয়া ।
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
অলিত চরণে ছুটিছে ।
অলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
ককণ নয়নে চাহিছে ।
আকুল সরসী, সারস সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে ।
ভিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ-ঘনছায়া ছাইয়া ।

কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া ।

এহান

দশরথের প্রবেশ

না জানি কোথা এসুম, এ যে ঘোর বন ।
কোথা সে করীশিত্ত, কোথা লুকালো !
একে তো জটিল বন, তাহে আধার ঘন,
যাক-না যাবে সে কত দূর, কত দূর—
যাব পিছে পিছে—
না না না না, ও কী তনি !
ওই-সে সরসুতীরে করিছে মলিল গান—
শব্দ তনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ ।

নেপথ্যে বনদেবীগণ

হায় কী হ'ল ! হায় কী হ'ল !

বাণাহত কৃষিকুমারের নিকট দশরথের গমন

কী করিহু হায় !

এ তো নয় যে করীশিত্ত ! ঋষির তনয় !
নিষ্ঠুর প্রথর বাণে কৃষিরে আশ্রুত কায়,
কায় যে প্রাণের বাছা ধূলাতে লুটায় !
কী কুলয়ে না জানি যে বখিলায় বাণ,
কী মহাপাতকে কায় বখিলায় প্রাণ !
দেবতা, অমৃতনীরে হারা প্রাণ দাও কিরে,
নিরে যাও মায়েব কোলে মায়েব বাছায় ।

সুখে জলসিক্তন

ঋষিকুমার ।

কী দোষ করেছি তোমার,
 কেন গো হানিলে বাণ !
 একই বাণে বসিলে যে
 দুটি অভাগার প্রাণ ।
 শিশু বনচারী আমি,
 কিছুই নাহিক জানি,
 ফল মূল তুলে আনি—
 করি সামবেদ গান ।
 অগ্ন্যঙ্ক জনক বন
 তুবান্ন কাতর হয়ে
 রয়েছে পথ চেয়ে—
 কখন যাব বারি লয়ে ।
 মরণান্তে নিয়ে যেয়ো,
 এ দেহ তাঁর কোলে দিয়ো—
 দেখো, দেখো, ডুলো নাকো,
 কোরো তাঁরে বারি দান ।
 মার্জনা করিবেন পিতা—
 তাঁর যে দয়ার প্রাণ ॥

বহু

বর্ষ দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ রবি

আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে,
 হা ভাত, একবার আয় রে ।

ঘোরা রজনী, একাকী,
কোথা রহিলে এ সময়ে !
প্রাণ যে চমকে মেঘগরজনে,
কী হবে কে জানে ।

লীলার প্রবেশ

লীলা । বলো বলো, পিতা, কোথা সে গিয়েছে ।
কোথা সে ভাইটি মম কোন্ কাননে,
কেন তাহারে নাহি হেরি !
খেলিবে সকালে আজ বলেছিল সে,
ভবু কেন এখনো না এল ।
বনে বনে কিরি 'ভাই ভাই' করিয়ে,
কেন গো মাড়া পাই নে ।

অঙ্ক । কে জানে কোথা সে !
প্রহর গণিয়া গণিয়া বিরলে
তারি লাগি ব'সে আছি
একা হেথা কুটীরদ্বারায়ে—
বাছা যে, এলি নে ।
স্বরা আর, স্বরা আর, আর যে,
জল আনিবে কাজ নাই—
তুই যে আমার পিণাসার জল ।
কেন যে আগিছে মনে ভয় ।
কেন আজি তোরে হারাই-হারাই
মনে হয় কে জানে ।

লীলার প্রস্থান

মৃত দেহ লইয়া দশরথের

প্রবেশ

অন্ধ । এতক্ষণে বুঝি এলি রে !
 হৃদিমাঝে আয় রে, বাছা রে !
 কোথা ছিলি বনে এ ঘোর রাতে
 এ হৃর্ষোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি ।
 আছি সারানিশি হায় রে
 পথ চাহিয়ে, আছি তুষায় কাতর—
 দে মুখে বারি ! কাছে আয় রে ॥

দশরথ । অজ্ঞানে করো হে ক্রমা তাত, ধরি চরণে ।
 কেমনে কহিব, শিহরি আতঙ্কে ।
 আধারে সন্ধানি শর থরতর
 করীভ্রমে বধি তব পুত্রবর
 গ্রহদ্বাষে পড়েছি পাপপঙ্কে ॥

দশরথ-কর্তৃক ঋষির নিকটে

ঋষিকুমারের মৃতদেহ

স্থাপন

অন্ধ । কী বলিলে, কী শুনিলাম, এ কি কভু হয় !
 এই-যে জল আনিবারে গেল সে সরযুতীরে—
 কার সাধ্য বধে, সে যে ঋষির তনয় ।
 স্নকুমার শিশু সে যে, স্নেহের বাছা রে—
 আছে কি নিষ্ঠুর কেহ বধিবে যে তারে !
 না না না, কোথা সে আছে, এনে দে আমার কাছে—
 সারা নিশি জেগে আছি, বিলম্ব না নয় ।
 এখনো যে নিরুন্তর, নাহি প্রাণে ভয় !
 রে জ্বায়া, কী করিলি—

অভিশাপ

পুত্রবাসনজং হৃৎখং যদেতদগ্নয় সাংপ্রভন্
এবং স্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি ।

দশরথ । কমা করো যোরে, তাভ— আমি যে পাতকী যোর
না জেনে হয়েছি দোষী, মার্জনা নাহি কি যোর !
সহে না যাতনা আর— শাস্তি পাইব কোথায় !
তুমি কৃপা না করিলে নাহি যে কোনো উপায় ।
আমি দীন হীন অতি— কম কম কাতরে,
প্রভু হে, করহ ত্রাণ এ পাপের পাথারে ।

অঙ্ক । আহা, কেননে বধিল তোরে !
তুই যে স্নেহের পুতলি, স্বকুমার শিশু ওরে ।
বড়ো কি বেজেছে বৃকে ! বাছা রে,
কোলে আয়, কোলে আয় একবার—
ধূলাতে কেন লুটায় ! রাখিব বৃকে ক'রে ।

কিরংকণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও অকশেবে
উঠিয়া দাঁড়াইয়া দশরথের প্রতি

শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিহু তোরে ।

পুত্রের প্রতি

যাও রে অনন্ত ধামে স্নোহ মায়া পাশরি—
হৃৎখ আধার যেথা কিছুই নাহি ।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে—
কেবলই আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি ।

যাও রে অনন্ত ধামে, অমৃতনিকেতনে—
 অমরগণ লইবে তোমা উদার-প্রাণে
 দেব-ঋষি রাজ-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
 ধ্যানভরে গান করে একতানে—
 যাও রে অনন্ত ধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে
 শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে—
 যায় যেথা দানব্রত সত্যব্রত পুণ্যবান
 যাও বৎস, যাও সেই দেবমন্ডনে ॥

যবনিকাপতন

পুনরুত্থান

ঋষিকুমারের মৃতদেহ ঘেঁরিয়া বনদেবীদের গান

সকলই ফুরালো স্বপনপ্রায় !
 কোথা সে লুকালো, কোথা সে হায় ।
 কুম্মকানন হয়েছে শ্রান,
 পাখিরা কেন রে গাহে না গান—
 ও সব হেরি শূন্যময়— কোথা সে হায় !
 কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
 মাধবী মালতী কেঁদে আকুল ।
 সেই যে আসিত তুলিতে জল,
 সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
 ও সে আর আসিবে না— কোথা সে হায় ॥

যবনিকাপতন

গল্পীকিপ্রতিভা

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য

বনদেবীগণ

সহে না, সহে না, কঁাদে পরান ।
সাথের অরণ্য হল শ্মশান ।
দহ্যদলে আসি শাস্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান ।
আকুল কানন, কঁাদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান ।
শ্রামল ভৃগদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর বোদনরবে ফাটে পাষাণ ।
দেবী হুর্গে, চাহো, জাহি এ বনে—
রাখো অধীনী জনে, করো শাস্তিদান ॥

প্রহান

প্রথম দৃশ্যর অবশেষ

আ: বেঁচেছি এখন । শর্য ও দিকে আর নন ।
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন ।
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি,
তাই, মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন—
আহা সটকেছি কেমন ।
আহুক তারা আহুক আগে, হুনোছনি নেব ভাগে,
শ্রাস্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন ।
তুধু মুখের জোরে, গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে,
তুধু হুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে ভুড়ি করব সরগরম—
আহা করব সরগরম ॥

লুটের অথবা লইয়া দহাগণের এবেল

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার ।

করেছি ছারখার— সব করেছি ছারখার—

কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেছি একাকার ।

প্রথম দম্ভ্য । আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ—

এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করহু যজ্ঞ-যাগ ।

দ্বিতীয় দম্ভ্য । কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,

ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা !

প্রথম দম্ভ্য । এত বড়ো আশ্বর্ষ্য তোদের,

মোরে নিয়ে এ কি হাসি-তামাশা !

এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবদার যে খবদার !

দ্বিতীয় দম্ভ্য । হাঃ হাঃ, ভায়া খান্না বড়ো, এ কী ব্যাপার !

আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নশ্ত, এমনি যে আকার ।

তৃতীয় দম্ভ্য । এমনি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ—

তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ ।

প্রথম দম্ভ্য । আর যে এ-সব সহে না প্রাণে—

নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া !

দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ—

কোথা যে লাঠি, কোথা যে ঢাল !

সকলে । হাঃ হাঃ, ভায়া খান্না বড়ো, এ কী ব্যাপার !

আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নশ্ত, এমনি যে আকার ॥

বান্ধীকির এবেল

সকলে । এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে ।

না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারাে ।

কে বা রাজা, কার রাজ্য ; মোরা কী জানি !

প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী !

রাজা-প্রজা উচু-নিচু কিছু না গনি !

বাঙ্গীকিপ্ৰতিভা

জিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহাৰে না কৰি ভয়—
মাথার উপৰে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় ।

বাঙ্গীকির এতি

প্ৰথম দৃশ্য । এখন কৰব কী বল ।

সকলে । এখন কৰব কী বল ।

প্ৰথম দৃশ্য । হো রাজা, হাজির রয়েছে দল !

সকলে । বল রাজা, কৰব কী বল এখন কৰব কী বল ।

প্ৰথম দৃশ্য । পেনে মুখেরই কথা,
আনি যমেরই মাথা । কৰে দিই বসাতল !

সকলে । কৰে দিই বসাতল !

সকলে । হো রাজা, হাজির রয়েছে দল ।

বল রাজা, কৰব কী বল এখন কৰব কী বল ।

বাঙ্গীকি । শোন্ তোরা তবে শোন্ ।

অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে ।

স্বৰা কৰি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা—

বলি নিয়ে আয় ।

বাঙ্গীকির এহান

সকলে । জিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহাৰে না কৰি ভয়,
মাথার উপৰে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় ।

—

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়—

তবে ঢাল্ স্বৰা, ঢাল্ স্বৰা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ !

দয়া মায়্যা কোন্ ছাৰ, ছাৰখাৰ হোক ।

কে বা কাঁদে কার তয়ে, হাঃ হাঃ হাঃ !

তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,

তবে আন্ বরশা, আন্ আন্ দেখি ঢাল ।

প্ৰথম দৃশ্য । আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল ।

হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ ॥

উঠিয়া

সকলে । কালী কালী বলো যে আজ—

বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো !

নামের জোরে সাধিব কাজ—

বলো হো হো হো, বলো হো, বলো হো !

ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রক্তমাঝারে,

ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ যক্ষ ঘেরি শ্রামারে,

ওই লটপটকেশ অট্ট অট্ট হাসে যে—

হাহাহা হাহাহা হাহাহা !

আরে বল্ রে শ্রামা মায়ের জয়, জয় জয় !

জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয় !

আরে বল্ রে শ্রামা মায়ের জয়, জয় জয় !

আরে বল্ রে শ্রামা মায়ের জয় ॥

গমনোচ্চম

একটি বালিকার প্রবেশ

বালিকা । ওই মেঘ করে বুঝি গগনে ।

আধার ছাইল, রজনী আইল,

ঘরে কিরে ঘাব কেমনে ।

চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়

সারা দিবস বনভ্রমণে

ঘরে কিরে ঘাব কেমনে ॥

—

এ কী এ ঘোর বন ! এহু কোথায় !

পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না ।

কী করি এ আধার রাতে ।

কী হবে মোর হার ।
 ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
 চকিত চপলা চমকে নখনে,
 একেলা বালিকা—
 তরাসে কাঁপে কার ।

বালিকার প্রতি

প্রথম দৃশ্য । পথ ভুলেছিল সত্যি বটে ? লিখে রাস্তা দেখতে চাস ?
 এমন আরগায় পাঠিয়ে দেব হুখে থাকবি বারো মাস ।
 সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ ।

প্রথমের প্রতি

দ্বিতীয় দৃশ্য । কেমন হে ভাই । কেমনে সে ঠাই ?
 প্রথম দৃশ্য । মল্ল নহে বড়ো—
 এক দিন না এক দিন সবাই সেখায় হব জড়ো ।
 সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !
 তৃতীয় দৃশ্য । আর সাথে আর, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে—
 আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে ।
 সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ ॥

সকলের গ্রহান

বন্দেবীগণের প্রবেশ

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যার ।
 আহা, ঐ করুণ চোখে ও কাহার পানে চার ।
 বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে জ্বালে,
 আঁধি জলে ভালে—এ কী দশা হার ।
 এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে—
 কে ওরে বাঁচার ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যে কালীপ্রতিমা

বান্দীকি ভবে আসীন

বান্দীকি । রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণয়ি গো ভবদারা !
 আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমাৰে তারা ।
 হৃদয়নর ধরহর— ব্রহ্মাওবিপ্লব করো,
 বণরঙ্গে মাতো, মা গো, ঘোরা উল্লাসিনী-পারা ।
 ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িত-অসি,
 ছুটাও শোণিতস্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা ।
 উড়ো কালী কপালিনী, মহাকালসীমন্তিনী,
 লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাংপর ।

বালিকাকে লইয়া দহাগণের প্রবেশ

দহাগণ । দেখো হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা ।
 বড়ো সরেস পেয়েছি বলি সরেস—
 এমন সরেস মছলি, রাজা, জালে না পড়ে ধরা ।
 দেরি কেন ঠাকুর, সেবে ফেলো স্বরা ॥

বান্দীকি । নিয়ে আয় কুপাণ । রয়েছে তুঁষিতা ক্রমা মা,
 শোণিত পিয়াও— যা স্বরায় ।
 লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত খেলে চোখে,
 করিয়ে খণ্ড দিক দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায় ॥

বালিকা । কী দোষে বাঁধিলে আমার, আনিলে কোথায় ।
 পথহারা একাকিনী বনে অসহায়—
 রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমার ।
 দয়া করো অনাথারে— কে আমার আছে—
 বন্ধনে কাতর তত্নু মরি যে ব্যাথায় ।

নেপথ্যে বনদেবী । দয়া করো অনাথারে দয়া করো গো—
 বন্ধনে কাতর তত্নু জর্জর ব্যাথায় ॥

বাঙ্গালীকি । এ কেমন হল মন আমার !
 কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে ।
 পাষাণহৃদয় গলিল কেন রে !
 কেন আজি আখিজল দেখা দিল নয়নে !
 কী মায়া এ জানে গো,
 পাষণের বাধ এ যে টুটিল,
 সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
 মরুভূমি ডুবে গেল করণায় প্রাবনে ।

প্রথম দৃশ্য । আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি না ।
 দ্বিতীয় দৃশ্য । সময় বহে যায় যে ।
 তৃতীয় দৃশ্য । কখন এনেছি মোরা, এখনো তো হল না ।
 চতুর্থ দৃশ্য । এ কেমন রীতি তব, বাহ্ রে ।

বাঙ্গালীকি । না না হবে না, এ বলি হবে না—
 অস্ত্র বলির তরে যা রে যা ।

প্রথম দৃশ্য । অস্ত্র বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব !
 দ্বিতীয় দৃশ্য । এ কেমন কথা কও, বাহ্ রে ।

বাঙ্গালীকি । শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
 কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে ।
 বাঁধন কর ছিন্ন,
 মুক্ত কর এখনি রে ॥

যথানিষ্ট কৃত

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বাঙ্গালীকি । ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
 আমি একেলা শূন্যমনে ।

কে পুৰাবে মোৰ কাত্তয় প্ৰাণ

জুড়াবে হিয়া হৃদাবৰিবৰ্ণে ।

প্ৰহ্লাদ

দহাগণ বালিকাকে পুনৰ্ভাৱ ধৰিয়া আনিয়া

ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই,

এমন শিকার ছাড়ব না ।

হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে !

অম্নি যেতে দেবে কে রে !

ৰাজাটো খেপেছে রে, তার কথা আর মানব না ।

আজ রাতে ধুম হবে ভারী— নিয়ে আয় কারণবারি,

জ্বলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেব

নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে— ৰাজাটো খেপেছে রে,

তার কথা আর মানব না ॥

প্ৰথম দৃশ্য । ৰাজা মহাৰাজা কে জানে, আমিহি ৰাজামিৰাজ ।

তুমি উজ্জ্বল, কোতোয়াল তুমি,

ওই ছোড়াগুলো বৰ্দ্ধাজ ।

যত সব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে,

কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে ।

পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝটু,

কবু তোরা সব যে যাব কাজ ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য । আছে তোমার বিজ্ঞে-নাথি জানা ।

ৰাজত্ব কৰা, এ কি তামাশা পেয়েছ ।

প্ৰথম দৃশ্য । জানিস নে কেটা আমি ।

দ্বিতীয় দৃশ্য । চের চের জানি— চের চের জানি—

প্ৰথম দৃশ্য । হাসিস নে হাসিস নে মিছে, যা যা—

সব আপন কাজে যা যা,

যা আপন কাজে ।

দ্বিতীয় দৃশ্য। খুব তোমার লম্বাচণ্ডা কথা।

নিভান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে।

তৃতীয় দৃশ্য। আঃ কাজ কী গোলমালে, নাহয় রাজাই সাজালে।

মরবার বেলায় মরবে ওটাই, আমরা সব থাকব ফাঁকতালে।

প্রথম দৃশ্য। বাস বাস! হরি হরি! ওরা থাকতে আসি মরি!

তেমন তেমন দেখলে, বাবা, ঢুকব আড়ালে।

সকলে। ওরে চল তবে শিগগিরি,

আনি পূজার সামিগগিরি।

কথায় কথায় রাত পোহালো, এমনি কাজের ছিри।

গ্রহান

বালিকা। হায়, কী দশা হল আমার!

কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো।

মুহূর্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে—

জনমের মতো বিদায়।

পূজার উপকরণ লইয়া দহাগণের প্রবেশ

ও কালীপ্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য

এত রক্ত শিখেছ কোথা মৃণ্মালিনী!

তোমায় নৃত্য দেখে চিস্ত কঁপে, চমকে ধবলী।

কান্ত দে মা, শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি।

রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা জিনয়নী।

বান্দীকির প্রবেশ

বান্দীকি। অহো! আশ্চর্য্য একি তোদের নরাধম!

তোদের কারেও চাহি নে আর, আর, আর না রে—

দূর দূর দূর, আমারে আর ছুঁ'স নে।

এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,

আর না, আর না, জাহি— সব ছাড়িছ।

প্রথম দৃশ্য । দীন হীন এ অধম আমি, কিছুই জানি নে রাজা ।

এয়াই তো যত বাধালে জজাল,

এত করে বোকাই বোকাই না ।

কী করি, দেখো বিচারি ।

দ্বিতীয় দৃশ্য । বাঃ— এও তো বড়ো মজা, বাহবা !

যত কুয়েয় গোড়া ওই তো, আরে বল-না রে ।

প্রথম দৃশ্য । দূর দূর দূর, নির্লজ্জ, আর বকিস নে ।

বান্দীকি । তক্ষতে সব সয়ে যা । এ পাপ আর না,

আর না, আর না, জাহি— সব ছাড়িছ ॥

দৃশ্যগণের গ্রহান

বান্দীকি । আর, মা, আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর ।

কত দুঃখ পেলি বনে, আহা, মা আমার !

নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি, মা, সহিতে পারি—

কোমল কাতর শুই কাঁপিতেছে বার বার ॥

গ্রহান

চতুর্থ দৃশ্য

বনদেবীগণের প্রবেশ

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে ।

গগনে ঘনঘটা, শিহরে উকলতা,

ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে ।

দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,

চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে ॥

গ্রহান

বান্দীকির প্রবেশ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই—

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে ।

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে যেতে,
ভুলি সব জালা বনে বনে ছুটিয়ে—

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে ।

আপনা ভুগিতে চাই, ভুলিব কেমনে—
কেমনে যাবে বেদনা ।

ধরি ধনু আনি বাণ গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব—

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে ।

শ্রুতধনিপূর্বক মহাগণকে আহ্বান

মহাগণের প্রবেশ

দম্ভ । কেন রাজা, ডাকিস কেন, এসেছি সবে ।

বুঝি আবার শ্রামা মায়ের পুজো হবে ?

বান্দীকি । শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে ।

প্রথম দম্ভ । ওরে, রাজা কী বলছে শোন ।

সকলে । শিকারে চল্ তবে ।

সবারে আনু ডেকে যত দলবল সবে ।

বান্দীকির প্রস্থান

এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো !

ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়,

এমন রজনী বহে যায় যে ।

ধনুবাণ বস্ত্র লয়ে হাতে আয় আয় আয় আয় রে ।

বাজা শিঙা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন,

আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখি সবে,

ছুটে যাবে কাননে কাননে—

চারি দিকে ঘিরে যাব পিছে পিছে

হো হো হো হো ।

বান্দীকির প্রবেশ

বান্দীকি । গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে ।

তন্ন তন্ন কবি অরণ্য, করী বরাহ খোজ্‌গে—

এই বেলা যা রে ।

নিশাচর পশু সবে এখনি বাহির হবে,

ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্‌ স্বরা চল্‌ ।

জালায়ে মশাল-আলো এই বেলা আয় রে ॥

প্রহান

প্রথম দম্ভ্য । চল্‌ চল্‌ ভাই, স্বরা করে মোরা আগে যাই ।

দ্বিতীয় দম্ভ্য । প্রাণপণ খোজ্‌ এ বন, সে বন—

চল্‌ মোরা ক'জন ও দিকে যাই ।

প্রথম দম্ভ্য । না না ভাই, কাজ নাই ।

হোথা কিছু নাই, কিছু নাই—

ওই ঝোপে যদি কিছু পাই ।

দ্বিতীয় দম্ভ্য । বরা বরা !

প্রথম দম্ভ্য । আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে কঙ্কাবে শিকার ।

চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় ওই অশথতলায় ।

এবার ঠিকঠাক হয়ে সবে থাক্—

সাবধান ধরো বাণ, সাবধান ছাড়ো বাণ,

গেল গেল ঐ, পালায় পালায়, চল্‌ চল্‌ ।

ছোট্ট রে পিছে, আয় রে স্বরা যাই ॥

বনদেবীগণের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে

সাধের কাননে শাস্তি নাশিতে ।

মস্ত করী যত পদ্মবন দলে

বিমল সরোবর মস্থিয়া,

ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
 সঘনে খর শর সজ্জিয়া ।
 তরাসে চমকিয়ে হরিণহরিণী
 অলিত চরণে ছুটিছে—
 অলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
 করুণ নয়নে চাহিছে ।
 আকুল সরসী, সারসসারসী
 শরবনে পশি কাঁদিছে ।
 তিমির দিগ ভরি ঘোর ষামিনী
 বিগদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
 কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
 তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া ॥

প্রথম দহ্যর প্রবেশ

প্রথম দহ্য । প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে, করবি এখন কী ।
 ওবে বরা, করবি এখন কী ।
 বাবা রে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি ।
 এই মরদের মূরদখানা দেখেও কি রে ভড়কালি না ।
 বাহবা ! শাবাশ তোয়ে, শাবাশ বে তোর ভরসা দেখি ॥

ঝোড়াইতে ঝোড়াইতে আর-একজন

দহ্যর প্রবেশ

অন্য দহ্য । বলব কী আর বলব খুড়ো— উ উ—
 আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে—
 একটা বুনো ছাগল ভেড়ে এসে মেরেছে তুঁ ।
 প্রথম দহ্য । তখন যে ভারী ছিল জারিজুবি,
 এখন কেন করছ, বাপু, উ উ উ—
 কোন্‌খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু হুঁ ॥

দহ্মাগণের প্রবেশ

দহ্মাগণ । সর্দারমশায় দেৱি না সয়,
তোমার আশায় সবাই বসে ।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো কবে ।
বনবাদাড় সব ঘেঁটেঘুঁটে
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেগুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে !

প্রথম দহ্ম । কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি ।
শিকার করতে যায় কে মরতে—
চুঁসিয়ে দেবে বরা-মোষে ।
চু খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেটটি যাবে ফেসে ॥

হাসিতে হাসিতে গ্রহান ও শিকারের

পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ

বাল্মীকি । রাখ্ রাখ্, ফেল ধনু, ছাড়িস নে বাণ ॥
হরিণশাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণনয়ান ।
কোনো দোষ করে নি তো, স্বকুমার কলেবর—
কেমনে কোমল দেহে বিধিবি কঠিন শর !
থাক থাক ওরে থাক, এ দারুণ থেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জিহু এ ছার ধনুক বাণ ॥

গ্রহান

দহ্যগণের প্রবেশ

দহ্যগণ । আর না, আর না, এখানে আর না—
 আর যে সকলে চলিয়া যাই ।
 ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
 এখানে কেমনে থাকিব ভাই !
 চল চল চল এখনি যাই ॥

বান্দীকির প্রবেশ

দহ্যগণ । তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়—
 রক্তপাতে পাস রে ভয়—
 আজ মোরা মরে যাই ।
 পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
 না জানি কে তোরে করিল গুণ—
 হেন ক'রু দেখি নাই ॥

দহ্যগণের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বান্দীকি । জীবনের কিছু হল না হায়—
 হল না গো হল না, হায় হায় ।
 গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আধারে ।
 শূণ্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
 পারি না গো, পারি না আর ।
 কী লয়ে এখন ধরিব জীবন, দিবসরজনী চলিয়া যায়—
 দিবসরজনী চলিয়া যায়—
 কত কী করিব বলি কত উঠে বাসনা,
 কী করিব জানি না গো ।
 সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা । ধনুর্বাণ ত্যেজেছি,
 কোনো আর নাহি কাজ—

‘কী করি কী করি’ বলি হাহা করি আমি গো—
কী করিব জানি না যে ॥

ব্যাখ্যাপের প্রবেশ

- প্রথম ব্যাখ্য। দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি বসেছে গাছে ।
 দ্বিতীয় ব্যাখ্য। আর দেখি চুপিচুপি আর যে কাছে ।
 প্রথম ব্যাখ্য। আরে, ঝট করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ ।
 দ্বিতীয় ব্যাখ্য। রোস্, রোস্, আগে আমি করি রে সন্ধান ।
 বান্দীকি। থাম্ থাম্, কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ ।
 দুটিতে রয়েছে স্থখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান ।
 প্রথম ব্যাখ্য। রাখো মিছে ও-সব কথা,
 কাছে মোদের এস নাকো হেথা,
 চাই নে ও-সব-শাস্তর-কথা— সময় বহে যায় যে ।
 বান্দীকি। শোনো শোনো, মিছে রোষ কোরো না ।
 ব্যাখ্য। থামো থামো ঠাকুর — এই ছাড়ি বাণ ॥

একটি ক্রোড়কে বধ

- বান্দীকি। মা নিবাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাস্ত্রীঃ সমাঃ ।
 যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাৎকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

—

কী বলিছ আমি ! এ কী স্থললিত বাণী রে !
 কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিছ দেবভাষা,
 এমন কথা কেমনে শিখিছ রে !
 পূলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
 এ কী ! হৃদয়ে এ কী এ দেখি !
 ঘোর অন্ধকারমাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়—
 অবাক ! ককণা এ কার ॥

সরস্বতীর আকির্ভাব

- বান্দীকি। এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা !
 কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা ।

কী প্রতিমা দেখি এ— জোছনা মাথিরে
কে রেখেছে আঁকিরে আ মরি কমলপুতলা ।

বাধগণের গ্রহান

বনদেবীগণের গ্রবেশ

বনদেবী । নমি নমি, ভারতী, তব কমলচরণে ।

পুণ্য হল বনভূমি, ধন্য হল প্রাণ ।

বান্ধীকি । পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা—

ধন্য হল দহ্যপতি, গলিল পাষণ ।

বনদেবী । কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে—

হৃদয়কমলে চরণকমল করো দান ।

বান্ধীকি । তব কমলপরিমলে রাখো হৃদি ভরিয়ে—

চিরদিবস করিব তব চরণস্থাপান ।

দেবীগণের অন্তর্ধান

কালী-প্রতিমার প্রতি

জামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা !

পাষাণের মেয়ে পাষাণী তুই, না বুকে মা বলেছি মা !

এত দিন কী হল করে তুই পাষণ করে রেখেছিলি—

আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন-জলে গলেছি মা !

কালো দেখে ভুলি নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—

আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা !

মায়ার মায়ী কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা ।

বর্ষ দৃশ্য

বান্ধীকি । কোথা লুকাইলে !

সব আশা নিভিল, দশ দিশি অন্ধকার ।

সবে গেছে চলে ত্যোজিয়ে আমারে,

তুমিও কি তেয়াগিলে ।

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

লক্ষ্মী । কেন গো আপনমনে ভ্রমিছ বনে বনে,
 সলিল হু নয়নে কিসের হুখে !
 কমলা দিতেছে আসি রতন রাশি রাশি,
 ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে ।
 কমলা যারে চায় বলো সে কী না পায়,
 দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে ।
 ত্যোজিয়া কমলাসনে এসেছি এ ঘোর বনে,
 আমারে শুভক্ষণে হেরো গো চোখে ॥

বাঙ্গালীকি । কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা—
 তুমি তো নহ সে দেবী কমলাসনা ।
 কোরো না আমারে ছলনা ।
 কী এনেছ ধন মান ! তাহা যে চাহে না প্রাণ ।
 দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না—
 তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
 আমি, দেবী, সে সুখ চাহি না ।
 যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
 এ বনে এসো না, এসো না—
 এসো না এ দীনজনকুটিরে ।
 যে বীণা শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর—
 আর কিছু চাহি না, চাহি না ।

লক্ষ্মীর অন্তর্ধান

বাঙ্গালীকির প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বাগী বীণাপাণি, কঙ্কণাময়ী,
 অঙ্কজনে নয়ন দিয়ে অঙ্ককারে ফেলিলে,
 দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অগ্নি !

অণনসম্মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা—

চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা !

তোমায়ে চাহি ফিরিছে হেরো কাননে কাননে ওই ।

বনদেবীগণের প্রস্থান

বান্দ্রীকির প্রবেশ

সরস্বতীর আবির্ভাব

বান্দ্রীকি । এই-যে হেরি গো দেবী আমারি !

সব কবিতাময় জগত-চরাচর, সব শোভাময় নেহারি ।

ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদ্বিছে,

ছন্দে জগন্মণ্ডল চলিছে, অলস্ত কবিতা তায়কা হবে ।

এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,

আলোকে আলো আধারি ।

আজি মলয় আকুল বনে বনে একি গীত গাহিছে ;

ফুল कहিছে প্রাণের কাহিনী, নব রাগরাগিণী উছাসিছে—

এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি ।

তুমিই কি দেবী ভারতী ! রূপাণ্ডবে অঙ্ক আঁখি ফুটালে—

উবা আনিলে প্রাণের আধারে,

প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে ।

তুমি ধন্ত গো ! যব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি ।

সরস্বতী । দীনহীন বালিকার সাজে এসেছিহু এ ঘোর বনমাঝে

গলাতে পাষণ তোর মন—

কেন, বৎস, শোন্ তাহা শোন্ !

আমি বীণাপাণি তোরে এসেছি শিখাতে গান—

তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষণপ্রাণ ।

যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন

সে রাগিণী তোমি কঠে বাজিবে যে অহঙ্কণ ।

অধীর হইয়া সিদ্ধু কাঁদিবে চরণতলে,

চারি দিকে দিক্‌বধু আকুল নয়নজলে ।

মাথার উপরে তোর কাঁধিবে সহস্র তারা,
 অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রু ধারা ।
 যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
 শত স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময় ।
 যেখায় হিমালি আছে সেথা তোর নাম রবে,
 যেখায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্যস্রোত রবে ।
 সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
 আশান পবিত্র করি, মকুড়মি উর্বরিয়া ।
 মোর পদাশনতলে রহিবে আসন তোর,
 নিত্য নব নব গীতে সন্তত রহিবি ভোর ।
 বসি তোর পদতলে কবি-বালকেরা যত
 তুনি তোর কর্ণধর শিখিবে সঙ্গীত কত ।
 এই নে আমার বীণা, দিহু তোরে উপহার—
 যে গান গাহিতে সাধ ধনিবে ইহার তার ।

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি

প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।

দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।

তৃতীয়া। মোরা মদিরতরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে।

প্রথমা। হুবাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে

আধো-তানে ভাঙা-গানে

ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাতি।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাধি মায়াপাশে।

তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কঁদে হাসে।

প্রথমা। মায়াকরে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে

আনি মান-অভিমান।

দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাধি।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। চলো সখী, চলো।

কুহকস্বপনখেলা খেলাবে চলো।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেমছল

প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাত।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর । শান্তার প্রবেশ

শান্তা । পথহারা তুমি পথিক যেন গো স্বথের কাননে,
 ওগো, যাও কোথা যাও ।
 স্বথে চলচল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
 তুমি চাও কারে চাও ।
 কোথা গেছে তব উদ্বাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী ।
 মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপুরী-পানে ধাও ।
 কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও ।
 অমর । জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত !
 নবীনবাসনাভরে হৃদয় কেমন করে,
 নবীন জীবনে হল জীবন্ত ।
 স্বথভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
 কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে ।
 তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত ।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে । কাছে আছে দেখিতে না পাও,
 তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ।

শান্তার প্রতি

অমর । যেমন দর্শনে বায়ু ছুটেছে,
 কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে,
 তেমনি আমিও, সখী, যাব—
 না জানি কোথায় দেখা পাব ।

কার স্বধাম্মমাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে ।
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত ।
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত ।

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ । মনের মতো কারে খুঁজে মর—
সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে ।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ক্ষে যাহার পানে চাও ।

নেপথ্যে চাহিয়া

শান্তা । আমার পরান যাহা চায়,
তুমি তাই তুমি তাই গো ।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো ।
তুমি স্থখ যদি নাহি পাও,
যাও, স্থখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমাতে পেয়েছি স্বধাম্মমাঝে—
আর কিছু নাহি চাই গো ।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস—
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষা মাস ।
যদি আর-কারে ভালোবাস,
যদি আর কিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও—
আমি যত হৃথ পাই গো ॥

নেপথ্যে চাহিয়া

- মায়াকুমারীগণ । কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ।
- প্রথমা । মনের মতো কারে খুঁজে মর—
- দ্বিতীয়া । সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে ।
- তৃতীয়া । ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও ।
- প্রথমা । তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে
- দ্বিতীয়া । তুমি যাবে কার দ্বারে ।
- তৃতীয়া । যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তা'ও ॥

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সখীগণ

- প্রথমা । সখী, সে গেল কোথায়,
তারে ডেকে নিয়ে আয় ।
- সকলে । দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায় ।
- প্রথমা । আজি এ মধুর সঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তার ।
- দ্বিতীয়া । আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে ।
- প্রথমা । আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে—
- সকলে । লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায় ॥

প্রথমায় প্রবেশ

প্রমদা । দে লো, সখী, দে পরাইরে গলে

সাধের বকুলফুলহার ।

আধফুট জুঁইগুলি যতনে আনিয়ে তুলি

গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোয়ে

কবরী ভরিয়ে ফুলভার ।

তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল,

কপোলে পড়িছে বারোবার ।

প্রথম । আজি এত শোভা কেন,

আনন্দে বিবশা যেন—

দ্বিতীয়া । বিষাধরে হাসি নাহি ধরে,

লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে !

প্রথম । সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—

তরুণ তরু এত রূপরাশি বহিতে পারে না বুঝি আর ॥

তৃতীয়া । সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা

এ কি আর ভালো লাগে !

আকুল তিয়াব প্রেমের পিয়াস

প্রাণে কেন নাহি লাগে ।

কবে আর হবে থাকিতে জীবন

আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—

মধুর হতাশে মধুর দহন

নিত-নব অহুয়োগে ।

সখী, তরল কোমল নয়নের জল

নয়নে উঠিবে ভাসি ।

সখী, সে বিষাদনীয়ে নিবে যাবে ধীরে

প্রথর চপল হাসি ।

উদাস নিখাস আকুলি উঠিবে,

আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে,

মরমের আলো কপোলে ফুটিবে

শরম-অকণ রাগে ।

প্রমদা । ওলো, যেথে দে, মথী, যেথে দে—

মিছে কথা ভালোবাসা ।

স্বথের বেদনা, সোহাগঘাতনা—

বুঝিতে পারি না ভাষা ।

ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,

পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,

‘লহো লহো’ ব’লে পরে আরাধন—

পরের চরণে আশা ।

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া

বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া

পরের মুখের হাসির লাগিয়া

অশ্রুমাগরে ভাসা—

জীবনের স্থখ খুঁজিবারে গিয়া

জীবনের স্থখ নাশা ॥

মায়াকুমারীগণ । প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে ।

গরব সব হায় কখন টুটে যায়,

সলিল বহে যায় নয়নে ।

কুমারের প্রবেশ

প্রমদার প্রতি

কুমার । যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে—

দাঁড়াও বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে ।

চঞ্চলসমীরসম ফিরিছ কেন

কুসুমে কুসুমে কাননে কাননে ।

তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে—

তুমি গঠিত যেন স্বপনে ।

এসো হে, তোমায়ে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে ।

প্রাণের মাঝে তোমায়ে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবসনিশি রহিবে মিশি

কোমল প্রেমশয়নে ॥

প্রমদা । কে ডাকে ! আমি কভু ফিরে নাহি চাই ।

কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,

আমি শুধু বহে চলে যাই ॥

পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা ।

উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শাস,

বনে বনে উঠে হা-হতাশ—

চকিতে স্নানিতে শুধু পাই— চলে যাই ।

আমি কভু ফিরে নাহি চাই ॥

অশোকের প্রবেশ

অশোক । এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি—

যারে ভালো বেসেছি !

ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে

পাছে কঠিন ধরণী পায় বাজে—

রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে—

নাহয় দলে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—

আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি ।

প্রমদা । ওকে বলো, সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল—

মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল !

জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—

কে জানে কোথায় স্রুধা কোথা হলাহল ।

সখীগণ । কাদিতে জানে না এরা, কাদাইতে জানে কল-
 স্বেথের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল ।
 প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা-
 কিয়ৎ যাই এই বেলা চলো সখী, চলো ॥

এস্থান

মায়াকুমারীগণ । প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
 কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে ।
 গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
 সলিল বহে যায় নয়নে ।
 এ স্তম্ভধরগীতে কেবলই চাহ নিতে,
 জান না হবে দিতে আপনা—
 স্বেথের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি,
 বসিবে সাধ করি বেদনা ।
 কখন বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি—
 পরান পড়ে আসি বাঁধনে ॥

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর কুমার ও অশোক

অমর । আমি মিছে ঘুরি এ জগতে কিলের পাকে,
 মনের বাগনা যত মনেই থাকে ।
 বুঝিয়াছি এ নিখিলে চাহিলে কিছু না মিলে,
 এরা চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে
 এত লোক আছে, কেহ কাছে না থাকে ॥

অশোক । তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো ।
 কেন বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা ।

কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান !
এত ব্যথাভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না—
প্রাণে গোপনে রহিল ।

এ প্রেম কুহ্ম যদি হত
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান ।
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে—
তবু তার সংশয় হত অবসান

কুমার । সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে ।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে ।

অমর । অবোধ মন লয়ে ফিরি তবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হা-হা হবে,
এ মন দিতে চাও দিয়ে কেলো—
কেন গো নিতে চাও মন তবে ।
স্বপনসম সব জানিয়ে মনে,
তোমার কেহ নাই এ জিছুবনে—
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে ।
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও ।

কুমার । তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে
থাক সে আপনার গরবে ।

অশোক । আমি ভেনে শুনে বিষ করেছি পান ।
প্রাণের আশা ছেড়ে গৈপেছি প্রাণ ।

যতই দেখি তারে ততই দহি,
 আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
 তবু পারি নে দূরে যেতে, মরিতে আসি-
 লই গো বুক পেতে অনলবাণ ।
 যতই হাসি দিয়ে দহন করে
 ততই বাড়ে ত্বা প্রেমের তরে,
 প্রেম-অমৃতধারা যতই যাচি
 ততই করে প্রাণে অশনি দান ॥

অমর । ভালোবেসে যদি স্থখ নাহি
 তবে কেন—

তবে কেন মিছে ভালোবাসা ।

অশোক । মন দিয়ে মন পেতে চাহি ।

অমর ও কুমার । ওগো, কেন—

ওগো, কেন মিছে এ দুরাশা ।

অশোক । হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
 নয়নে সাজিয়ে মায়ামরীচিকা,
 শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে ।

অমর ও কুমার । ওগো, কেন—

ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা ।

অমর । আপনি যে আছে আপনার কাছে
 নিখিল জগতে কী অভাব আছে ।
 আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
 কোকিলকুজিত কুঞ্জ ।

অশোক । বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যার,
 একি ঘোর প্রেম অন্ধ বাহুপ্রায়
 জীবন যৌবন গ্রাসে ।

অমর ও কুমার । তবে কেন—

তবে কেন মিছে এ কুরাশা ॥

মায়াকুমারীগণ । দেখো চেয়ে দেখো ওই কে আসিছে ।
 তাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে ।
 হৃদয়হৃদয়ার খুলিয়ে দাও,
 প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
 ফুলগন্ধ-সাথে তার স্ববাস ভাসিছে ।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা । হৃথে আছি হৃথে আছি, সখা, আপন-মনে ।
 প্রমদা ও সখীগণ । কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
 শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ।
 প্রমদা । সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ,
 রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান ।
 গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি ।
 প্রমদা ও সখীগণ । মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো,
 শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ।
 প্রমদা । মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায় ।
 এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায় ।
 আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
 আপন সৌরভে সারা,
 যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি ।
 অশোক । ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে ।
 প্রমদা ও সখীগণ । না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে ।
 কুমার । মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে ।
 প্রমদা ও সখীগণ । না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে ।
 অশোক । সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো—
 আনো সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়নপাতে ।
 প্রমদা ও সখীগণ । না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে ।
 কুমার । রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,

হুথ পায় তায় সে ।

চির কলিকাজনম কে করে বহন চিরশিশিরস্নাতে ।

প্রমদা ও সখীগণ । না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে ।

অমর । ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে ।

গোপন হৃদয়তলে কী জানি কিসের ছলে

আলোক হানে ।

এ প্রাণ নৃতন ক'রে কে যেন দেখালে মোরে,

বাজিল মরমবীণা নৃতন তানে ।

এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল—

তুষাভরা তুষাহরা এ অমৃত কোথা ছিল ।

কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখি গান গাহে,

কোন্ সমীরণ বহে লতাবিতানে ॥

প্রমদা । দূরে দাঁড়ায়ে আছে,

কেন আসে না কাছে ।

ওলো যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে

ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে ।

সখীগণ । ছী, ওলো ছী, হল কী, ওলো সখী ।

প্রথমা । লাজবীধ কে ভাঙিল, এত দিনে শরম টুটিল ।

তৃতীয়া । কেমনে যাব, কী শুধাব ।

প্রথমা । লাজে মরি, কী মনে করে পাছে ।

প্রমদা । ওলো যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে

ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে ॥

মায়া'কুমারীগণ । প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে

দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া ।

ছুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া ।

অমরের প্রতি

সখীগণ । ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও—

তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।

অমর। আমি কী যেন করেছি পান—

কোন মদিরারসভোর।

আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।

সখীগণ। ছি ছি ছী।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।

এ ভবে কেহ জানী অতি, কেহ ভোলামন—

কেহ সচেতন, কেহ অচেতন—

কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,

কাহারো নয়নে লোর—

আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর।

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়

হেথা দাঁড়ায়ে তরুছায়।

অমর। সখী, অবশ হৃদয়ভারে চরণ

চলিতে নাহি চায়,

তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি ছি ছী।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।

এ ভবে কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,

কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো

চরণে পড়েছে ভোর।

কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর।

সখীগণ। ওকে বোকা গেল না— চলে আয়, চলে আয়।

ও কী কথা যে বলে সখী, কী চোখে যে চায়।

চলে আয়, চলে আয়।

লাজ টুটে শেষে মরি লাজে মিছে কাজে।

ধরা দিবে না যে বলে কে পারে তায়।

আপনি সে জানে তার মন কোথায় !

চলে আয়, চলে আয় ।

প্রহান

মায়াকুমারীগণ । প্রেমপাশে ধরা পড়েছে হৃদয়ে

দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া !

ছুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই

প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া ।

চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,

আধো ঘুমঘোর, আধো জাগরণ,

চোখোচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ

কুহস্বরে পিক গাহিয়া—

দেখে দেখো, সখী, চাহিয়া ॥

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

অমর । দিবসরজনী আমি যেন কার

আশায় আশায় থাকি ।

তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,

ভ্রুবিভ আকুল আঁখি ।

চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,

সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,

‘কে আসিছে’ ব’লে চমকিয়ে চাই

কাননে ডাকিলে পাখি ।

জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,

থাকি স্বপনের আশে—

ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়

বাধিব স্বপনপাশে ।

এত ভালোবাসি এত যারে চাই
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাঁহাবে আনিবে ডাকি ।

প্রমদা সখীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার । সখী, সাধ করে যাহা দিবে তাই লইব ।

সখীগণ । আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন ।

কুমার । দাঁও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব ।

সখী । দেয় যদি কাঁটা ?

কুমার । তাও সহিব ।

সখীগণ । আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন ।

কুমার । যদি একবার চাও, সখী, মধুর নয়ানে
ওই আখি-সুধা-পানে চিরজীবন মাতি বহিব ।

সখীগণ । যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে ?

কুমার । তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব ।

সখীগণ । আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন ।

প্রমদা । আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
সুধাইল না কেহ ।

সে তো এল না, যারে সঁপিলাম

এই প্রাণ মন দেহ ।

সে কি মোর তরে পথ চাছে—

সে কি বিরহগীত গাছে

যার বাশরিক্ষনি গুনিরে

আমি ভাবিলাম গেহ ।

মায়াকুমারীগণ । নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
 মরমের কথা হল না ।
 জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
 রহিল মরমবেদনা ।

প্রমদার প্রতি

অশোক । ওগো সখী, দেখি দেখি মন কোথা আছে ।

সখীগণ । কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরো কারে যাচে ।

অশোক । কী মধু, কী সুধা, কী সৌরভ,
 কী রূপ রেখেছ লুকায়ে !

সখীগণ । কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে
 দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে !

অশোক । সে যদি না আসে এ জীবনে, এ কাননে পথ না পায়

সখীগণ । যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে
 নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে ॥

প্রমদা । এ তো খেলা নয়, খেলা নয় ।

এ যে হৃদয়দহনজালা সখী ।

এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা,

এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা ।

কে যেন সত্যত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে,

যাই-যাই করে প্রাণ— যেতে পারি নে ।

যে কথা বলিতে চাহি তা বুকি বলিতে নাহি—

কোথা যে নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা ।

যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা ॥

প্রথম সখী । সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে

আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ সঁপেছে ।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া । ও সে কে, কে, কে !

প্রথম । ওই-যে তরুতলে বিনোদমালা গলে

না জানি কোন্ ছলে বলে রয়েছে ।

দ্বিতীয়া । সখী, কী হবে—

ও কি কাছে আসিবে কভু ! কথা কবে !

তৃতীয়া । ও কি প্রেম জানে ! ও কি বাঁধন মানে !

ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে ।

দ্বিতীয়া । বিভল আঁখি তুলে আঁখিপানে চায়,
যেন কোন্ পথ ভুলে এল কোথায় ওগো !

তৃতীয়া । যেন কোন্ গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে ॥

অমর । ওই মধুর মুখ জাগে মনে ।

ভুলিব না এ জীবনে কী স্বপনে কী জাগরণে ।

তুমি জান বা না জান,

মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে

হৃদয়ে সদা আছ ব'লে ।

আমি প্রকাশিতে পারি নে,

শুধু চাহি কাতর নয়নে ॥

সখীগণ । তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে ।

প্রথম । তারে কেমনে কাঁদাবে যদি আপনি কাঁদিলে ।

দ্বিতীয়া । যদি মন পেতে চাও মন রাখো গোপনে ।

তৃতীয়া । কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে ।

সকলে । কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না ।

কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না ।

প্রথম । হাতে পেলে ভ্রমিতলে ফেলে চলে যায় ।

দ্বিতীয়া । হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে ।

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

অমর । সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে

সে কি ফিরাতে পারে সখী !

- সংসারবাহিরে থাকি জানি নে, কী ঘটে সংসারে ।
 কে জানে হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
 তারে পায় কি না পায়, জানি নে—
 ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা-হৃদয়-দ্বারে ।
 তোমার সকলি ভালোবাসি— ওই রূপরাশি,
 ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি ।
 ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি—
 কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে ॥
- সখীগণ । তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা ।
 দ্বিতীয়া । কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না ।
 প্রথম । হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল কুঞ্জকানন,
 হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন ।
 তুমি কেন ফেল হাস, তুমি কেন হাস না ।
 সকলে । এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—
 সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা—
- দ্বিতীয়া । আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও ।
 প্রথম । জীবনের আনন্দপথ ছেড়ে দাঁড়াও ।
 তৃতীয়া । দূর হতে করো পূজা হৃদয়কমল-আসনা ॥
- অমর । তবে স্মৃতি থাকো স্মৃতি থাকো— আমি যাই— যাই ।
 প্রমদা । সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই ।
 সখীগণ । অধীরা হয়ো না, সখী,
 আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে ।
 অমর । ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
 এসেছি এ কোথায় ।
 হেথাকার পথ জানি নে — ফিরে যাই ।
 যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই ।

প্ৰমদা । সখী, ওৱে ডাকো কিৱে ।

মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই ।

সখীগণ । অধীৰা হোৱো না, সখী,

আশ মেটালে ফেৰে না কেহ, আশ ৰাখিলে ফেৰে ॥

প্ৰহান

মায়াকুমাৰীগণ । নিমেঘেৰ তৰে শৰমে বাধিল, মৰমেৰ কথা হল না । /

জনমেৰ তৰে তাহাৰি লাগিয়ে ৰহিল মৰমবেদনা ।

চোখে চোখে সদা ৰাখিবাৰে সাধ—

পলক পড়িল, ঘটিল বিবাদ—

মেলিতে নয়ন মিলালো স্বপন, এমনি প্ৰেমের ছলনা ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ

শান্তা । অমরের প্ৰবেশ

অমর । সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল—

সেই ৰবি শশী তায়া, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যাসমীৰণ,

সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন ।

সেই আপন হৃদয়ে আপন বিৰাম কোথা গেল,

গৃহহাৰা হৃদয় লবে কাহাৰ শরণ ।

শান্তাৰ প্ৰতি

এসেছি কিৰিয়ে, জেনেছি তোমাৰে,

এনেছি হৃদয় তব পায়ে—

শীতল স্নেহস্বধা কৰো দান,

দাও প্ৰেম, দাও শান্তি, দাও নৃতন জীবন ॥

মায়াকুমাৰীগণ । কাছে ছিলে দূৰে গেলে, দূৰ হতে এসো কাছে ।

ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে ।
 ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পার নি ভালো,
 এখন বিরহানলে প্রেম্যানল জলিয়াছে ॥

শাস্তা । দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না ।
 আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না ।
 তুমি যাহে সখী হও তাই করো সখা,
 আমি সখী হব ব'লে যেন হেসো না ।
 আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো—
 কী হবে চির আধারে নিমেষের আলো !
 আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই—
 আমার অদৃষ্টশ্রোতে তুমি ভেসো না ॥

অমর । ভুল করেছি, ভুল ভেঙেছে ।
 এবার জেগেছি, জেনেছি—
 এবার আর ভুল নয়, ভুল নয় ।
 ফিরেছি মায়ায় পিছে পিছে ।
 জেনেছি স্বপন সব মিছে ।
 বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে—
 এ তো ফুল নয়, ফুল নয় !
 পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,
 খেলা করিব না লয়ে মন ।
 ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখী,
 অভল সাগর এ সংসার—
 এ তো কুল নয়, কুল নয় ॥

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

দূর হইতে

সখীগণ । অলি বার বার ফিরে যায়,
 অলি বার বার ফিরে আসে—

তবে তো ফুল বিকাশে ।

প্রথম । কলি কুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রালে ।

ভুলি মান অপমান দাঁও মন প্রাণ,

নিশি দিন রহো পাশে ।

দ্বিতীয়া । ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাঁও

হৃদয়রতন-আশে ।

সকলে । ফিরে এসো ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে ।

আজি বিরহরজনী, ফুল কুহুম শিশিরসলিলে ভাসে ।

অমর । ওই কে আমার ফিরে ডাকে ।

ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে ।

মায়াকুমারীগণ । বিদায় করেছ যারে নয়নজলে

এখন কিরাবে তারে কিসের ছলে গো ।

আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুহুমবনে

তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে ?

এখন কিরাবে তারে কিসের ছলে গো ।

অমর । আমি চলে এম্ব বলে কার বাজে বাখা ।

কাহার মনের কথা মনেই থাকে ।

আমি শুধু বুঝি, সখী, সবল ভাষা—

সবল হৃদয় আর সবল ভালোবাসা ।

তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,

আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে ॥

মায়াকুমারীগণ । সেদিনো তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,

মুকুলিত দশ দিশি কুহুমদলে ।

ছুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি,

যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে !

এখন কিরাবে তারে কিসের ছলে গো ।

অমরের প্রতি

শান্তা । না বুঝে কায়ে তুমি ভালালে আধিজলে !

ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি স্থখ, কাহার পরান জলে !
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা,
দেখ নি ফিরে—

কার বাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে ।
অমর । আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমা'রে ।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আধারে ।
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাই নি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে ।
এ সংসারে কে ফিরাবে— কে লইবে ডাকি
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি ।
কেবলই তোমা'রে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কুল অকুল পাথারে ॥

প্রস্থান

সখীগণ । প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহবিধুর হিয়া মরিল ঘুরে ।
গ্লান শশী অস্তে গেল, গ্লান হাসি মিলাইল—
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর স্বরে ।

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা । চল সখী, চল তবে ঘরেতে ফিরে—
যাক ভেসে গ্লান আঁখি নয়ননীরে ।
যাক ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক আশা অবসান—
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক সে দূরে ॥

প্রস্থান

মায়া'কুমারীগণ । মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে ।

ছিল তিথি অহুকুল, শুধু নিমেষের ডুল—
চিরদিন ভূষাকুল পরান জলে ।
এখন কিরাবে তাবে কিসের ছলে গো ॥

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর শান্তা অন্তান্ত পুরনারী ও পৌরজন

স্ত্রীগণ । এস' এস', বসন্ত, ধরাতলে ।
আন' কুহকুহ কুহতান, প্রেমগান,
আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ ।
আন' নবর্যোবনহিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে ।

পুরুষগণ । এস' থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত
নবপল্লবপুলকিত
ফুল-আকুল-মালতিবল্লি-বিতানে—
সুখছায়ে মধুবায়ে এস' এস' ।
এস' অরুণচরণ কমলবরণ
তরুণ উষার কোলে ।
এস জ্যোৎস্নাবিবস নিশীথে,
কলকল্লোল-তটিনী-তীরে—
সুখস্থল সরসীনীরে এস' এস' ॥

স্ত্রীগণ । এস' র্যোবনকাতর হৃদয়ে,
এস' মিলনস্থখালস নয়নে,
এস' মধুর শরমমাক্ষারে,
দাও বাহুতে বাহু বাধি,
নবীন কুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাধন ॥

শাস্তার প্রতি

অমর । মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে ।
 মধুর মলয়সমীপে মধুর মিলন রটাতে ।
 কুহকলেখনী ছুটায় কুসুম তুলিছে ফুটায়,
 লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে ।
 হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্রামলবরনী,
 যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে ।
 পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
 নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে ॥

জীগণ । আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে
 মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি ।

পুরুষগণ । ফুলগন্ধে পাগল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
 নিকুঞ্জ প্রাবিত চন্দ্রকরে—

জীগণ । তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি ।
 আনো আনো ফুলমালা, দাও দৌছে বাঁধিয়ে ।

পুরুষগণ । হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন ।

জীগণ । চিরদিন হেরিব হে
 মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি ॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

অমর । এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
 এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

প্রমদার প্রতি

শাস্তা । আহা, কে গো তুমি মলিনবয়নে
 আধোনিম্নলিভ নলিনবয়নে
 যেন আপনারি হৃদয়শয়নে
 আপনি রয়েছে লীন ।

পুরুষগণ । তোমা তবে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারি সমীর কানন বাহিয়া
কিরিতেছে সারা দিন ।

অমর । এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়ী !
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

শাস্তা । যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে,
এখনি মিলাবে ঘন হাসি হেসে—
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি ।

পুরুষগণ । জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাঘরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াব ধরি ।

অমর । এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়ী !
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া ॥

সখীগণ । আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়,
সখীর হৃদয় কুসুমকোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে যায় !
কেন কাছে আস', কেন মিছে হাস',
কাছে যে আসিত সে তো আসিতে না চায় ।
স্বখে আছে যারা স্বখে থাকে তারা,
স্বথের বসন্ত স্বখে হোক সারা—
ছুখিনী নারীর নয়নের নীর
স্বখীজনে যেন দেখিতে না পায় ।
তারা দেখেও দেখে না,
তারা বুকেও বুকে না,

তারা ফিরেও না চায় ॥

শাস্তা । আমি তো বুঝেছি সব, যে বোঝে না-বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে ।
আপনি বিরহ গড়ি আপনি রয়েছে পড়ি,
বাসনা কাঁদিয়ে বসি হৃদয়সরোজে ।
আমি কেন মাঝে থেকে ছুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে ॥

প্রমদার প্রতি

অশোক । এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে—
ভালো যারে বাস তারে আনিব ফিরে ।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা—
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ননীরে ॥

শাস্তা ও জীগণ । চাঁদ হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে ।

পুরুষগণ । কত দুখে কত দূরে আঁধারসাগর ঘুরে
সোনার তরলী দুটি তীরে এসেছে ।
মিলন দেখিবে বলে ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারি ধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে ।

সকলে । চাঁদ হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে ॥

প্রমদা । আর কেন, আর কেন
দলিত কুসুমে বহে বসন্তসমীরণ ।
ফুরিয়ে গিয়েছে বেলা— এখন এ মিছে খেলা—
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ ।

সমীগণ । অশ্রু যবে ফুরিয়েছে তখন মুছাতে এলে
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে !

প্রমদা । এই লগ্ন, এই ধরো— এ মালা তোমরা পরো—
এ খেলা তোমরা খেলো, স্মৃতি থাকো অহঙ্কণ ॥

অমর । এ ভাঙা হৃথের মাঝে নয়নজলে
 এ মলিন মালা কে লইবে ।
 গ্লান আলো গ্লান আশা হৃদয়তলে,
 এ চিরবিবাদ কে বহিবে ।
 স্থখনিশি অবসান— গেছে হাসি, গেছে গান—
 এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে
 নীরব নিরাশা কে সহিবে ॥

শান্তা । যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব,
 তোমার সকল দুখ আমি সহিব ।
 আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন,
 তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব ।
 ভুল-ভাঙা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে—
 প্রশান্ত হৃথের কথা আমি কহিব ॥

অমর ও শান্তার প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ । হৃথের মিলন টুটিবার নয়—
 নাহি আর ভয়, নাহি সংশয় ।
 নয়নসলিলে যে হাসি ফুটে গো,
 রয় তাহা রয় চিরদিন রয় ॥

প্রমদা । কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে ।
 কেন সংসারেতে উঁকি মেয়ে চলে গেলি নে ।

সখীগণ । সংসার কঠিন বড়ো— কারেও সে ডাকে না,
 কারেও সে ধরে রাখে না ।
 যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায়—
 কারো তরে ফিরেও না চায় ।

প্রমদা । হায় হায়, এ সংসারে যদি না পুঁজিল
 আজন্মের প্রাণের বাসনা,
 চলে যাও গ্লানমুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও—

থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে—
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না ॥

প্রহান

মায়াকুমারীগণ

সকলে। এয়া সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।
প্রথমা। শুধু সুখ চলে যায়।
দ্বিতীয়া। এমনি মায়াব ছলনা।
তৃতীয়া। এয়া ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়।
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
 তাই মান অভিমান।
প্রথমা। তাই এত হায়-হায়।
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ হুখ ভুলে তবে সুখ পায়।
সকলে। সখী, চলো, গেল নিশি, স্বপন ফুরালো,
 মিছে আর কেন বলো।
প্রথমা। শবী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অন্তাচল।
সকলে। সখী, চলো।
প্রথমা। প্রেমের কাহিনী গান হয়ে গেল অবসান।
দ্বিতীয়া। এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল ॥

চিত্রাঙ্গদা

ভূমিকা

প্রভাতের আদ্যিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে ।

অর্ধস্থগ্ত চন্দ্র 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা ।

অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতার
সমুজ্জ্বল হয় আশ্রিত জগতে ।

তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহির্বিদ্যে,

বর্ণ বৈচিত্র্যে—

তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত ।

একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,

তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ ।

এই তথ্যটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের স্মরকথা ।

এই নাট্যকাহিনীতে আছে—

প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,

পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে

সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায় ॥

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসম্বন্ধে যখন রাজকূলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্তা অভ্যাস করলেন ধর্মবিদ্যা; শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

অল্প বয়সেই রাজদণ্ডনীতি গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

মোহিনী মায়া এল,

এল যৌবনকুঞ্জবনে।

এল হৃদয়শিকারে,

এল গোপন পদসঞ্চারে,

এল স্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে।

পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,

হাওয়ার হাওয়ার ছায়ার ছায়ার

বাজায় বাঁশি।

করে বীরের বীর্যপরীক্ষা,

হানে সাধুর সাধনদীক্ষা,

সর্বনাশের বেড়াঙ্গাল

বেষ্টিত চারি ধারে।

এসো স্বন্দর নিরলঙ্কার,

এসো সত্য নিরহঙ্কার—

স্বপ্নের দুর্গ হানো,

আনো, আনো যুক্তি আনো—

ছলনার বন্ধন ছেদি

এসো পৌরুষ-উদ্ধারে।

১

প্রথম দৃষ্টে চিত্রাঙ্গদার শিকার-আয়োজন

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,
অরণ্যে ভ্রমচ্ছায়া ।

মুখর নির্ঝরকলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীক
হরিণদম্পতি ।

চিত্রব্যাত্ত পদনখচিহ্নরেখাপ্রণী
য়েথে গেছে 'ওই পথপঙ্ক-'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান ॥

বনপথে অর্জুন নিম্নিত

শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাঙ্গদার সখী তাঁকে তাড়না করলে

অর্জুন । অহো, কী দুঃসহ সার্থা !

অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা

সে কোনখানে পাবে তার আশ্রয় !

চিত্রাঙ্গদা । অর্জুন ! তুমি অর্জুন !

বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজায়

অর্জুন । হাহাহাহা হাহাহাহা, বালকের দল,

মা'র কোলে যাও চলে— নাই ভয় ।

অহো, কী অদ্ভুত কৌতুক ।

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা । অর্জুন ! তুমি অর্জুন !

ফিরে এসো, ফিরে এসো—

কথা দিয়ে কোরো না অসম্মান,

যুদ্ধে করো আহ্বান !

বীর-হাতে যুত্বার গৌরব
করি যেন অহুভব—
অর্জুন ! তুমি অর্জুন ॥

হা হতভাগিনী, একি অভ্যর্থনা মহতের,
এল দেবতা তোর অগতের,
গেল চলি,
গেল তোরে গেল ছলি—

অর্জুন ! তুমি অর্জুন ॥
সখীগণ । বেলা যায় বহিয়া, দাঁও কহিয়া
কোন্ বনে যাব শিকারে ।

কাজল মেঘে সজল বায়ে
হরিণ ছুটে বেগুনচ্ছায়ে ॥

চিত্রাঙ্গদা । থাক থাক, মিছে কেন এই খেলা আর ।
জীবনে হল বিতৃষ্ণা, আপনার 'পরে শিকার ।

আল-উল্লীপনার গান

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়, আয় যে আমার
শুকনো পাতার ডালে

এই বরষায় নবশ্রামের আগমনের কালে ।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারী,
চরম রাতেই অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রক্ত নাচের তালে ।
আসিন আমার পাততে হবে যিক্ত প্রাণের ধরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে ।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কুল গেল তার ভেসে—
স্থূঁইবনের গন্ধবাগী ছুটল নিকরেশে—
পরান আমার জাগল বুকি মরণ-অন্তরালে ॥

সখী। সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি !

এক পলকের আঘাতেই

খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়।

রবিকরপাতে কোরকের আবরণ টুটি

মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে ॥

চিদ্ৰাক্ষদা। বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে !

বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যালোকে !

ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি

যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি,

ছিল মর্মবেদনাঘন অঙ্ককারে—

জন্ম-জন্ম গেল বিরহশোকে ।

অক্ষুটমঞ্জরী কুঞ্জেবনে,

সঙ্গীতশূন্য বিষন্ন মনে

সঙ্গীরিঙ্ক চিরদুঃখরাতি

পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি !

সুন্দর হে, সুন্দর হে,

বরমালাখানি তব আনো বহে, তুমি আনো বহে ।

অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে

হেরো লঙ্কিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে ॥

এহান

বস্ত্র অমুচরদের সঙ্গে অর্জুনের প্রবেশ ও নৃত্য

২

সখীদের গান

যাও, যাও যদি যাও তবে—

তোমার কিরিতে হবে—

হবে হবে ।

ব্যর্থ চোখের জলে
আমি লুটাব না ধূলিতলে, লুটাব না ।
বাতি নিবায়ে যাব না, যাব না, যাব না
জীবনের উৎসবে ।

মোর সাধনা ভীকু নহে,
শক্তি আমার হবে মুক্ত দ্বার যদি বন্ধ রহে ।
বিমুখ মুহূর্তেবে করি না ভয়—
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়,
দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রহি তব
খুলিব প্রেমের গোরবে ॥

সখিসহ নানে আগমন

চিত্রাঙ্গদা । কণে কণে মনে মনে তুনি
অতল জলের আহ্বান ।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
মন রয় না—

চঞ্চল প্রাণ ।

ভাসায়ে দিব আপনায়ে ভরা জোয়ারে,
সকল-ভাবনা-ডুবানো ধারায় করিব স্নান ।
ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ ।

চেউ দিয়েছে জলে—

চেউ দিল, চেউ দিল, চেউ দিল আমার মর্মতলে ।
একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাসে
যেন উতলা অঙ্গুরীয় উত্তরীয় করে যোমাঞ্চ দান ।
দূর সিদ্ধতীরে কার মঞ্জীরে গুঞ্জরতান

সখীদের প্রতি

দে তোরা আমার নূতন ক'রে দে নূতন আভরণে ।

হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি—

বসন্তে হোক দৈন্তবিমোচন নবলাবণ্যধনে ।

শূন্ত শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব-আবরণে ।

সখীগণ । বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে

পুলকিত প্রাণের বীণায়ন্ত্রে

চিরস্বন্দরের অভিবন্দনা ।

আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক

হিল্লোলে হিল্লোলে,

যৌবন পাক সন্মান বাহ্নিতসন্মিলনে ॥

সকলের প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন

তাকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য

চিত্রাঙ্গদা । আমি তোমারে করিব নিবেদন

আমার হৃদয় প্রাণ মন ॥

অর্জুন । ক্ষমা করো আমায়— আমায়—

বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে— ব্রহ্মচারী ব্রতধারী ॥

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা । হায় হায়, নারীয়ে করেছি ব্যর্থ

দীর্ঘকাল জীবনে আমার ।

ধিক্ ধনুঃশর !

ধিক্ বাহুবল !

মুহূর্তের অশ্রুবদ্ধাবেগে

ভাসিয়ে দিল যে মোর পৌকবসাধনা ।

অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে

বসন্তেয়ে করিল ব্যাকুল ॥

বোদন-ভরা এ বসন্ত, সখী,

কখনো আসে নি বুঝি আগে ।

মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংকরক্তিমরাগে ।

সখীগণ ।

তোমার বৈশাখে ছিল প্রথর বৌদ্ধের জালা,

কখন বাদল আনে আবাড়ের পালা ।

হায় হায় হায় !

চিত্রাঙ্গদা ।

কুঞ্জঘায়ে বনমল্লিকা

সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,

সারা দিন-রজনী অনিমিত্তা

কার পথ চেয়ে আগে ।

সখীগণ ।

কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,

সহসা করনা নামিল অশ্রুচালা ।

হায় হায় হায় !

চিত্রাঙ্গদা ।

দক্ষিণসমীপে দূর গগনে

একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো ।

কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত

আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে ।

সখীগণ ।

মৃগয়া করিতে বাহির হল যে বনে

মৃগী হয়ে শেষে এল কি অবলা বালা ।

হায় হায় হায় !

চিত্রাঙ্গদা ।

আমি এ প্রাণের কঙ্ক ঘায়ে

ব্যাকুল কর হানি বায়ে বায়ে,

দেওয়া হল না যে আপনারে

এই ব্যথা মনে লাগে ।

সখীগণ ।

যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে

কার পায়ে আনে হার মানিবায় ভালা ।

হায় হায় হায় !

একজন সখী ।

ব্রহ্মচর্য !— পুরুষের সার্থা এ যে !

নারীর এ পরাভবে

লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী ।

পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয় ।

জাগো হে অভয়,

সশীরে বিজয়দূতী করো তব,

নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাঁও তারে—

দাঁও তারে অবলার বল ॥

মদনকে চিত্রাঙ্গদার পূজানিবেদন

চিত্রাঙ্গদা ।

আমার এই বিস্তৃত ডালি

দ্বিব তোমারি পায়ের ।

দ্বিব কাঙালিনীর আঁচল

তোমার পথে পথে, পথে বিছায়ে ।

যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু

তারি ফুলে ফুলে, হে অভয়, তারি ফুলে

আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্ত

দিয়ে দিয়ে দিয়ে সূচায়ে ।

তোমার রণজয়ের অভিযানে

তুমি আমায় নিয়ে,

ফুলবাণের টিকা আমার ভাল

এঁকে দিয়ে দিয়ে—

রণজয়ের অভিযানে ।

আমার শূন্যতা দাঁও যদি

সুধায় ভরি

দ্বিব তোমার জয়ধ্বনি

ঘোষণ করি— জয়ধ্বনি—

ফান্তনের আছান জাগাও

আমার কায়ে হৃদয়বায়ে ॥

মদনের প্রবেশ

মদন ।

মণিপুরনুপহৃতি

তোমাতে চিনি তাপসিনী !

মোর পূজায় তব ছিল না মন,

তবে কেন অকারণ

তুমি মোর ঝারে এলে তরুণী,

কহো কহো শুনি তাপসিনী !

চিত্রাঙ্গদা ।

পুরুষের বিত্তা করেছিল শিক্ষা,

লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা—

কুসুমধনু,

অপমানে লাঞ্চিত তরুণ তনু ।

অর্জুন ব্রহ্মচারী

মোর মুখে হেরিল না নারী,

ফিরাইল, গেল ফিরে ।

দয়া করো অভাগীরে—

শুধু এক বরষের জন্তে

পুষ্পলাবণ্যে

মোর দেহ পাক্ তব স্বর্গের মূল্য

মর্তে অতুল্য ॥

মদন ।

তাই আমি দিই বর,

কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর,

মম পঞ্চম শর—

দিবে মন মোহি,

নারীবিরোধী সন্ন্যাসীরে

পাবে অচিরে—

বন্দী করিবে ভুজপাশে

বিজ্ঞপহালে ।

মণিপুররাজকন্যা
কাস্তুরদয়বিজয়ে হবে ধন্য ॥

৩

নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা ।

এ কী দেখি !
এ কে এল মোর দেহে
পূর্ব-ইতিহাস-হারা !
আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন !
বিশ্বের অপরিচিত আমি !
আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা—
আমি শুধু এক রাত্রি ফোটা
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল—
এক প্রভাতের শুধু পবনায়ু,
তার পরে ধূলিশয্যা,
তার পরে ধরণীর চির-অবহেলা ॥

সরোবরতীরে

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়, বাজায় বাঁশি ।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী
পুষ্পবিকাশের স্বরে দেহ মন উঠে পুরে,
কী মাধুরীস্বগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি ।
সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা ।
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি ॥

মীনকেতু,

কোন মহারাক্ষসীয়ে দিয়েছ বাঁধিয়া অঙ্গসহচরী করি ।
এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত ! কণিক যৌবনবগ্না
রক্তশ্রোতে তরঙ্গিয়া উন্মাদ করেছে মোরে ॥

নূতন কাস্তির উদ্ভেজনার নৃত্য

অপ্সরদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা,
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা ।
বহে ময় শিরে শিরে এ কী দাহ, কী প্রবাহ—
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎগতা ।
ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়,
হরন্ত যৌবনক্ষুর অশান্ত বগ্নায় ।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে দিগন্তে কাহার পানে,
ইন্দ্রিতের ভাষায় কাঁদে— নাহি নাহি কথা ॥

—

এরে ক্ষমা কোরো সখা—

এ যে এল তব আঁখি ভুলাতে,

সুধু ক্ষণকালতরে মোহ-দোলায় হুলাতে.

আঁখি ভুলাতে ।

মায়াপুরী হতে এল নাবি—

নিয়ে এল অপ্সের চাবি,

তব কঠিন হৃদয়দ্বার খুলাতে,

আঁখি ভুলাতে ॥

প্রহান

অজ্ঞানের প্রবেশ

অর্জুন । কাহারে হেরিলাম ! আহা !

সে কি সত্য, সে কি মায়া !

সে কি কায়া,
সে কি স্বর্ণকিরণে-বস্ত্রিত ছায়া !

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও, নও স্বপন নও ।
অনিদ্যাহৃদয় দেহলতা
বহে সকল আকাজ্জার পূর্ণতা ॥

চিত্রাঙ্গদা । তুমি অতিথি, অতিথি আমার ।
বলো কোন্ নামে করি সৎকার ॥
অর্জুন । পাণ্ডব আমি অর্জুন গাভীবধন্য নৃপতিকম্ভা !
লহো মোর খ্যাতি,
লহো মোর কীর্তি,
লহো পৌরুষগর্ব ।

লহো আমার সর্ব ॥

চিত্রাঙ্গদা । কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার,
এর কাছে মানিবে কি হার ।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥

বীর তুমি বিশ্বজয়ী,
নারী এ যে স্নায়াময়ী—
পিঞ্জর বচিবে কি এ মরীচিকার ।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ।

লজ্জা, লজ্জা, হায় একি লজ্জা,
মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা ।
এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ,
এ যে শুধু কনিকের অর্ঘ্য,
এই কি তোমার উপহার
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ।

অর্জুন । হে স্নন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার
 সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি ।
 পৌরুষের সে অধৈর্য
 তাহারে গৌরব মানি আমি—
 আমি তো আচারভীক নারী নহি
 শাস্ত্রবাক্যে-বীধা ।
 এসো সখী, দুঃসাহসী প্রেম
 বহন করুক আমাদের
 অজ্ঞানার পথে ॥

চিত্রাঙ্গদা । তবে তাই হোক
 কিন্তু মনে রেখো,
 কিংকদলীর প্রান্তে এই-যে ছলিছে
 একটু শিশির— তুমি ষারে করিছ কামনা
 সে এমনি শিশিরের কণা
 নিমিষের সোহাগিনী ॥

—

কোন দেবতা সে কী পরিহাসে ভাসালো মায়ায় ভেলায় ।
 স্বপ্নের সাখি, এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায় ।
 সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
 বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে নৃত্যবিভঙ্গে,
 মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায় ।

যে ফুলমালা ছুলায়েছ আজি রোমাঞ্চিত বক্ষতলে,
 মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে ।
 নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে
 বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
 দিন গত হলে নূতন প্রভাতে
 মিলাবে ধুলায় তলে কার অবহেলায় ॥

অর্জুন ।

আজ মোরে

সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয় ।

তুধু একা পূর্ণ তুমি,

সর্ব তুমি,

বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি,

অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি,

এক নারী— সকল দৈন্তের তুমি মহা অবসান—

সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম ॥

চিত্রাঙ্গদা । সে আমি যে আমি নই, আমি নই—

হায় পার্থ, হায়,

সে যে কোন্ দেবের ছলনা ।

যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর ।

শৌর্য বীর মহত্ব তোমার

দিয়ো না মিথ্যার পায়ে—

যাও যাও ফিরে যাও ॥

প্রহান

অর্জুন । এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ !

এ যে অগ্নিলতা পাকে পাকে

ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ ।

উত্তপ্ত হৃদয়

ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাক টুটিয়া ॥

—

অশান্তি আজ হানল একি দহনজালা !

বিঁধল হৃদয় নিদ্রয় বাণে বেদন-ঢালা ।

বকে জালায় অগ্নিশিখা,

চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,

মরণ-স্ফোটার গাঁথল কে মোর বরণমালা ।

চেনা ভুবন হারিয়ে গেল স্বপন-ছায়াতে,
 কাশ্মিন-দিনের পলাশ-রঙের রঙিন মায়াতে ।
 যাত্রা আমার নিকৃদ্দেশা—
 পথ-হারানোর লাগল নেশা,
 অচিন দেশে এবার আমার যাবার পালা ॥

৪

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা । ভাস্মে ঢাকে ক্লাস্ত হতাশন—

এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন্, আর কতখন ।

এ খেলা খেলাবে আর কতখন ।

শেষ যাহা হবেই হবে, তাহে

সহজে হতে দাও শেষ ।

মুন্দর যাক রেখে স্বপ্নের রেশ ।

জীর্ণ কোরো না, কোরো না, যা ছিল নূতন ॥

মদন । না না না সখী, ভয় নেই সখী, ভয় নেই—

ফুল যবে সাজ করে খেলা

ফল ধরে সেই ।

হর্ব-অচেতন বর্ষ

য়েথে যাক মরুস্পর্শ

নবভর ছন্দস্পন্দন ॥

প্রহান

অজুর্ন ও চিত্রাঙ্গদা

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচরনে ।

সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে—

নয়নে, নয়নে ।

দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন ছালোকে মোদের মিলিত নয়নে—
নয়নে, নয়নে ।

বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে ।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের আঁখিতে—
আঁখিতে, আঁখিতে ।

ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা মিটিল দৌহার নয়নে—
নয়নে, নয়নে ॥

এছান

অজুনের প্রবেশ

অর্জুন । কেন রে ক্লান্তি আসে আবশ্যতার বহিয়া,
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীর্ণ অবসাদে কেন রে ।
ছিন্ন করো এখনি বীর্যবিলোপী এ কুহেলিকা ।
এই কর্মহারী কারাগারে রয়েছে কোন্ পরমাদে ।
কেন রে ।

গ্রামবাসীগণের প্রবেশ

গ্রামবাসীগণ । হো, এল এল এল রে দস্যুর দল,
গর্জিয়া নামে যেন বজ্রাঘ জল— এল এল ।
চল্ তোরা পঞ্চগ্রামী,
চল্ তোরা কলিক্রমী,
মল্লপন্নী হতে চল্, চল্ ।
'জয় চিত্রাঙ্কনা' বল্, বল্ বল্ ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে ।

অর্জুন । জনপদবাসী, শোনো শোনো,
বন্ধক তোমাদের নাই কোনো ?

গ্রামবাসীগণ । ভীৰ্খে গেছেন কোথা তিনি

গোপনত্ৰুতধারিণী,

চিদ্ৰাক্ষা তিনি রাজকুমারী ।

অৰ্জুন । নারী ! তিনি নারী !

গ্রামবাসীগণ । স্নেহবলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি রাজা ।

তঁর নামে ভেরী বাজা,

‘জয় জয় জয়’ বলো ভাই যে—

ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই যে ॥

—

সম্রাসের বিহ্বলতা নিজেই অপমান ।

সকটের কল্লনাতে হোয়ো না স্ত্রিয়মাণ— আ ! আহা !

মুক্ত করো ভয়,

আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেই করো জয়— আ ! আহা !

দুর্বলেবে রক্ষা করো, দুৰ্জনেবে হানো,

নিজেই দীন নিঃসহায় ধেন কভু না জানো ।

মুক্ত করো ভয়,

নিজের ‘পরে করিতে ভয় না রেখো সংশয়— আ ! আহা !

ধর্ম যবে শঙ্করবে করিবে আহ্বান

নীচব হয়ে নস্ত্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ ।

মুক্ত করো ভয়,

দুৰুহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়— আ ! আহা ॥

এহান

চিদ্ৰাক্ষার প্রবেশ

চিদ্ৰাক্ষা । কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ ।

অৰ্জুন । চিদ্ৰাক্ষা রাজকুমারী

কেমন না জানি

আমি তাই ভাবি মনে মনে ।

তুনি স্নেহে সে নারী,
 তুনি বীর্যে সে পুরুষ,
 তুনি সিংহাসনা যেন সে সিংহবাহিনী ।
 জ্ঞান যদি বলো প্রিয়ে, বলো তার কথা ॥
 চিত্রাঙ্গদা । ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে ।
 হেন বঙ্কিম ভুরুষুগ নাহি তার,
 হেন উজ্জলকঙ্কল আখিতারা ।
 সন্ধিতে পারে লক্ষ্য কিণাক্ষিত তার বাহু,
 বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ কুটিল কটাক্ষশরে ।
 নাহি লজ্জা, নাহি শঙ্কা, নাহি নিষ্ঠুরসুন্দর রক্ত,
 নাহি নীরব ভঙ্গীর সঙ্গীতলীলা ইঙ্গিতহৃদোমধুর ॥

অর্জুন । আগ্রহ মোর অধীর অতি—

কোথা সে রমণী বীর্যবতী ।

কোষবিমুক্ত রূপাণলতা—

দারুণ সে, সুন্দর সে

উদ্ভূত বজ্রের রক্তরসে—

নহে সে ভোগীর লোচনলোভা,

কৃত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা ॥

সখীগণ । নারীর ললিত লোভন লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি ।

এখনি কি, সখা, খেলা হল অবলান ।

যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল

সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি—

সে কি স্বপ্নের দান,

সে কি সত্যের অপমান ।

দূর ছায়ায় হৃদয় ভরিছ,

কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ,

কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ পৌরুষসন্ধান ।

এও কি মায়ার দান ।

সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে
যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন-সমান ছিন্ন করি ফেলে ধূলিতলে,
সবে না সবে না সে নৈরাশ্র—
ভাগ্যের নেই অট্টহাস্ত
জানি জানি, সখা, ক্ষুব্ধ করিবে লুক পুরুষপ্রাণ—
হানিবে নিষ্ঠুর বাণ ॥

অর্জুন । যদি মিলে দেখা তবে তারি সাথে
ছুটে যাব আমি আর্তপ্রাণে ।

ভোগের আবেশ হতে
কাঁপ দিব যুদ্ধস্রোতে ।

আজি মোর চঞ্চল যন্ত্রের মাঝে
ঝন নন ঝন নন ঝঞ্জন বাজে— বাজে— বাজে ।
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
একাধারে মিলিত পুরুষ নারী ॥

চিত্রাঙ্গদা । ভাগ্যবতী সে যে,
এত দিনে তার আহ্বান এল তব বীরের প্রাণে ।
আজ অমাবস্তার রাতি হোক অবসান ।
কাল শুভ শুভ্র প্রাতে দর্শন মিলিবে তার,
মিথ্যায় আবৃত নারী ঘুচাবে মায়া-অবগুণ্ঠন ॥

অর্জুনের প্রতি

সখী । রমণীর মন-ভোলাবার ছলাকলা
দূর ক'রে দিবে উঠিয়া দাঁড়াক নারী
সরল উন্নত বীর্যবস্ত্র অস্ত্রের বলে
পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরু সন্ন—
যেন সে সম্মান পায় পুরুষের ।

রজনীর নর্মসহচরী
 যেন হয় পুরুষের কর্মসহচরী,
 যেন বামহস্তসম দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী ।
 তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয় বীরোত্তম ।

৫

চিত্রাঙ্গদা ও মদন

চিত্রাঙ্গদা । লহো লহো কিরে লহো
 তোমার এই বর
 হে অনঙ্গদেব !
 মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও
 এই মিথ্যার জাল
 হে অনঙ্গদেব !
 চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে
 তোমার পায়ে
 আমার অঙ্গশোভা—
 অধররক্ত-রাঙিমা যাক মিলায়ে
 অশোকবনে হে অনঙ্গদেব !
 যাক যাক যাক এ ছলনা,
 যাক এ স্বপন হে অনঙ্গদেব ।
 মদন । তাই হোক তবে তাই হোক,
 কেটে যাক রঙিন কুয়াশা—
 দেখা দিক শুভ্র আলোক ।
 মায়া ছেড়ে দিক পথ,
 প্রেমের আহুক জয়রথ,
 রূপের অতীত রূপ
 দেখে যেন প্রেমিকের চোখ-

দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক—
যাক খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক ।

প্রহান

বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন রবে ।
ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে,
আলোতে আধারে দৌহারে হারাব দৌছে ।
ধেয়ে আসে হিরা তোমার সহজ রবে—
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে ।
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা ।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে—
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে ।
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ।

৬

চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ

অন্তু নৈর প্রতি

এসো এসো পুরুষোত্তম, এসো এসো বীর মম !
তোমার পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জালা ।
আজি পরিবে বীরাজনার হাতে দৃপ্ত ললাটে, লখা,
বীরের বরণমালা ।
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার শক্তির অস্তিমান,
তোমার চরণে করিবে দান আত্মনিবেদনের ডালা—
চরণে করিবে দান ।

আজ পরাবে বীরাক্ষনা তোমার
দৃষ্ট ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা ॥

সখী । হে কোন্স্কের,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি সৌন্দর্যের ডালি
নন্দনকানন হতে পুষ্প তুলে এনে বহু সাধনার ।
যদি সাক্ষ হ'ল পূজা
তবে আজ্ঞা করো, প্রভু,
নির্মাল্যের সাজি থাক্ পড়ে মন্দিরবাহিরে ।
এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে ॥

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা । আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী ।
নহি দেবী, নহি সায়াস্তা নারী ।
পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে' সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি ।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে ।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী ॥

অর্জুন । ধন্ত ধন্ত ধন্ত আমি ॥

সমবেত নৃত্য

তুফার শান্তি হৃদয়কান্তি
তুমি এসো বিরহের সম্ভাপভঞ্জন ।
দোলা দাও বক্ষে, এঁকে দাও চক্ষে
বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন ॥

এনে দাও চিস্তে যন্তের নৃত্যে
 বকুলনিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন—
 উদ্বেল উত্তরোল
 যমুনার কল্লোল,
 কল্পিত বেণুবনে মলয়ের চূষন ।
 আনো নবপল্লবে নর্তন উল্লোল,
 অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরীবন্ধন ॥

—
 এস' এস' বসন্ত ধরাতলে—
 আন' মুহ মুহ নব তান,
 আন' নব প্রাণ,
 নব গান,
 আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
 আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা ।
 আন' নব উল্লাসহিল্লোল,
 আন' আন' আনন্দছন্দের হিন্দোলা
 ধরাতলে ।
 এস' এস' ।
 ভাঙ' ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল,
 আন' আন' উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা
 ধরাতলে ।
 এস' এস' ।
 এস' ধরধরকল্পিত
 স্মরসুখরিত
 মধুসৌরভপুলকিত
 সুল-আকুল মালতিবল্লিবিভানে
 হৃথছায়ে মধুবায়ে ।
 এস' এস' ।

এস' বিকশিত উন্মুখ,
 এস' চির-উৎস্বক,
 নন্দনপথচিরযাত্রী ।

আন' বাঁশরিমঞ্জিত মিলনের যাত্রি,
 পরিপূর্ণ স্বধাপাত্র নিয়ে এস' ।

এস' অরুণচরণ কমলবরণ
 তরুণ উষার কোলে ।

এস' জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
 এস' নীরব কুঙ্করুটিরে,
 স্থখস্থপ্ত সরসীনীরে ।
 এস' এস' ।

এস' তড়িৎশিখাপন্ন বজ্রাবিভঙ্গে,
 সিদ্ধুতরঙ্গদোলে ।

এস' জাগরমুখর প্রভাতে,
 এস' নগরে প্রাস্তরে বনে,
 এস' কর্মে বচনে মনে ।
 এস' এস' ।

এস' মজিরগুঞ্জর চরণে,
 এস' গীতমুখর কলকণ্ঠে ।

এস' মঞ্জুল মলিকামালো,
 এস' কোমল কিশলয়বসনে ।
 এস' সুন্দর, ঘোঁবনবেগে ।
 এস' দৃপ্ত বীর, নব তেজে ।

ওহে হৃদয়, কর' জয়যাত্রা ।
 চল' জরাপরাভব সমরে—
 পবনে কেশবরেণু ছড়ারে,
 চঞ্চল কুন্তল উড়ারে ।
 এস' এস' ।

অর্জুন । মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিহ
যথা স্পর্শঃ প্রপতন্ত পক্ষৌ নিহস্তি ভূম্যাম্
এবা নিহস্মি তে মনঃ ।

চিত্রাঙ্গদা । যথেষ্টে ত্বাবা পৃথিবী সত্ত্বঃ পর্ষেতি সূর্যঃ
এবা পর্ষেমি তে মনঃ ।

উভয়ে । অক্ষৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমজ্ঞনম্ ।
অস্ত রুণুষ মাং হৃদি মন ইমৌ সহাসতি ॥

চণ্ডালিকা

প্রথম দৃশ্য

একদল ফুলওয়ালি চলেছে ফুল বিক্রি করতে

ফুলওয়ালির দল । নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরই হারে,

আয় আয় আয়

পরিবি গলার হারে ।

লতার বাঁধন হারায় মাধবী মন্নিছে কেঁদে—

বেণীর বাঁধনে রাখিবি বেঁধে,

অলকদোলায় দোলাবি তারে,

আয় আয় আয় ।

বনমাধুরী করিবি চুরি

আপন নবীন মাধুরীতে—

সোহিনী রাগিনী আগাবে সে তোদের

দেহের বীণার তারে তারে,

আয় আয় আয় ।

—

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা

বসন্তের মন্তলিপি ।

এর মাধুর্যে আছে ঘোবনের আয়ত্ন ।

সাহানা রাগিনী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত,

মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে

গন্ধে তার গুঞ্জে ।

আন্ গো ডালা, গাঁধ্ গো মালা,

আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী ।

আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয় ।

আনু করবী রজন কাঞ্চন রজনীগন্ধা

প্রফুল্ল মল্লিকা ।

আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয় ।

মালা পর গো মালা পর সুন্দরী,

ত্বরা কর গো ত্বরা কর ।

আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দ্রমা,

বকুলকুঞ্জ

দক্ষিণবাতাসে ছলিছে কাঁপিছে

ধরধর মৃদু মর্মরি ।

নৃত্যপরা বনাস্রনা বনাস্রনে সঞ্চারে,

চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে ।

দিস নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে উদাসিনী, হায় রে ।

শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা—

সুধাপসরা

ধুলায় দেবে শূন্য করি, শুকাবে বঞ্জলমঞ্জরী ।

চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে

তদ্রাহারা পিকবিরহকাকলিকুঞ্জিত দক্ষিণবায়ে

মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো,

কিংকরশাখা চঞ্চল হল ছলে ছলে ছলে গো ॥

প্রকৃতি ফুল চাইতেই

তাকে ঘৃণা করে চলে গেল

দইওয়ালার প্রবেশ

দইওয়ালো ! দই চাই গো, দই চাই, দই চাই গো ?

শ্রামলী আমার গাই

তুলনা তাহার নাই ।

কঙ্কণানদীর ধারে
 ভোরবেলা নিয়ে যাই তারে—
 দুর্বাদলঘন মাঠে, নদীর ধারে ধারে ধারে, তারে
 সারা বেলা চরাই, চরাই গো ।
 দেহখানি তার চিকণ কালো
 যত দেখি তত লাগে ভালো ।
 কাছে বসে যাই বঁকে, উত্তর'দেয় সে চোখে,
 পিঠে মোর রাখে মাথা—
 গারে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গো ॥

চণ্ডালকন্ঠা প্রকৃতি দই কিনতে চাইল
 একজন মেয়ে সাবধান করে দিল

মেয়ে । ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
 ও যে চণ্ডালিনীর ঝি—
 নষ্ট হবে যে দই সে কথা জানানো না কি ।
 দইওয়ালার প্রস্থান
 চুড়িওয়ালার অবশেষ

চুড়িওয়ালো । ওগো, তোমরা যত পাড়ার মেয়ে
 এসো এসো, দেখো চেয়ে—
 এনেছি কঁকনজোড়া সোনালি তারে মোড়া ।
 আমার কথা শোনো, হাতে লহো প'রে—
 যারে রাখিতে চাহ ধ'রে কঁকন তোমার বেড়ি হয়ে
 বাঁধিবে মন তাহার আমি দিলাম করে ॥

প্রকৃতি চুড়ি নিতে হাত বাড়াত্তেই

মেয়েরা । ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
 ও যে চণ্ডালিনীর ঝি ।

চুড়িওয়ালো প্রকৃতির প্রস্থান

প্রকৃতি । যে আমারে পাঠালো এই অপমানের অঙ্ককারে
পূজিব না, পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে
পূজিব না ।

কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল
আমি তারে—

যে আমারে চিরজীবন রেখে দিল এই শিককারে ।
জানি না হায় রে কী ছরাশায় রে
পূজাদীপ জালি মন্দিরদ্বারে ।

আলো তার নিল হরিয়া দেবতা ছলনা করিয়া,
আধারে রাখিল আমারে ॥

পথ বেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ

ভিক্ষুগণ । যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারস্ স সেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মাগচ্ছি অনন্তঞ্ঞাণো
লোকুন্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ॥

প্রস্থান

প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ

মা । কী যে ভাবিস তুই অন্তর্যমনে— নিষ্কারণে—

বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে ।

রাজবাড়িতে ওই বাজে ষণ্টা ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং

বেলা বহে যায় ।

রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো,

তোর আঙিনা হয় নি যে নিকোনো ।

তোলা হল না জল, পাড়া হল না ফল ।

কখন বা চুলো তুই ধরাবি ।

কখন ছাগল তুই চরাবি ।

ঘরা কর, ঘরা কর, ঘরা কর—

জল তুলে নিয়ে তুই চল ঘর।

রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘটা ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং।

ওই যে বেলা বহে যায়।

প্রকৃতি। কাজ নেই, কাজ নেই মা,
কাজ নেই মোর ঘরকন্না।
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে সব বস্তায়।
জন্ম কেন দিলি মোরে,
লাঞ্ছনা-জীবন ত'রে—
মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ!
কায় কাছে বল করেছি কোন্ পাপ,
বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অস্তার।

মা। থাক তবে থাক তুই পড়ে,
মিথ্যা কারা কাঁদ তুই মিথ্যা দুঃখ গ'ড়ে।

প্রহান

প্রকৃতির জল তোলা

বুদ্ধিশিষ্ট আনন্দের প্রবেশ

আনন্দ। জল দাও আমায় জল দাও।
যৌদ্ধ প্রথরভর, পথ সুদীর্ঘ, হা,
আমায় জল দাও।
আমি তাপিত পিপাসিত,
আমায় জল দাও।
আমি শ্রান্ত, হা,
আমায় জল দাও।

প্রকৃতি। কমা করো প্রভু, কমা করো মোরে—
আমি চণ্ডালের কন্না,
মোর কূপের বারি অতটি।
আমি চণ্ডালের কন্না।

তোমায়ে যেব জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিণী ।

আমি চণ্ডালের কন্যা ।

আনন্দ । যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা ।
সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেবে,
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে শিথিল করে সেই তো পবিত্র বারি ।
জল দাও আমার জল দাও ।

জলদান

কল্যাণ হোক তব কল্যাণী ।

প্রহান

প্রকৃতি । শুধু একটি গণ্ডু ব জল,
আহা, নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায় ।

আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র—
এই-যে নাচে, এই-যে নাচে ভরস্ব তাহার
আমার জীবন জুড়ে নাচে—
টলোমলো করে আমার প্রাণ,

আমার জীবন জুড়ে নাচে ।

ওগো, কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরমমুক্তি ।

একটি গণ্ডু ব জল—

আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো

শুধু একটি গণ্ডু ব জল ॥

বেরে-পুলকের প্রবেশ

কমল কাটার আহ্বান -গান

মাটি তোদের ডাক দিয়েছে— আয় রে চলে

আয় আয় আয় ।

ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা কসলে—

মরি হায় হায় হায় ।

হাওয়ার নেশায় উঠল যেতে
 দিগ্বধূরা ফসল-ক্ষেতে,
 রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে—
 মরি হায় হায় হায় ।
 মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল ।
 ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো, খোলো ছরার খোলো ।
 খোলো, খোলো ছরার খোলো ।
 আলোর হাসি উঠল জেগে,
 পাতার পাতার চমক লেগে
 বনের খুশি ধরে না গো, ওই-যে উধলে—
 মরি হায় হায় হায় ॥
 প্রকৃতি । ওগো ভেকো না মোরে ভেকো না ।
 আমার কাজ-ভোলা মন, আছে দূরে কোন্—
 করে স্বপনের সাধনা ।
 ধরা দেবে না অধরা ছায়া,
 রচি গেছে মনে মোহিনী মায়ী—
 জানি না এ কী দেবতারই দয়া,
 জানি না এ কী ছলনা ।
 আধার অন্ধনে প্রদীপ জ্বলি নি,
 দৃঢ় কাননের আরি যে মালিনী,
 শূন্য হাতে আরি কাঙালিনী
 করি নিশিদিন সাপনা ।
 যদি সে আসে তার চরণছায়ে
 বেদনা আমার দেব বিছায়ে,
 জানাব তাহারে অশ্রুসিক্ত
 বিস্তৃত জীবনের কায়না ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

অৰ্ঘ্য নিয়ে বোজনারীদের মন্দিরে গমন

বোজনারীগণ । স্বৰ্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীশ্বের পাদপদ্মতলে ।
পূণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল স্তম্ভিত,
পুষ্পমালায় করি তাঁর চরণ বন্দিত ॥

প্রস্থান

প্রকৃতি । ফুল বলে, ধন্ত আমি, ধন্ত আমি মাটির প'রে ।
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে ।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে, দাও ভুলিতে, দাও ভুলিতে—
নাই ধূলি মোর অন্তরে—
নাই নাই ধূলি মোর অন্তরে ।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো থরোথরো ।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো,
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়— দিয়ো দিয়ো দিয়ো—
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে ।
মা । তুই অবাক ক'রে দিলি আমার মেয়ে ।
পুরাণে শুনি না কি তপ করেছেন উম্মা
বোদের জলনে—

তোমার কি হল তাই ॥

প্রকৃতি । হাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে ॥

মা । তোমার সাধনা কাহার জন্তে ॥

প্রকৃতি । যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক্ ।

যে আমারি জেনেছে নাম
ওগো তারি নামখানি মোর দ্বয়ে থাক ।

আমি তারি বিচ্ছেদহনে
তপ করি চিন্তের গহনে ।

দুঃখের পাবকে হয়ে যায় শুদ্ধ
অন্তরে মগ্নি যাহা আছে কৃষ্ণ—
অপমাননাগিনীর খুলে যায় পাক ॥

মা । কিসের ডাক তোব কিসের ডাক ।

কোন্ পাতালবাসী অপদেবতার ইশারা
তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে—

আমি মন্ত্র প'ড়ে কাটাব তার মায়া ॥

প্রকৃতি । আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—

জল দাও, জল দাও, জল দাও ।

মা । পোড়া কপাল আমার !

কে বলেছে তোকে 'জল দাও' !

সে কি তোব আপন জাতের কেউ ।

প্রকৃতি । হাঁ গো মা, সেই কথাই তো ব'লে গেলেন তিনি,

তিনি আমার আপন জাতের লোক ।

আমি চণ্ডালী— সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,

সে যে দারুণ মিথ্যা ।

শ্রাবণের কালো যে মেঘ

তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল'

তা ব'লে কি জাত স্মৃতিবে তার,

অন্তর্নিহিত হবে কি তার জল ।

তিনি ব'লে গেলেন আমার—

নিজেরে নিন্দা কোরো না,

মানবের বংশ তোমার,

মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে ।

ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা বটাস নে নিজের,

সে-যে পাপ ।

রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য,

আমি সে দাসী নই ।

দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,

আমি নই চণ্ডালী ॥

মা । কী কথা বলিস তুই, আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে ।

তোর মুখে কে দিল এমন বাণী ।

অপ্নে কি কেউ ভয় করেছে তোকে

তোর গতজন্মের সাধি ।

আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে ।

প্রকৃতি । এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার ।

সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে বোদুহর,

স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে ।

সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—

বললেন, ‘জল দাও, জল দাও, জল দাও ।’

শিউরে উঠল দেহ আমার, চমকে উঠল প্রাণ—

বল্ দেখি মা,

সারা নগরে কি কোথাও নেই জল !

কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,

আমাকে দিলেন সহসা

মাহুঘের তৃষ্ণা-মেটানো সন্ধান ॥

—

বলে দাও জল, দাও জল, দাও জল ।

দেব আমি কে দিয়েছে হেন সঞ্চল ।

বলে দাও জল ।

কালো মেঘ-পানে চেয়ে

এল ধৈর্য

চাতক বিহ্বল—

বলে দাও জল, দাও জল ।

ভূমিতলে হারা উৎসের ধারা

অন্ধকারে

কারাগারে ।

কার স্বগভীর বাণী দিল হানি

কালো শিলাভল—

বলে দাও জল, দাও জল ।

মা । বাছা, মন্ত্র করেছে কে তোকে,

তোর পথ-চাওয়া মন টান দিয়েছে কে ।

মন্ত্র করেছে কে তোকে ।

প্রকৃতি । সে যে পথিক আমার,

হৃদয়পথের পথিক আমার ।

হার রে, আর সে তো এল না, এল না,

এ পথে এল না ।

আর সে যে চাইল না জল ।

আমার হৃদয় তাই হল মরুভূমি,

তুকিয়ে গেল তার রস—

সে যে চাইল না, চাইল না, চাইল না জল ।

—

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো,

তৃষ্ণা আমার বন্ধ জুড়ে ।

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ।

আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,

সন্ধ্যাপে প্রাণ যায় যায় যে পুড়ে ।

ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ার হাওয়ার,

মনকে হৃদয় শূন্যে ধাওয়ার—

অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে ।

যে ফুল কানন করত আলো

কালো হয়ে সে শুকালো—

কালো— কালো হয়ে সে শুকালো হায় ।

ঝরনার কে দিল বাধা—

নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা

দুঃখের শিখরচূড়ে ॥

মা । বাছা, সহজ ক'রে বল আমাকে

মন কাকে তোর চায় ।

বেছে নিস মনের মতন বর—

রয়েছে তো অনেক আপন জন ।

আকাশের চাঁদের পানে

হাত বাড়াস নে ।

প্রকৃতি । আমি চাই তাঁরে

আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,

ঝরে-পড়া ধূতরো ফুল

ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে ।

ওগো প্রভু, ওগো প্রভু,

সেই ফুলে মালা গাঁথো,

পরো পরো আপন গলায়,

বার্ষ হতে তারে দিয়ে না, দিয়ে না ॥

রাজবাড়ির অহুচরের প্রবেশ

অহুচর । সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো,

শেষকালে এই ঠাই

ভাগ্যে দেখা পেলেম রক্ষা তাই ।

মা । কেন গো, কী চাই ।

অহুচর । স্বানীয়ার পোষা পাখি কোথায় উড়ে গেছে—

সেই নিদাক্ষণ শোকে

যুম নেই তাঁর চোখে ও চারপেয় বউ ।

কিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে ও চারপেয় বউ ।

মা । উড়োপাখি আসবে কিরে এমন কী গুণ জানি ।

অহুচর । মিথ্যে ওজর স্তনব না, স্তনব না—

স্তনবে না তোয় বানী ।

জাহ্ন ক'রে মত্ত প'ড়ে কিরে আনতেই হবে,

খালাস পাবি তবে ও চারপেয় বউ ।

প্রহান

প্রকৃতি । ওগো মা, ওই কথাই তো ভালো ।

মত্ত জানিস তুই,

মত্ত প'ড়ে দে তাঁকে তুই এনে ।

মা । ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস—

আগুন নিয়ে খেলা !

স্তনে বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে মরি ।

প্রকৃতি । আমি ভয় করি নে মা, ভয় করি নে ।

ভয় করি, মা, পাছে সাহস যায় নেমে—

পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি ।

এত বড়ো স্পর্ধা আমার একি আশ্চর্য !

এই আশ্চর্য নে'ই ঘটয়েছে ।

তারো বেশি ঘটবে না কি—

আসবে না আমার পাপে,

বসবে না আধো-আঁচলে ?।

মা । তাঁকে আনতে যদি পারি

মূল্য দিতে পারবি কি তুই তার ।

জীবনে কিছুই যে তোয় থাকবে না বাকি ।

প্রকৃতি । না, কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকবে না,

কিছুই না, কিছুই না ।

যদি আমার সব মিটে যায়, সব মিটে যায়,
তবেই আমি বেঁচে যাব যে চিরদিনের তরে
যখন কিছুই থাকবে না।

দেবার আমার আছে কিছু এই কথাটাই যে
ভুলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে—
আজ জেনেছি, আমি নই-যে অভাগিনী ;
দেবই আমি, দেবই আমি, দেবই
উজাড় করে দেব আমারে।

কোনো ভয় আর নেই আমার।
পড়্ তোমার মন্তর, পড়্ তোমার মন্তর,
ভিক্ষুরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে,
সে'ই তারে দিবে সম্মান—
এত মান আর কেউ দিতে কি পারে।

মা। বাছা, তুই যে আমার বুক-চেরা ধন।
তোমার কথাতেই চলেছি পাপের পথে পানীয়সী !
হে পবিত্র মহাপুরুষ,
আমার অপরাধের শক্তি যত
ক্ষমার শক্তি তোমার তারো অনেক গুণে বড়ো।
তোমারে করিব অসম্মান—
তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম ॥

প্রকৃতি। দোষী করো আমার, দোষী করো।
ধুলায়-পড়া ম্লান কুসুম পায়ের তলায় ধরো।

অপরাধে ভরা ভালি

নিজ হাতে করো খালি, আহা,

তার পরে সেই শূন্য ডালায় তোমার করুণা ভরো—

আমার দোষী করো।

তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ ধরব তোমায় ফাঁদে

আমার অপরাধে।

আমার দোষকে তোমার পুণ্য

করবে তো কলঙ্কশূন্য গো—

কমার গৈঁথে সকল ক্রটি গলায় তোমার পরে ।

মা । কী অসীম সাহস তোর মেয়ে ।

প্রকৃতি । আমার সাহস !

তীর সাহসের নাই তুলনা ।

কেউ যে কথা বলতে পারে নি

তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—

জল দাও, জল দাও, জল দাও ।

ওই একটু বাণী তার দীপ্তি কত—

আলো করে দিল আমার সারা জন্ম—

তার দীপ্তি কত !

বুকের উপর কালো পাখর চাপা ছিল যে,

সেটাকে ঠেলে দিল—

উধলি উঠল রসের ধারা ।

মা । ওরা কে যায় পীড়বসন-পরা সন্ন্যাসী ।

বৌদ্ধ ভিক্কুর দল

ভিক্ষুগণ । নমো নমো বুদ্ধদ্বিবাকরায় ।

নমো নমো গৌতমচন্দ্রিমায় ।

নমো নমোনন্দগুণগায় ।

নমো নমো সাকিয়নন্দনায় ।

প্রকৃতি । মা, ওই-যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে !

ওই-যে তিনি চলেছেন ।

ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না—

তীর নিজের হাতের এই নূতন স্রষ্ট্রিয়ে

আর দেখিলেন না চেয়ে ।

এই মাটি, এই মাটি, এই মাটি তোর আপন রে !

হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে

তধু এক নিমেষের জন্তে !

থাকতে হবে তোরে মাটিতে

সবার পায়ের তলায় ॥

মা । ওরে বাছা, দেখতে পারি নে তোর হুঃখ—

আনবই, আনবই, আনবই তাতে মজ প'ড়ে ।

প্রকৃতি । পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মজ—

পাকে পাকে দাগ দিজে জড়ারে ধরুক ওর মনকে ।

যেখানেই যাক, কখনো এড়াতে আমাকে

পারবে না, পারবে না ॥

আকর্ষণময়ে বোগ দেবার জন্তে

মা তার শিষ্যদলকে ডাক দিল

মা । আয় তোরা আয় !

আয় তোরা আয় !

আয় তোরা আয় ॥

তাদের প্রবেশ ও নৃত্য

যায় যদি যাক সাগরতীরে—

আবার আহুক, আবার আহুক, আহুক ফিরে । হায় !

য়েখে দেব আসন পেতে হৃদয়েতে

পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব অশ্রুণীয়ে । হায় !

যায় যদি যাক শৈলশিরে—

আহুক ফিরে, আহুক ফিরে ।

লুকিয়ে রব গিরিগুহায়, ডাকব উহায়—

আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে দ্বিরে । হায় ॥

মায়ানৃত্য

ভাবনা করিস নে তুই—

এই দেখ্ মায়াদর্পণ আমার—

হাতে নিয়ে নাচবি যখন
 দেখতে পাবি তাঁর কী হল দশা ।
 এইবার এসো এসো কুহুভৈরবের সন্তান,
 আগাগো তাকুবন্ত্য ।
 এইবার এসো এসো ॥

তৃতীয় দৃশ্য

মায়ের মান্নানুভ্য

প্রকৃতি । ওই দেখ্ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো,
 মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে—
 উড়ে যাবে শুক সাধনা সন্ন্যাসীর
 শুক পাতার মতন ।
 নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার,
 ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি
 সে-যে ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে ।
 ছুকছুক করে মোর বন্ধ,
 মনের মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে বিজুলি ।
 দূরে যেন ফেনিয়ে উঠেছে সমুদ্র—
 তল নেই, কূল নেই তার ।
 মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে ॥
 মা । এইবার আয়নার সামনে নাচ্ দেখি তুই,
 দেখ্ দেখি কী ছায়া পড়ল ।

প্রকৃতির নৃত্য

প্রকৃতি । লজ্জা! ছি ছি লজ্জা!
 আকাশে তুলে ছুই বাহ
 অভিশাপ দিচ্ছেন কারে ।

নিজেরে মারছেন বহির বেজ,

শেল বিঁধছেন যেন আপনার মর্মে ॥

মা । ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি,

শেষে তোমর কী হবে দশা ॥

প্রকৃতি । আমি দেখব না, আমি দেখব না,

আমি দেখব না তোমর দর্পণ ।

বুক ফেটে যায়, যায় গো, বুক ফেটে যায় ।

আমি দেখব না ।

কী ভয়ঙ্কর ছুঁথের ঘৃণিকাঙ্কা—

মহান বনস্পতি ধুলার কি লুটাবে,

ভাঙবে কি অভভেদী তার গৌরব ।

আমি দেখব না, আমি দেখব না,

আমি দেখব না তোমর দর্পণ— না না না

মা । থাক থাক তবে, থাক এই মায়া ।

প্রাণপণে কিরিয়ে আনব মোর মন্ত্র—

নাড়ী যদি ছিঁড়ে যায় যাক,

ফুঁয়ায়ে যায় যদি যাক নিশ্বাস ॥

প্রকৃতি । সেই ভালো, মা, সেই ভালো ।

থাক তোমর মন্ত্র, থাক তোমর—

আর কাজ নাই, কাজ নাই, কাজ নাই ।...

না না না— পড়্ মন্ত্র তুই, পড়্ তোমর মন্ত্র—

পথ তো আর নেই বাকি ।

আসবে সে, আসবে সে, আসবে,

আমার জীবনমৃত্যু-সীমানায় আসবে ।

নিবিড় স্বাক্ষ্রে এসে পৌঁছবে পান্থ,

বুকের জ্বালা দিয়ে আমি জ্বালিয়ে দিব দীপখানি—

সে আসবে, ও সে আসবে ॥

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার ।
 স্নান করার অতল জলে বিপুল বেদনার ।
 মোর সংসার দিব যে জালি,
 শোধন হবে এ মোহের কালি—
 মরণবাধা দিব তোমার চরণে উপহার ॥

মা । বাছা, মোর মস্ত আর তো বাকি নেই,
 প্রাণ মোর এল কর্তে ॥

প্রকৃতি । মা গো, এত দিনে মনে হচ্ছে যেন
 টলেছে আসন তাঁহার ।

ওই আসছে, আসছে, আসছে ।

যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
 যা চন্দ্রসুৰ্য পেরিয়ে,

ওই আসছে, আসছে, আসছে—

কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে ॥

মা । বল দেখি, বাছা, কী তুই দেখছিস আয়নার ।

প্রকৃতি । ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে,

চারি দিকে বিহ্বল চমকে,

অন্ধ ঘিরে ঘিরে তাঁর অগ্নির আবেষ্টন—

যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি !

তোর মস্তবাণী ধরি কালীনাগিনীমূর্তি

গর্জিছে বিবনিম্বাসে,

কলুষিত করে তাঁর পুণ্যশিখা ॥

আনন্দের ছায়া-অভিনয়

মা । ওরে পাবাণী, কী নিষ্ঠুর মন তোর,

কী কঠিন প্রাণ—

এখনো তো আছিল বেঁচে ॥

প্রকৃতি । কুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া, তার
 নাই ভয়, নাই লজ্জা ।
 নিষ্ঠুর পণ আমার,
 আমি মান্ব না হার, মান্ব না হার—
 বাধব তাঁরে মায়াবাধনে,
 জড়াব আমারি হাসি-কাঁদনে ।
 ওই দেখ্, ওই নদী হয়েছেন পার—
 একা চলেছেন ঘন বনের পথে ।
 যেন কিছু নাই তাঁর চোখের সম্মুখে—
 নাই সত্য, নাই মিথ্যা—
 নাই ভালো, নাই মন্দ ।

মাকে নাড়া দিয়ে
 দুর্বল হোস নে, হোস নে ।
 এইবার পড়্ তোর শেষনাগমন্ত্র—
 নাগপাশবন্ধনমন্ত্র ॥
 যা । জাগে নি এখনো জাগে নি
 রসাতলবাসিনী নাগিনী । জাগে নি ।
 বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাঁশি, বাজ্ রে
 মহাভীমপাতালী রাগিণী ।
 জেগে ওঠ্ মায়াকালী নাগিনী । জাগে নি ।
 ওরে মোর মস্ত্রে কান দে—
 টান দে, টান দে, টান দে, টান দে ।
 বিষগর্জনে ওকে ডাক দে—
 পাক দে, পাক দে, পাক দে, পাক দে,
 গহ্বর হতে তুই বার হ,
 লগুনমুত্র পার হ ।
 বেঁধে তারে আন রে—

টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে ।

নাগিনী জাগল, জাগল, জাগল—

পাক দিতে ওই জাগল, জাগল, জাগল—

মায়াটান ওই টানল, টানল, টানল ।

বৈধে আনল, বৈধে আনল, বৈধে আনল ।

—

এইবার নৃত্যে করো আহ্বান—

ধনু তোরা গান ।

আয় তোরা যোগ দিবি আয় যোগিনীর দল ।

আয় তোরা আয় ।

আয় তোরা আয় ।

আয় তোরা আয় ।

সকলে । ঘূমের ঘন গহন হতে যেমন আসে অগ্নি

তেমনি উঠে এসো এসো ।

শরীশাখার বন্ধ হতে যেমন জলে অগ্নি

তেমনি তুমি এসো এসো ।

ঈশানকোণে কালো মেঘের নিবেধ বিদারি

যেমন আসে সহসা বিহ্বল,

তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে,

এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো ।

আধার যবে পাঠায় ডাক মৌন-ইশারায়

যেমন আসে কালপুরুষ সঙ্ঘাতকালে,

তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো ।

হৃদয় হিমগিরির শিখরে

মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ,

প্রথম তাপে কঠিন ঘন ভূষার গলায়ে

বজ্রাধারা যেমন নেমে আসে—

তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো ।

মা । আর দেখি করিস নে, দেখে দর্পণ—

আমার শক্তি হল যে ক্ষয় ।

প্রকৃতি । না, দেখব না, আমি দেখব না ।

আমি শুনব—

মনের মধ্যে আমি শুনব,

ধ্যানের মধ্যে আমি শুনব

তীর চরণধ্বনি ।

ওই দেখে, ওই এল ঝড়, এল ঝড়,

তীর আগমনীর ওই ঝড়—

পৃথিবী কাঁপছে ধরোধরো ধরোধরো,

গুরুগুরু করে মোর বক্ষ ।

মা । তোর অভিলাপ নিয়ে আসে

হতভাগিনী ।

প্রকৃতি । অভিলাপ নয় নয়,

অভিলাপ নয় নয়—

আনছে আমার জন্মান্তর,

মরণের সিংহদ্বার ওই খুলছে ।

ভাঙল দ্বার,

ভাঙল প্রাচীর,

ভাঙল এ জন্মের মিথ্যা ।

ওগো আমার সর্বনাশ,

ওগো আমার সর্বস্ব,

তুমি এসেছ

আমার অপমানের চূড়ায় ।

মোর অন্ধকারের উল্কে রাখো

তব চরণ জ্যোতির্ময় ।

মা । ও নিহঁয় মেয়ে,

আর সহে না, সহে না, সহে না ।

প্রকৃতি । ও মা, ও মা, ও মা, ফিরিয়ে নে তোর মন—

এখনি, এখনি, এখনি ।

ও বাবুসী, কী করলি তুই,

কী করলি তুই—

মরলি নে কেন পাণীয়সী !

কোথা আমার সেই দীপ্ত সমুজ্জল

মল্ল হুনির্মল

হৃদয় স্বর্গের আলো ।

আহা, কী ম্লান, কী ক্লান্ত—

আত্মপরাভব কী গভীর !

যাক যাক যাক,

সব যাক, সব যাক—

অপমান করিস নে বীরের

জয় হোক তাঁর—

জয় হোক তাঁর, জয় হোক ।

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়,

দিলে তার এত মূল্য,

নিলে তার এত দুঃখ ।

কমা করো, কমা করো—

মাটিতে টেনেছি তোমায়ে,

এনেছি নীচে,

ধূলি হতে তুলি নাও আমায়

তব পুণ্যলোকে ।

কমা করো ।

জয় হোক তোমার, জয় হোক,

জয় হোক, জয় হোক । কমা করো ॥

আনন্দ । কল্যাণ হোক তব কল্যাণী ॥

সকলে বুদ্ধকে প্রণাম

স্কলে । বুদ্ধো হুহুঙ্কো করুণামহানবো
 যোচ্চস্ত হৃদয়ব্রজলোচনো
 লোকসু পাণ্ডুকিলেসবাতকো
 বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং ॥

শ্যামা

প্রথম দৃশ্য

বজ্রসেন ও তাহার বন্ধু

বন্ধু । তুমি ইন্দ্রমণির হার

এনেছ স্বর্ণদ্বীপ থেকে ।

তোমার ইন্দ্রমণির হার—

রাজমহিষীর কানে যে তার খবর দিয়েছে কে ।

দাঁও আমার, রাজবাড়িতে দেব বেচে

ইন্দ্রমণির হার—

চিরদিনের মতো তুমি যাবে বেঁচে ॥

বজ্রসেন ।

না না না বন্ধু,

আমি অনেক করেছি বেচাকেনা,

অনেক হয়েছে লেনাদেনা—

না না না,

এ তো হাটে বিকোবার নয় হার—

না না না ।

কঠে দিব আমি তারি

যারে বিনা মূল্যে দিতে পারি—

ওগো, আছে সে কোথায়,

আজও তারে হয় নাই চেনা ।

না না না বন্ধু ॥

বন্ধু । ও জান না কি

পিছনে তোমার রয়েছে রাজার চর ॥

বজ্রসেন । জানি জানি, তাই তো আমি

চলেছি দেশান্তর

এ মানিক পেলের আমি অনেক দেবতা পূজে

বাধার সঙ্গে যুঝে—

এ মানিক দেব যারে অমনি তারে পাব খুঁজে,
চলেছি দেশ-দেশান্তর ॥

বহু দূরে গ্রহরীকে দেখতে পেয়ে বজ্রসেনকে মালা-সমেত পালাতে বলল
কোটালের প্রবেশ

কোটাল । থামো, থামো—

কোথায় চলেছ পালায়ে
সে কোন্ গোপন দ্বারে ।
আমি নগর-কোটালের চর ॥

বজ্রসেন । আমি বণিক,
আমি চলেছি আপন ব্যবসারে,
চলেছি দেশান্তর ॥

কোটাল । কী আছে তোমার পেটিকায় ॥

বজ্রসেন । আছে মোর প্রাণ, আছে মোর শ্বাস ॥

কোটাল । খোলো, খোলো, বুখা কোরো না পরিহাস ।

বজ্রসেন । এই পেটিকা আমার বুকের পাজর যে রে—

সাবধান ! সাবধান ! তুমি ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না এরে
তোমার মরণ নাহয় আমার মরণ

যমের দিব্য কর যদি এরে হরণ—

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ॥

বজ্রসেনের পলায়ন

সেই দিকে তাকিয়ে

কোটাল । ভালো ভালো, তুমি দেখব পালাও কোথা ।

মশানে তোমার শূল হয়েছে পোতা—

এ কথা মনে রেখে

তোমার ইষ্টদেবতারে স্মরিয়ে এখন থেকে ॥

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রামার সভাগৃহে করেকটি সহচরী বসে আছে

নানা কাজে নিযুক্ত

সখীরা । হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া ডব—

নীলবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে,

কোন সে নিকুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া ।

অপনক্লপিণী অলোকহৃন্দরী

অলক্ষ্য-অলকাপুরী-নিবাসিনী,

তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে ॥

উদ্ভীষের প্রবেশ

সখীরা । ফিরে যাও, কেন ফিরে ফিরে যাও

বহিয়া— বহিয়া বিফল বাসনা ।

চিরদিন আছ দূরে

অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে ।

কাছে আস তবু আস না,

বহিয়া বিফল বাসনা ।

পারি না তোমায় বুঝিতে—

ভিতরে কারে কি পেয়েছ,

বাহিরে চাহ না খুঁজিতে ?

না-বলা তোমার বেদনা যত

বিরহপ্রদীপে শিখারই মতো,

নয়নে তোমার উঠেছে জলিয়া নীলব কী সম্ভাষণা

বহিয়া বিফল বাসনা ॥

উদ্ভীষ । মায়াবনবিহারিণী হরিণী

গহনঅপনসঞ্চারিণী,

কেন তাহে ধরিবারে করি পণ অকারণ ।

থাক্ থাক্ নিজমনে দূরেতে,
আমি শুধু বাঁশঝির স্বরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন
অকারণ ।

সখীরা । হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না, হোয়ো না সখা ।
নিজেরে ভুলায়ে লোয়ো না, লোয়ো না
আধার গুহার তলে ।

উত্তীর্ণ । চমকিবে ফাগুনের পবনে,
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,
চিত্ত আকুল হবে অহুতন
অকারণ ।

দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব—
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন
অকারণ ।

সখীরা । হবে সখা, হবে তব হবে জয়—
নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয় ।
হে প্রেমিক তাপস, নিঃশেষে আত্ম-আহতি
ফলিবে চরম ফলে ।

প্রস্থান

সখীসহ ভ্রামার প্রবেশ

সখী । জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
কোরো না হেলা হে গরবিনী ।
বুধাই কাটিবে বেলা, সাক্ষ হবে যে খেলা—
স্বধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি
হে গরবিনী ।
মনের মাহুয লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে, হায়—

হেসে চলে যায় জোয়ারজলে ভাসিয়ে ভেলা ।

হূলভ ধনে দুঃখের পণে লণ্ড গো জিনি

হে গরবিনী ।

ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা,

কী দিবে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা

হে বিরহিণী ।

বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,

চোখের জলে শূন্তে চাওয়ায়

কাটবে গ্রহর—

বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা দিনযামিনী,

হে গরবিনী ॥

শ্রামা । ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,

যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই—

কোথা সে যে আছে সন্ধানপনে

প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে আড়ালে ।

এসো মম সার্থক স্বপ্ন,

করো মম যৌবন হৃন্দর,

দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে ।

ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,

নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী ।

পিপাসিত জীবনের ক্ষুদ্র আশা

আধারে আধারে খোঁজে ভাষা—

শূন্তে পথহারা পবনের ছন্দে,

ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধে ॥

সখীদের নৃত্যচর্চা, শেষে শ্রামার সজ্জা-সাধন । এমন সময়

বজ্রসেন ছুটে এল । পিছনে কোটাল

কোটাল । ধব্ ধব্, ওই চোর, ওই চোর ।

বজ্রসেন । নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর ।
 অজ্ঞায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে—
 কোটাল । ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর, ওই চোর ॥

উভয়ের গ্রহান

বজ্রসেন যে দিকে গেল
 শ্রামা সে দিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল

শ্রামা । আহা মরি মরি,
 মহেন্দ্রনিন্দিতকাস্তি উন্নতদর্শন
 কারে বন্দী করে আনে
 চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে ।
 শীঘ্র যা লো, সহচরী, যা লো, যা লো—
 বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
 শ্রামা ডাকিতেছে তারে ।
 বন্দী সাথে লয়ে একবার,
 আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি ॥

শ্রামা ও সখীদের গ্রহান

সখী । হৃন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
 ঘুচাবে কে । কে !
 নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চোখে
 মুছাবে কে । কে !
 আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
 অজ্ঞায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা—
 প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলরে,
 অপমানিতেরে কার দয়া বন্ধে লবে ভেকে ॥

সহচরীর গ্রহান

বজ্রসেন ও কোটাল -সহ শ্রামার পুনঃপ্রবেশ

শ্রামা । তোমাদের একি ভ্রান্তি—

কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,

গ্রহরী, মরি মরি ।

এমন করে কি ওকে বাঁধে !

দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে ।

বন্দী করেছ কোন্ দোষে ॥

কোটাল । চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে—

চোর চাই যে ক'য়েই হোক, চোর চাই ।

হোক-না সে যে-কোনো লোক, চোর চাই ।

নহিলে মোদের যাবে মান ॥

শ্রামা । নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,

দুই দিন মাগিছ সময় ॥

কোটাল । রাখিব তোমার অহুনয়—

দুই দিন কারাগারে রবে,

তার পর যা হয় তা হবে ॥

বজ্রসেন । এ কী খেলা হে স্বন্দরী,

কিসের এ কৌতুক ।

দাঁও অপমানহুখ, কেন দাঁও অপমানহুখ—

মোরে নিয়ে কেন, কেন, কেন এ কৌতুক ॥

শ্রামা । নহে নহে, এ নহে কৌতুক ।

মোর অজ্ঞের স্বর্ণ-অলঙ্কার

সঁপি দিয়া শৃঙ্খল তোমার

নিতে পারি নিজ দেহে ।

তব অপমানে মোর অন্তরাত্মা আজি

অপমান মানে ॥

বজ্রসেনকে নিয়ে গ্রহরীর গ্রহান

সঙ্গে শ্রামা কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসে

শ্রামা । রাজার প্রহরী ওরা অস্ত্রায় অপবাদে
নিরীহের প্রাণ বধিবে ব'লে কারাগারে বাঁধে ।
ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো—
আছ কি বীর কোনো,
হেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অস্ত্রায় অপবাদে ॥

উত্তীরের প্রবেশ

উত্তীর । ত্রায় অস্ত্রায় জানি নে, জানি নে, জানি নে—
তুধু তোমাতে জানি, তোমাতে জানি
ওগো সুন্দরী ।
চাও কি প্রেমের চরম মূল্য— দেব জানি,
দেব জানি ওগো সুন্দরী ।
প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,
নেবে মোর প্রাণস্বপ্ন—
তাহারি সঙ্গে তোমারি বন্ধে
বাঁধা রব চিরদিন
মরণভোরে ।
কেমনে ছাড়িবে মোরে, ছাড়িবে মোরে
ওগো সুন্দরী ॥

শ্রামা । এতদিন তুমি, সখা, চাহ নি কিছু—
সখা, চাহ নি কিছু—
নীরবে ছিলে করি নয়ন নিচু,
চাহ নি কিছু ।
রাজ-অঙ্গুরী মম করিলাম দান,
তোমাতে দিলাম মোর শেষ সম্মান ।

তব বীর-হাতে এই ভূষণের সাথে
 আমার প্রণাম যাক তব পিছু পিছু ।
 তুমি চাহ নি কিছু, সখা, চাহ নি কিছু ॥
 উত্তীয় । আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছে দান—
 তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
 তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ ।
 রজনীগন্ধা অগোচরে
 যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে,
 তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
 তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান ।
 বিদায় নেবার সময় এবার হল—
 প্রসন্ন মুখ তোলো,
 মুখ তোলো, মুখ তোলো—
 মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে ।
 যারে জান নাই, যারে জান নাই,
 যারে জান নাই,
 তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান ॥

শ্রামা হাত ধ'রে উত্তীয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল
 অজ্ঞান পরে হাত ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল

সখী । তোমার প্রেমের বীর্ষে
 তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান ।
 তব মরণের ডোরে বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে
 অসীম পাপে অনন্ত শাপে ।
 তোমার চরম অর্ঘ্য
 কিনিল সখীর লাগি নারকী প্রেমের স্বর্গ ॥
 উত্তীয় । প্রহরী, ওগো প্রহরী, লহো লহো লহো মোরে বাঁধি ।
 বিদেহী নহে সে তব শাসনপাত্র—

আমি একা অপরাধী ।

কোটাল । তুমিই করেছ তবে চুরি ?

উত্তর । এই দেখো রাজ-অঙ্গুরী—

রাজ-আভরণ দেহে করেছি ধারণ আজি,

সেই পরিতাপে আমি কাঁদি ॥

উত্তরকে লইয়া গ্রহরীর গ্রন্থান

সখী । বুক যে ফেটে যায় হায় হায় রে ।

তোর তরুণ জীবন দিলি নিকারণে

মৃত্যুপিপাসিনীর পায় রে ওরে সখা ।

মধুর দুর্লভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি কেন অকালে

পুষ্পবিহীন গীতিহারী মরণমরুর পারে ওরে সখা ॥

গ্রন্থান

কারাগারে উত্তর । গ্রহরীর প্রবেশ

গ্রহরী । নাম লহো দেবতার । দেবি তব নাই আর—

দেবি তব নাই আর ।

ওরে পাষণ্ড, লহো চরম দণ্ড । তোর

অন্ত যে নাই আশ্রয় ॥

শ্রামার দ্রুত প্রবেশ

শ্রামা । থাম্ রে, থাম্ রে তোরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—

দোষী ও-যে নয় নয়, মিথ্যা, মিথ্যা সবই—

আমারি ছলনা ও যে—

বঁধে নিয়ে যা মোরে রাজার চরণে ॥

গ্রহরী । চূপ করো, দূরে যাও, দূরে যাও নারী—

বাধা দিয়ে না, বাধা দিয়ে না ॥

ছই হাতে মুখ ঢেকে শ্রামার গ্রন্থান

গ্রহরীর উত্তরকে হত্যা

সখী । কোন্ অপকৃপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি ।
অকৃপণ নির্মম ভুবনে দেখিছ এ কী সহসা—
কোন্ আপনা-সমর্পণ, মুখে নির্ভয় হাসি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রামা । বাজে গুরু গুরু শব্দার ডঙ্কা,
ঝঙ্কা ঘনায় দূরে ভীষণনীরবে ।
কত রব স্থখস্থপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে—
সহসা জাগিতে হবে ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

হে বিদেশী, এসো এসো । হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো— এসো এসো—
তোমা-সাথে এক শ্রোতে ভাসিলাম আমি,
হে হৃদয়স্বামী, জীবনে মরণে প্রভু ॥

বজ্রসেন । আহা, এ কী আনন্দ !

হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতসুগন্ধ ।
এলে কারাগারে রজনীর পারে উষাসম,
মুক্তিরূপা অগ্নি লক্ষ্মী দয়াময়ী ॥

শ্রামা । বোলো না, বোলো না, বোলো না— আমি দয়াময়ী ।
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা বোলো না ।
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে ষত
নহে তা কঠিন আমার মতো ।

ଆମି ହୟାମୟୀ !

ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା ବୋଲୋ ନା ॥

ବଞ୍ଚିଲେନ । ଜେନୋ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତୀ ଆପନାରି ହରଷେ

ଜେନୋ ପ୍ରିୟେ ।

ସବ ପାପ କ୍ଷମା କରି ଶ୍ଵର୍ଗଶୋଧ କରେ ସେ

ଜେନୋ ପ୍ରିୟେ ।

କଳକ ଯାହା ଆଛି ଦୂର ହସ୍ତ ତାର କାଛି,

କାଳିୟାର 'ପରେ ତାର ଅସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ସେ ବରଷେ

ଜେନୋ ପ୍ରିୟେ ॥

—

ପ୍ରେମେର ଜୋୟାରେ ଭାସାବେ ଦୌହାରେ—

ବୀଧନ ଖୁଲେ ନାଓ, ନାଓ ନାଓ, ନାଓ ।

ଭୁଲିବ ଭାବନା, ପିଛନ୍ତି ଚାବ ନା,

ପାଲ ତୁଲେ ନାଓ, ନାଓ ନାଓ, ନାଓ ।

ପ୍ରବଳ ପବନେ ଡରନ୍ତ ତୁଲିଲ—

ହୃଦୟ ହୁଲିଲ, ହୁଲିଲ ହୁଲିଲ ।

ପାଗଳ ହେ ନାବିକ,

ଭୁଲାଓ ଦିଗ୍‌ବିଦିକ,

ପାଲ ତୁଲେ ନାଓ, ନାଓ ନାଓ, ନାଓ ।

ସଖୀ । ହାୟ, ହାୟ ରେ, ହାୟ ପରବାସୀ, ହାୟ ଗୃହହାତୀ ଉଦାସୀ ।

ଅନ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠେର ଆହ୍ୱାନେ

କୋଥା ଅଜ୍ଞାନା ଅକୂଳେ ଚଲେଛିନ ଭାସି ।

ତୁନିତେ କି ପାମ ଦୂର ଆକାଶେ

କୋନ୍ ବାତାସେ ସର୍ବନାଶାର ବୀଳି ।

ଓରେ, ନିର୍ଭୟ ବ୍ୟାଧି ଯେ ଗାଁରେ ଯରଣେର ଫାସି ।

ରଞ୍ଜିତ ମେଷେର ତଳେ ଗୋପନ ଅନ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ

ବିଧାତାର ନାଶୁକ ବିଜ୍ରମବଦ୍ଧେ

ସଞ୍ଜିତ ନୀରବ ଅଟୁହାସି ହା-ହା ॥

চতুর্থ দৃশ্য

কোটালের প্রবেশ

কোটাল । পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরুষন্দরী
কোথা তারে ধরি— কোথা তারে ধরি ।
রক্ষা হবে না, রক্ষা হবে না—
এমন ক্ষতি রাজার হবে না, রক্ষা হবে না ।
বন হতে কেন গেল অশোকমঞ্জরী
ফাস্তনের অঙ্গন শূন্য করি ।
ওয়ে কে তুই ভুলালি, তারে কে তুই ভুলালি—
ফিরিয়ে দে তারে, মোদের বনের ছলালী
তারে কে তুই ভুলালি ॥

প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ । শেষে গ্রহরীর প্রবেশ

সখীগণ । রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে
এল আমাদের সখী ।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না—
কেমনে যাবে অজানা পথে
অঙ্ককারে দিক্ নিরখি হয় ।
অচেনা প্রেমের চমক লেগে
প্রলয়রাতে সে উঠেছে জেগে— অচেনা প্রেমে ।
ঋতুরাকে পিছনে রেখে
ধুমকেতুকে চলেছে লখি হয় ।
কাল সকালে পুরোনো পথে
আর কখনো ফিরিবে ও কি হয় ।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না ॥

প্রহরী । দাঁড়াও, কোথা চলো, তোমরা কে বলো বলো ॥
 সখীগণ । আমরা আহিরিনী, সারা হল বিকিকিনি—
 দূর গাঁয়ে চলি ধেয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে ॥
 প্রহরী । ঘাটে বসে হোথা ও কে ॥
 সখীগণ । সাধি মোদের ও যে নেয়ে—
 যেতে হবে দূর পারে, এনেছি তাই ডেকে তারে ।
 নিয়ে যাবে তরী বেয়ে সাধি মোদের ও যে নেয়ে—
 ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না
 মিনতি করি ওগো প্রহরী ॥

প্রস্থান

সখী । কোন্ বাধনের গ্রস্থি বাঁধিল দুই অজানারে
 এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে ।
 দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায়
 মিলনতরলীখানি ধায় রে কোন্ বিচ্ছেদের পারে ॥

বজ্রসেন ও শ্রামার প্রবেশ

বজ্রসেন । হৃদয়বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল
 সেই প্রেম এই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল, রূপ নিল ।
 এই ফুলহারে, প্রেয়সী, তোমাতে বরণ করি—
 অক্ষয়মধুর সুধাময় হোক মিলনবিতাবরী ।
 প্রেয়সী, তোমায় প্রাণবেদিকায় প্রেমের পূজায় বরণ করি ॥

—

কহো কহো মোরে প্রিয়ে,
 আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে ।
 অগ্নি বিদেশিনী,
 তোমায় কাছে আমি কত ঋণে ঋণী ॥
 শ্রামা । নহে নহে নহে— সে কথা এখনো নহে ॥

সহচরী। নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস
 তোরা প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
 তারে আপন বৃকে বিঁধিয়ে রাখিস।
 দয়িতেরে দিয়েছিলি স্থা,
 আজিও তাহার মেটে নি ক্ষুধা—
 এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ।

যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে
 কেন তারে বাহিরে থাকিস ॥

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
 জানি যদি, প্রিয়ে, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে
 এই মোর পণ ॥

শ্রামা। তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
 আরো হৃকঠিন আজ তোমায়ে সে কথা বলা।
 বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
 ব্যর্থ প্রেমে মোর মন্ত অধীর—
 মোর অহুনে তব চুরি-অপবাদ নিজ-পরে লয়ে
 সঁপেছে আপন প্রাণ ॥

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা, জীবনে পাবি না শাস্তি।
 ভাঙিবে—ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে ॥

শ্রামা। হে, ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
 এ পাপের যে অভিসম্পাত
 হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
 তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো ॥

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি
 তোরা পাপমূলে কেনা মহাপাপভাগী
 এ জীবন করিলি ষিক্কৃত!
 কলঙ্কিনী, ষিক্ নিখাস মোর তোরা কাছে ঋণী
 কলঙ্কিনী ॥

শ্রামা । তোমার কাছে দোষ করি নাই, দোষ করি নাই ।
 দোষী আমি বিধাতার পারে,
 তিনি করিবেন যোষ— সহিব নীরবে ।
 তুমি যদি না কর দয়া । সবে না, সবে না, সবে না ॥
 বজ্রসেন । তবু ছাড়িবি নে মোরে ?
 শ্রামা । ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না ।
 তোমা লাগি পাপ নাথ, তুমি করো মর্যাদাত ।
 ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না ॥

শ্রামাকে বজ্রসেনের আঘাত ও শ্রামার পতন
 বজ্রসেনের গ্রহান

নেপথ্যে । হায়, এ কী সমাপন !
 অমৃতপাত্র ভাঙিলি, করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ !
 এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো হারালো
 কলঙ্কে, অসম্মানে ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

পল্লীরমণীরা । তোমার দেখে মনে লাগে ব্যথা,
 হায়, বিদেশী পান্থ ।
 এই দারুণ রোদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়
 তুমি কি পথভ্রান্ত ।
 দুই চক্ষুতে একি দাহ—
 জানি নে, জানি নে, জানি নে কী যে চাহ ।
 চলো চলো আমাদের ঘরে,
 চলো চলো কণেকের তরে—
 পাবে ছায়া, পাবে জল ।
 সব তাপ হবে তব শান্ত ।

ওঁ কথা কেন নেয় না কানে—

কোথা চ'লে যার কে জানে ।

মরণের কোন্ দূত ওরে করে দিল বুঝি উদ্ভাস্ত হা ।

সকলের প্রহান

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন । এসো এসো, এসো প্রিয়ে,
মন্মথলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে ।
নিফল মম জীবন, নীরস মম ভুবন,
শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে ।

সহসা নুপুর দেখিয়া কুড়াইয়া লইল

হায় রে, হায় রে নুপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলশঙ্কনস্বর ।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে রাখিলি ধরিয়া
বিরহ ভরিয়া স্মরণ স্মধুর—
তার কোমলচরণস্মরণ স্মধুর ।
তোমার ঝঙ্কারহীন শিকারে কঁাদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ।

প্রহান

নেপথ্যে । সব-কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না,

নিল না ভালোবাসা—

ভালো আর মন্দেরে ।

আপনাতে কেন মিটালো না যত কিছু হৃদয়ে—

ভালো আর মন্দেরে ।

নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা,

সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা ।

কমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো

প্রেমের আনন্দে—

ভালো আর মন্দেরে ।

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন । এসো, এসো, এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নৃতন প্রাণ নিয়ে ॥

শ্রামার প্রবেশ

শ্রামা । এসেছি প্রিয়তম, কম মোরে কম,
গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম—
তব নিষ্ঠুর করুণ করে ! কম মোরে ॥
বজ্রসেন । কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে ।
যাও যাও যাও, যাও চলে যাও ॥

শ্রামা চলে বাচ্ছে । বজ্রসেন চূপ করে দাঁড়িয়ে
শ্রামা একবার ফিরে দাঁড়ালো । বজ্রসেন একটু এগিয়ে

বজ্রসেন । যাও যাও যাও, যাও, চলে যাও ॥

বজ্রসেনকে প্রণাম করে শ্রামার প্রস্থান

বজ্রসেন । কমিতে পারিলাম না যে
কম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু !
মরিছে তাপে, মরিছে লাজে প্রেমের বলহীনতা—
কম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু !
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বৃকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি ।
জানি গো তুমি কমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা ।
কমিবে না, কমিবে না
আমার কমাহীনতা পাপীজনশরণ প্রভু ॥

ভানুসিংহ ঠাকুরের
পদাবলী

বসন্ত আওল রে !

মধুকর গুন গুন, অমৃয়ায়ঞ্জরী কানন ছাওল রে ।
 গুন গুন সজনী, হৃদয় প্রাণ মম হরথে আকুল ভেল,
 জর জর রিকসে দুঃখদহন সব দূর দূর চলি গেল ।
 মরমে বহই বসন্তসমীরণ, মরমে ফুটই ফুল,
 মরমকুঞ্জ-পূর বোলই কুহকুহ অহরহ কোকিলকুল ।
 সখি রে, উচ্ছল প্রেমভরে অব চলচল বিহ্বল প্রাণ,
 মুখ নিখিলমন দক্ষিণপবনে গায় রতসরসগান !
 বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন কহিছে— তুখিনী বাধা,
 কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম, হৃদিবসন্ত সো মাধা ।
 ভাহু কহে— অতি গহন রয়ন অব, বসন্তসমীরণাসে
 মোদিত বিহ্বল চিত্তকুঞ্জতল ফুলবাসনা-বাসে ॥

গুন লো গুন লো বালিকা, রাখ কুহুমমালিকা,
 কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরহু সখি, শ্রামচন্দ্র নাহি রে ।
 তুলই কুহুমমুঞ্জরি, ভয়র ফিরই গুঞ্জরী,
 অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে ।
 শশিসনাথ যামিনী, বিরহবিধুর কামিনী,
 কুহুমহার তইল তার হৃদয় তার দাহিছে ।
 অধর উঠই কাঁপিয়া সখিকরে কর আপিয়া—
 কুঞ্জভবনে পাণিয়া কাহে গীত গাহিছে ।
 মুহু সমীর সঞ্চলে হরয়ি শিখিল অঞ্চলে
 বালিহৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহি রে ।
 কুঞ্জ-পানে হেরিয়া অশ্রুবারি ডাবিয়া
 ভাহু গায়— শূন্যকুঞ্জ, শ্রামচন্দ্র নাহি রে ॥

৩

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে, কঠে শুখাওল মালা ।
 বিরহবিবে দহি বহি গল রয়নী, নহি নহি আওল কালা ॥
 বুঝহু বুঝহু, সখি, বিফল বিফল সব, বিফল এ পীরিতি লেহা ।
 বিফল রে এ মঝু জীবন ঘোঁবন, বিফল রে এ মঝু দেহা ॥
 চল সখি, গৃহ চল, মুঞ্চ নয়নজল— চল সখি, চল গৃহকাজে ।
 মালতিমালা রাখহ বালা— ছি ছি সখি, মরু মরু লাজে ।
 সখি লো, দারুণ আধিভরাতুর এ তরুণ ঘোঁবন মোর ।
 সখি লো, দারুণ প্রণয়হলাহল জীবন করল অঘোর ॥
 ভূষিত প্রাণ মম দিবসঘামিনী শ্রামক দরশন-আশে ।
 আকুল জীবন খেহ ন মানে, অহরহ জলত হতাশে ।

সজনি, সত্য কহি তোয়,

খোয়ব কব হম শ্রামক প্রেম সদা ডর লাগয় মোয় ॥
 হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব, সো দিন আসব সখি রে—
 বাত ন বোলবে, বচন ন হেরবে ! মরিব হলাহল ভথি রে !
 ঐল বৃথা ভয় না কর বালা ভাহু নিবেদয় চরণে—
 সজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি, নহি টুটে জীবনে মরণে ॥

৪

শ্রাম রে, নিপট কঠিন মন তোব !

বিরহ সাধি করি দুঃখিনী রাধা রজনী করত হি ভোর ।
 একলি নিরল বিরল-পর বৈঠত, নিরখত যমুনা-পানে—
 বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত, পরান খেহ ন মানে ।
 গহনতিমির নিশি, ঝিল্লিমুখর দিশি' শূন্ত কদমতরুম্লে
 ভূমিশয়ন-পর আকুলকুন্তল রোদই আপন ভূলে ।
 মুগ্ধ মুগীসম চমকি উঠই কভু পরিহারি সব গৃহকাজে,
 চাহি শূন্ত-পর কহে করুণস্বর— বাজে বাঁশরি বাজে ।

নিষ্ঠুর শ্রাম রে, কৈসন অব তুঁহঁ রহই দূর মথুয়ার—
 রয়ন নিদাকণ কৈসন যাপসি, কৈস দিবস তব যার !
 কৈস মিটাওসি প্রেমপিপাসা, কঁহা বজাওসি বাঁশি !
 পীতবাস তুঁহঁ কথি রে ছোড়লি, কথি সো বন্ধিম হাসি !
 কনকহার অব পহিরলি কঠে, কথি ফেকলি বনমালা !
 হৃদিকমলাসন শূণ্য করলি রে, কনকাসন কর আলা !
 এ দুখ চিরদিন রহল চিন্তমে, ভাহু কহে— ছি ছি কালা !
 ঋটিতি আও তুঁহঁ হমারি সাথে, বিরহব্যাকুলা বালা !

৫

সজনি সজনি রাধিকা লো, দেখ অবহঁ চাহিয়া
 মৃদলগমন শ্রাম আওয়ে মৃদল গান গাহিয়া ॥
 পিনহ ঋটিত কুহ্মহার, পিনহ নীল আড়িয়া ।
 স্বন্দরি সিন্দূর দেকে সৌখি করহ রাড়িয়া ॥
 সহচরি সব নাচ নাচ মৃদলগীত গাও রে,
 চঞ্চল মঞ্জীরবাব কুঞ্জগগন ছাও রে ।
 সজনি, অব উজার' মন্দির কনকদীপ জালিয়া,
 সুরভি করহ কুঞ্জভবন গন্ধসলিল ঢালিয়া ॥
 মল্লিকা চমেলি বেলি কুহ্ম তুলহ বালিকা,
 গাঁথ যুথি, গাঁথ জাতি, গাঁথ বকুলমালিকা ;
 তৃষিতনয়ন ভাহুসিংহ কুঞ্জপথম চাহিয়া—
 মৃদলগমন শ্রাম আওয়ে মৃদল গান গাহিয়া ॥

৬

বঁধুয়া, হিয়া-পর আও রে !
 মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাবয়ি, হমার মুখ-'পর চাও রে !
 যুগ-যুগ-সম কত দিবস ভেল গত, শ্রাম, তুঁ আওলি না—
 চন্দ-উজর মধু-মধুর কুঞ্জ-'পর মুরলি বজাওলি না !

লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে, লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ !
 শূণ্য কুঞ্জবন, শূণ্য হৃদয় মন, কঁহি তব ও মুখচন্দ !
 ইথি ছিল আকুল গোপনয়নজল, কথি ছিল ও তব হাসি !
 ইথি ছিল নীরব বংশীবটভট, কথি ছিল ও তব বাঁশি !
 তুঝ মুখ চাহয়ি শতযুগভর দুখ ক্রমে ভেল অবমান ।
 লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে, বিপুল খেদ-অভিমান ।
 ধন্য ধন্য রে, ভাহু গাহিছে, প্রেমক নাহিক ওর ।
 হরখে পুলকিত জগত-চরাচর হুঁহঁক প্রেমরস-ভোর ॥

৭

শুন, সখি, বাজই বাঁশি ।

শশিকরবিহ্বল নিখিল শূণ্যতল এক হরষরসরাশি ।
 দক্ষিণপবনবিচঞ্চল তরুগণ, চঞ্চল যমুনাবারি ।
 কুসুমহুয়াস উদাস ভইল সখি উদাস হৃদয় হমারি ।
 বিগলিত ময়ম, চরণ খলিতগতি, শরম ভরম গয়ি দূর ।
 নয়ন বাষ্পিভর, গরগর অন্তর, হৃদয় পুলকপরিপূর ।
 কহ সখি, কহ সখি, যিনিতি রাখ সখি, সো কি হমারি শ্রাম ॥
 গগনে গগনে ধ্বনিছে বাঁশয়ি সো কি হমারি নাম ।
 কত কত যুগ, সখি, পুণ্য করহু হম, দেবত করহু ধেয়ান—
 তব্ ত মিলল, সখি, শ্রামরতন মম— শ্রাম পরানক প্রাণ ।
 শুনত শুনত তব্ মোহন বাঁশি অপত অপত তব্ নামে
 সাধ ভইল ময় প্রাণ মিলায়ব চাঁদ-উজল যমুনামে ।
 চলহ তুরিতগতি, শ্রাম চকিত অতি— ধরহ সখীজন-হাত ।
 নীদমগন মহী, ভয় ভয় কছু নহি, ভাহু চলে তব সাধ ॥

৮

গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
 বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো ॥

পিনহ চাক নীল বাস, কদরে প্রণয়কুসুমরাশ,
 হরিগনেত্রে বিমল হাস, কুঞ্জনমে আও লো ॥
 ঢালে কুসুম স্বরভভার, ঢালে বিহগস্বরবসার,
 ঢালে ইন্দু অমৃতধার বিমল রক্তভাতি রে ।
 মন্দ মন্দ ভূম গুঞ্জে, অমৃত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
 ফুটল সজনি, পুঞ্জে পুঞ্জে বকুল বৃষ্টি জাতি রে ॥
 দেখ, লো সখি, শ্রামরায় নয়নে প্রেম উথল যায়—
 মধুর বদন অমৃতসদন চন্দ্রমায় নিন্দিছে ।
 আও আও সজনিবৃন্দ, হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ—
 শ্রামকো পদারবিন্দ ভাহুসিংহ বন্দিছে ॥

৯

সতিমির রজনী, সচকিত সজনি শূন্য নিকুঞ্জ-অরণ্য ।
 কলয়িত মলয়ে, স্রবিজন নিলয়ে বালা বিরহবিষগ্ন ॥
 নীল আকাশে তারক ভাসে, ষমুনা গাওত গান ।
 পাদপ-মরমর, নির্ঝর-ঝরঝর, কুসুমিত বল্লিবিভান ।
 ভূষিত নয়ানে বনপথপানে নিরখে ব্যাকুল বালা—
 দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে, গাঁথে বনফুলমালা !
 সহসা রাধা চাহল সচকিত, দূরে থেপল মালা—
 কহল, সজনি, শুন বাঁশরি বাজে, কুঞ্জে আওল কালা ।
 চকিত গহন নিশি দূর দূর দিশি বাজত বাঁশি স্রুতানে—
 কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা কলকল কল্লোলগানে ।
 ভনে ভাহু— অব শুন গো কাহু, পিয়াসিত গোপিনিপ্রাণ
 তৌহার পীরিত বিমল অমৃতবস হরষে করবে পান ॥

১০

বজাও রে মোহন বাঁশি ।
 সারা দিবসক বিরহদহনহুখ
 মরমক তিয়াব নাশি ॥

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

রিখ-মন-ভেদন বাশরিবাদন
 কঁহা শিখলি রে কান !—
 হানে খিরখির মরম-অবশকর
 লহ লহ মধুময় বাণ ।
 ধসধস করতহ উরহ বিম্বাকুল,
 ঢুলু ঢুলু অবশ নয়ান ।
 কত শত বরষক বাত সৌদারয়
 অধীর করয় পরান ।
 কত শত আশা পুরল না বঁধু,
 কত স্মৃথ করল পয়ান ।
 পহ গো, কত শত পীরিতযাতন
 হিয়ে বিঁধাওল বাণ ।
 হৃদয় উদাসয় নয়ন উছাসয়
 দারুণ মধুময় গান ।
 সাধ যায় ইহ যমুনা-বারিম
 ভায়ব দগধ পরান ।
 সাধ যায়, বঁধু, রাখি চরণ তব
 হৃদয়মাঝ হৃদয়েশ—
 হৃদয়জুড়াওন বদনচন্দ্র তব
 হেরব জীবনশেষ ।
 সাধ যায় ইহ চাঁদমকিরণে
 কুসুমিত কুঞ্জবিতানে
 বসন্তবাসে প্রাণ মিশায়ব
 বাশিক স্মধুর তানে ।
 প্রাণ ভৈবে মরু বেণুগীতময়,
 রাধাময় তব বেণু ।
 জয় জয় রাধাব জয় জয় রাধা,
 চরণে প্রণমে ভানু ॥

১১

আজু, লখি, মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু,
কুহু বনে হুঁ হুঁ হুঁ দৌহার পানে চায় ।
যুবনমদবিলসিত পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত মূরছি জহু যায় ।
আজু মধু চাঁদনী প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী, শিথিল ভই লাজ ।
বচন মুহু মরমর, কাঁপে রিস থরথর,
শিহরে তনু জরজর কুহু মবনমাঝ ।
মলয় মুহু কলয়িছে, চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু থলয়িছে, অঞ্চল লুটায় ।
আধফুট শতদল বায়ুত্তরে টলমল
আখি জহু চলচল চাহিতে নাহি চায় ।
অলকে ফুল কাঁপয়ি কপোলে পড়ে কাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি খসয়ি পড়ু পায় ।
ঝরই শিরে ফুলদল, যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি চলচল— ভানু ময়ি যায় ॥

১২

শ্রাম, মুখে তব মধুর অধরমে হাস বিকাশত কার,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব, কহবে কোন হমায় !
নীদ-মেঘ-পর স্বপন-বিজলি-সম রাধা বিলসত হাসি ।
শ্রাম, শ্রাম মম, কৈসে শোধব তুঁহক প্রেমঝরণাশি ।
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি, শ্রাম ঘুমায় হমারা ।
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব নীতল জোছনধারা ।
তারকমালিনী সুন্দরয়ামিনী অবহঁ ন যাও রে ভাগি—
নিরদয় রবি অব কাহ তু আগলি, জাললি বিরহক আগি ।
ভানু কহত অব, রবি অতি নিষ্ঠুর, নলিনমিলন-অভিলাষে
কত নয়নারীক মিলন টুটাওত, ভারত বিরহহতাশে ॥

১৩

বাদববয়খন, নীরদগরজন, বিজুলীচমকন ঘোর,
 উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে নিতিনিতি মাধব মোর ।
 ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহ, বজ্রপাত যব হোয়,
 তুঁহক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম, ডর অতি লাগত মোয় ।
 অঙ্গবসন তব ভীখত মাধব, ঘন ঘন বয়খত মেহ,
 ক্ষুদ্র বালি হস, হয়কো লাগয় কাহ উপেখবি দেহ ॥
 বইস বইস, পহ, কুসুমশয়ন-পর পদযুগ দেহ পসারি ।
 সিন্ত চরণ তব মোছব যতনে কুন্তলভার উবারি ।
 শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজহন্দর, রাখ বক্ষ-পর মোর ।
 তহু তব ঘেরব প্লকিত পরশে বাহুগালক ডোর ।
 ভাহু কহে, বৃকভাহুনন্দিনী, প্রেমসিন্ধু মম কালা
 তৌহার লাগয় প্রেমক লাগয় সব কছু সহবে জালা ॥

১৪

সখি রে, পিরীত বুঝবে কে !

আধার হৃদয়ক দুঃখকাহিনী বোলব, ভনবে কে ।
 রাধিকার অতি অন্তরবেদন কে বুঝবে অগ্নি সজনী ।
 কে বুঝবে, সখি, রোয়ত রাধা কোন দুখে দিনরজনী ।
 কলক রটায়ব জনি, সখি, রটাও— কলক নাহিক মানি,
 সকল ভয়াগব লভিতে শ্রামক একঠো আদরবাণী ।
 মিনতি করি লো সখি, শত শত বার, তু শ্রামক না দিহ গাবি-
 শীল মান কুল অপনি, সজনি, হম চরণে দেয়হু ডারি ।
 সখি লো, বৃন্দাবনকো দুঃজন মাখুথ পিরীত নাহিক জানে,
 বুখাই নিন্দা কাহ রটায়ত হমার শ্রামক নামে ।
 কলঙ্কিনী হম রাধা, সখি লো, ঘৃণা করহ জনি মনমে ।
 ন আসিও তব কবহু, সজনি লো, হমার ঐধা ভবনমে ।
 কহে ভাহু অব, বুঝবে না, সখি, কোহি মরমকো বাত—
 বিরলে শ্রামক কহিও বেদন বকে রাখয়ি মাখ ॥

১৫

হম, সখি, দারিদ্র নারী ।

জনম অবধি হম পীরিত করহু, মোচহু লোচনবারি ।
 রূপ নাহি মম, কছই নাহি গুণ, দুখিনী আহির জাতি—
 নাহি জানি কছ বিলাস-ভঙ্গিম যৌবনগরবে মাতি—
 অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি পীরিত করনে জানি ।
 এক নিমিখ পল নিরখি শ্রাম জনি, শোই বহুত করি মানি ।
 ক্লেশপথে যব নিরখি সজনি হম শ্রামক চরণক চীনা
 শত শত বেরি ধূলি চুখি সখি, রতন পাই অহু দীনা ।
 নির্ভর বিধাতা, এ দুখজনমে মাডব কি তুয়া-পাশ ।
 জনম-অভাগী উপেষিতা হম বহুত নাহি করি আশ—
 দূর থাকি হম রূপ হেরইব, দূরে শুনইব বাশি,
 দূর দূর রহি স্থখে নিরীখিব শ্রামক মোহন হাসি ।
 শ্রামশ্রেয়সি রাখা ! সখি লো ! থাক' স্থখে চিরদিন—
 তুয়া স্থখে হম রোয়ব না সখি, অভাগিনী গুণহীন ।
 আপন দুখে, সখি, হম রোয়ব লো, নিজুতে মুছইব বারি ।
 কোহি ন জানব, কোন বিবাদে তন-মন দহে হমারি ।

ভানুসিংহ ভনয়ে, তন কালা,

দুখিনী অবলা বালা—

উপেক্ষার অতি তিখিনী বাণে না দ্বিহ না দ্বিহ জালা ॥

১৬

মাধব, না কহ আদরবাণী, না কর প্রেমক নাম ।
 জানমি মুক্কো অবলা সরলা ছলনা না কর শ্রাম ।
 কপট, কাহ তু'হ কুট বোলসি, পীরিত করসি তু মোর ।
 ভালে ভালে হম অলপে চিরুহু, না পতিয়াব রে তোয় ।
 ছিদল-ডরী-সম কপট প্রেম-পয় ভারহু যব মনপ্রাণ
 ডুবহু ডুবহু রে ঘোর সাগরে, অব কৃত নাহিক জ্ঞান ।

মাধব, কঠোর বাত হমার। মনে লাগল কি ভোর।
 মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ, ক্ষমহ গো কুবচন মোর !
 নিদ্রয় বাত অব কবহু ন বোলব, তুঁহু মম প্রাণক প্রাণ।
 অতিশয় নির্মম, ব্যথিহু হিয়া তব ছোড়য়ি কুবচনবাণ।
 মিটল মান অব— ভাষ্ক হাসতহি হেরই পীরিতলীলা।
 কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু পীরিতসাগর বালা ॥

১৭

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব মথুরাপুর যব যায়
 করল বিষম পণ মানিনী রাধা ষোয়বে না সো, না দিবে বাধা,
 কঠিন-হিয়া সই হাসয়ি হাসয়ি শ্রামক করব বিদায়।
 মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা, বয়ন-পান তছু চাহল রাধা,
 চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল— দণ্ড দণ্ড, সখি, চাহয়ি রহল—
 মন্দ মন্দ, সখি— নয়নে বহল বিন্দু বিন্দু জলধার।
 মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে, কহল শ্রাম কত মৃদু মধু ভাষে।
 টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান, গদগদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
 ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদিল রাধা— গদগদ ভাষ নিকাশল আধা—
 শ্রামক চরণে বাহ পসারি কহল, শ্রাম রে, শ্রাম হমারি,
 রহ তুঁহ, রহ তুঁহ, বঁধু গো রহ তুঁহ, অম্বখন সাধ সাধ রে রহ পঁহ-
 তুঁহ বিনে মাধব, বজ্রভ, বান্ধব, আছয় কোন হমার !
 পড়ল ভূমি-পর শ্রামচরণ ধরি, রাখল মুখ তছু শ্রামচরণ-পরি,
 উছলি উছলি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি রজনী করল প্রভাত।

মাধব বৈসল, মৃদু মধু হাসল,
 কত অশোয়াস-বচন মিঠ ভাষল, ধরইল বালিক হাত।
 সখি লো, সখি লো, বোল ত সখি লো, যত দুখ পাওল রাধা,
 নিঠুর শ্রাম কিয়ে আপন মনমে পাওল তছু কছু আধা।
 হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি বহত স প্রবোধ দেল,
 হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি দূর দূর চলি গেল।

অব সো মথুরাপুরক পদমে ইহ যব য়োয়ত রাধা ।
 মরমে কি লাগল তিলভর বেদন, চরণে কি তিলভর বাধা ।
 বরখি আখিজল ভাহু কহে, অতি দুখের জীবন ভাই ।
 হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু কাঁদিবার কো নাই ॥

১৮

বার বার, সখি, বারণ করছ ন যাও মথুরাধাম
 বিসরি প্রেমদুখ রাজভোগ যখি করত হমারই শ্রাম ।
 ধিক্ তুঁহ দাস্তিক, ধিক্ রসনা ধিক্, লইলি কাহারই নাম ।
 বোল ত সজনি, মথুরা-অধিপতি সো কি হমারই শ্রাম ।
 ধনকো শ্রাম সো, মথুরাপুরকো, রাজ্যমানকো হোয় ।
 নহ পীরিতিকো, ব্রজকামিনীকো, নিচর কহহ মর তোয় ।
 যব তুঁহ ঠারবি সো নব নরপতি জনি রে করে অবমান—
 ছিন্নকুশুমসম বরব ধরা-’পর, পলকে খোয়ব প্রাণ ।
 বিসরল বিসরল সো সব বিসরল বৃন্দাবনমুখসঙ্গ—
 নব নগরে, সখি, নবীন নাগর— উপজল নব নব রঙ্গ ।
 ভাহু কহত, অগ্নি বিরহকাতরা, মনমে বাঁধহ খেহ—
 মুগ্ধা বালা, বুঝই বুঝলি না হমার শ্রামক লেহ ॥

১৯

হম যব না রব, সজনী,
 নিভৃত বসন্তনিকুঞ্জবিতানে আসবে নির্মল রজনী—
 মিলনপিপাসিত আসবে যব, সখি, শ্রাম হমারি আশে,
 ফুকারবে যব ‘রাধা রাধা’ মুরলি উরধ খাসে,
 যব সব গোপিনী আসবে ছুটই যব হম আওব না,
 যব সব গোপিনী জাগবে চমকই যব হম জাগব না,
 তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে হেরবে আকুল শ্রাম ।
 বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে ‘রাধা রাধা’ নাম ।
 না যমুনা, সো এক শ্রাম মর, শ্রামক শত শত নারী—
 হম যব যাওব শত শত রাধা চরণে রহবে তারি ।

তব্ সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে, কাহ তয়াগব দে ।
 হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে কহ, সখি, যোয়ব কে ।
 ভাঙ্গু কহে চুপি, মানভয়ে রহ, আও বনে ব্রজনবী-
 মিলবে শ্রামক ধরধর আদর, বরবর লোচনবারি ॥

২০

কো তুঁহ বোলবি মোয় !

হৃদয়-মাহ মঝু লাগসি অহুখন, আখ-উপর তুঁহ রচলহি আসন,
 অরুণ নয়ন তব মরম-সঙে মম

নিমিখ ন অন্তর হোয় । কো তুঁহ বোলবি মোয় !

হৃদয়কমল তব চরণে টলমল, নয়নযুগল মম উছলে ছলছল
 প্রেমপূর্ণ তম্ব পুলকে ঢলঢল

চাহে মিলাইতে তোয় ! কো তুঁহ বোলবি মোয় !

বাশরিধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে
 আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,

উতল প্রাণ উতরোয় । কো তুঁহ বোলবি মোয় !

হেরি হাসি তব মধুসুত ধাওল, শুনি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
 বিকল ভ্রমরমম জিভুবন আওল

চরণকমলযুগ ছোয় । কো তুঁহ বোলবি মোয় !

গোপবধুজন বিকশিতযৌবন, পলকিত যমুনা মুকলিত উপবন,
 নীল নীর-'পর ধীর সমীরণ,

পলকে প্রাণমন খোয় । কো তুঁহ বোলবি মোয় !

ভূষিত আঁখি তব মুখ-'পর বিহয়ই, মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
 প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই

পদতলে অপনা খোয় । কো তুঁহ বোলবি মোয় !

'কো তুঁহ' 'কো তুঁহ' সবজন পুছয়ি, অহুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
 যাচে ভাঙ্গু সব সংশয় ঘুচয়ি—

জনম চরণ-'পর গোয় । কো তুঁহ বোলবি মোয় ॥

নাট্যগীতি

১

জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ—
 পরান সঁপিবে বিধবা বালা ।
 জলুক জলুক চিতার আগুন,
 জুড়াবে এখনি প্রাণের জালা ॥
 শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
 যে জালা হৃদয়ে জালালি সবে
 সাক্ষী র'লেন দেবতা তার—
 এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥
 দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
 দেখ্ রে চন্দ্রমা, দেখ্ রে গগন,
 স্বর্গ হতে সব দেখো দেবগণ—
 জলদ-অন্ধরে রাখো গো লিখে ।
 স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,
 সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ
 রাজপুত-সতী আজিকে কেমন
 সঁপিছে পরান অনলশিখে ॥

২

হৃদয়ে রাখো গো দেবী, চরণ তোমার ।
 এসো মা করুণারানী, ও বিধুবদনখানি
 হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার ।
 এসো আদরিনী বাণী, সমুখে আমার ॥
 যুহু যুহু হাসি হাসি বিলাও অমৃতরাশি,
 আলোর করেছ আলো, জ্যোতিঃপ্রতিমা—

তুমি গো লাবণ্যলতা, মূর্তি-মধুরিমা ।
 বসন্তের বনবালা অতুল রূপের ডালা,
 মায়ায় মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার—
 ঘুচাও মনের মোর সকল আধার ॥
 অদর্শন হলে তুমি তোজি লোকালয়ভূমি
 অভাগা বেড়াবে কেন্দ্রে গহনে গহনে ।
 হেরে মোরে তরুলতা বিধাদে কবে না কথা,
 বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুলবনে ।
 ‘হা দেবী’ ‘হা দেবী’ বলি গুঞ্জরি কাঁদিয়ে অলি,
 ঝরবে ফুলের চোখে শিশির-আসার—
 হেরিব জগত শুধু আধার— আধার ॥

৩

নীলব রজনী দেখো মগ্ন লোছনায় ।
 ধীরে ধীরে, অতি ধীরে গাও গো ॥
 ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়—
 রজনীর কণ্ঠ-সাথে স্বকণ্ঠ মিলাও গো ॥
 নিশার কুহকবলে নীরবতাসিক্তলে
 মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্বচরাচর—
 প্রশান্ত সাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন
 অধীর উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর ।
 তটিনী কী শান্ত আছে— ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
 বাতাসের মৃদুহস্ত-পরশে এমনি
 ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চূমে
 সে চূষনধ্বনি শুনে চমকে আপনি ।
 তাই বলি, অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো—
 রজনীর কণ্ঠ-সাথে স্বকণ্ঠ মিলাও গো ॥

৪

কমা করো মোরে সখী, শুধায়ো না আর—
 মরমে লুকানো থাক মরমের তার ।
 যে গোপন কথা, সখী, সতত লুকায়ে রাখি
 ইষ্টদেবমন্ত্রসম পুঞ্জি অনিবার ।
 তাহা মাহুঘের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে—
 লুকানো থাক তা, সখী, হৃদয়ে আমার ।
 ভালোবাসি, শুধায়ো না কারে ভালোবাসি ।
 সে নাম কেমনে, সখী, কহিব প্রকাশি ।
 আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ— সে নাম যে অতি উচ্চ,
 সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার ।
 ক্ষুদ্র এই বনফুল পৃথিবীকাননে
 আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
 দিন-দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,
 আজন্ম-নীরবে বহি যায় প্রাণ তার ।

৫

সখী, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন
 হাহা করে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লয়ে ।
 পারি নে, পারি নে আর— পাষণ মনের ভার
 বহিয়া পড়েছি, সখী, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ।
 সম্মুখে জীবন মম হেরি মরুভূমিসম,
 নিরাশা বৃকেতে বসি ফেলিতেছে বিশ্বাস ।
 উঠিতে শক্তি নাই যে দিকে ফিরিয়া চাই
 শূন্য— শূন্য— মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ ।
 কে আছে, কে আছে সখী, এ শ্রান্ত মস্তক মম
 বৃকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননীসম ।
 মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়—
 শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি ॥

৬

কত দিন একসাথে ছিহ্ন ঘুমঘোরে,
 তবু জানিতাম নাকো ভালোবাসি তোরে ।
 মনে আছে ছেলেবেলা কত যে খেলেছি খেলা,
 কুহুম তুলেছি কত দুইটি আঁচল ভ'রে ।
 ছিহ্ন স্থখে যতদিন দুজনে বিরহহীন
 তখন কি জানিতাম ভালোবাসি তোরে !
 অবশেষে এ কপাল ভাঙিল যখন,
 ছেলেবেলাকার যত ফুরালো স্বপন,
 লইয়া দলিত মন ছইহ্ন প্রবাসী—
 তখন জানিহ্ন, সখী, কত ভালোবাসি ॥

৭

নাচ্ শ্রামা, তালে তালে ॥
 কহু কহু বৃহু বাজিছে নৃপুর, য়হু য়হু মধু উঠে গীতস্বর,
 বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি, তালে তালে উঠে করতালিধ্বনি—
 নাচ্ শ্রামা, নাচ্ তবে ॥
 নিরালয় তোর বনের মাঝে সেখা কি এমন নৃপুর বাজে !
 এমন মধুর গান ? এমন মধুর তান ?
 কমলকরের করতালি হেন দেখিতে পেতিস কবে ?—
 নাচ্ শ্রামা, নাচ্ তবে ॥

৮

বিপাশায় তীরে ভ্রমিবারে যাই, প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
 লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে একটি মধুর মুখ ॥
 চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল— কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
 দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া, দুয়েকটি আছে কপোলে ছুঁইয়া,
 কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে চুমিয়া আছে চিবুক ।
 বসন্তপ্রভাতে লতার মাঝারে মুখানি মধুর অতি—
 অধর-দুটির শাসন টুটিয়া রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
 দুটি আখি-পরে মেলিছে মিশিছে তবল চপল জ্যোতি ॥

৯

খেলা কর, খেলা কর তোরা কামিনীকুসুমগুলি ।
 দেখে সমীরণ লতাকুলে গিয়া কুসুমগুলির চিবুক ধরিয়া
 ফিরায়ে এ ধার, ফিরায়ে ও ধার, দুইটি কপোল চুমে বারবার
 মুখানি উঠায়ে তুলি ।

তোরা খেলা কর, তোরা খেলা কর কামিনীকুসুমগুলি ।
 কভু পাতা-মাঝে লুকায়ে মুখ, কভু বায়ু-কাছে খুলে দে বুক,
 মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ কভু নাচ বায়ু-কোলে হলি তুলি ।
 হু দণ্ড বাঁচিবি, খেলা তবে খেলা— প্রতি নিমিষেই ফুরাইছে বেলা,
 বসন্তের কোলে খেলাশ্রান্ত প্রাণ ত্যজিবি ভাবনা তুলি ॥

১০

আধার শাখা উজল করি হরিত-পাতা-ঘোমটা পরি
 বিজন বনে, মালতীবালা, আছিস কেন ফুটিয়া ॥
 শোনাতে তোরে মনের ব্যথা শুনিতে তোরে মনের কথা
 পাগল হয়ে মধুপ কভু আসে না হেথা ছুটিয়া ॥
 মলয় তব প্রণয়-আশে ভ্রমে না হেথা আকুল আসে,
 পায় না চাঁদ দেখিতে তোরে শরমে-মাথা মুখানি ।
 শিয়রে তোরে বসিয়া থাকি মধুর স্বরে বনের পাখি
 লভিয়া তোরে স্মরতিশ্রাস যায় না তোরে বাখানি ॥

১১

সখী, ভাবনা কাহারে বলে । সখী, যাতনা কাহারে বলে ।
 তোমরা যে বলো দিবস-রজনী ‘ভালোবাসা’ ‘ভালোবাসা’—
 সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময় ।
 সে কি কেবলই চোখের জল? সে কি কেবলই হৃথের হাস?
 লোকে তবে করে কী স্মথেরই তরে এমন হৃথের আশ ।

আমার চোখে তো সকলই শোভন,
 সকলই নবীন, সকলই বিমল, সুনীল আকাশ, শ্রামল কানন,
 বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল—সকলই আমার মতো ।
 তারা কেবলই হাসে, কেবলই গায়, হাসিয়া খেলিয়া ময়িতে চায়—
 না জানে বেদন, না জানে রোদন, না জানে সাধের যাতনা যত ।
 ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে, জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
 হাসিতে হাসিতে আলোকমাগরে আকাশের তারা তেয়াগে কায় ।
 আমার মতন স্থখী কে আছে । আয় স্থখী, আয় আমার কাছে—
 স্থখী হৃদয়ের স্থখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ ।
 প্রতিদিন যদি ঐদিব কেবল একদিন নয় হাসিবি তোরা—
 একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা ॥

১২

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি,
 তবু হরষের হাসি ফুটে-ফুটে ফুটে না ।
 কখনো বা মুছ হেসে আদর করিতে এসে
 সহসা শরমে বাধে, মন উঠে উঠে না ।
 রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই কিরি—
 চরণ-বারণ-তরে উঠে-উঠে উঠে না ।
 কাতর নিশ্বাস ফেলি আকুল নয়ন মেলি
 চাহি থাকে, লাজবীধ তবু টুটে টুটে না ।
 যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
 চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না ।
 সহসা উঠিলে জাগি তখন কিসের লাগি
 শরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না ।
 লাজময়ী, তোম চেয়ে দেখি নি লাজুক মেয়ে,
 প্রেমবন্নিবার শ্রোতে লাজ তবু টুটে না ॥

১৩

যে ভালোবাসুক সে ভালোবাসুক সজনি লো, আমরা কে !
 দীনহীন এই হৃদয় মোদের কাছেও কি কেহ ডাকে ।
 তবে কেন বলো ভেবে মরি যোরা কে কাহারে ভালোবাসে !
 আমাদের কিবা আসে যায় বলো কেবা কীদে কেবা হাসে !
 আমাদের মন কেহই চাহে না, তবে মনখানি লুকানো থাক—
 প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্ ॥

যদি, সখী, কেহ ভুলে মনখানি লয় তুলে,
 উলটি-পালটি কণেক ধরিয়া পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
 তখনি ধুলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে নিদাক্ষণ উপেক্ষায় ।
 কাজ কী লো, মন লুকানো থাক, প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্—
 হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া হরবে প্রমোদে মাতিয়া থাক ॥

১৪

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার
 ঢালিতেছ এত স্নেহ, ভেঙে গেল— গেল বুক—
 যেন এত স্নেহ হৃদে ধরে না গো আর ।
 তোমার চরণে দিহু প্রেম-উপহার—
 না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার
 নাই বা দিলে তা মোরে, থাকো হৃদি আলো করে,
 হৃদয়ে থাকুক জেগে সৌন্দর্য তোমার ॥

১৫

কিছুই তো হল না ।
 সেই সব— সেই সব— সেই হাহাকারস্বর,
 সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা ।
 কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
 কিছুই না পাইলাম ঘাধা কিছু চাই ।
 ভালো তো গো বাসিলাম, ভালোবাসা পাইলাম,
 এখনো তো ভালোবাসি— তবুও কী নাই ।

56

কী করিব বলো, সখা, তোমার লাগিয়া ।
 কী করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া ॥
 এই পেতে দিহু বুক, রাখো, সখা, রাখো মুখ—
 ঘুমাও তুমি গো, আমি রহিহু লাগিয়া ।
 খুলে বলো, বলো সখা, কী দুঃখ তোমার—
 অশ্রুজলে মিলাইব অশ্রুজলধার !
 একদিন বলেছিলে মোর ভালোবাসা
 পাইলে পুরিবে তব হৃদয়ের আশা ।
 কই সখা, প্রাণ মন করেছি তো সমর্পণ—
 দিয়েছি তো যাহা-কিছু আছিল আমার ।
 তব কেন শুকালো না অশ্রুজলধার ॥

29

না সখা, মনের ব্যথা কোরো না গোপন ।
যবে অশ্রুজল হায় উচ্ছ্বসি উঠিতে চায়
কথিয়া রেখো না তাহা আমারি কারণ ।
চিনি, সখা, চিনি তব ও দারুণ হাসি—
ওর চেয়ে কত ভালো অশ্রুজলরাশি ।
মাথা খাও— অভাগীরে কোরো না বঞ্চনা,
ছদ্মবেশে আবরিয়া রেখো না যন্ত্রণা ।
মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে,
ভালো যদি বাস তবে রাখো এ প্রার্থনা ॥

56

বুকেছি বুকেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয় !
ও মিছে আদর তবে না করিলে নয় ?।

ও শুধু বাড়ায় ব্যথা— সে-সব পুরানো কথা
মনে ক'রে দেয় শুধু, তাগে এ হৃদয় ।

প্রতি হাসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার
 আমি যত বুঝি তত কে বুঝিবে আর ।
 প্রেম যদি ভুলে থাক লভা ক'রে বলো-নাকো—
 করিব না মুহূর্তের তরে তিরস্কার ।
 আমি তো ব'লেই ছিহু, ক্ষুদ্র আমি নারী
 তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী ।
 আর-কারে ভালোবেসে স্ত্রী যদি হও শেষে
 তাই ভালোবেসো নাথ, না করি বারণ ।
 মনে ক'রে মোর কথা মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা,
 পুরানো প্রেমের কথা কোরো না স্মরণ ॥

১৯

তুই যে বসন্তসমীরণ ।
 তোর নহে স্বথের জীবন ।
 কিবা দিবা কিবা রাত্তি পরিমলমদে মাতি
 কাননে করিস বিচরণ ।
 নদীয়ে আগায়ে দিস লতায় রাগায়ে দিস
 চুপিচুপি করিয়া চূষন
 তোর নহে স্বথের জীবন ॥

শোন্ বলি বসন্তের বায়,
 হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আর ।
 নিভৃত নিকুঞ্জ ছায় হেলিয়া ফুলের গায়
 শুনিয়া পাখির মুদ্র গান
 লতার-হৃদয়ে-হারা স্বখে-অচেতন-পারা
 ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ ।
 তাই বলি বসন্তের বায়,
 হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আর ॥

২০

বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার ॥
উবারানী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা । হরষে কপোল তার রাঙা ॥
মধুকর গান গেয়ে বলে, ‘মধু কই । মধু দাও দাও ।’
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে ফুল বলে, ‘এই লও লও ।’
বায়ু আসি কহে কানে কানে, ‘ফুলবালা, পরিমল দাও ।’
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল, ‘বাহা আছে সব লয়ে যাও ।’
হরষ ধরে না তার চিতে, আপনারে চাহে বিলাইতে,
বালিকা আনন্দে কুটি-কুটি পাতার পাতায় পড়ে লুটি ॥

২১

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল—
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার ॥
শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর— নিরদয় অসীম সংসার ॥
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
একবিন্দু শিশিরের কণা— কেহ না, কেহ না ॥
মধুকর কাছে এসে বলে, ‘মধু কই । মধু চাই, চাই ।’
ধীরে ধীরে নিখাস ফেলিয়া ফুল বলে, ‘কিছু নাই, নাই ।’
‘ফুলবালা, পরিমল দাও’ বায়ু আসি কহিতেছে কাছে ।
মলিন বদন ফিরাইয়া ফুল বলে, ‘আর কী বা আছে ।’
অধ্যাক্ষিকিরণ চারি দিকে থরদৃষ্টে চেরে অনিষিখে—
ফুলটির মুহূ প্রাণ হায়,
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় ॥

২২

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আগনে !
 বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ, নাচিছ দিক-বসনে ॥
 মহা-আনন্দে পুলক কায়, গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
 ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়—
 জটাজুট ছায় গগনে ॥

২৩

ভিক্ষে দে গো, ভিক্ষে দে ।
 দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে ।
 লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন, ধনের উপর বাড়ুক ধন—
 আমি একটি মুঠো অন্ন চাই গো, তাও কেন পাই নে ।
 ওই রে সূর্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে ।
 পিপাসাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর যে পারি নে ।
 ওরে তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে—
 একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাই নে ॥

২৪

আয় রে আয় রে সাঁঝের বা, লতাটিরে ছলিয়ে যা—
 ফুলের গন্ধ দেব তোরে আঁচলটি তোর ভ'রে ভ'রে ॥
 আয় রে আয় রে মধুকর, ডানা দিয়ে বাতাস করু—
 ভোবের বেলা গুন্‌গুনিয়ে ফুলের মধু যাবি নিয়ে ॥
 আয় রে চাঁদের আলো আয়, হাত বুলিয়ে দে রে গায়—
 পাতার কোলে মাথা থুয়ে ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে ।
 পাখি রে, তুই কোন্‌ নে কথা— ওই-যে ঘুমিয়ে প'ল লতা ॥

২৫

প্রিয়ে, তোমার চোঁকি হলে যেতেম বেঁচে
 রাঙা চরণতলে নেচে নেচে ॥

টিপ্টিপিয়ে যেতেম সারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা—
কানের কাছে কচ্কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে ॥

২৬

কথা কোন্ নে লো রাই, শ্রামের বড়াই বড়ো বেড়েছে ।
কে জানে ও কেমন ক'রে মন কেড়েছে ॥
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি—
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে ॥

২৭

ওই জানালার কাছে বসে আছে করতলে রাখি মাথা—
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে, সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা ॥
শুধু রুক রুক বায়ু বহে যায় তার কানে কানে কী যে কহে যায়—
তাই আধো শুয়ে আধো বসিয়ে ভাবিতেছে কত কথা ॥
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়, উড়ে উড়ে যায় পাখি—
সারা দিন ধ'রে বকুলের ফুল ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি ।
মধুর আলস, মধুর আবেশ, মধুর মুখের হাসিটি—
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে বাজিছে মধুর বাঁশিটি ॥

২৮

সাধ ক'রে কেন, সখা, ঘটাবে গেরো ।
এই বেলা মানে-মানে ফেরো ফেরো ।
পলক যে নাই আখির পাতায়,
তোমার মনটা কি খরচের খাতায়,—
হাসি ফাঁসি দিয়ে প্রাণে বেঁধেছে গেরো ।
সখা, ফেরো ফেরো ॥

২৯

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে,
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো হে ॥

হৃদয়কাননে ফুল ফুটাও । আখো নয়নে, সখী, চাও চাও—
পরান কাঁদিয়ে দ্বিগে হাসিখানি হেসো হে ॥

৩০

তুমি আছ কোন্ পাড়া ? তোমার পাই নে যে লাড়া ।
পথের মধ্যে হাঁ ক'রে যে রইলে হে খাড়া ॥
রোদে প্রাণ যায় ছপুয় বেলা, ধরেছে উদরে জালা—
এর কাছে কি হৃদয়জালা ।
তোমার সকল সৃষ্টিছাড়া ॥
রাঙা অধর, নয়ন কালো ভরা পেটেই লাগে ভালো—
এখন পেটের মধ্যে নাড়ীগুলো দ্বিগেছে তাড়া ॥

৩১

দেখো ওই কে এসেছে ।— চাও সখী, চাও ।
আকুল পরান ওর আঁখিহিল্লোলে নাচাও ।— সখী, চাও ॥
ভূষিত নয়নে চাহে মুখ-পানে,
হাসিস্থা-দানে বাঁচাও ।— সখী, চাও ॥

৩২

ভালো যদি বাস, সখী, কী দিব গো আর—
কবির হৃদয় এই দিব উপহার ॥
এত ভালোবাসা, সখী, কোন্ হৃদে বলো দেখি—
কোন্ হৃদে ফুটে এত ভাবের কুহুমভার ॥
তা হলে এ হৃদ্বিধামে তোমারি তোমারি নামে
বাজিবে মধুর স্বরে মরমবীণার তার ।
যা-কিছু গাহিব গান ধ্বনিবে তোমারি নাম—
কী আছে কবির বলো, কী তোমায়ে দিব আর ॥

৩৩

ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে ওলো সজনী ।

হাসি খেলি রে মনের স্বখে,

ও কেন সাথে ফেরে আঁধার-মুখে

দিনরজনী ॥

৩৪

ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে কেন সে দেখা দিল ।

মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল ।

দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের ধারে, সহসা দেখিলেম তারে—

নয়ন দুটি তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল ॥

৩৫

হা, কে বলে দেবে সে ভালোবাসে কি যোরে ।

কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়,

কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী—

যাব কি কাছে তার । শুধাব চরণ ধ'রে ?।

৩৬

কেন রে চাস ফিরে ফিরে, চলে আয় রে চলে আয় ॥

এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে, হৃদয়কুহুম দলে যায় ॥

হেসে হেসে গেয়ে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ,

নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয় রে চলে আয় ॥

৩৭

প্রমোদে ঢালিয়া দিহু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে ।

চারি দিকে হাসিরাশি, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে ॥

আনু সখী, বীণা আনু, প্রাণ খুলে করু গান,

নাচ্ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে—

তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে ॥

বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস নে—

কেমনে যাবে বেদনা ।

কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি,

জোছনা কেমন ফুটেছে—

তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে ॥

৩৮

সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ

তাঁহা বুঝিলে না তুমি— মনে রয়ে গেল দুখ ॥

অভিমান-আখিজল, নয়ন ছলছল—

মুছাতে লাগে ভালো কত

তাঁহা বুঝিলে না তুমি— মনে রয়ে গেল দুখ ॥

৩৯

এত ফুল কে ফোটালে কাননে !

লতাপাতায় এত হাসি -তরঙ্গ মরি কে ওঠালে ॥

সজ্জনীর বিয়ে হবে ফুলেরা শুনেছে সব—

সে কথা কে রটালে ॥

৪০

আমাদের সখীয়ে কে নিয়ে যাবে রে—

তারে কেড়ে নেব, ছেড়ে দেব না— না— না ।

কে জানে কোথা হতে কে এসেছে ।

কেন সে মোদের সখী নিতে আসে— দেব' না ॥

সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব, হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,

বেঁধে তায় রেখে দেব' কুসুমবনে— সখীয়ে নিয়ে যেতে দেব' না ॥

৪১

কোথা ছিলি সজ্জনী লো,

মোরা যে তোরি তবে বসে আছি কাননে ।

এসো সখী, এসো হেথা বসি বিজনে
 আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসিমুখানি ॥
 সাজাব সখীরে সাধ মিটায়,
 ঢাকিব তলুখানি কুসুমেরই ভূষণে ।
 গগনে হাসিবে বিধু, গাহিব মৃদু মৃদু—
 কাটার প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী ॥

৪২

ও কী কথা বল সখী, ছি ছি, ও কথা মনে এনো না ॥
 আজি স্নেহের দিনে জগত হাসিছে,
 হেরো লো দশ দিশি হরষে ভাসিছে—
 আজি ও স্নান মুখ প্রাণে যে সহে না ।
 স্নেহের দিনে, সখী, কেন ও ভাবনা ॥

৪৩

মধুর মিলন ।
 হাসিতে মিলেছে হাসি, নয়নে নয়ন ॥
 মরমর মৃদু বাণী মরমর মরমে,
 কপোলে মিলায় হাসি স্নমধুর শরমে— নয়নে স্বপন ॥
 তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে—
 বাতাস চুপিচুপি ফিরিছে কাছে কাছে ।
 মালাগুলি গৈঁথে নিয়ে, আড়ালে লুকাইয়ে
 সখীরা নেহারিছে দৌহার আনন—
 হেসে আকুল হল বকুলকানন, আ মরি মরি ॥

৪৪

মা, একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন ।
 আঁধার ক'রে কোথায় যাবি শূন্যভবন ॥

মধুর মুখ হাসি-হাসি অমিয়া রাশি-রাশি, মা—

ও হাসি কোথায় নিয়ে যাস রে।

আমরা কী নিয়ে জুড়াব জীবন।

৪৫

মা আমার, কেন তোরে স্নান নেহারি—

আঁখি ছলছল, আহা।

ফুলবনে সখী-সনে খেলিতে খেলিতে হাসি হাসি দে রে করতাবি।

আয় রে বাছা, আয় রে কাছে আয়।

দু দিন রহিবি, দিন ফুরায়ে যায়—

কেমনে বিদায় দেব' হাসিমুখ না হেরি।

৪৬

ওই আঁখি রে!

ফিরে ফিরে চেয়ো না, চেয়ো না, ফিরে যাও—

কী আর রেখেছ বাকি রে।

মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ—

কী স্থখে পরান আর রাখি রে।

৪৭

আজ আসবে শ্রাম গোকুলে ফিরে।

আবার বাজবে বাঁশি যমুনাতীরে

আমরা কী করব। কী বেশ ধরব।

কী মালা পরব। বাঁচব কি মরব স্থখে।

কী তারে বলব! কথা কি হবে মুখে।

শুধু তার মুখশানে চেয়ে চেয়ে

দাঁড়াবে ভাসব নয়ননীয়ে।

৪৮

রাজ-অধিরাজ, তব ভালে জয়মালা—
 ত্রিপুরপুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা ।
 কীর্ণজনভয়তরণ তব অভয় বাণী, দীনজনহুত্বহরণনিপুণ, তব পাবি,
 তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণরস-ঢালা ।
 গুণিরসিকসেবিত উদার তব দ্বারে মঙ্গল বিবাজিত বিচিত্র উপচারে—
 গুণ-অরুণ-কিরণে তব সব ভুবন আলা ।

৪৯

ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুণ্ড বেয়ে ।
 ধরণী রাঙা হল রক্তে নেয়ে ।
 ডাকিনী নৃত্য করে প্রসাদ -রক্ত-তরে—
 ভূষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে ।

৫০

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে । আমরা নৃত্য করি সঙ্গে ॥
 দশ দিক আধার ক'রে মাতিল দিক্-বসনা,
 জলে বহির্শিখা রাঙা রসনা—
 দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে ॥
 কালো কেশ উড়িল আকাশে,
 রবি সোম লুকালো তরাসে ।
 রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে—
 জিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে ॥

৫১

ধাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই ।
 কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই ।
 দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে—
 মুখ তো ফিরালি শেষে । অভয় চরণ কাড়লি কই ।

৫২

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে ।
 একদা কী করিয়া মিলন হল দৌহে, কী ছিল বিধাতার মনে ।
 বনের পাখি বলে, ‘খাঁচার পাখি ভাই, বনেতে যাই দৌহে মিলে ।’
 খাঁচার পাখি বলে, ‘বনের পাখি আয়, খাঁচার থাকি নিরিবিলে ।’
 বনের পাখি বলে, ‘না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব ।’
 খাঁচার পাখি বলে, ‘হায়, আমি কেমনে বনে বাহিরিব ।’

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি বনের গান ছিল যত,
 খাঁচার পাখি গাহে শিখানো বুলি তার— দৌহার ভাষা দুইমত ।
 বনের পাখি বলে, ‘খাঁচার পাখি ভাই, বনের গান গাও দেখি ।’
 খাঁচার পাখি বলে, ‘বনের পাখি ভাই, খাঁচার গান লহো শিখি ।’
 বনের পাখি বলে, ‘না, আমি শিখানো গান নাহি চাই ।’
 খাঁচার পাখি বলে, ‘হায় আমি কেমনে বনগান গাই ।’

বনের পাখি বলে, ‘আকাশ ঘন নীল কোথাও বাধা নাহি তার ।’
 খাঁচার পাখি বলে, ‘খাঁচাটি পরিপাটি কেমন ঢাকা চারি ধার ।’
 বনের পাখি বলে, ‘আপনা ছাড়ি দাও মেঘের মাঝে একেবারে ।’
 খাঁচার পাখি বলে, ‘নিরালা কোণে বসে বাঁধিয়া রাখো আপনারে ।’
 বনের পাখি বলে, ‘না, সেথা কোথায় উড়িবারে পাই !’
 খাঁচার পাখি বলে, ‘হায়, মেঘে কোথায় বসিবার ঠাই ।’

এমনি দুই পাখি দৌহারে ভালোবাসে, তবুও কাছে নাহি পায় ।
 খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায় ।
 দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, বুঝাতে নারে আপনায় ।
 দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা— কাতরে কহে, ‘কাছে আয় !’
 বনের পাখি বলে, ‘না, কবে খাঁচার ক্বি দিবে ছার !’
 খাঁচার পাখি বলে, ‘হায়, মোর শক্তি নাহি উড়িবার ।’

৫৩

একদা প্রাতে কুঞ্জে অঙ্ক বালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল পুষ্পমালিকা ।
কণ্ঠে পরি অশ্রুজল ভরিল নয়নে,
বক্ষে লয়ে চুমিহু তার স্নিগ্ধ বয়নে ॥
কহিহু তারে, 'অঙ্ককারে দাঁড়ায়ে রমণী,
কী ধন তুমি করিছ দান না জানো আপনি ।
পুষ্পসম অঙ্ক তুমি অঙ্ক বালিকা,
দেখ নি নিজে মোহন কী যে তোমার মালিকা ।'

৫৪

কেন নিবে গেল বাতি ।
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিহু তারে আগিয়া বাসরবাতি,
তাই নিবে গেল বাতি ॥

কেন ঝরে গেল ফুল ।
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিহু তারে চিস্তিত ভয়াকুল,
তাই ঝরে গেল ফুল ॥

কেন মরে গেল নদী ।
আমি বাধ বাধি তারে চাহি ধরিবারে পাইবারে নিরবধি,
তাই মরে গেল নদী ॥

কেন ছিঁড়ে গেল তার ।
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে দিয়েছিহু ঝঙ্কার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার ॥

৫৫

তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার ।

যৌবনসমুদ্রমাঝে কোন্ পূর্ণিমায় আজি

এসেছে জোয়ার ।

উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে

এ মোর নির্জন তীরে কী খেলা তোমার !

মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে কত নৃত্যে কত হুঁরে

এস কাছে যাও দূরে শতলক্ষবার ॥

কুহুমের মতো খসি পড়িতেছ খসি খসি

মোর বক্ষ-পরে

গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে

প্রাণ সিক্ত ক'রে ।

নিঃশব্দ সৌরভরাশি পরানে পশিছে আসি

হৃৎকষ্পণ পরকাশি নিভৃত অন্তরে ।

পরশপুলকে ভোর চোখে আসে ঘুমঘোর,

তোমার চুম্বন মোর সর্বান্তে সঞ্চারে ।

৫৬

আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো চৈত্রনিশীথশলী ।

তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে কী দেখিছ একা বসি

চৈত্রনিশীথশলী ॥

কত নদীতীরে কত মন্দিরে কত বাতায়নতলে

কত কানাকানি, মন-জানাজানি সাধাসাধি কত ছলে ।

শাখা-প্রশাখার ঝর-জানালার আড়ালে আড়ালে পশি

কত হৃৎকষ্পণ কত কোতুক দেখিতেছ একা বসি

চৈত্রনিশীথশলী ॥

মোরে দেখো চাহি— কেহ কোথা নাহি, শূন্যভবনছাদে

নৈশ পবন কাঁদে ।

তোমারি মতন একাকী আপনি চাহিয়া রয়েছে বসি

চৈত্রনিশীথশলী ॥

৫৭

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও ।'
 দুখিয়া তাহারে কহিয়া কহিহু, 'যাও !'
 সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি, তবু সে গেল না চলি ।
 দাঁড়ালো সমুখে ; কহিহু তাহারে, 'সরো !'
 ধরিল হু হাত ; কহিহু, 'আহা, কী কর !'
 সখী ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে, তবু ছাড়িল না মোরে ।
 শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিহিমিছি ।
 নয়ন বাঁকায়ে কহিহু তাহারে, 'ছি ছি !'
 সখী ওলো সখী, কহি লো শপথ ক'রে তবু সে গেল না স'য়ে ।
 অধরে কপোল পরশ করিল তবু ।
 কাঁপিয়া কহিহু, 'এমন দেখি নি কভু ।'
 সখী ওলো সখী, একি তার বিবেচনা, তবু মুখ ফিরালো না ।
 আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল ।
 কহিহু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল !'
 সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়, মিছে তারে অহুনয় ॥
 আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে ।
 চাহি তার পানে রহিহু অবাক হয়ে ।
 সখী ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে— কেন সে এল না ফিরে ॥

৫৮

এ কি সত্য সকলই সত্য, হে আমার চিরভক্ত ॥
 মোর নয়নের বিজুলি-উজ্জল আলো
 ঘেন ঈশান কোণের ঝটিকার মতো কালো এ কি সত্য ।
 মোর মধুর অধর বধূর নবীন অহুরাগ-সম রক্ত
 হে আমার চিরভক্ত, এ কি সত্য ॥

অতুল মাধুরী ফুটেছে আমার মাঝে,
 মোর চরণে চরণে স্খাসক্রীত বাজে এ কি সত্য ।
 মোরে না হেরিয়া নিশির শিশির বরে,
 প্রভাত-আলোকে পুলক আমারি তরে এ কি সত্য ।
 মোর তপ্তকপোল-পরশে-অধীর সমীর মদিরমত্ত
 হে আমার চিরভক্ত, এ কি সত্য ॥

৫৯

এবার চলিছ তবে ॥

সময় হয়েছে নিকট, এখন বান্ধন ছিঁড়িতে হবে ।
 উচ্ছল জল করে ছলছল,
 জাগিয়া উঠেছে কলকোলাহল,
 তরলীপতাকা চলচঞ্চল কাঁপিছে অধীর রবে ।
 সময় হয়েছে নিকট, এখন বান্ধন ছিঁড়িতে হবে ॥

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর, নির্ধম আমি আজি ।
 আর নাই দেবি, ভৈরবভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি ।
 তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে,
 কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
 প্রভাতে জাগিয়া শূন্ত শয়নে কাঁদিয়া চাহিয়া রবে ।
 সময় হয়েছে নিকট, এখন বান্ধন ছিঁড়িতে হবে ॥

অরুণ তোমার তরুণ অধর করুণ তোমার আঁখি—
 অমিয়বচন সোহাগবচন অনেক রয়েছে বাকি ।
 পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
 স্খময় নীড় পড়ে রবে তার,
 মহাকাশ হতে গুই বায়ে-বায় আমায়ে ডাকিছে সবে ।
 সময় হয়েছে নিকট, এখন বান্ধন ছিঁড়িতে হবে ॥

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর ।
 আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর ।
 কিসেরই বা স্থখ, ক' দিনের প্রাণ !
 ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
 অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে ।
 সময় হয়েছে নিকট, এখন বাধন ছিঁড়িতে হবে ॥

৬০

বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস ।
 হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।
 রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
 গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস ।
 হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥

আমরা স্রুথের ক্ষীত বৃকের ছায়ার তলে নাহি চরি
 আমরা দুথের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি ।
 ভয় ঢাকে যথালম্ব্য বাজিয়ে যাব জয়বাণ,
 ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ ।
 হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥

হে অলক্ষী, রুক্মকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা ।
 তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জানো ছলাকলা ।
 জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা নাইকো তাহে প্রতারণা,
 টানো যখন মরণ-ফাঁসি বল নাকো মিষ্টভাষ ।
 হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥

ধরার যারা সেবা সেবা মাহুষ তারা তোমার ঘরে ।
 তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে ॥
 আমরা বরপুত্র তব যাহাই দিবে তাহাই লব,

তোমায় দিব ধন্তধ্বনি মাথায় বহি সর্বনাশ ।

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা, লক্ষীছাড়ার সিংহাসনে ।

ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে ।

দক্ষ ভালে প্রলয়শিখা দিক্ মা, এঁকে তোমার টিকা,

পর্যাপ্ত লজ্জা লজ্জাহারা— জীর্ণকন্যা ছিন্নবাস ।

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥

লুকোক তোমার ডকা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি ।

পালাক ছুটে গুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা-কানী ।

আত্মপরের-প্রভেদ-ভোলা জীর্ণ দুয়ের নিত্য খোলা,

থাকবে তুমি থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস ।

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥

শকা-তরাস লজ্জা-শরম চুকিয়ে দিলেম স্ততি-নিন্দে ।

ধুলো সে তোমার পায়ের ধুলো তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে ।

আশারে কই, 'ঠাকুরানী, তোমার খেলা অনেক জানি,

যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস ।'

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥

মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো, প্রভাত হল তোমার রাতি'

নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি ।

আমরা দৌড়ে ঘেঁষাঘেঁষি চিরদিনের প্রতিবেশী,

বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ—

বিদায়কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস ॥

৬১

ভাঙা দেউলের দেবতা,

তব বন্দনা রচিত, ছিন্না বীণার তন্ত্রী বিরতা ।

সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শব্দ তোমার আরতিবারতা ।

তব মন্দির স্থিরগম্ভীর, ভাঙা দেউলের দেবতা ॥

তব জনহীন ভবনে

থেকে থেকে আসে বাকুল গন্ধ নববসন্তপবনে ।

যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য, রাখে নি ও রাঙা চরণে,

সে ফুল ফোটার আসে সমাচার জনহীন ভাঙা ভবনে ॥

পূজাহীন তব পূজারি

কোথা সারা দিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারি ।

গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায় চির-উপবাস-ভুখারি

ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারি ॥

ভাঙা দেউলের দেবতা,

কত উৎসব হইল নীরব, কত পূজানিশা বিগত ।

কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা কত যায় কত কব তা—

শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন ভাঙা দেউলের দেবতা ॥

৬২

যদি জোটে রোজ

এমনি বিনি পয়সায় ভোজ ।

ডিশের পরে ডিশ

শুধু মটন কারি ফিশ,

সঙ্গে তারি হইলি সোডা ছ-চার রয়াল ডোজ ।

পরের তহবিল

চোকায় উইল্‌সনের বিল—

থাকি মনের স্বখে হাত্মমুখে, কে কার রাখে খোজ ॥

৬৩

অভয় দাও তো বলি আমার

wish কী—

একটি ছটাক সোড়ার জলে
পাকী তিন পোয়া হইলি ॥

৬৪

কত কাল যবে বল' ভারত য়ে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য ক'রে ।
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন—
ধর' হইলি-সোড়া আর মূর্গি-মটন ।
যাও ঠাকুর চৈতন-চুটকি নিয়া—
এস' দাড়ি নাড়ি কলিমদি মিয়া ।

৬৫

কী জানি কী ভেবেছ মনে
খুলে বলো ললনে ।
কী কথা হয় ভেসে যায়
ওই ছলোছলো ছুটি নয়নে ।

৬৬

পাছে চেয়ে বসে আমার মন,
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি ।
পাছে চোখে চোখে পড়ে বীধা,
আমি তাই তো তুলি নে আঁধি ॥

৬৭

বড়ো থাকি কাছাকাছি,
তাই ভয়ে ভয়ে আছি ।
নয়ন বচন কোথায় কখন
বাজিলে বাঁচি না-বাঁচি ॥

৬৮

যারে মরণ-দশায় ধরে
 সে যে শতবার ক'রে মরে ।
 পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে
 তত আগুনে কাঁপিয়ে পড়ে ॥

৬৯

দেখব কে তোর কাছে আসে—
 তুই রবি একেশ্বরী,
 একলা আমি রইব পাশে ॥

৭০

তুমি আমায় করবে মন্ত লোক—
 দেবে লিখে রাজ্যের টিকে
 প্রসন্ন ওই চোখ ॥

৭১

চির-পুরানো চাঁদ,
 চিরদিবস এমনি থেকে আমার এই সাধ ॥
 পুরানো হাসি পুরানো স্মৃতি মিটার মম পুরানো স্মৃতি—
 নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ ॥

৭২

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে—
 পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে,
 ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধ'রে
 বিহ্বলতের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে ॥

৭৩

ভুলে ভুলে আঁজ ভুলময় ।
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময় ।
আনন্দ-চেউ ভুলের সাগরে
উছলিয়া হোক কুলময় ॥

৭৪

সকলই ভুলেছে ভোলা মন ।
ভোলে নি, ভোলে নি শুধু
ওই চন্দ্রানন ॥

৭৫

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে ।
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে ॥

৭৬

বিরহে মরিব ব'লে ছিল মনে পণ,
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ ॥
ভেবেছিহু অশ্রুজলে ডুবিব অকুলতলে—
কাহার সোনার তরী করিল তারণ ॥

৭৭

কার হাতে যে ধরা দেব, প্রাণ,
তাই ভাবতে বেলা অবসান ॥
ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে যে মন—
বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান ॥

৭৮

ওগো হৃদয়বনের শিকারী,
 মিছে তারে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারি ॥
 সহস্রবার পায়ের কাছে আপনি যে জন ম'রে আছে
 নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী ॥

৭৯

ওগো দয়াময়ী চোর, এত দয়া মনে তোর !
 বড়ো দয়া ক'রে কঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর ।
 বড়ো দয়া ক'রে চুরি ক'রে লও শূন্য হৃদয় মোর ॥

৮০

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া, বেগে বহে শিরাধমনী ।
 হায় হায় হায়, ধরিবারে তায় পিছে পিছে ধায় রমণী ॥
 বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল, লটপট বেণী হ্লে চঞ্চল—
 একি রে বঙ্গ ! আকুল-অঙ্গ ছুটে কুবঙ্গগমনী ॥

৮১

আমি কেবল ফুল জোগাব
 তোমার দুটি রাঙা হাতে ।
 বুদ্ধি আমার খেলে নাকে
 পাহারা বা মন্ত্রণাতে ॥

৮২

মনোমন্দিরহৃন্দরী ! মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি
 অলদঞ্চলা চলচঞ্চলা ! অগ্নি মঞ্জুলা মুঞ্জরী !
 রোষাকর্ণরাগরঞ্জিতা ! বঙ্কিম-ভুরু-ভঙ্কিতা !
 গোপনহাস্ত-কুটিল-আস্ত্র কপটকলহগঞ্জিতা !
 সঙ্কোচনভ-অঙ্গিনী ! ভয়ভঙ্গুরভঙ্গিনী !

চকিত চপল নবকুরঙ্গ যৌবনবনরঙ্গিনী !
 অগ্নি থলছল গুপ্তিতা ! মধুকরভরকুণ্ঠিতা
 লুকপবন -স্কন্ধ-লোভন মল্লিকা অবলুপ্তিতা !
 চুস্বনধনবক্ষিনী দুর্লভগর্বমক্ষিনী !
 কঙ্ককোরক -সঞ্চিত-মধু কঠিনকনককজ্জিনী ॥

৮৩

তোমার কটি তটের ধটি কে দিল রাড়িয়া—
 কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আড়িয়া ॥
 বিহানবেলা আড়িনাতলে এসেছ তুমি কী খেলাছলে—
 চরণ দুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাড়িয়া ।
 তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাড়িয়া ॥
 কিসের স্মৃতি সহাস মুখে নাচিছ বাছনি—
 দুয়ার-পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি ।
 তাখেই-খেই তালির সাথে কাকন বাজে মায়ের হাতে—
 রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে বেণুর পাঁচনি ।
 কিসের স্মৃতি সহাস মুখে নাচিছ বাছনি ।
 নিখিল শোনে আকুল-মনে নূপুর-বাজনা,
 তপন-শশী হেরিছে বসি তোমার সাজনা ।
 ঘুমাও যবে মায়ের বুকে আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
 জাগিলে পরে প্রভাত করে নয়ন-মাজনা ।
 নিখিল শোনে আকুল-মনে নূপুর-বাজনা ॥

৮৪

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে ।
 ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে ॥
 দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী, শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি—
 সঙ্কটশরণা তুমি দৈন্তদুঃখহারী
 মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে ॥

৮৫

আমরা বসব তোমার সনে—
 তোমার শরিক হব রাজার রাজা,
 তোমার আধেক সিংহাসনে ।
 তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত—
 তারা জানে না যে মোদের গরব কত ।
 তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি,
 তুমি ডেকে লও গো আপন জনে ॥

৮৬

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ ।
 সকলই যে স্বপ্ন ব'লে হতেছে বিশ্বাস ।
 তুমি গগনেরই তারা মর্তে এলে পথহারা—
 এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরই হাস ॥

৮৭

কবরীতে ফুল শুকালো
 কাননের ফুল ফুটল বনে ।
 দিনের আলো প্রকাশিল,
 মনের সাধ বহিল মনে ॥

৮৮

মলিন-মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক হু নয়ন ।
 মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ ।
 অশ্রু-ধোওয়া কাজল-রেখা আবার চোখে দিক-না দেখা,
 শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে কুহুমবন্ধন ॥

৮৯

ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি টুটবে না ।
 ওর মনের বেদন থাকবে মনে, প্রাণের কথা ফুটবে না ॥

কঠিন পাষণ বৃকে লয়ে নাই রহিল অটল হয়ে
প্রেমতে ওই পাথর ক'য়ে চোখের জল কি ছুটবে না ?।

৯০

আজ আমার আনন্দ দেখে কে !
কে জানে বিদেশ হতে কে এসেছে—
ঘরে আমার কে এসেছে ! আকাশে উঠেছে চাঁদা,
সাগর কি থাকে বাঁধা— বসন্তরায়ের প্রাণে চেটে উঠেছে ॥

৯১

আর কি আমি ছাড়ব তোরে ।
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম,
জোর ক'রে রাখিব ধ'রে ।
শূন্য করে হৃদয়পুরী মন যদি করিলে চুরি
তুমিই তবে থাকো সেখায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'রে ॥

৯২

যেখানে রূপের প্রভা নয়ন-লোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে ঠাকুরদাদা ।
যেখানে রসিকসভা পরম-শোভা
সেখানে এমন রসের খোলা কে ঠাকুরদাদা ।
যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচা-কেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে ।
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে ঠাকুরদাদা ॥

৯৩

এই একলা মোদের হাজার মাহুষ দাদাঠাকুর,
 এই আমাদের মজার মাহুষ দাদাঠাকুর ॥
 এই তো নানা কাজে, এই তো নানা সাজে,
 এই আমাদের খেলার মাহুষ দাদাঠাকুর।
 সব মিলনে মেলাব মাহুষ দাদাঠাকুর ॥
 এই তো হাসির দলে, এই তো চোখের জলে,
 এই তো সকল কণের মাহুষ দাদাঠাকুর।
 এই তো ঘরে ঘরে, এই তো বাহির করে
 এই আমাদের কোণের মাহুষ দাদাঠাকুর।
 এই আমাদের মনের মাহুষ দাদাঠাকুর ॥

৯৪

বাজে রে বাজে রে

ওই কুদ্রতালে বজ্রভেরী—

দলে দলে চলে প্রলয়রঙ্গে বীরসাজে রে !
 দ্বিধা ত্রাস আলস নিস্ত্রা ভাঙে লাজে রে !
 উড়ে দীপ্ত বিজয়কেতু শূন্য মাঝে রে !
 আছে কে পড়িয়া পিছে মিছে কাজে রে ॥

৯৫

মোরা চলব না।

মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না ॥
 সূর্যতারা আগুন ভুগে জ্বলে মরুক যুগে যুগে—
 আমরা যতই পাই-না জালা জলব না ॥
 বনের শাখা কথা বলে, কথা জাগে সাগরজলে—
 এই ভুবনে আমরা কিছুই বলব না।
 কোথা হতে লাগে রে টান, জীবন-জলে ডাকে রে বান—
 আমরা তো এই প্রাণের টলয় টলব না ॥

৯৬

পথে যেতে তোমার সাথে মিলন হল দিনের শেষে ।
 দ্বৈত গিয়ে, সাঁঝের আলো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে ।
 দেখা তোমায় হোক বা না-হোক
 তাহার লাগি করব না শোক—
 কণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার চরণ চাকি এলো কেশে ॥

৯৭

আমার নিকড়িয়া-বসের বসিক কানন ঘুরে ঘুরে
 নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন স্বরে ।
 আমার ঘর বলে, 'তুই কোথায় যাবি, বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি !'
 আমার প্রাণ বলে, 'তোমার যা আছে সব যাক্-না উড়ে পুড়ে ।'
 ওগো, যায় যদি তো যাক্-না চুকে, সব হারাব হাসিমুখে—
 আমি এই চলেছি মরণহুধা নিতে পরান পূরে ।
 ওগো, আপন যারা কাছে টানে এ রস তারা কেই বা জানে—
 আমার বঁকা পথের বঁকা সে যে ডাক দিয়েছে দূরে ।
 এবার বঁকার টানে সোজার বোঝা পড়ুক ভেঙে-চুরে ॥

৯৮

যখন দেখা দাঁড় নি, রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি !
 এখন চোখে চোখে চেয়ে স্বর যে আমার গেল ভাসি !
 তখন নানা তানের ছলে
 ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
 এখন আমার সকল কাঁদা বাধার রূপে উঠল হাসি ॥

৯৯

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
 স্বর্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল ।

বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে, সবার কানে বাজবে না সে—
দেখ্ লো চেয়ে যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল ॥

১০০

মধুখতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে—
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে ।
যায় যে জনা সেই শুধু যায়, ফুল কোটা তো ফুরায় না হায়—
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলই ঝরে পড়ে বেলশেষে ॥
যখন আমি ছিলাম কাছে তখন কত দিয়েছি গান—
এখন আমার দূরে যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান ।
পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে—
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আঘাত এসে ॥

১০১

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে ।
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী—
কূলে ভিড়বে না রে ॥
কোন পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে—
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে ॥

১০২

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে হৃদয়মাঝে, হৃদয়মাঝে ।
নাচে রে নাচে চরণ নাচে প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে ।
প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে— তারায় তারায় কাঁপন লাগে ।
মরমে মরমে বেদনা ফুটে— বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে ॥

১০৩

আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাবে যদি ও ভাই রে,
থাক বাইরে বাঁধন তবে নিরবধি ।
যদি সাগর যাবার হুকুম থাকে
থাক তটের বাঁধন বাঁকে বাঁকে,
তবে বাঁধে বাঁধে গান গাবে নদী ভাই রে ॥

১০৪

এতদিন পরে মোরে
আপন হাতে বেঁধে দিলে মুক্তিভোরে ।
সাবধানীদের পিছে পিছে
দিন কেটেছে কেবল মিছে,
ওদের বাঁধা পথের বাঁধন হতে টেনে নিলে আপন ক'রে ॥

১০৫

নূতন পথের পথিক হয়ে আলে, পুরাতন সাধি,
মিলন-উষায় ঘোমটা খসায় চিরবিরহের রাতি ।
যারে বারে বারে হারিয়ে মেলে
আজ প্রাতে তার দেখা পেল
নূতন করে পায়ের তলে দেব হৃদয় পাতি ॥

১০৬

কাজ ভোলাবার কে গো তোরা !
রঙিন সাজে কে যে পাঠায়
কোন্ সে ভুবন-মনো-চোরা !
কঠিন পাথর সারে সারে
দেয় পাহারা গুহার দ্বারে,
হাসির ধারায় ডুবিয়ে তারে
করাও রসের স্রুধা-ঝোরা !

স্বপন-তরীর তোরা নেয়ে
 লাগল পালে নেশার হাওয়া,
 পাগ্লা পরান চলে গেয়ে ।
 কোন্ উদাসীর উপবনে
 বাজল বাঁশি কণে কণে,
 ভুলিয়ে দিল ঈশান কোণে
 ঝঙ্কা ঘনায় ঘনঘোরা ।

১০৭

শেষ ফলনের ফসল এবার
 কেটে লও, বাঁধো ঝাটি ।
 বাকি যা নয় গো নেবার
 মাটিতে হোক তা মাটি ॥

১০৮

বাঁধন কেন ভূষণ-বেশে
 তোরে ভোলায়, হায় অভাগী ।
 মরণ কেন মোহন হেসে
 তোরে দোলায়, হায় অভাগী ॥

১০৯

দয়া করো, দয়া করো প্রভু, ফিরে ফিরে
 শত শত অপরাধে অপরাধিনীয়ে ॥
 অন্তরে রয়েছ জাগি, তোমার প্রসাদ-লাগি
 দুর্বল পরান বাধা ঘটায় বাহিরে ॥
 শকা আসে, লজ্জা আসে, মরি অবসাদে ।
 দৈন্তরাশি ফেলে গ্রাসি, ঘেঁরে পরমাদে ।
 ক্লান্ত দেহে তব্রা লাগে, ধুলায় শয়ন মাগে—
 অপথে জাগিয়া উঠি তাসি আখিনীয়ে ॥

১১০

জয় জয় জয় হে জয় জ্যোতির্ময়—
 মোহকলুষঘন কর' কর' কর' কর' ।
 অগ্নিপরশ তব কর' কর' দান,
 কর' নির্মল মম তহুম্ন প্রাণ—
 বন্ধনশৃঙ্খল নাহি সয়, নাহি সয় ।
 গুঢ় বিষ যত কর' উৎপাটিত ।
 অমৃতদ্বার তব কর' উদ্ঘাটিত ।
 যাচি যাত্রিদল, হে কর্ণধার,
 স্তুতিসাগর কর' কর' পার—
 স্বপ্নের সঞ্চয় হোক লয়, হোক লয় ॥

১১১

বাজো রে বাঁশরি, বাজো ।
 সুন্দরী, চন্দনমালায় মঙ্গলসঙ্ঘায় সাজো ॥
 বুঝি মধুফাস্তনমাসে চঞ্চল পাশ্বে সে আসে—
 মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক অঙ্কনে ফোটে নি কি আজও ॥
 রক্তিম অংগুক মাথে, কিংগুককঙ্কণ হাতে,
 মঞ্জীরঝঙ্কত পায়ে সৌরভমহুর বায়ে
 বন্দনসঙ্গীতগুঞ্জনমুখরিত নন্দনকুঞ্জে বিরাজো ॥

১১২

তোমায় সাজাব যতনে কুহুমে রতনে
 কেয়ুরে কঙ্কণে কুহুমে চন্দনে ॥
 কুস্তলে বেষ্টিত স্বর্ণজালিকা, কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
 সীমন্তে সিন্দূর অরুণ বিন্দুর— চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে ॥
 সখীরে সাজাব সখার প্রেমে অলঙ্কা প্রাণের অমূল্য হেমে ।
 সাজাব সকরণ বিরহবেদনায়, সাজাব অক্ষয় মিলনসাধনায়—
 অধুর লজ্জা রচিব সজ্জা যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে ॥

১১৩

নমো নমো শচীচিত্তরঞ্জন, সন্তাপভঞ্জন-
 নবজলধরকান্তি, ঘননীল-অঞ্জন— নমো হে, নমো নমো ।
 নন্দনবীথির ছায়ে তব পদপাতে নব পারিজাতে
 উড়ে পরিমল মধুরাতে— নমো হে, নমো নমো ।
 তোমার কটাক্ষের ছন্দে যেনকার মঞ্জীরবন্ধে
 জেগে ওঠে গুঞ্জন মধুকরগঞ্জন— নমো হে, নমো নমো ।

১১৪

নহ মাতা, নহ কস্তা, নহ বধু, স্কন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্বশী ।
 গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা প্রান্ত দেহে অর্ণাঞ্চল টানি
 তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি আলো সন্ধ্যাদীপখানি ।
 দ্বিধায় অভিভূত পদে কস্ত্রবন্ধে নম্রনেত্রপাতে
 স্মিতহাস্তে নাহি চল লজ্জিত বাসরশয্যাতে অর্ধরাতে ।
 উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা তুমি অকুণ্ঠিতা ॥
 সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পূলকে উল্লসি
 হে বিলোল হিলোল উর্বশী,
 ছন্দে নাচি উঠে সিদ্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
 শস্ত্রশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
 তোমার মন্দির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে,
 মধুমত্ত ভৃঙ্গ-সম যুদ্ধ কবি ফিরে লুক্ক চিতে উদ্দাম গীতে ।
 নৃপুংর গুঞ্জরি চলো আকুল-অঞ্চলা বিহ্বাতচঞ্চলা ॥

১১৫

গ্রহরশ্মির আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস—
 তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ ॥
 এ সংসারের নিত্য খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
 বাটে বাটে হাজার লোকের হস্ত-পরিহাস—
 মারুখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ ॥

আমের বনে দোলা লাগে, মুকুল পড়ে কঁরে—
চিরকালের চেনা গন্ধ হাওয়ায় গুঠে ভঁরে ।
মজ্জরিত শাখায় শাখায়, মউমাছিদের পাখায় পাখায়,
কণে কণে বসন্তদিন ফেলেছে নিশাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ ।

১১৬

বলেছিল 'ধরা দেব না', শুনেছিল সেই বড়াই ।
বীরপুরুষের নয় নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই ।
তার পরে শেষে কী যে হল কার,
কোন দশা হল জয়পতাকার ।—
কেউ বলে জিৎ, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই ।

১১৭

গুরুপদে মন করো অর্পণ, ঢালো ধন তাঁর খুলিতে ।
লঘু হবে ভার, হবে নাকো আর ভবের দোলায় ছলিতে ।
হিসাবের খাতা নাড়ো ব'সে ব'সে, মহাজনে নেন্ন সুদ ক'বে ক'বে—
খাটি যেই জন সেই মহাজনে কেন থাক হায় ভুলিতে ।
দিন চলে যায় ট্যাকে টাকা হায় কেবলই খুলিতে ভুলিতে ।

১১৮

শোন্ রে শোন্ অবোধ মন,—
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি সেই স্বমুক্তি কর গ্রহণ ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তিযুক্তা কর অন্বেষণ,
ওরে ও তোলা মন ।

১১৯

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস !
কীড়াসরলীনিরে রাজহংস ।

তান্দ্রকূটঘনধূমবিলাসী ! তান্দ্রাতীরনিবাসী !
সব-অবকাশ-ধ্বংস ! যমরাজেরই অংশ ॥

১২০

তোলন-নামন পিছন-সামন ।
বায়ে ডাইনে চাই নে, চাই নে ।
বোসন-গুঠন ছড়ান-গুটন ।
উন্টো-পান্টা ঘূর্ণি চালটা— বাস্ ! বাস্ ! বাস্ !

১২১

আমরা চিত্র অতি বিচিত্র,
অতি বিস্তৃত, অতি পবিত্র ।
আমাদের যুদ্ধ নহে কেহ জুঁক ।
ওই দেখো গোলাম অতিশয় মোলাম ।
নাহি কোনো অস্ত্র থাকি-রাঙা বস্ত্র ।
নাহি লোভ, নাহি ক্লোভ ।
নাহি লাফ, নাহি ঝাঁপ ।
যথারীতি জানি, সেই মতো মানি ।
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র ।
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা ॥

১২২

চিঁড়েতন হর্তন ইষ্কাবন
অতি সনাতন ছন্দে কবুতেছে নর্তন ।
কেউ বা উঠে কেউ পড়ে,
কেউ বা একটু নাহি নড়ে,
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে করে কালকর্তন ॥

নাহি কহে কথা কিছু—
 একটু না হাসে, সামনে যে আসে
 চলে তারি পিছু পিছু ।
 বাধা তার পুরাতন চালটা,
 নাই কোনো উল্টা-পাল্টা— নাই পরিবর্তন ॥

১২৩

চলো নিয়ম-মতে ।
 দূরে তাকিয়ে নাকো, ঘাড় বাঁকিয়ে নাকো !
 চলো সমান পথে ।
 ‘হেরো অরণ্য ওই, হোথা শৃঙ্খলা কই—
 পাগল ঝর্নাগুলো দক্ষিণপর্বতে ।’
 ও দিক চেয়ো না, চেয়ো না— যেয়ো না, যেয়ো না ।
 চলো সমান পথে ॥

১২৪

হা-আ-আ-আই ।
 নাই কাজ নাই ।
 দিন যায়, দিন যায় ।
 আয় আয়, আয় আয় ।
 হাতে কাজ নাই ॥

১২৫

হাঁচ্ছোঃ !— ভয় কী দেখাচ্ছ ।
 ধরি টিপে টুঁটি, মুখে মারি মুঠি—
 বলো দেখি কী আরাম পাচ্ছ ।
 হাঁচ্ছো । হাঁচ্ছো ॥

১২৬

ইচ্ছে!— ইচ্ছে!

সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,

সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।

সেই তো আঘাত করছে তালায়, সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়-
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে।

১২৭

আমরা দু'র আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা সব যত—

বকুলবনের গন্ধে আকুল মউমাছিদের মতো।

সূর্য ওঠার আগে মন আমাদের আগে—

বাতাস থেকে ভোর-বেলাকার সুর ধরি সব কত।

কে দেয় রে হাতছানি

নীল পাহাড়ের মেঘে মেঘে, আভাস বুঝি জানি।

পথ যে চলে বেকে বেকে অলখ-পানে ডেকে ডেকে

ধরা যারে যায় না তারি ব্যাকুল খোঁজেই রত।

১২৮

বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে,

নীল আকাশে পাড়ি দেব খ্যাপা হাওয়ার স্রোতে।

আমের মুকুল ফুটে ফুটে যখন পড়ে ক'রে ক'রে

মাটির আঁচল ভ'রে ভ'রে—

করাই আমার মনের ক্রথা ভরা ফাগুন-চোতে।

কোথা তুই প্রাণের দোশয় বেড়াস ঘুরি ঘুরি—

বনবীথির আলোছায়ায় করিস লুকোচুরি।

আমার একলা বাঁশি পাগলামি তার পাঠায় দিগন্তরে

তোমার গানের তরে—

কবে বসন্তের আগিমে দেব আমাতে আর তোতে।

১২৯

তুনি ওই কহুঝুহু পায়ে পায়ে নৃপুংস্বরিনি
 চকিত পথে বনে বনে ।
 নির্ঝর ঝরো ঝরো ঝরিছে দূরে,
 জলভলে বাজে শিলা ঠুহু-ঠুহু ঠুহু-ঠুহু ॥
 ঝিল্লিঝল্লত বেণুবনছায়া পল্লবমর্মরে কাঁপে,
 পাপিয়া ভাকে, পুলকিত শিরীষশাখে
 দোল দিয়ে যায় দক্ষিণবায় পুন পুন ॥

১৩০

এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ডালা ।
 ভরা হল— কে নিবি কে নিবি গো, গাঁথিবি বরণমালা ।
 চম্পা চামেলি সঁউতি বেলি
 দেখে যা সাজি আজি রেখেছি মেলি—
 নবমালতীগন্ধ-ঢালা ॥
 বনের মাধুরী হরণ করো তরুণ আপন দেহে ।
 নববধু, মিলনভুলগন-রাজ্রে লও গো বাসরগেহে—
 উপবনের সৌরভভাষা,
 রসতৃষিত মধুপের আশা ।
 রাজিজাগর রজনীগন্ধা—
 করবী রূপসীর অলকানন্দা—
 গোলাপে গোলাপে মিলিয়া মিলিয়া রচিবে মিলনের পালা ॥

১৩১

হৃদের জালে কে জড়ালে আমার মন,
 আমি ছাড়াতে পারি নে সে বন্ধন ।
 আমার অজানা গহনে টানিয়া নিয়ে যে যার,
 বরন-বরন খপনছায়ায় করিল বগন ॥

জানি না কোথায় চরণ ফেলি, মরীচিকায় নয়ন মেলি—
 কী ভুলে ভুলালো দূরের বাঁশি ! মন উদাসী
 আপনায়ের হারালো, ধ্বনিতে আবৃত চেতন ॥

১৩২

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে !
 মেলে দিলেম গানের স্বরের এই ডানা মনে মনে ।
 তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপ-কথার,
 পথ ভুলে যাই দূর পায়ে সেই চূপ-কথার—
 পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা মনে মনে ॥
 সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশ-কুহুম তুলি ।
 সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
 আমি যাই ভেসে দূর দিশে—
 পরীর দেশে বন্ধ ছয়ার দ্বিই হানা মনে মনে ॥

জাতীয় সংগীত

ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুবাশি
যত দিন সিদ্ধু না ফেলিবে গ্রাসি তত দিন তুই কাঁদ রে ।
এই হিমগিরি পশিয়া আকাশ প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি-ইতিহাস
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে
তত দিন তুই কাঁদ রে ॥

যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া সে দিন তো আর আসিবে না ।
যে রবি পশ্চিমে পড়েছে চলিয়া সে আর পূর্বে উঠিবে না ।
এমনি সকল নীচ হীনপ্রাণ জনমেছে তোর কলঙ্কী সন্তান
একটি বিন্দু অশ্রুও কেহ তোমার তরে দেয় না ঢালি ।
যে দিন তোমার তরে শোণিত ঢালিত সে দিন যখন গিয়াছে চলি
তখন, ভারত, কাঁদ রে ॥

তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে রেখেছ সাজারে ভারতকায় ।
ভারতের বনে পাখি গায় গান, স্বর্ণমেঘ-মাথা ভারতবিমান—
হেথাকার লতা ফুলে ফুলে ভরা, স্বর্ণশস্ত্রময়ী হেথাকার ধরা—
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায় ।

কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি রোগশুষ্কমুখে হাসিরাশি ভরি
রূপের গরব করিস হায় ।

যে দিন গিয়াছে সে তো ফিরিবে না,
তবে, রে ভারত, কাঁদ রে ॥

ভারত, তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া শরমে মলিন মুখ লুকাইয়া
আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব, বিজনে বিবাহে বাঁধা ঝাড়িব,
তাতেও যখন স্বাধীনতা নাই
তখন, ভারত, কাঁদ রে ॥

২

অগ্নি বিবাদিনী বীণা, আর সখী, গা লো সেই-সব পুরানো গান-
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া দে-না লো আঁধার প্রাণ ॥
হা রে হতবিধি, মনে পড়ে তোর সেই একদিন ছিল
আমি আর্থলক্ষ্মী এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী বীণা করে লয়ে
যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া জগত চমকি উঠিয়াছিল ॥
আমি অর্জুনেব— আমি যুধিষ্ঠিরে করিয়াছি স্তনদান ।
এই কোলে বসি বাল্মীকি করেছে পুণ্য রামায়ণ গান ।

আজ অভাগিনী— আজ অনাধিনী
ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকায়ে লুকায়ে নীরবে নীরবে কাঁদি,
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া একটি সন্তান উঠে বে জাগিয়া !

কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি ॥

হায় রে বিধাতা, জানে না তাহারা সে দিন গিয়াছে চলি
যে দিন মুছিতে বিন্দু-অশ্রুধার কত-না করিত সন্তান আমার—
কত-না শোণিত দিত রে ঢালি ॥

৩

শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেবদেব, প্রভু, দয়াময়—
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয় ॥
চিরদিন আঁধার না রয়— রবি উঠে, নিশি দূর হয়—
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয় ।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন ? চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?
মরবে লুকানো কত দুখ, চাকিয়া রয়েছে গ্লান মূখ—
কাঁদিবার নাই অবসর— কথা নাই, শুধু ফাটে বুক ।
সকোচে স্ত্রিয়মাণ প্রাণ, দশ দিশি বিভীষিকাময়—
হেন হীন দীনহীন দেশে বৃষ্টি ভব হবে না আলয় ।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ॥

কোনো কালে তুলিব কি মাথা । আগিবে কি অচেতন প্রাণ ।

ভারতের প্রভাতগগনে উঠিবে কি তব জয়গান ।

আখ্যায়চন কোনো ঠাই কোনোদিন শুনিতে না পাই—

শুনিতে তোমার বাণী তাই মোরা সব রয়েছি চাহিয়া ।

বলো, প্রভু, মুছিবে এ আশি, চিরদিন ফাটিবে না হিয়া ।

৪

একি অন্ধকার এ ভারতভূমি!

বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি ।

প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে— কে তারে উদ্ধার করিবে ।

চারি দিকে চাই, নাহি হেরি গতি । নাহি যে আশ্রয়, অসহায় অতি ।

আজি এ আধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে ।

তুমি চাও পিতা, ঘৃণাও এ দুখ । অভাগা দেশেরে হোয়ো না বিমুখ—

নহিলে আধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে ।

দেখো চেয়ে তব সহস্র সন্তান লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,

কাদিছে সহিছে শত অপমান— লাজ মান আর থাকে না ।

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, তোমারেও তাই গিয়েছে তুলিয়া,

দয়াময় ব'লে আকুলহৃদয়ে তোমারেও তারা ডাকে না ।

তুমি চাও পিতা, তুমি চাও চাও । এ হীনতা-পাপ এ দুখ ঘৃণাও ।

ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও— নহিলে এ দেশ থাকে না ।

তুমি যবে ছিলে এ পুণ্যভবনে কী সৌরভসুধা বহিত পবনে,

কী আনন্দগান উঠিত গগনে, কী প্রতিভাজ্যোতি জলিত ।

ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান অনন্তসদনে করিত প্রায়াণ—

তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া সকলে মিলিয়া চলিত ।

আজ কী হয়েছে ! চাও পিতা, চাও । এ তাপ এ পাপ এ দুখ ঘৃণাও ।

মোরা তো রয়েছি তোমারি সন্তান

যদিও হয়েছে পতিত ।

৫

চাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে ।
 বিহগেরা থামো থামো । আধারে কান্দো গো তুমি ধরা ।
 গাবে যদি গাও রে সবে গাও রে শত অশনি-মহানিনাদে—
 ভীষণ প্রলয়সঙ্গীতে জাগাও জাগাও, জাগাও রে এ ভারতে ।
 বনবিহঙ্গ, তুমি ও স্বথগীতি গেয়ো না । প্রমোদমন্দিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে
 আনন্দরাগিণী আজি কেন বাজিছে এত হ্রসবে—
 ছিঁড়ে ফেল্ বীণা আজি বিবাদের দিনে ॥

৬

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে
 নগরে প্রান্তরে বনে বনে । অশ্রু ঝরে দু নয়নে,
 পাষণ্ড হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে ।
 জলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক গান গায়—
 নয়নে অনল ভায়— শূন্য কাঁপে অভভেদী বজ্রনির্ঘোষে !
 ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে ॥

ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই ।
 তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলই ।
 তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুঃখে কাঁদাব ।
 তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যাগিব ।
 সকল দুঃখ সহিব স্নেহে
 তোমারি মুখ চাহিয়ে ॥

৭

এক স্ত্রে বাধিয়াছি সহস্রটি মন,
 এক কার্ঘ্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
 বন্দে মাতরম্ ॥

আম্বক সহস্র বাধা, বাধুক প্রায়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—

বন্দে মাতরম্ ॥

আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝার,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব-হেলায় ।
টুটে তো টুটুক এই নম্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন—
বন্দে মাতরম্ ॥

৮

তোমারি তরে, মা, সঁপিছ এ দেহ । তোমারি তরে, মা, সঁপিছ প্রাণ ॥
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাহিবে গান ॥
যদিও এ বাহু অক্ষয় দুর্বল তোমারি কার্ষ সাধিবে ।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে ॥
যদিও, হে দেবী, শোণিতে আমার কিছুই তোমার হবে না
তবু, ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে—
নিভাতে তোমার যাতনা ।

যদিও, জননী, যদিও আমার এ বীণায় কিছু নাহিক বল
কী জানি যদি, মা, একটি সন্তান জাগি উঠে শুনি এ বীণাতান ॥

৯

তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ ।

পলে পলে মরি সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান ॥
কথার বাঁধুনি, কাঁহুনির পালা— চোখে নাহি কারো নীর ।
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির ।
কাঁদিয়ে সোহাগ, ছি ছি একি লাজ ! জগতের মাঝে ভিখারির সাজ—
আপনি করি নে আপনার কাজ, পরের 'পরে অতিমান ॥
আপনি নামাও কলঙ্কপশরা, যেয়ো না পরের দ্বার—
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার ।

‘দাঁও দাঁও’ ব’লে পরের পিছু পিছু কাদিয়া বেড়ালে মেলেনা তো কিছু—
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে করো দান ।

১০

কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে ।

এরা চাহে না তোমাতে চাহে না যে, আপন মায়েই নাহি জানে ।
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না— মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভাণে ।
তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি— স্বর্ণশস্ত্র তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত গুণ্যকাহিনী ।

এরা কী দেবে তোরে ! কিছু না, কিছু না । মিথ্যা কবে শুধু হীনপরানে ।
মনের বেদনা রাখো, মা, মনে । নয়নবারি নিবারো নয়নে ।
মুখ লুকাও, মা, ধূলিশয়নে— ভুলে থাকো যত হীন সম্বন্ধে ।
শূন্ত-পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি দেখো কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী ।
হৃৎ জ্ঞানায় কী হবে, জননী, নির্মম চেতনাহীন পাষাণে ।

১১

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রিপাষণ কেঁদে গলে যাক— মুখ তুলে আজি চাহো রে ।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি, হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি—
প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি নির্ভয়ে আজি গাহো রে ।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েই ঘেরিলে দশ দিক স্তম্ভে হাসিবে ।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন— আসিবে সে দিন আসিবে ।
আপনার মায়ে মা ব’লে ডাকিলে, আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে পুণ্য শ্রেমের বাতাসে ।
সেখায় বিব্রাজে দেব-আশীর্বাদ— না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ—
যুগে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ— বিমল প্রতিভা বিকাশে ।

১২

কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীয়ে ।

কে বুঝা আশাতরে চাহিছে মুখ'পরে ।

সে যে আমার জননী রে ।

কাহার স্বধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি ।

কাহার ভাষা হার ভুলিতে সব চায় ।

সে যে আমার জননী রে ।

কণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি চিনিতে আর নাহি পারি ।

আপন সন্তান করিছে অপমান—

সে যে আমার জননী রে ।

পুণ্য কুটিরে বিষণ্ণ কে বসি সাজাইয়া অন্ন ।

সে স্নেহ-উপহার কচে না মুখে আর ।

সে যে আমার জননী রে ।

১৩

হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান ।

তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান ।

এনেছি মোদের দেহের শক্তি, এনেছি মোদের মনের তকতি,

এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ—

এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমাতে করিতে দান ।

কাকনখালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিকো জুটে ।

যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে ।

সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন— দীনের এ পূজা, দীন আরোজন—

চিরদারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধূলা লুটে ।

স্বরতুল্য তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে ।

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়।

ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।

দৈত্বেয় মাঝে আছে তব ধন, মোনের মাঝে রয়েছে গোপন

তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন— তাই আমাদের দিয়ে।

পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র তব।

দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব।

যে জীবন ছিল তব তপোবনে, যে জীবন ছিল তব রাজ্যাসনে,

মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিস্ত ভরিয়া লব।

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব ॥

১৪

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা—

তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।

পরের ভূষণ, পরের বসন, তেয়াগিব আজ পরের অশন—

যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা।

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা ॥

না থাকে প্রাসাদ আছে তো কুটির কল্যাণে স্থপবিত্র।

না থাকে নগর আছে তব বন ফলে ফুলে সুবিচিত্র।

তোমা হতে যত দূরে গেছি স'রে তোমাতে দেখেছি তত ছোটো ক'রে।

কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ, তুমি পুরাতন মিত্র।

হে তাপস, তব পৰ্ণকুটির কল্যাণে স্থপবিত্র।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।

তোমাতে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ, পরেছি পরের সজ্জা।

কিছু নাহি গবি' কিছু নাহি কহি' অপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি—

তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থিমজ্জা।

পরের বুলিতে তোমাতে ভুলিতে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা ॥

সে-সকল লাজ ভেয়াগিব আজ, লইব তোমার দীক্ষা ।
 তব পদতলে বসিয়া বিরলে শিখিব তোমার শিক্ষা ।
 তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম, তব মন্ত্রের গভীর মর্ম
 লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা ।
 তব গোঁয়বে গরব মানিব, লইব তোমার দীক্ষা ॥

১৫

ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না ।
 হবার নয় যা কোনোমতেই হবেই না সে, হতে দেব না ॥
 পড়ব না রে ধুলায় লুটে, যাবে না রে বাঁধন টুটে— যেতে দেব না ।
 মাথা যাতে নত হবে এমন বোঝা মাথায় নেব না ॥
 দুঃখ আছে, দুঃখ পেতেই হবে—
 যত দূরে যাবার আছে সে তো যেতেই হবে ।
 উপর-পানে চেয়ে ওরে ব্যথা নে রে বক্ষে ধ'রে— নে রে সকলে ।
 নিঃসহায়ের সহায় যিনি বাজবে তাঁরে তোদের বেদনা ॥

১৬

আজ সবাই জুটে আহুক ছুটে যে যেখানে থাকে—
 এবার যার খুশি সে বাঁধন কাটুক, আমরা বাঁধব মাকে ।
 আমরা পরান দিয়ে আপন করে বাঁধব তাঁরে সত্যভোরে,
 সন্তানেরই বাহুপাশে বাঁধব লক্ষ পাকে ।
 আজ ধনী গরিব সবাই সমান । আয় রে হিন্দু, আয় মুসলমান—
 আজকে সকল কাজ পড়ে থাক, আয় রে লাথে লাথে ।
 আজ দাঁও গো সবার ছয়ার খুলে, যাও গো সকল ভাবনা ভুলে—
 সকল ডাকের উপরে আজ মা আমাদের ডাকে ॥

ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

১

গগনের খালে রবি চন্দ্র দীপক জলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে ।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে ।
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ।

২

এ হরিশ্চন্দর, এ হরিশ্চন্দর, মস্তক নমি তব চরণ-’পরে ।
সেবকজনের সেবায় সেবার, প্রেমিকজনের প্রেমমহিমায়,
হৃঃখীজনের বেদনে বেদনে, স্থখী আনন্দে স্থন্দর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-’পরে ।
কাননে কাননে শ্রামল শ্রামল পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল, সাগরে সাগরে গম্ভীর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-’পরে ।
চন্দ্র সূর্য জালে নির্মল দীপ— তব জগমন্দির উজ্জল করে,
মস্তক নমি তব চরণ-’পরে ।

৩

আমরা যে শিশু অতি, অতিকৃত্ত মন—
পদে পদে হয়, পিতা, চরণস্থলন ।
কৃত্তমুখ কেন তবে দেখাও মোদের সবে ।
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রুকুটি ভীষণ ।
কৃত্ত আমাদের ’পরে করিয়ো না ঘোষ—
স্নেহবাক্যে বলো, পিতা, কী করেছি দোষ !

শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি তুলে—
কী আর করিতে পারে দুর্বল যে জন ॥

পৃথ্বীর ধূলিতে, দেব, মোদের ভবন—
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন ।
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধূলি লয়ে—
মোদের অভয় দাও দুর্বলশরণ ॥

একবার ভ্রম হলে আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন ।
তা হলে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন ॥

৪

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, হে বিশ্বপিত,
তোমাগ্নি রচিত ছন্দে মহানু বিশ্বের গীত ॥
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কর্ণ লয়ে
আমিও ছুয়াবে তব হয়েছি হে উপনীত ॥
কিছু নাহি চাহি, দেব, কেবল দর্শন মাগি ।
তোমায়ে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি ।
গাহে যেথা রবি শশী সেই সভামাঝে বসি
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত ॥

৫

দিবানিশি করিয়া যতন
হৃদয়েতে রচেছি আসন—
জগতপতি হে, রূপা করি হেথা কি করিবে আগমন ॥
অতিশয় বিজ্ঞন এ ঠাই, কোলাহল কিছু হেথা নাই—
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন ।

বাহিরের দীপ রবি তারা ঢালে না সেথায় করধায়া—
 তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণবরিষন।
 দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ-কোলাহল—
 বিষয়ের মান-অভিমান করেছে হৃদয়ে পলায়ন।
 কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা—
 তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন—
 নীরবে বসিয়া অবিরল চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
 ছায়ায় আগিয়া রবে একা মুদ্রিয়া সজল দু'নয়ন ॥

৬

কোথা আছ, প্রভু, এসেছি দীনহীন,
 আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে !

অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে 'প্রভু প্রভু' ব'লে ডাকি কাতরে ॥
 সাড়া কি দিবে না। দীনে কি চাবে না। রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আধারে ?
 পথ যে জানি নে, রজনী আসিছে, একেলা আমি যে এ বনমাঝারে ॥
 জগতজননী, লহো লহো কোলে, বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ।
 পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি— জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে ॥
 ত্যজি সে তোমারে গেছিল চলিয়ে, কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে—
 আর সে যাবে না, রহিবে সাথ-সাথ ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে ॥
 এসো তবে, প্রভু, স্নেহনয়নে এ-মুখ-পানে চাও— ঘুচিবে যাতনা,
 পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল, চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা ॥

৭

কী করিলি মোহের ছলনে।

গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি, পথ হারাইলি গহনে ॥
 ওই সময় চলে গেল, আধার হয়ে এল, মেঘ ছাইল গগনে।
 শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না, বিধিছে কণ্টক চরণে ॥
 গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে, এখন ফিরিব কেমনে।

মহোৎসবে জিভুবন মাতিল, কী আনন্দ উধলিল—
চলো চলো, চলো ভাই ।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান গাহো সবে একতান—
বলো সবে জয়-জয় ।

১০

বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ে না জননী ।
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো ।
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, চরণতলে বসে থাকিব ।
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, জননী ব'লে শুধু ডাকিব ।
তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব—
ওই-যে হেরি তমসঘনঘোরা গহন রজনী ।

১১

বর্ষ ওই গেল চলে ।
কত দোষ করেছে যে, ক্ষমা করো— লহো কোলে ।
শুধু আপনারে লয়ে সময় গিয়েছে বয়ে—
চাহি নি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা ব'লে ।
অলীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে—
অনিমেব আঁখি তব মুখপানে চেয়ে আছে ।
অরিয়ে তোমার স্নেহ পুলকে পূরিছে দেহ—
প্রভু গো, তোমায়ে কভু আর না রহিব ভুলে ।

১২

তুমি কি গো পিতা আমাদের !
ওই-যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের ।
ওই-যে নয়নে তব অরুণকিরণ নব,
বিষল চরণতলে ফুল ফুটে প্রভাতের ।

ওই কি স্নেহের রবে ডাকিছ মোদের সবে ।
 তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া !
 হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি
 দিবে কি বিমল করি প্রসাদসলিল দিয়া ॥

১৩

প্রভু, এলেম কোথায় ।
 কখন বরষ গেল, জীবন বহে গেল—
 কখন কী-যে হল জানি নে হয় ।
 আসিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন্ পথে
 ভাসিয়ে কালশ্রোতে তৃণের প্রায় ।
 মরণসাগর-পানে চলেছি প্রতিকূর্ণ,
 তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন ।
 এ জীবন অবহেলে আধারে দিমু ফেলে—
 কত-কী গেল চলে, কত-কী যায় ।
 শোকে তাপে জরজর অসহ যাতনায়
 শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরুপ্রায় ।
 কাঁদিয়ে হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা—
 কোথা গো ধ্রুবতারা কোথা গো হার ॥

১৪

সংসারেতে চারি ধার করিয়াছে অঙ্ককার,
 নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই ।
 চৌদ্দিকে বিষাদঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
 তোমার আনন্দমুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই ।
 ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
 যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় ।
 তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃতমুরতি রাখে,
 মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখপানে চাই ॥

তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু,
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু ।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব—
তোমার অভয়-কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাই ॥

১৫

কী দিব তোমায় । নয়নেতে অশ্রুধার,
শোকে হিয়া জরজর হে ॥
দিয়ৈ যাব হে, তোমারি পদতলে
আকুল এ হৃদয়ের ভার ॥

১৬

তোমাতেই প্রাণের আশা করিব !
স্বখে-দুখে-শোকে আধারে-আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব ॥
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমিই জান তা প্রভু গো ।
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে, স্বখ দুখ যাহা দিবে সহিব ॥
যদি বনে কভু পথ হারাই, প্রভু, তোমারি নাম লয়ে ডাকিব ।
বড়োই প্রাণ যবে আকুল হইবে চরণ হৃদয়ে লইব ॥
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য যা সাধিব—
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে । বিরাম আর কোথা পাইব ॥

১৭

হাতে লয়ে দীপ অগণন চরাচর কার সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ ॥
চারি দিকে কোটি কোটি লোক লয়ে নিজ স্বখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন ॥
স্বর্ঘ তাঁরে কহে অনিবার, ‘মুখপানে চাহো একবার,
ধরণীয়ে আলো দিব আমি ।’

চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে, 'হাসো প্রভু, মোর পানে চেয়ে,
জ্যোৎস্নাস্বাথ্য বিতরিব স্বামী ।'
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার 'দেহো, প্রভু, করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টিজল ।'
বসন্ত গাহিছে অহঙ্কণ, 'কহো তুমি আশ্বাসবচন,
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল ।'
করজোড়ে কহে নরনারী, 'হৃদয়ে দেহো গো প্রেমবারি,
জগতে বিলাব ভালোবাসা ।'
'পূরাও পূরাও মনস্কাম' কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাবাহীন ভাষা ॥

১৮

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা ।
কহো কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গলবারতা ॥
কুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে, সন্ধানি ভাবনা ।
যা-কিছু পায় হারারে যায়, না মানে সাধনা ॥
সুখ-আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায় এ মরুপ্রান্তরে ॥
ফুরায় বেলা, ফুরায় থেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে—
কাঁদে তখন আকুল-মন, কাঁপে তরাসে ॥
কী হবে গতি, বিশ্বপতি, শাস্তি কোথা আছে—
তোমায়ে দাঁও, আশা পূরাও, তুমি এসো কাছে ॥

১৯

রজনী পোহাইল— চলেছে যাত্রীদল,
আকাশ পূরিল কলরবে ।
সবাই যেতেছে মহোৎসবে ॥
কুহুম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাখিগণে—
এমন প্রভাত কি আর হবে ।

নিজা আর নাই চোখে বিমল অরুণালোকে
 জাগিয়া উঠেছে আজি সবে ॥
 চলো গো পিতার ঘরে, সারা বৎসরের তরে
 প্রলাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে ॥
 ওই হেরো তাঁর দ্বার জগতের পরিবার
 হোথায় মিলেছে আজি সবে—
 ভাই বন্ধু সবে মিলি করিতেছে কোলাকুলি,
 মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে ॥
 যত চায় তত পায়— হৃদয় পুরিয়া যায়,
 গৃহে ফিরে জয়-জয়-সবে ।
 সবায় মিটেছে সাধ— লভিয়াছে আশীর্বাদ,
 সস্বৎসর আনন্দে কাটিবে ॥

২০

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ প্রভাতকিরণে ।
 পবিত্র করপরশ পেয়ে ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে ॥
 আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা, কুসুম ফুটাইছে শত বরনে ॥
 আশা উল্লাসে চরাচর হাসে—
 কী ভয়, কী ভয় দুঃখ-তাপ-মরণে ॥

২১

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধুলা অবসান ।
 ভেকে লও, ভেকে লও, বড়ো শ্রান্ত মন প্রাণ ॥
 ধুলায় মলিন বাস, আধারে পেয়েছি জ্বাশ—
 মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছে পান ॥
 খেলিতে সংসারের খেলা কাতরে কঁদেছি হাস,
 হারায় আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায় ।
 ধুলাঘর গড়ি যত ভেঙে ভেঙে পড়ে তত—
 চলেছি নিরাশ-মনে, সাধনা করো গো দান ॥

২২

দিন তো চলি গেল, প্রভু, বৃথা— কাতরে কাঁদে হিয়া ।
 জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ— কী হল এ শূন্য জীবনে ।
 দেখাব কেমনে এই গ্লান মুখ, কাছে যাব কী লইয়া
 প্রভু হে, যাইবে ভয়, পাব ভরসা
 তুমি যদি ডাকো এ অধমে ॥

২৩

ভবকোলাহল ছাড়িয়ে
 বিরলে এসেছি হে ॥
 জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি,
 স্থধারসে মগন হব হে ॥

২৪

তীহার প্রেমে কে ডুবে আছে ।
 চাহে না সে তুচ্ছ স্বর্থ ধন মান—
 বিরহ নাহি তার, নাহি রে দুঃখতাপ,
 সে প্রেমের নাহি অবসান ॥

২৫

তবে কি ফিরিব গ্লানমুখে সখা,
 জয়জয় প্রাণ কি জুড়াবে না ॥
 আধার সংসারে আবার কিরে যাব ?
 হৃদয়ের আশা পূরাবে না ?।

২৬

দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর, আমি অতি দীনহীন ॥
 নাহি কি হেথা পাপ মোহ বিপদরাশি ।
 তোমা বিনা একেলা নাহি ভরসা ॥

২৭

দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ ।
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমায়ে চাহিয়ে—
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন ॥

২৮

দাঁও হে হৃদয় ভরে দাঁও ।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া স্বধাঙ্গাগয়ে,
স্বধারসে মাতোয়ারা করে দাঁও ॥
যেই স্বধারসপানে ত্রিভুবন মাতে তাহা মোরে দাঁও ॥

২৯

হুয়ারে বসে আছি, প্রভু, সারা বেলা— নয়নে বহে অশ্রুবারি ।
সংসারে কী আছে হে, হৃদয় না পূরে—
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে ।
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে, বিমুখ হোয়ো না দীনহীনে—
যা করো হে রব প'ড়ে ॥

৩০

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে ।
ভাকিতে এসেছি তাই, চলো স্বরা ক'রে ॥
তাপিতহৃদয় যারা মুছিবি নয়নধারা,
ঘুটিবে বিরহতাপ কত দিন পরে ॥
আজি এ আকাশমাঝে কী অমৃতবীণা বাজে,
পুলকে জগত আজি কী মধু শোভায় সাজে !
আজি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে—
তীহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে ॥

৩১

চলেছে তরুণী প্রসাদপবনে, কে যাবে এসো হে শান্তিভবনে ।
 এ ভবসংসারে ঘিরেছে আঁধারে, কেন রে ব'লে হেথা মানমুখ ।
 প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না, হেথায় কোথা প্রেম কোথা স্মৃতি ।
 এ ভবকোলাহল, এ পাপহলাহল, এ দুঃখশোকানল দূরে যাক ।
 সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে চলো রে শুনে চলি তাঁর ডাক ।
 বিষয়ভাবনা লইয়া যাব না, তুচ্ছ স্মৃতিছূত প'ড়ে থাক ।
 ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে, তখন কার মুখ চাহিবে ।
 সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জন কিসের আশে প্রাণ রাখিবে ॥

৩২

পিতার ছয়ায় দাঁড়াইয়া সব ভুলে যাও অভিমান ।
 এসো, ভাই, এসো প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান ॥
 সংসারের ধূলি ধূয়ে ফেলে এসো, মুখে লয়ে এসো হাসি ।
 হৃদয়ের খালে লয়ে এসো, ভাই, প্রেমফুল রাশি রাশি ॥
 নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে—
 অনাথ জনের মুখপানে, আহা, চাহিলে না মুখ তুলে !
 কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ—
 তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান ॥
 তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ছুলিবে না ।
 হৃদয়মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না ।
 লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি—
 পিতার অসীম ধনরতনের সকলেই অধিকারী ॥

৩৩

তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে—
 প্রেমকুসুমের মধুসৌরভে, নাথ, তোমারে ছুলাব হে ।

তোমার প্রেমে, লখা, লাজিব হৃদয়—
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে ।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর—
মধুর হাসি বিকাশি হবে হৃদয়াকাশে ॥

৩৪

আইল আজি প্রাণসখা, দেখে যে নিখিলজন ।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে,
এহ তারা সভা ঘেরিয়ে দাঁড়াইল ।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
ধামাইল ধরা দিবসকোলাহল ॥

৩৫

হৃথের কথা তোমার বলিব না, হৃথ ভুলেছি ও করণবশে ।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে, নাথ, স্মৃথে আছি, আছি হরষে ॥
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি এ কী স্নেহ ভব—
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন মধুর কিরণ বরষে ।
কত নব হাসি ফুটে ফুলবনে প্রতিদিন নবপ্রভাতে ।
প্রতিনিশি কত এহ কত তারা তোমার নীরব সভাতে ।
জননীর স্নেহ স্নহৃদয়ের প্রীতি শত ধারে স্মৃতা চালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেমমধুরমাধুরী ডুবায় অমৃতসরসে ॥
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ, দিয়েছ তোমার অভয় শরণ—
শোক তাপ সব হয় হে হরণ তোমার চরণধরশে ।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালোবাসা, প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা—
পাই নব প্রাণ— জাগে নব আশা নব নব নব-বরষে ॥

৩৬

তীহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এলো সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে ॥

সে আনন্দে উপবন বিকশিত অম্লক্ষণ,
 সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দবারতা ক'রে ॥
 সে পুণ্যানির্ব্বয়োতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
 রাখো সে অমৃতধারা পুণিয়া হৃদয় প্রাণ ।
 তোমরা এসেছ তীরে— শূন্য কি যাইবে ফিরে,
 শেষে কি নয়ননীরে ডুবিলে তুষিত হয়ে ॥
 চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
 চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয় ।
 সে আনন্দরসপানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
 দহে না সংসারতাপ সংসার-মাঝারে র'য়ে ॥

৩৭

হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী
 আধার অরণ্যে ধাই হে ।
 গহন তিমিরে নয়নের নীরে
 পথ খুঁজে নাহি পাই হে ॥
 সদা মনে হয় 'কী করি' 'কী করি',
 কখন আসিবে কালবিভাবরী—
 তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি ! হরি !
 হরি বিনে কেহ নাই হে ॥
 নয়নের জল হবে না বিফল,
 তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল—
 সেই আশা মনে করেছি সশ্বল,
 বেঁচে আছি শুধু তাই হে ।
 আধারেতে জাগে তব আখিতারা,
 তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা—
 প্রাণ তোমায় চাহে, তুমি কবিতারা—
 আর কার পানে চাই হে ॥

৩৮

আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে পদে পদে পথ ভুলি হে ।

নানা কথায় ছলে নানান মূনি বলে, সংশয়ে তাই ছলি হে ।

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,

তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,

কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—

শত লোকের শত বুলি হে ।

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি

আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,

ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি—

পাই নে চরণধূলি হে ।

শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,

আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়—

কায়ে সামালিব, একি হল দায়—

একা যে অনেকগুলি হে ।

আমায় এক করে তোমার প্রেমে বেঁধে,

এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে—

ধাঁদার মাঝে প'ড়ে কত মরি কৈদে—

চরণেতে লহো তুলি হে ।

৩৯

ঘোরা রজনী, এ মোহঘনঘটা—

কোথা গৃহ হায় । পথে ব'সে ।

সারাদিন করি' খেলা, খেলা যে ফুরাইল— গৃহ চাহিয়া প্রাণ কাঁদে ॥

৪০

স্বপ্নের স্তনি আজি, প্রভু, তোমার নাম ।

প্রেমস্থাপানে প্রাণ বিহ্বলপ্রায়,

রসনা অলস অবশ অহুসাগে ॥

৪১

বিটিল সব স্তুধা, তাঁহার প্রেমস্তুধা, চলো যে ঘরে লয়ে যাই ।
 সেখা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, ভূষিত আছে কত ভাই ।
 ডাকো যে তাঁর নামে সবারে নিজধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই ।
 দুখি কাতর জনে যেখো যে যেখো মনে, হৃদয়ে সব দেহো ঠাই ।
 সতত চাহি তাঁরে ভোলো যে আপনাদে, সবারে করো যে আপন ।
 শাস্তি-আহরণে, শাস্তি বিতরণে, জীবন করো যে যাপন ।
 এত যে স্তুথ আছে কে তাহা গুনিয়েছে ! চলো যে সবারে সুনাই ।
 বলো যে ডেকে বলো 'পিতার ঘরে চলো, হেথায় শোকতাপ নাই' ॥

৪২

তারো তারো, হরি, দীনজনে ।

ডাকো তোমার পথে, করুণাময়, পুজনসাধনহীন জনে ।
 অকুল সাগরে না হেরি জ্ঞান, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ—
 মরণমাকারে শরণ দাও হে, রাখো এ দুর্বল ক্ষীণজনে ।
 ঘেরিল যামিনী, নিভিল আলো, বুধা কাজে মম দিন ফুরালো—
 পথ নাহি, প্রভু, পাথেয় নাহি— ডাকি তোমায়ে প্রাণপণে ।
 দিকহারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হতে দূর হৃদয়ে,
 পথ হারাই রসাতলপুরে— অন্ধ এ লোচন মোহঘনে ॥

৪৩

তব প্রেম স্তম্ভারসে যেতেছি,
 ডুবেছে মন ডুবেছে ॥

কোথা কে আছে নাহি জানি—
 তোমার মাধুরীপানে যেতেছি, ডুবেছে মন ডুবেছে ॥

৪৪

আমারেও করো মার্জনা ।
 আমারেও দেহো, নাথ, অমৃতের কণা ॥

গৃহ ছেড়ে পথে এসে বসে আছি রানবেশে,
 আমাদেরো হৃদয়ে করো আসন বচনা ।
 জানি আমি, আমি তব মলিন সন্ধান—
 আমাদেরো দিতে হবে পদভলে স্থান ।
 আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে—
 তন গো আমাদেরো এই মরমবেদনা ।

৪৫

ফিরো না ফিরো না আজি— এগেছ ছয়ায়ে ।
 শূন্য প্রাণে কোথা যাও শূন্য সংসারে ।
 আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনো গো ডেকে—
 অমৃত ভরিয়া লও মরমমাঝারে ।
 শুক প্রাণ শুক রেখে কার পানে চাও ।
 শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও ।
 তোমার কথা তাঁরে করে তাঁর কথা যাও লয়ে—
 চলে যাও তাঁর কাছে রাখি আপনারে ।

৪৬

সবে মিলি গাও রে, মিলি মঙ্গলাচরো ।
 ডাকি লহো হৃদয়ে প্রিয়তমে ।
 মঙ্গল গাও আনন্দমনে । মঙ্গল প্রচারো বিশ্বমাঝে ।

৪৭

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল—
 অমৃত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে ।
 তিনি নিজ অল্পময় মহিমামাঝে নিলীন—
 সন্ধান তাঁর কে করে, নিফল বেদ বেদান্ত ।
 পরব্রহ্ম, পরিপূর্ণ, অতি মহাম—
 তিনি আদিকায়ণ, তিনি বর্ণন-অতীত ।

৪৮

তোমাতে আনি নে হে, তবু মন তোমাতে ধায় ।
তোমাতে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায় ॥
অসীম সৌন্দর্য তব কে করেছে অহুভব হে,

সে মাধুরী চিরনব—

আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায় ॥
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ আধারে ।
তুমি মুক্ত মহীয়ান, আমি মগ্ন পাথারে ।
তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন— কী অপূর্ব মিলন তোমায় আমার ॥

৪৯

এবার বুঝেছি সখা, এ খেলা কেবলই খেলা—
মানবজীবন লয়ে এ কেবলই অবহেলা ॥
তোমাতে নহিলে আর ঘুচিবে না হাহাকাড়—
কী দিয়ে ভুলায়ে রাখো, কী দিয়ে কাটাও বেলা ॥
বৃথা হাসে রবিশ্রী, বৃথা আসে দিবানিশি—
সহসা পরান কাঁদে শূন্য হেরি দিশি দিশি ।
তোমাতে খুঁজিতে এসে কী লয়ে রয়েছে শেষে—
ফিরি গো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা ॥

৫০

চাহি না স্তখে থাকিতে হে, হেরো কত দীনজন কাঁদছে ॥
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে, জীবনবন্ধন নিম্নে টুটিছে,
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন শরয়ে চাহে ঢাকিতে হে ॥
শোকে হাহাকাড়ে বধির শ্রবণ, শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয়বেদন করিতে মোচন করে ডাকি করে ডাকিতে হে ॥
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে, আশীর্বাদ করো আতুর সন্তানে—
পথহারা জনে ডাকি গৃহপানে চরণে হবে রাখিতে হে ।

প্রেম দাও শোকে করিতে সাধনা— ব্যথিত জনের ঘূচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে ॥

৫১

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল ॥
কত দিন পরে মন মাতিল গানে,
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই ব'লে ডাকি সবারে— ভুবন হৃদধর প্রেমে ছাইল ॥

৫২

হে মন, তাঁরে দেখো আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে ॥
সবারে ছাড়ি প্রভু করো তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখো তাঁর অধীনে ॥

৫৩

জয় রাজরাজেশ্বর ! জয় অরূপহৃদয় !
জয় প্রেমসাগর ! জয় ক্ষেম-আকর !
তিমিরতিরঙ্কর হৃদয়গগনভাস্কর ॥

৫৪

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয়মাঝারে ॥
সকল কামনা সঁপিব চরণে অভিষেক-উপহারে ॥
তোমারে, বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব তোমার ভকতেরই এ অভিমান ॥
ফিরিবে বাহিরে সর্ব চরাচর— তুমি চিত্ত-আগারে ॥

৫৫

হে অনাদি অসীম হুণীল অকুল সিদ্ধ, আমি ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু ॥
তোমার শীতল অন্তরে ফেলো গো প্রাণি,
তার পরে সব নীরব শান্তিরানি—
তার পরে শুধু বিশ্বস্তি আর কমা—

তথাব না আর কখন আসিবে অমা,
কখন গগনে উদিবে পূর্ণ ইন্দু ॥

৫৬

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব কী লাগি একাকী ভ্রমি বিশ্বয়ে ।
তুমি আছ বিশ্বেশ্বর স্বরপতি অসীম রহস্বে
নীরবে একাকী তব আলয়ে ।
আমি চাহি তোমা-পানে—
তুমি যোরে নিয়ত হেরিছ, নিমেষবিহীন নত নয়নে ॥

৫৭

আইল শান্ত সন্ধ্যা, গেল অন্তাচলে শ্রান্ত তপন ।
নমো স্নেহময়ী মাতা, নমো স্থপতিদাতা,
নমো অতঙ্গ জাগ্রত মহাশক্তি ॥

৫৮

উঠি চলো, সুদিন আইল— আনন্দসৌগন্ধ উজ্জ্বল ।
আজি বসন্ত আগত স্বরগ হতে
ভক্তহৃদয়পুষ্পনিকুঞ্জে— সুদিন আইল ॥

৫৯

আমারে করো জীবনদান,
প্রেরণ করো অন্তরে তব আহ্বান ॥
আসিছে কত যায় কত, পাই শত হারাই শত—
তোমারি পায়ে রাখো অচল মোর প্রাণ ॥
দাঁও মোরে মঙ্গলব্রত, স্বার্থ করো দূরে গ্রহত—
ধামায়ে বিফল সন্ধান আগাও চিন্তে সত্য জ্ঞান ।
লাভে ক্ষতিতে স্থখে-শোকে অন্ধকারে দিবা-আলোকে
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান ॥

৬০

রক্ষা করো হে ।

আমার কর্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে ।

আপন ছায়া আতকে মোরে করিছে কম্পিত হে,

আপন চিন্তা গ্রাসিছে আমায়— রক্ষা করো হে ।

প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যাঝালে—

ছলনাডোর হইতে মোরে রক্ষা করো হে ।

অহংকার হৃদয়হার রয়েছে বোধিয়া হে—

আপনা হতে আপনার, মোরে রক্ষা করো হে ।

৬১

মহানন্দে হেরো গো সবে গীতরবে চলে শ্রান্তিহার

জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশী তারা ॥

তঁাহা হতে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ ।

তঁাহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম স্বজনধারা ॥

৬২

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা— এবে তোমার জোড় চাহি ।

শ্রান্ত হৃদয়ে, হে, তোমারি প্রসাদ চাহি ॥

আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে তব শান্তিবারি চাহি ॥

আজি সর্ববিস্ত ছাড়ি তোমায় নিত্য-নিত্য চাহি ॥

৬৩

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে ।

আমি যেতে চাই তব পথপানে, গৃহে কত বাধা পায় পায় হে ।

(তোমার অন্ততপথে, যে পথে তোমার আলো জ্বলে সেই অন্ততপথে ।)

চারি দিকে হেরো বিরেছে কারা, শত বাঁধনে জড়ায় হে ।

আমি ছাড়তে চাহি, ছাড়ে না কেন গো— ডুবায় রাখি মায়ায় হে ।

(তারা বাঁধিয়া রাখে, তোমার বাহর বাঁধন হতে তারা বাঁধিয়া রাখে ।)

দাঁও ভেঙে দাঁও এ ভবের স্থখ, কাজ নেই এ খেলায় হে ।

আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মতো বেলা বহে তত যায় হে ।

(ভুলে যে থাকি, দিন যে মিলায়, খেলা যে ফুরায়, ভুলে যে থাকি ।)

হানো তব বাজ হৃদয়গহনে, দুখানল জ্বালো তায় হে ।

তুমি নয়নের জলে ভাসিয়ে আমারে সে জল দাঁও মুছিয়ে হে ।

(নয়নজলে— তোমার-হাতের-বেদনা-দেওয়া নয়নজলে—

প্রাণের-সকল-কলঙ্ক-খোওয়া নয়নজলে ।)

শূন্য ক'রে দাঁও হৃদয় আমার, আসন পাতো সেথায় হে ।

ওহে তুমি এসো এসো, নাথ হয়ে বোসো, ভুলো না আমায় হে ।

(আমার শূন্য প্রাণে— চির-আনন্দে ভরে থাকো আমার শূন্য প্রাণে ।)

৬৪

আমি সংসারে মন দিয়েছিছ, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ ।

আমি স্থখ ব'লে দুখ চেয়েছিছ, তুমি দুখ ব'লে স্থখ দিয়েছ ।

(দয়া ক'রে দুখ দিলে আমায়, দয়া ক'রে ।)

হৃদয় যাহার শতখানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে

তাহারে কেমনে কুড়িয়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তিবান্ধনে ।

(কুড়িয়ে এনে, শতখান হতে কুড়িয়ে এনে,

ধুলা হতে তারে কুড়িয়ে এনে ।)

স্থখ স্থখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,

তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বোঝালে ।

(বুঝিয়ে দিলে, হৃদয়ে আসি বুঝিয়ে দিলে,

তুমি কে হও আমার বুঝিয়ে দিলে ।)

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে,

সহসা দেখিছ নয়ন মেলিয়ে— এনেছ তোমারি দ্ব্যারে ।

(আমি না জানিতে, কোথা দিয়ে আমায় এনেছ

আমি না জানিতে ।)

৬৫

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, ছিলাম নিত্ৰামগন ।

সংসার মোরে মহামোহঘোরে ছিল সদা ঘিরে সঘন ।

(ঘিরে ছিল, ঘিরেছিল হে আমার—

মোহঘোরে— মহামোহে ।)

আপনার হাতে দিবে যে বেদনা, ভাসাবে নয়নজলে,

কে জানিত হবে আমার এমন শুভদিন শুভলগন ।

(জানি নে, জানি নে হে, আমি স্বপনে—

আমার এমন ভাগ্য হবে আমি জানি নে, জানি নে হে ।)

জানি না কখন করুণা-অরুণ উঠিল উদয়াচলে,

দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল আমার হৃদয়গগন ।

(আমার হৃদয়গগন পূরিল তোমার চরণকিরণে—

তোমার করুণা-অরুণে ।)

তোমার অমৃতসাগর হইতে বন্তা আসিল কবে—

হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল কখন হইল ভগন ।

(যত বাঁধ ছিল যেখানে, ভেঙে গেল, ভেসে গেল হে ।)

স্ববাতাস তুমি আপনি দিয়েছ, পরানে দিয়েছ আশা—

আমার জীবনতরণী হইবে তোমার চরণে মগন ।

(তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে আমার জীবনতরণী—

অন্তরচরণে গিয়ে লাগিবে ।)

৬৬

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো, সখা, তাই

‘আমি বড়ো’ ‘আমি বড়ো’ বলিছে সবাই ।

(সবাই বড়ো হল হে ।

সবার বড়ো কাছে নেই ব'লে সবাই বড়ো হল হে ।

তোমায় দেখি নে ব'লে তোমায় পাই নে ব'লে,

সবাই বড়ো হল হে ।)

নাথ, তুমি একবার এসো হাসিমুখে,
এরা জানে হয়ে যাক তোমার সম্মুখে ।

(লাজে জান হোক হে ।

আমারে যারা ভুলায়েছিল লাজে জান হোক হে ।
তোমারে যারা ঢেকেছিল লাজে জান হোক হে ।)

কোথা তব প্রেমমুখ, বিশ্ব-ঘেরা হাসি—

আমারে তোমার মাঝে করো গো উদাসী ।

(উদাস করো হে, তোমার প্রেমে—

তোমার মধুর রূপে উদাস করো হে ।)

কৃত্র আশি করিতেছে বড়ো অহঙ্কার—

ভাঙো ভাঙো ভাঙো, নাথ, অভিমান তার ।

(অভিমান চূর্ণ করো হে ।

তোমার পদতলে মান চূর্ণ করো হে—

পদানত ক'রে মান চূর্ণ করো হে ।)

৬৭

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছে নয়নে নয়নে । (নয়নের নয়ন !)

হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছে গোপনে । (হৃদয়বিহারী !)

বাসনার বশে মন অবিরত যায় দশ দিশে পাগলের মতো,

স্থির-আঁখি তুমি সবসময় সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে ।

(তোমার বিরাম নাই, তুমি অবিরাম জাগিছ শয়নে স্বপনে ।

তোমার নিমেষ নাই, তুমি অনিমেষ জাগিছ শয়নে স্বপনে ।)

সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ—

নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ সেও আছে তব ভবনে ।

(যে পথের ভিখারি সেও আছে তব ভবনে ।

যার কেহ কোথাও নেই সেও আছে তব ভবনে ।)

তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবনবিস্তার—

কালপারাবার করিতেছ পার কেহ নাহি জানে কেমনে ।

(তরী বহে নিয়ে যাও কেহ নাহি জানে কেমনে ।

জীবনতরী বহে নিয়ে যাও কেহ নাহি জানে কেমনে ।)

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমার আরো তত যাচি— যত জানি তত জানি নে ।

(ভেনে শেষ মেলে না— মন হার মানে হে ।)

জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর—
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে ।

(তোমার আমার মাঝে কোনো বাধা নাই ভুবনে ।)

৬৮

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ।

কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না ।

(মোহমেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না ।

অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না ।)

ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে

ওহে 'হারাই হারাই' সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে ।

(আশ না মিটিতে হারাইয়া— পলক না পড়িতে হারাইয়া—

হৃদয় না জুড়াতে হারাইয়া ফেলি চকিতে ।)

কী করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে—

ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাব, নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে ।

(আমার সাধ্য কিবা তোমারে—

দয়া না করিলে কে পারে—

তুমি আপনি না এলে কে পারে হৃদয়ে রাখিতে ।)

আর-কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ—

ওহে তুমি যদি বলো এখনি করিব বিষয় -বাসনা বিসর্জন ।

(দিব শ্রীচরণে বিষয়— দিব অকাতরে বিষয়—

দিব তোমার লাগি বিষয় -বাসনা বিসর্জন ।)

৬৯

ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনচূর্ণভ,
 আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব—
 শুধু জীবন মন চরণে দিহু বুঝিয়া লহো সব।
 (দিহু চরণতলে— কথা যা ছিল দিহু চরণতলে—
 প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিহু চরণতলে।)
 আমি কী আর কব ।

এই সংসারপথসঙ্কট অতি কষ্টকরময় হে,
 আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমূরতি তব।
 (নীরবে যাব— পথের কাঁটা শানব না, নীরবে যাব।
 হৃদয়ব্যথায় কাঁদব না, নীরবে যাব।)
 আমি কী আর কব ।

আমি স্মৃথদুখ সব তুচ্ছ করিহু প্রিয়-অপ্রিয় হে—
 তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।
 (আমি মাথায় লব— যাহা দিবে তাই মাথায় লব—
 স্মৃথ দুখ তব পদধূলি ব'লে মাথায় লব।)
 আমি কী আর কব ।

অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না করো যদি ক্ষমা,
 তবে পরানপ্রিয় দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।
 (দিয়ো বেদনা— যদি ভালো বোঝ দিয়ো বেদনা—
 বিচারে যদি দোষী হই দিয়ো বেদনা।)
 আমি কী আর কব ।

তবু ফেলো না দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে—
 তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার! মৃত্যু-আধার তব।
 (নিয়ো চরণে— ভবের খেলা সারা হলে নিয়ো চরণে—
 দিন ফুরাইলে, দীননাথ, নিয়ো চরণে।)
 আমি কী আর কব ।

৭০

ওগো দেবতা আমার, পাষণদেবতা, হৃদিমন্দিরবাসী,
তোমারি চরণে উজাড় করেছি সকল কুসুমবাশি ।
প্রভাত আমার সন্ধ্যা হইল, অন্ধ হইল আঁখি ।
এ পূজা কি তবে সবই বুধা হবে । কেঁদে কি ফিরিবে দাসী ।
এবার প্রাণের সকল বাসনা সাজায়ে এনেছি খালি ।
আঁধার দেখিয়া আরতির তরে প্রদীপ এনেছি জালি ।
এ দীপ যখন নিবিবে তখন কী হবে পূজার তরে ।
দুয়ার ধরিয়া দাঁড়ায়ে রহিব নরনের জলে ভাসি ॥

৭১

গভীর রাতে ভক্তিভরে কে জাগে আজ, কে জাগে ।
সপ্ত ভুবন আলো করে লক্ষ্মী আলেন, কে জাগে ।
ষোলো কলায় পূর্ণ শশী, নিশার আঁধার গেছে খসি—
একলা ঘরের দুয়ার-পরে কে জাগে আজ, কে জাগে ।
তবেছ কি ফুলের সাজি । পেতেছ কি আসন আজি ।
সাজিয়ে অর্ঘ্য পূজার তরে কে জাগে আজ, কে জাগে ।
আজ যদি রোস্ ঘুমে মগন চলে যাবে শুভলগন,
লক্ষ্মী এসে যাবেন স'রে— কে জাগে আজ, কে জাগে ॥

৭২

যাত্রী আমি ওরে,

পারবে না কেউ আমায় রাখতে ধরে ॥

দুঃখস্বপ্নের বাঁধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়বোঝা টানে আমায় নীচে— ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে ॥

যাত্রী আমি ওরে,

চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভ'রে ।

দেহহুর্গে খুলবে সকল দার, ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালো মন্দ কাটিয়ে হব পার— চলতে রব লোকে লোকান্তরে ॥

যাত্রী আমি ওরে,

যা-কিছু ভার যাবে সকল সরে ।

আকাশ আমার ভাকে দূরের পানে ভাবাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল-সাঁঝে আমার পরান টানে কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে ॥

যাত্রী আমি ওরে,

বাহির হলেম না জানি কোন্‌ ভোরে ।

তখন কোথাও গায় নি কোনো পাখি, কী জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি জেগে ছিল অন্ধকারের প'রে ॥

যাত্রী আমি ওরে,

কোন্‌ দিনান্তে পৌঁছব কোন্‌ ঘরে ।

কোন্‌ তারকা দীপ জ্বলে সেইখানে, বাতাস কাঁদে কোন্‌ কুহুমের ড্রোণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ হ'নয়ানে অনাদিকাল চাহে আমার তরে ॥

৭৩

হুঃখ এ নয়, স্বথ নহে গো— গভীর শান্তি এ যে
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে ॥
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমার জন্মমরণপারে—

এল পথিক সেজে ॥

চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে
আলো-আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে ।
এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে,
ভালোমন্দ ভাড়াচোরী আলোর ওঠে ভ'রে—
কালিমা যায় মেজে ।

৭৪

স্বথের মাঝে তোমায় দেখেছি,
হুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভ'রে ।

হারিয়ে তোমার গোপন রেখেছি,
 পেয়ে আবার হারাই মিলনঘোরে ।
 চিরজীবন আমার বীণা-তারে
 তোমার আঘাত লাগল বারে বারে,
 তাইতে আমার নানা স্বপ্নের তানে
 প্রাণে তোমার পরশ নিলেম ধ'রে ।
 আজ তো আমি ভয় করি নে আর
 লীলা যদি ফুরায় হেথাকার ।
 নূতন আলোয় নূতন অঙ্ককারে
 লও যদি বা নূতন সিঁদুপারে
 তবু তুমি সেই তো আমার তুমি—
 আবার তোমায় চিনব নূতন ক'রে ।

৭৫

বলো বলো, বন্ধু, বলো তিনি তোমার কানে কানে
 নাম ধরে ডাক দিয়ে গেছেন ঝড়-বাদলের মধ্যখানে ।
 স্তব্ধ দিনের শান্তিমাঝে জীবন যেথায় বর্ষে সাজে
 বলো সেথায় পরান তিনি বিজয়মালা তোমার প্রাণে ।
 বলো তিনি সাথে সাথে ফেরেন তোমার হৃথের টানে ।
 বলো বলো, বন্ধু, বলো নাম বলো তাঁর যাকে তাকে—
 শুভ্রক তারাকর্ণক থেমে ফেরে যারা পথের পাকে ।
 বলো বলো তাঁরে চিনি ভাঙন দিয়ে গড়েন যিনি—
 বেদন দিয়ে বাঁধে বীণা আপন-মনে সহজ গানে ।
 হৃথীর আঁখি দেখুক চেয়ে সহজ হৃথে তাঁহার পানে ।

৭৬

মনের মধ্যে নিববধি শিকল গড়ার কারখানা ।
 একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে ওঠে চারখানা ।

কেমন ক'রে নামবে বোঝা, তোমার আপদ নয় যে সোজা—
অন্তরেতে আছে যখন ভয়ের ভীষণ ভারথানা ॥

রাতের আঁধার ঘোচে বটে বাতির আলো যেই জ্বালো,
মুর্ছাতে যে আঁধার ঘটে রাতের চেয়ে ঘোর কালো ।
ঝড়-তুফানে ঢেউয়ের মারে তবু তরী বাঁচতে পারে,
সবার বড়ো মার যে তোমার ছিদ্রটার ওই মারথানা ॥

পর তো আছে লাখে লাখে, কে তাড়াবে নিঃশেষে ।
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে পর করে দেয় বিশ্বে সে ।
কারাগারের দ্বারী গেলে তখন কি মুক্তি মেলে ।
আপনি তুমি ভিতর থেকে চেপে আছ দ্বারথানা ॥

শূণ্য ঝুলির নিয়ে দাবি রাগ ক'রে রোস্ কার 'পরে ।
দিতে জানিস তবেই পাবি, পাবি নে তো ধার ক'রে ।
লোভে ক্ষোভে উঠিস মাতি, ফল পেতে চাস রাতারাতি—
আপন মুঠো করলে ফুটো আপন খাঁড়ার ধারথানা ॥

৭৭

খেলার সাথি, বিদায়দ্বার খোলো—

এবার বিদায় দাও ।

গেল যে খেলার বেলা ॥

ডাকিল পথিকে দিকে বিদিকে,

ভাঙিল রে স্মৃতিমেলা ॥

৭৮

যাওয়া-আসারই এই কি খেলা

খেলিলে, হে হৃদিরাজা, সারা বেলা ॥

ডুবে যায় হাসি আখিজলে—

বহু যতনে যারে সাজালে

তারে হেলা ॥

৭৯

বুঝি ওই স্বদূরে ডাকিল মোরে
 নিশীথেরই সমীরণ হায়— হায় ॥
 মম মন হল উদাসী, স্বার খুলিল—
 বুঝি খেলারই বাঁধন ওই যায় ॥

৮০

কোন্ ভীককে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে ।
 ভরসা কি মোর সামনে শুধু । নাহয় আমায় রাখবি পিছে ॥
 আমায় দূরে ঘেই তাড়াবি সেই তো রে তোর কাজ বাড়াবি—
 তোমায় নীচে নামতে হবে আমায় যদি ফেলিস নীচে ॥
 যাচাই ক'রে নিবি মোরে এই খেলা কি খেলবি ওরে ।
 যে তোর হাত জানে না, মারকে জানে, ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে—
 যে তোর মার ছেড়ে তোর হাতটি দেখে আসল জানা সেই জানিছে ॥

৮১

হৃদয়-আবরণ খুলে গেল তোমার পদপরশে হরষে ওহে দয়াময় ।
 অস্তরে বাহিরে হেরিছ তোমায়ে
 লোকে লোকে, দিকে দিকে, আঁধারে আলোকে, স্থখে দুখে—
 হেরিছ হে ঘরে পরে, জগতময়, চিন্তময় ॥

৮২

মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে হৃদয়স্বামী,
 সংসারের স্থখ দুখ সকলই ভুলিব আমি ।
 সকল স্থখ দাও তোমার প্রেমস্থখে—
 তুমি জাগি থাকো জীবনে দিনযামী ॥

পূজা ও প্রার্থনা

৮৩

শুভ্র প্রভাতে

পূর্বগগনে উদিল

কল্যাণী শুকতারা ॥

তরুণ অরুণরশ্মি

ভাঙে অন্ধতামসী

রজনীর কারা ॥

আনুষ্ঠানিক সংগীত

১

আজি কঁদে কারা ওই শুনা যায়, অনাথেরা কোথা করে হায়-হায়,
 দিন মাস যায়, বরষ ফুরায়— ফুরাবে না হাহাকার ?।
 ওই কারা চেয়ে শূণ্য নয়ানে সুখ-আশা-হীন নববর্ষ-পানে,
 কারা শুয়ে শুক ভূমিশয়ানে— মরুময় চারি ধার ॥
 আশ্বাসবচন সকলেরে ক'য়ে এসেছিল বর্ষ কত আশা লয়ে,
 কত আশা দ'লে আজ যায় চ'লে— শূণ্য কত পরিবার ।
 কত অভাগার জীবনসঞ্চল মুছে লয়ে গেল, রেখে অশ্রুজল—
 নব বরষের উদয়ের পথে রেখে গেল অন্ধকার ॥
 হায়, গৃহে যার নাই অন্নকণা মাতৃষের প্রেম তাও কি পাবে না—
 আজি নাই কি যে কাতরের তরে করুণার অশ্রুধার ।
 কঁদে বলো, 'নাথ, হুঃখ দূরে যাক, তাপিত ধরার হৃদয় জুড়াক—
 বর্ষ যদি যায় সাথে লয়ে যাক বরষের শোকভার ।'

২

জয় তব হোক জয় ।
 স্বদেশের গলে দাঁও তুমি তুলে যশোমালা অক্ষয় ।
 বহুদিন হতে ভারতের বাণী আছিল নীরবে অপমান মানি,
 তুমি তারে আজি আগায়ে তুলিয়া রটালে বিশ্বময় ।
 জ্ঞানমন্দিরে আলায়েছ তুমি যে নব আলোকশিখা
 তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে দিল উজ্জ্বল টিকা ।
 অব্যবহিতগতি তব জয়বধ ফিরে যেন আজি সকল জগৎ,
 হুঃখ হীনতা যা আছে মোদের তোমাতে বাধি না বয় ॥

৩

বিশ্ববিভাতীর্থপ্রাপ্ত কর' মহোজ্জল আজ হে ।
 বরপুত্রসংঘ বিরাজ' হে ।
 ঘন তিমিররাজির চিরপ্রতীক্ষা পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতির্দীপিকা ।
 যাত্রিদল সব লাজ' হে । দিব্যবীণা বাজ' হে ।
 এস' কর্মী, এস' জ্ঞানী, এস' জনকল্যাণধ্যানী,
 এস' তাপসরাজ হে !
 এস' হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবদ্ধ সমাজ হে ॥

৪

জগতের পুরোহিত তুমি— তোমার এ জগৎ-মাঝারে
 এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে ।
 ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরুণে উষায় ।
 মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারটি তারার পানে চায় ।
 পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, প্রভু হে, তোমারি হল জয়—
 তোমার কৃপায় এক হল আজি এই যুগলহৃদয় ।
 যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে শশধরে ধরার প্রণয়ে
 সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে ।
 জগত গাহিছে জয়-জয়, উঠেছে হরষকোলাহল,
 প্রেমের বাতাস বহিতেছে— ছুটিতেছে প্রেমপরিমল ।
 পাখিরা গাও গো গান, কহো বায়ু চরাচরময়—
 মহেশের প্রেমের জগতে প্রেমের হইল আজি জয় ॥

৫

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর
 যত করো বিতরণ অক্ষয় তোমার কর ।
 দুজনের আঁখি-'পরে তুমি থাকো আলো ক'রে—
 তা হলে আধারে আর বলো হে কিসের ডর ।

তোমারে হারায় যদি হৃদনে হারাবে দৌহে—
 হৃদনে কাঁদিয়ে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে,
 এমনি আধার হবে পাশাপাশি বসে রবে
 তবুও দৌহার মূখ চিনিবে না পরস্পর।
 দেখো, প্রভু, চিরদিন আশি-পরে থেকে জেগে—
 তোমারে চাকে না যেন সংসারের ঘন মেঘে।
 তোমারি আলোকে বসি উজল-আনন-শশী
 উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিতকলেবর ॥

৬

শুভদিনে শুভক্ষেণে পৃথিবী আনন্দমনে
 দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ—
 ওই চরণের কাছে দেখো গো পড়িয়া আছে,
 তোমার দক্ষিণহস্তে তুলে লও রাজরাজ।
 এক স্ত্রী দিয়ে, দেব, গৈধে রাখো এক সাথে—
 টুটে না ছিঁড়ে না যেন, থাকে যেন ওই হাতে।
 তোমার শিশির দিয়ে রাখো তারে বাঁচাইয়ে—
 কী জানি শুকায় পাছে সংসাররোজের মাঝ ॥

৭

হৃদনে এক হয়ে যাও, মাথা রাখো একের পায়ে—
 হৃদনের হৃদয় আজি মিলুক তাঁরি মিলন-ছায়ে।
 তাঁহারি প্রেমের বেগে দুটি প্রাণ উঠুক জেগে—
 যা-কিছু শীর্ণ মলিন টুটুক তাঁরি চরণ-বায়ে।
 সমুখে সংসারপথ, বিঘ্নবাধা কোরো না ভয়—
 হৃদনে যাও চলে যাও— গান করে যাও তাঁহারি জয়।
 ভকতি লও পাথের, শক্তি হোক অজের—
 অভয়ের আশিসবাণী আহুক তাঁরি প্রসাদ-বায়ে ॥

৮

তাঁহার অসীম মঙ্গললোক হতে
 তোমাদের এই হৃদয়বনচ্ছায়ে
 অনন্তেরই পরশরসের স্রোতে
 দিয়েছে আজ বসন্ত জাগায়ে ।
 তাই স্বধাময় মিলনকুসুমখানি
 উঠল ফুটে কখন নাহি জানি—
 এই কুসুমের পূজার অর্ঘ্যখানি
 প্রণাম করো দুইজনে তাঁর পায়ে ।
 সকল বাধা যাক তোমাদের ঘুচে,
 নামুক তাঁহার আশীর্বাদের ধারা ।
 মলিন ধুলার চিহ্ন সে দিক মুছে,
 শান্তিপবন বহুক বন্ধহারা ।
 নিত্যানবীন প্রেমের মাধুরীতে
 কল্যাণফল ফলুক দৌহার চিতে,
 স্বথ তোমাদের নিত্য বহুক দিতে
 নিখিলজনের আনন্দ বাড়ায়ে ॥

৯

নবজীবনের যাত্রাপথে দাঁও দাঁও এই বর
 হে হৃদয়েশ্বর—
 প্রেমের বিত্ত পূর্ণ করিয়া দিক চিত্ত ;
 যেন এ সংসারমাঝে তব দক্ষিণমুখ রাজে ;
 স্বথরূপে পাই তব ভিক্ষা, দুখরূপে পাই তব দীক্ষা ;
 মন হোক ক্ষুদ্রতামুক্ত, নিখিলের সাথে হোক যুক্ত,
 শুভকর্মে যেন নাহি মানে ক্লান্তি
 শান্তি শান্তি শান্তি ॥

১০

প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি অন্তর্যামী
 নমি তাঁরে আমি— নমি নমি ।
 বিপদে সম্পদে স্থখে দুখে সাথি যিনি দিনরাতি অন্তর্যামী
 নমি তাঁরে আমি— নমি নমি ।
 তিমিররাত্রে ষাঁর দৃষ্টি তারায় তারায়,
 ষাঁর দৃষ্টি জীবনের মরণের সীমা পারায়,
 ষাঁর দৃষ্টি দীপ্ত সূর্য-আলোকে অগ্নিশিখায়, জীব-আত্মায় অন্তর্যামী
 নমি তাঁরে আমি— নমি নমি ।
 জীবনের সব কর্ম সংসারধর্ম করো নিবেদন তাঁর চরণে ।
 যিনি নিখিলের সাক্ষী, অন্তর্যামী
 নমি তাঁরে আমি— নমি নমি ॥

১১

সুখস্বপ্নী বধু, সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্নেহমধু । আহা ।
 সত্য রহো তুমি প্রেমে, ধ্রুব রহো ক্ষেমে—
 দুঃখে স্থখে শান্ত রহো হস্তমুখে ।
 আঘাতে হও জয়ী অবিচল ধৈর্যে কল্যাণময়ী । আহা ॥
 চলো শুভবুদ্ধির বাণী শুনে,
 সকল নব্রতগুণে চারি দিকে শান্তি হোক বিস্তার—
 ক্ষমাবিত্ত করো তব সংসার ।
 যেন উপকরণের গর্ব আত্মারে না করে খর্ব ।
 মন যেন জানে, উপহাস করে কাল ধনমান—
 তব চক্ষে যেন ধুলির সে ফাঁকি নিতোরে না দেয় ঢাকি । আহা ॥

১২

ইহাদের করো আশীর্বাদ ।
 ধরায় উঠিছে ফুটি ক্ষুদ্র প্রাণগুলি, নন্দনের এনেছে সংবাদ ।

এই হাসিমুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,
 পাছে ঘেরে আধার প্রমাদ,
 ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে, কোলে রেখে,
 তোমরা করো গো আশীর্বাদ ।
 বলো, 'সুখে যাও চলে ভবের তরঙ্গ দ'লে,
 স্বর্গ হতে আসুক বাতাস—
 সুখ দুঃখ কোরো হেলা, সে কেবল চেউখেলা
 নাচিবে তোদের চারিপাশ ।'

১৩

সমুখে শাস্তিপারাবার—
 ভাসাও তরণী হে কর্ণধার ।
 তুমি হবে চিরশাধি, লও লও হে ক্রোড় পাতি—
 অসীমের পথে জলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার ।
 মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
 হবে চিরপাথের চিরষাত্রার ।
 হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
 পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার ।

৩. ১২. ১৯৩৯

১৪

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
 রাজার দোহাই দিয়ে
 এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
 মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
 ঘাতক সৈন্তে ডাকি
 'মারো মারো' ওঠে হাঁকি ।
 গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর—
 মানবপুত্র তীর ব্যথায় কহেন, হে ঈশ্বর !

এ পানপাত্র নিদাক্ষণ বিবে ভরা
দূরে ফেলে দাঁও, দূরে ফেলে দাঁও সরা ॥

২৫. ১২. ১৯৩৯

১৫

আলোকের পথে, প্রভু, দাঁও দ্বার খুলে—
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁধি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারিয়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে বিরে নিরাশার নিশা ।
নিখিল ভুবনে তব দ্বারা আত্মহার
আধারের আবরণে খোঁজে ঋণতারা,
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে—
আলোকের পথে ॥

২. ১১. ১৯৪০

১৬

ওই মহামানব আসে ।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে ॥
স্বরলোকে বেজে ওঠে শব্দ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন ।
আজি অমরাত্মির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন ।
উদয়শিখরে জাগে 'মার্ত্তিভঃ মার্ত্তিভঃ'
নবজীবনের আশ্বাসে ।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মস্ত্রি-উঠিল মহাকাশে ॥

১ বৈশাখ

১৩৪৮

আত্মস্থানিক সংগীত

১৭

হে নূতন,

দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ ॥

তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন

সূর্যের মতন ।

বিস্তৃত্য বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন ।

ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,

ব্যক্ত হোক তোমামাঝে অসীমের চিরবিস্ময় ।

উদয়দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিন্তমাঝে

চিরনূতনেরে দিল ডাক

পঁচিশে বৈশাখ ॥

২৩ বৈশাখ

১৩৪৮

প্রেম ও প্রকৃতি

গিয়াছে সে দিন যে দিন হৃদয় রূপেরই মোহনে আছিল মাতি,
 প্রাণের স্বপন আছিল যখন— ‘প্রেম’ ‘প্রেম’ শুধু দিবস-রাতি ।
 শান্তিময়ী আশা ফুটেছে এখন হৃদয়-আকাশপটে,
 জীবন আমার কোমল বিভাৱ বিমল হয়েছে বটে,
 বালককালের প্রেমের স্বপন মধুর যেমন উজল যেমন

তেমন কিছুই আসিবে না—

তেমন কিছুই আসিবে না ॥

সে দেবীপ্রতিমা নারিব ভুলিতে প্রথম প্রণয় ঝাঁকিল বাহা,
 স্মৃতিমক মোর শ্রামল করিয়া এখনো হৃদয়ে বিরাজে তাহা ।
 সে প্রতিমা সেই পরিমলসম পলকে যা লয় পায়,
 প্রভাতকালের স্বপন যেমন পলকে মিশায়ে যায় ।
 অলসপ্রবাহ জীবনে আমার সে কিরণ কভু ভাসিবে না আর—

সে কিরণ কভু ভাসিবে না—

সে কিরণ কভু ভাসিবে না ॥

মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে, জীবন হতেছে শেষ ।
 শিথিল কপোল, মলিন নয়ন, তুষারধবল কেশ ।
 পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া অযতনে বীণাখানি—
 বাজাবার বল নাহিক এ হাতে, জড়িমাঝড়িত বাণী ।
 গীতিময়ী মোর সহচরী বীণা, হইল বিদায় নিতে ।
 আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই অমৃত আমার চিতে ।
 তবু একবার, আর-একবার, তাজিবার আগে প্রাণ
 মরিতে মরিতে গাইয়া লইব সাদের সে-সব গান ।
 ভুলিবে আমার সমাধি-উপরে তরুগণ শাখা তুলি—
 বনদেবতারা গাহিবে তখন মরণের গানগুলি ॥

৩

কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস ।
 কেন গো বিষন্ন আঁখি আমি যবে কাছে থাকি,
 কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিশ্বাস ।
 আঁদর করিতে মোরে চায় কতবার,
 সহসা কী ভেবে যেন ফেরে সে আবার ।
 নত করি ছুঁ নয়নে কী যেন বুঝায় মনে,
 মন সে কিছুতে যেন পায় না আশ্বাস ।
 আমি যবে ব্যগ্র হয়ে ধরি তার পাণি
 সে কেন চমকি উঠি লয় তাহা টানি ।
 আমি কাছে গেলে হায় সে কেন গো সরে যায়—
 মলিন হইয়া আসে অধর সহাস ॥

৪

তোরা বসে গাঁথিস মালা, তারা গলায় পরে ।
 কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অনাদরে ॥
 তোরা সুধা করিস দান, তারা শুধু করে পান,
 সুধায় অকুচি হলে ফিরেও তো নাহি চায়—
 হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙে দিয়ে চলে যায় ॥
 তোরা কেবল হাসি দিবি, তারা কেবল বসে আছে—
 চোখের জল দেখিলে তারা আর তো রবে না কাছে ।
 প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
 পরান ভেঙে মধু দিবি অশ্রুছাঁকা হাসি হেসে—
 বুক ফেটে, কথা না বলে শুকায়ে পড়িবি শেষে ॥

৫

বলি, ও আমার গোলাপ-বালা, বলি, ও আমার গোলাপ-বালা-
 তোলো মুখানি, তোলো মুখানি— কুহুমকুহুম করো আলা ।

বলি, কিসের শরম এত ! সখী, কিসের শরম এত !
 সখী, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি কিসের শরম এত ।
 বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা । সখী, ঘুমায়ে চন্দ্রতারা ।
 প্রিয়ে, ঘুমায়ে দিক্‌বালারা সব— ঘুমায়ে জগৎ যত ।
 বলিতে মনের কথা, সখী, এমন সময় কোথা ।
 প্রিয়ে, তোলো মুখানি, আছে গো আমার প্রাণের কথা কত ।
 আমি এমন স্থধীর স্বরে, সখী, কহিব তোমার কানে—
 প্রিয়ে, স্বপনের মতো সে কথা আসিয়ে পশিবে তোমার প্রাণে ।
 তবে মুখানি তুলিয়ে চাও, স্থধীরে মুখানি তুলিয়ে চাও ।
 সখী, একটি চুখন দাও— গোপনে একটি চুখন চাও ।

৬

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস নে—
 ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস নে ।
 হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা শেফালি হোথা ফুটিয়ে—
 ওদের কাছে মনের বাধা বল রে মুখ ফুটিয়ে ।
 ভ্রমর কহে, ‘হেথায় বেলা হোথায় আছে নলিনী—
 ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলি নি ।
 মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব—
 বলিতে যদি জলিতে হয় কাঁটারই ঘায়ে জলিব ।’

৭

পাগলিনী, তোর লাগি কী আমি করিব বল ।
 কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল ।
 আদরের ধন তুমি, আদরে রাখিব আমি—
 আদরিণী, তোর লাগি পেতেছি এ বন্ধনুল ।
 আয় তোরে বুকে রাখি— তুমি দেখো, আমি দেখি—
 খাসে খাস মিশাইব, আঁখিজলে আঁখিজল ।

৮

ওই কথা বলো সখী, বলো আর বার—

ভালোবাস মোরে তাহা বলো বার বার ।

কতবার শুনিয়াছি, তবুও আবার যাচি—

ভালোবাস মোরে তাহা বলো গো আবার ॥

৯

শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি—

ঘুম এখনো ভাঙিল না কি !

দেখো, তোমারি ছয়ার-পরে

সখী, এসেছে তোমারি রবি ।

শুনি প্রভাতের গাথা মোর

দেখো ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,

জগত উঠেছে নয়ন মেলিয়া নূতন জীবন লভি ।

তবে

তুমি কি সজ্ঞানী জাগিবে নাকো,

আমি যে তোমারি কবি ॥

প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,

প্রতিদিন গান গাহি—

প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান

ধীরে ধীরে উঠ চাহি ।

আজিও এসেছি, চেয়ে দেখো দেখি

আর তো রজনী নাহি ।

আজিও এসেছি, উঠ উঠ সখী,

আর তো রজনী নাহি ।

সখী, শিশিরে মুখানি মাজি

সখী, লোহিত বসনে সাজি

দেখো বিয়ল সবসী-আরশির 'পরে অপরূপ রূপরশি ।

হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া দিয়ৈছিহু তার বাহতে বাঁধিয়া
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায়,

সাধের স্বপন যায় রে যায় ।

যে যায় সে যায়, ফিরিয়ে না চায়, যে থাকে সে শুধু করে হায়-হায়—
নয়নের জল নয়নে শুকায়ে— মরমে লুকায় আশা ।

বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে— রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে— আকাশে তাহার বাসা ।

যায় যদি তবে থাক । একবার তবু ডাক ।

কী জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তার তবে থাক, তবে থাক ॥

১২

হৃদয় মোর কোমল অতি, সহিতে নারি রবির জ্যোতি,

লাগিলে আলো শরমে ভরে মরিয়া যাই মরমে ।

ভ্রমর মোর বসিলে পাশে তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,

ভূতলে ঝরে পড়িতে চাহি আকুল হয়ে শরমে ।

কোমল দেহে লাগিলে বায় পাপড়ি মোর খসিয়া যায়,

পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ রয়েছে তাই লুকায়ে ।

আধার বনে রূপের হাসি ঢালিব সদা স্বরভিরাশি,

আধার এই বনের কোলে মরিব শেষে শুকায়ে ॥

১৩

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর, আয় লো কাছে আয় ।

মিশাবি জোছনাহাসি রাশি রাশি মুহু মুহু জোছনায় ।

মলয় কপোল চুমে চলিয়া পড়িছে ঘুমে,

কপোলে নয়নে জোছনা মরিয়া যায় ।

যমুনাহরীগুলি চরণে কাঁদিতে চায় ॥

১৪

খুলে দে তরগী, খুলে দে তোরা, শ্রোত বহে যায় যে ।
 মন্দ মন্দ অঙ্গভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে— এই বেলা খুলে দে ।
 ভাঙিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল,
 স্রোতোমুখে প্রাণ মন যাক ভেসে যাক—
 যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আর যে ।

১৫

এ কী হরষ হেরি কাননে !
 পরান আকুল, স্বপন বিকশিত মোহমদিরাময় নয়নে ।
 ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি, বনে বনে বহিছে সমীরণ
 নবপল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে— বসন্তপরশে বন শিহরে ।
 কী জানি কোথা পরান মন ধাইছে বসন্তসমীরণে ।
 ফুলেতে শুয়ে জোছনা হাসিতে হাসি ম্রিলাইছে ।
 মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যায় ঘুমভারে অলস বহুচ্ছয়া—
 দূরে পাণিয়া পিউ-পিউ হবে ডাকিছে সঘনে ।

১৬

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না ।
 আমার সাধের পাখি যারে নয়নে নয়নে রাখি
 তারি স্বপনে রয়েছি ভোর, আমার স্বপন ভাঙায়ো না ।
 কাল ফুটিবে রবির হাসি, কাল ছুটিবে তিমিররাশি—
 কাল আসিবে আমার পাখি, ধীরে বসিবে আমার পাশ ।
 ধীরে গাহিবে স্ব্থের গান, ধীরে ডাকিবে আমার নাম ।
 ধীরে বয়ান তুলিয়া নয়ান খুলিয়া হাসিব স্ব্থের হাস ।
 আমার কপোল ভ'রে শিশির পড়িবে ঝ'রে—
 নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি, মরমে রহিব ম'রে !
 তাহারি স্বপনে আজি মুহুরি রয়েছি আঁখি—

কখন অসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে আমার নামটি ডাকি ॥

১৭

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয়স্রোতে ।
‘যাব না’ ‘যাব না’ করি ভাসায়ে দিলাম তরী—
উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হতে ॥
দাঁড়াতে পাই নে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ—
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে ॥
জানিহু না, শুনিহু না, কিছু না ভাবিহু—
অন্ধ হয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিহু ।
এত দূর ভেসে এসে ভ্রম যে বুঝেছি শেষে—
এখন ফিরিতে কেন হয় গো বাসনা ।
আগেভাগে, অভাগিনী, কেন ভাবিলি না ।
এখন যে দিকে চাই কুলের উদ্দেশ নাই—
সম্মুখে আসিছে রাত্রি, আধার করিছে ঘোর ।
স্রোতপ্রতিকূলে যেতে বল যে নাই এ চিতে,
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়েছে হৃদয় মোর ॥

১৮

হাসি কেন নাই ও নয়নে ! ভ্রমিতেছ মলিন-আননে ।
দেখো, সখী, আঁখি তুলি ফুলগুলি ফুটেছে কাননে ॥
তোমায়ে মলিন দেখি ফুলেরা কঁাদিছে সখী
সুধাইছে বনলতা কত কথা আকুল বচনে ॥
এসো সখী, এসো হেথা, একটি কহো গো কথা—
বলো, সখী, কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা ।
বলো, সখী, মন তোমার আছে ভোর কাহার স্বপনে ॥

১৯

একবার বলো, সখী, ভালোবাস মোরে—
 রেখো না ফেলিয়া আর সন্দেহের ঘোরে ।
 সখী, ছেলেবেলা হতে সংসারের পথে পথে
 মিথ্যা মরীচিকা লয়ে যেপেছি সময় ।
 পারি নে, পারি নে আর— এসেছি তোমারি দ্বার—
 একবার বলো, সখী, দিবে কি আশ্রয় ।
 সহেছি ছলনা এত, ভয় হয় তাই
 সত্যকার স্থখ বুঝি এ কপালে নাই ।
 বহুদিন ঘুমঘোরে ডুবায়ে রাখিয়া মোরে
 অবশেষে জাগায়ো না নিদাক্ষণ ঘায় ।
 ভালোবেসে থাকো যদি লও লও এই হৃদি—
 ভয় চূর্ণ দ্বন্দ্ব এই হৃদয় আমার
 এ হৃদয় চাও যদি লও উপহার ॥

২০

কতবার ভেবেছিহু আপনা ভুলিয়া
 তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া ।
 চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
 গোপনে তোমারে, সখা, কত ভালোবাসি ।
 ভেবেছিহু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা,
 কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা ।
 ভেবেছিহু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
 চিরজন্ম সঙ্কোপনে পূজিব একাকী—
 কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়,
 কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয় ।
 আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি,
 কেমনে প্রকাশি কব কত ভালোবাসি ॥

২১

কেমনে শুধিব বলো তোমার এ ঋণ ।
 এ দয়া তোমার, মনে রবে চিরদিন ।
 যবে এ হৃদয়মাঝে ছিল না জীবন,
 মনে হ'ত ধরা যেন মরুর মতন,
 সে হৃদে ঢালিয়ে তব প্রেমবারিধার
 নূতন জীবন যেন করিলে সঞ্চার ।
 একদিন এ হৃদয়ে বাজিত প্রেমের গান,
 কবিতায় কবিতায় পূর্ণ যেন ছিল প্রাণ—
 দিনে দিনে স্তব্ধগান থেমে গেল এ হৃদয়ে,
 নিশীথশ্মশানসম আছিল নীরব হয়ে—
 সহসা উঠেছে বাজি তব করপরিশনে,
 পুরানো সকল ভাব জাগিয়া উঠেছে মনে,
 বিয়াজিছে এ হৃদয়ে যেন নব-উষাকাল,
 শূন্য হৃদয়ের যত ঘুচেছে আধারজাল ।
 কেমনে শুধিব বলো তোমার এ ঋণ ।
 এ দয়া তোমার, মনে রবে চিরদিন ॥

২২

এ ভালোবাসার যদি দিতে প্রতিদান—
 একবার মুখ তুলে চাহিয়া দেখিতে যদি
 যখন দুখের জল বর্ষিত নয়ান—
 শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যবে ছুটে আসিতাম, সখী,
 ওই মধুময় কোলে দিতে যদি স্থান—
 তা হলে, তা হলে, সখী, চিরজীবনের তরে
 দাক্ষণ্যাতনাময় হ'ত না পরান ।
 একটি কথায় তব একটু স্নেহের স্বরে
 যদি যায় জুড়াইয়া হৃদয়ের জালা,

তবে সেইটুকু, সখী, কোরো অভাগার তরে—
 নহিলে হৃদয় যাবে ভেঙেচুরে বালা !
 একবার মুখ তুলে চেয়ো এ মুখের পানে—
 মুছায়ে দিয়ো গো, সখী, নয়নের জল—
 তোমার স্নেহের ছায়ে আশ্রয় দিয়ো গো মোরে,
 আমার হৃদয় মন বড়োই দুর্বল ।
 সংসারের শ্রোতে ভেসে কত দূর যাব চলে—
 আমি কোথা রব আর তুমি কোথা রবে ।
 কত বর্ষ হবে গত, কত সূর্য হবে অস্ত,
 আছিল নূতন যাহা পুরাতন হবে ।
 তখন সহসা যদি দেখা হয় দুইজনে—
 আসি যদি কহিবারে মরমের ব্যথা—
 তখন সঙ্কোচভরে দূরে কি যাইবে সরে ।
 তখন কি ভালো করে কবে নাকো কথা ॥

২৩

ওকি সখা, কেন মোরে কর তিরস্কার !
 একটু বলি বিরলে কাদিব যে মন খুলে
 তাতেও কী আমি বলো করিহু তোমার ।
 মুছাতে এ অশ্রুবারি বলি নি তোমায়,
 একটু আদরের তরে ধরি নি তো পায়—
 তবে আর কেন, সখা, এমন বিরাগ-মাথা
 ক্রকুটি এ ভগ্নবৃকে হানো বার বার
 জানি জানি এ কপাল ভেঙেছে যখন
 অশ্রুবারি পারিবে না গলাতে ও মন—
 পথের পথিকও যদি মোরে হেরি যার কাদি
 তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার ॥

২৪

ওকি সখা, মুছ আঁখি । আমার তরেও কাঁদিয়ে কি !
 কে আমি বা ! আমি অভাগিনী— আমি মরি তাহে হুথ কিবা ।
 পড়ে ছিহু চরণতলে— দলে গেছ, দেখে নি চেয়ে ।
 গেছ গেছ, ভালো ভালো— তাহে হুথ কিবা ।

২৫

হা সখী, ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা ।
 ভালো যদি নাহি বাসে কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা ।
 মিছে প্রণয়ের হাসি বোলো তারে ভালো নাহি বাসি ।
 চাই নে মিছে আদর তাহার, ভালোবাসা চাই নে ।
 বোলো বোলো, সজনি লো, তারে—
 আর যেন সে লো আসে নাকো হেথা ।

২৬

ওকে কেন কাঁদালি ! ও যে কেঁদে চলে যায়—
 ওর হাসিমুখ যে আর দেখা যাবে না ।
 শূন্যপ্রাণে চলে গেল, নয়নেতে অশ্রুজল—
 এ জনমে আর ফিরে চাবে না ।
 ছ দিনের এ বিদেশে কেন এল ভালোবেসে,
 কেন নিয়ে গেল প্রাণে বেদনা ।
 হাসি খেলা ফুরালো যে, হাসিব আর কেমনে !
 হাসিতে তার কান্নামুখ পড়ে যে মনে ।
 ভাক্ তারে একবার— কঠিন নহে প্রাণ তার !—
 আর বুঝি তার সাড়া পাবে না ।

২৭

এতদিন পরে, সখী, সত্য সে কি হেথা ফিরে এল ।
 দীনবেশে গ্লানমুখে কেমনে অভাগিনী
 যাবে তার কাছে সখী যে ।

শরীর হয়েছে কীণ, নয়ন জ্যোতিহীন—
সবই গেছে কিছু নাই— রূপ নাই, হাসি নাই—
স্বথ নাই, আশা নাই— সে আমি আর আমি নাই—
না যদি চেনে সে মোরে তা হলে কী হবে ।

২৮

চরাচর সকলই মিছে মায়া, ছলনা ।
কিছুতেই ভুলি নে আর— আর না রে—
মিছে ধুলিরাশি লয়ে কী হবে ।
সকলই আমি জেনেছি, সবই শূন্য— শূন্য— শূন্য ছায়া—
সবই ছলনা ।
দিনরাত যার লাগি স্বথ দুখ না করিহু জ্ঞান,
পরান মন সকলই দিয়েছি, তা হতে রে কিবা পেহু ।
কিছু না— সবই ছলনা ।

২৯

তারে দেহো গো আনি ।
ওই রে ফুরায় বৃষ্টি অস্তিম যামিনী ।
একটি উনিব কথা, একটি উনাব বাথা—
শেষবার দেখে নেব সেই মধুমুখানি ।
ওই কোলে জীবনের শেষ সাধ মিটিবে,
ওই কোলে জীবনের শেষ স্বপ্ন ছুটিবে ।
জনমে পূরে নি যাহা আজ কি পূরিবে তাহা ।
জীবনের সব সাধ ফুরাবে এখনি ?

৩০

সাধের কাননে মোর রোপণ করিয়াছিহু
একটি লতিকা, সখী, অতিশয় যতনে ।
প্রতিদিন দেখিতাম কেমন সুন্দর ফুল
ফুটিয়াছে শত শত হাসি-হাসি আননে ।

প্রতিদিন সমতনে চালিয়া দিতাম জল,
 প্রতিদিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা ।
 সোনার লতাটি আহা বন করেছিল আলো—
 সে লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা ?
 কেমন বনের মাঝে আছিল মনের স্থখে
 গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে ।
 প্রেমের সে আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রেখেছিল তারে
 কোমল পল্লবদলে নিবাসিয়া আতপে ।
 এতদিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলোঢলো মুখ,
 শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা ।
 ছিন্ন অবশেষটুকু এখনো জড়ানো বুকে—
 এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা ?।

৩১

সেই যদি সেই যদি ভাঙিল এ পোড়া হৃদি,
 সেই যদি ছাড়াছাড়ি হল হুজনায়ে,
 একবার এসো কাছে— কী তাহাতে দোষ আছে ।
 জগ্নশোধ দেখে নিয়ে লইব বিদায় ।
 সেই গান একবার গাও সখী, শুনি—
 যেই গান একসনে গাইতাম দুইজনে,
 গাইতে গাইতে শেষে পোহাত যামিনী ।
 চলিছে চলিছে তবে— এ জন্মে কি দেখা হবে ।
 এ জন্মের স্থখ তবে হল অবসান ॥
 তবে, সখী, এসো কাছে । কী তাহাতে দোষ আছে ।
 আরবার গাও, সখী, পুরানো সে গান ॥

৩২

হুজনে দেখা হল মধুমামিনী রে—
 কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে ॥

নিকুঞ্জে দখিনাবায় করিছে হায়-হায়,
লতাপাতা ঢুলে ঢুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে ॥
হুজনের আশিবারি গোপনে গেল বয়ে,
হুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল বয়ে ।
আর তো হল না দেখা, জগতে দৌছে একা—
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে ॥

৩৩

দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিয়ল ।
এই ত্রিয়মাণ মুখে তোমাদের এত স্তখে
বলো দেখি কোন্ প্রাণে ঢালিব গরল ।
কিনা করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ—
কত কষ্টে করেছিহু অশ্রুবারি রোধ ।
কিস্ত পারি নে যে সখা— যাতনা থাকে না ঢাকা,
মর্ম হতে উচ্ছুরিয়া উঠে অশ্রুজল ।
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা যদি গো শুধাতে কথা
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি-অনল ।
কেবল উপেক্ষা সহি বলো গো কেমনে রহি ।
কেমনে বাহিরে মুখে হাসিব কেবল ॥

৩৪

পুর্বানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ।
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায় ।
আয় আর-একটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয় ।
মোরো স্তখের ছুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায় ।
মোরো ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, হলেছি দোলায়—
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায় ।
হায় মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়—
আবার দেখা যদি হল, সখা, প্রাণের মাঝে আয় ॥

৩৫

গা সখী, গাইলি যদি, আবার সে গান ।
 কতদিন শুনি নাই ও পুরানো তান ॥
 কখনো কখনো যবে নীরব নিশীথে
 একেলা রয়েছে বসি চিন্তামগ্ন চিতে—
 চমকি উঠিত প্রাণ— কে যেন গায় সে গান,
 দুই-একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে ।
 হা হা সখী, সেদিনের সব কথাগুলি
 প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি ।
 যেদিন মরিব, সখী, গাস্ ওই গান—
 শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ ॥

৩৬

ও গান আর গাস্ নে, গাস্ নে, গাস্ নে ।
 যে দিন গিয়েছে সে আর ফিরিবে না—
 তবে ও গান গাস্ নে ॥
 হৃদয়ে যে কথা লুকানো রয়েছে সে আর জাগাস নে ॥

৩৭

সকলই ফুরাইল । যামিনী পোহাইল ।
 যে যেখানে সব চলে গেল ॥
 রজনীতে হাসিখুশি, হরষপ্রমোদরাশি—
 নিশিশেষে আকুলমনে চোখের জলে
 সকলে বিদায় হল ॥

৩৮

ফুলটি ঝরে গেছে রে ।
 বৃষ্টি সে উষার আলো উষার দেশে চলে গেছে ॥

শুধু সে পাখিটি মুন্সিরা আঁখিটি
সারাদিন একলা বসে গান গাহিতেছে ।
প্রতিদিন দেখত যারে আর তো তারে দেখতে না পায়—
তবু সে নিত্য আসে গাছের শাখে, সেইখানেতেই বসে থাকে,
সারাদিন সেই গানটি গায় সজ্জা হলে কোথায় চলে যায় ।

৩৯

সখা হে, কী দিলে আমি তুমি তোমার ।
জরজর হৃদয় আমার মর্মবেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু করিছে সেথায় ।
তোমার মুখে স্বপ্নের হাসি আমি ভালোবাসি—
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায় ।

৪০

বলি গো সজনী, যেয়ো না, যেয়ো না—
তার কাছে আর যেয়ো না, যেয়ো না ।
স্বপ্নে সে রয়েছে, স্বপ্নে সে থাকুক—
মোর কথা তারে বোলো না, বোলো না ।
আমায় যখন ভালো সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে ।
কাজ কী, কাজ কী, কাজ কী সজনী—
মোর তরে তারে দিয়ো না বেদনা ।

৪১

সহে না যাতনা
দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে
নিশিদিন বসে আছি শুধু পথপানে চেয়ে—
সখা হে, এলে না ।
সহে না যাতনা ।

দিন যায়, রাত যায়, সব যায়—
 আরি বসে হায় !
 দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই—
 শুকায়ে গিয়াছে আশিজল ।
 একে একে সব আশা ক'রে ক'রে প'ড়ে যায়—
 সহে না যাতনা ॥

৪২

যাই যাই, ছেড়ে দাও— স্রোতের মুখে ভেসে যাই ।
 যা হবার তা হবে আমার, ভেসেছি তো ভেসে যাই ॥
 ছিল যত সহিবার সহেছি তো অনিবার—
 এখন কিসের আশা আর । ভেসেছি তো ভেসে যাই ॥

৪৩

অসীম সংসারে যার কেহ নাহি কাঁদিবার
 সে কেন গো কাঁদিছে !
 অশ্রুজল মুছিবার নাহি যে অকল যার
 সেও কেন কাঁদিছে !
 কেহ যার দুঃখগান শুনিতে পাতে না কান,
 বিমুখ সে হয় যারে শুনাইতে চায়,
 সে আর কিসের আশে রয়েছে সংসারপাশে—
 জলন্ত পরান বহে কিসের আশায় ॥

৪৪

অনন্তসাগরমাঝে দাঁও তরী ভাসাইয়া ।
 গেছে স্মৃতি, গেছে দুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া ॥
 সন্মুখে অনন্ত রাজি, আমরা দুজনে যাত্রী,
 সন্মুখে শরান লিঙ্গু দিগ্‌বিদিক হারাইয়া ॥

জলধি রয়েছে স্থির, ধু-ধু করে সিঁদুতীর,
 প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্তে মিশাইয়া ।
 নাহি লাড়া, নাহি শব্দ, মত্তে যেন সব স্তব্ধ,
 রজনী আসিছে ধীরে দুই বাহ প্রসারিয়া ॥

৪৫

ফিরায়ো না মুখখানি,
 ফিরায়ো না মুখখানি রানী ওগো রানী ॥
 ভ্রমভ্রমভ্রম কেন আজি স্নয়নী !
 হাসিরাশি গেছে ভাসি, কোন্‌ হুখে অধামুখে নাহি বাণী ।
 আমারে মগন করো তোমার মধুর করপরশে
 অধাসরসে ।
 প্রাণ মন পুরিয়া দাও নিবিড় হরষে ।
 হেরো শশীশশোভন, সজনী,
 স্নন্দর রজনী ।
 ভূষিতমধুপসম কাতর হৃদয় মম—
 কোন্‌ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী ॥

৪৬

হিয়া কাঁপিছে হুখে কি হুখে সখী,
 কেন নয়নে আসে বারি ।
 আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে—
 বলো কী করিব আমি সখী ।
 দেখা হলে, সখী, সেই প্রাণবধূরে কী বলিব নাহি জানি ।
 সে কি না জানিবে, সখী, রয়েছে যা হৃদয়ে—
 না বুঝে কি ফিরে যাবে সখী ॥

৪৭

দাঁড়াও, মাথা খাও, ঘেয়ো না সখা ।
 শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়—
 কতদিন পরে আজি পেয়েছি দেখা ।
 আর তো চাহি নে কিছু, কিছু না, কিছু না—
 শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব ।
 তাও কি হবে না গো, সখা গো !
 শুধু একবার ফিরে চাও ।

৪৮

কে যেতেছিল, আর বে হেথা— হৃদয়খানি যা-না দিয়ে ।
 বিদ্যাবরের হাসি দেব, স্মৃতি দেব, মধুমাখা দুঃখ দেব,
 হরিণ-আখির অশ্রু দেব অভিমানের মাথাইয়ে ।
 অচেতন করব হিয়ে বিবে-মাথা স্মৃতি দিয়ে,
 নয়নের কালো আলো স্বপ্নে বরষিয়ে ।
 হাসির ঘারে কাঁদাইব, অশ্রু দিয়ে হাসাইব,
 ঝগালবাহ দিয়ে সাধের বাঁধন বেঁধে দেব ।
 চোখে চোখে রেখে দেব—
 দেব না হৃদয় শুধু, আর-সকলই যা-না নিয়ে ।

৪৯

আবার মোরে পাগল করে দিবে কে ।
 হৃদয় ঘেন পাষণ-হেন বিরাগ-ভরা বিবেকে ।
 আবার প্রাণে নূতন টানে প্রেমের নদী
 পাষণ হতে উছল স্রোতে বহায় যদি—
 আবার ছুটি নয়নে লুটি হৃদয় হ'য়ে নিবে কে !
 আবার মোরে পাগল করে দিবে কে ।

আবার কবে ধরনী হবে তরুণা।
 কাহার প্রেমে আলিবে নেমে স্বরগ হতে করুণা।
 নিশীথনভে ভনিব কবে গভীর গান,
 যে দিকে চাব দেখিতে পাব নবীন প্রাণ,
 নূতন প্রীতি আনিবে নিতি কুমারী উবা অরুণা।
 আবার কবে ধরনী হবে তরুণা।

দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি- আবরণ।
 তাহার হাতে আঁখির পাতে জগত-জাগা জাগরণ।
 সে হাসিখানি আনিবে টানি সবার হাসি।
 গড়িবে গেছ, জাগাবে ন্নেহ— জীবনরাশি।
 প্রকৃতিবধু চাহিবে মধু, পরিবে নব আভরণ—
 সে দিবে খুলি এ ঘোর ধূলি- আবরণ।

হৃদয়ে এসে মধুর হেসে প্রাণের গান গাহিয়া
 পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া।
 আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি আকুল নীরে,
 স্বরনা-সম জগত মম ঝরিবে শিরে—
 তাহার বাণী দিবে গো আনি সকল বাণী বাহিয়া।
 পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া।

৫০

জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত এল, এল! এল রে!
 নবীন বাসনায় চঞ্চল যৌবন নবীন জীবন পেল।
 এল, এল।

বাহির হতে চায় মন, চায়, চায় রে—
 করে কাহার অধেষণ।

ফাগুন-হাওয়ার ফোল দিয়ে যায় হিল্লোল—
 চিত্রমাগর উদ্বেল । এল, এল ।
 দখিনবারু ছুটিয়াছে, বুঝি খোঁজে কোন্ ফুল ফুটিয়াছে—
 খোঁজে বনে বনে— খোঁজে আবার মনে ।
 নিশিধিন আছে মন জাগি কার পদপবন-লাগি—
 তারি ভরে মর্মের কাছে শতদলদল মেলিয়াছে
 আবার মন ।

৫১

কাছে ছিলে, দূরে গেলে— দূর হতে এসো কাছে ।
 ভুবন ভ্রমিলে তুমি— সে এখনো বসে আছে ।
 ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারো নি ভালো—
 এখন বিরহানলে প্রেমানল জলিয়াছে ।
 জটিল হয়েছে জাল, প্রতিকূল হল কাল—
 উন্মাদ তানে তানে কেটে গেছে ভাল ।
 কে জানে তোমার বীণা সুরে ফিরে যাবে কিনা—
 নিষ্ঠুর বিধির চানে তার ছিঁড়ে যায় পাছে ॥

৫২

যদি ভরিয়া লইবে কুন্ত এসো ওগো, এসো মোর
 হৃদয়নীয়ে ।
 তলতল ছলছল কাঁদিয়ে গভীর জল
 ওই ছুটি স্বকোমল চরণ ধরে ।
 আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলম
 মেঘ নামিয়াছে ময় দুইটি তীরে ।
 ওই-যে শব্দ চিনি, নৃপূর বিনিকিঝিনি—
 কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে ।

যদি ভরিয়া লইবে কুন্ত এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে ।

যদি স্বয়ং লভিতে চাও এসো তবে কাঁপ দাঁও
সলিলমাঝে ।

স্নিগ্ধ শান্ত স্নগভীর— নাহি তল, নাহি তীর,
স্বত্বাসম নীল নীর স্থির বিরাজে ।

নাহি রাজিদিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অন্তলে পীতগান কিছু না বাজে ।

যাও সব যাও ভুলে, নিখিলবন্ধন খুলে
কেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে ।

যদি ভরিয়া লইবে কুন্ত এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে ।

৫৩

বড়ো বিন্দুয় লাগে হেরি তোমায়ে ।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে ।

ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভালি অশ্রুধারে ।

তোমায়ে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে
তুমি চিরপুয়াতন চিরজীবনে ।

তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি—
যত আলো যত হাসি ভূবে আধারে ।

৫৪

আজি মোর ঘরে কাহার মুখ হেরেছি ।
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে ।

গাহিবারে স্বর ভুলে গেছি যে ।

৫৫

বুধা গেয়েছি বহু গান
কোথা সঁপেছি মন প্রাণ !

তুমি তো ঘুমে নিমগন, আমি জাগিয়া অস্থখন ।
আলসে তুমি অচেতন, আমারে দহে অপমান ।—

বুধা গেয়েছি বহু গান ।

যাত্রী সবে তরী খুলে গেল সুদূর উপকূলে,
মহাসাগরতটমূলে ধু ধু করিছে এ স্মশান ।—
কাহার পানে চাহ কবি, একাকী বসি ম্লানছবি ।
অস্তাচলে গেল রবি, হইল দিবা অবসান ।—

বুধা গেয়েছি বহু গান ॥

৫৬

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমার নিভৃত সাধনা,
মম বিজনগগনবিহারী ।
আমি আমার মনের মাধুরী মিশায় তোমায়ে করেছি রচনা—
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম বিজনজীবনবিহারী ॥
মম হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,

মম সন্ধ্যাগগনবিহারী ।

তব অধর এঁকেছি স্খাবিষে মিশে মম স্খতুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম বিজননগ্ননবিহারী ॥
মম মোহের নগ্ননলেখা তব নগ্ননে দিয়েছি পরায়ে ।

মম মুগ্ধনগ্ননবিহারী ।

মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায় জড়ায়—
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম মোহনমরণবিহারী ॥

৫৭

বিধি ভাগর আখি যদি দিয়েছিল
সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না ॥

হুটি অভুল পদতল রাভুল শব্দল
 জানি না কী লাগিয়া পরশে ধরাভল,
 মাটির 'পরে তার করুণা মাটি হল— সে পদ মোর পথে চলিবে না ?
 তব কণ্ঠ- 'পরে হয়ে দিশাহারা
 বিধি অনেক চলেছিল মধুধারা ।
 যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম
 নীরবে অতিধীয়ে ভ্রমরগীতিসম
 দু কথা বল যদি 'প্রিয়' বা 'প্রিয়তম', তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না ।
 হাসিতে স্থানদী উছলে নিরবধি,
 নরনে ভরি উঠে অমৃতমহোদধি—
 এত স্থা কেন সৃজিল বিধি, যদি আমারি ত্বাটুকু পুরাবে না ।

৫৮

বঁধু, মিছে রাগ কোরো না, কোরো না ।
 মম মন বুঝে দেখো মনে মনে— মনে রেখো, কোরো করুণা ॥
 পাছে আপনারে রাখিতে না পারি
 তাই কাছে কাছে থাকি আপনাবি—
 মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে চাই— সে আমার নহে ছলনা ।
 দিনেকের দেখা, তিলেকের স্থা,
 কণেকের তরে শুধু হাসিমুখ—
 পলকের পরে থাকে বুক ভ'রে চিরজনমের বেদনা ।
 তারি মাঝে কেন এত সাধাসাধি,
 অবুঝ আধারে কেন মরি কাঁদি—
 দূর হতে এসে ফিরে যাই শেষে বহিয়া বিকল বাসনা ।

৫৯

কার হাতে যে ধরা দেব হায়
 তাই ভাবতে আমার বেলা যায় ।

ভান দিকেতে তাকাই যখন বায়ের লাগি কাঁদে রে মন—
বায়ের দিকে ফিরলে তখন হখিন ডাকে ‘আয় রে আয়’ ॥

৬০

আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন—

সে কি অমনি হবে ।

আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন—

সে কি অমনি হবে ॥

কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে—

সে কি অমনি হবে ।

আপনাকে সে করুক-না বশ, মজুক প্রেমের রসে—

সে কি অমনি হবে ।

আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন—

সে কি অমনি হবে ॥

৬১

বুঝি এল, বুঝি এল ওরে প্রাণ ।

এবার ধব্বু এবার ধব্বু দেখি তোর গান ॥

ঘাসে ঘাসে খবর ছোটো, ধরা বুঝি শিউরে ওঠে—

দিগন্তে ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান ॥

৬২

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি ।

আকাশেতে সোনার আলোর ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী ।

ওরে মন, খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে—

অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক-পানে তুলে দে ।

আনন্দে সব বাধা টুটে সবার সাথে ওঠ রে ফুটে—

চোখের 'পরে আলস-ভরে রাখিস নে আয় আঁচল টানি ॥

৬৩

তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির-ছলোছলো,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ওই যোজে ঝলোমলো ।
এমনি নিরিড় ক'রে এরা দাঁড়ায় হৃদয় ত'রে—
তাই তো আমি জানি বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকুল-মানস-সাগর-জলে কমল টলোমলো ।
তাই তো আমি জানি— আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান, আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অঙ্ককারের হৃদয়-কাটা আলোক জলোজলো ॥

৬৪

জলে-ভোবা চিকন শ্রামল কচি ধানের পাশে পাশে
তরা নদীর ধারে ধারে হাঁসগুলি আজ সারে সারে
হুলে হুলে ওই-যে ভাসে ।
অমনি করেই বনের শিরে মৃদু হাওয়ায় ধীরে ধীরে
দিক্‌রেখাটির তীরে তীরে মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশে ।
অমনি করেই অলস মনে একলা আমার তরীর কোণে
মনের কথা সারা সকাল যায় ভেসে আজ অকারণে ।
অমনি করেই কেন জানি দূর মাধুরীর আভাস আনি
ভাসে কাহার ছায়াখানি আমার বুকের দীর্ঘবাসে ॥

৬৫

স্বপনলোকের বিদেশিনী কে যেন এলে কে
কোন্ ভুলে-মাওয়া বসন্ত থেকে ।
যা-কিছু সব গেছে ফেলে খুঁজতে এলে হৃদয়ে,
পথ চিনেছ চেনা ফুলের চিহ্ন দেখে ।
বুঝি মনে তোমার আছে আশা
কার হৃদয়ব্যথায় মিলবে বাসা ।

দেখতে এলে করুণ বীণা— বাজে কিনা হৃদয়ে,
তারগুলি তার কাঁপে কিনা— যায় কি সে ডেকে

৬৬

হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর ফাস্তুনী চেউ আসে—
বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে ॥
তোমার মোহন এল মোহন বেশে, কুয়াশাভার গেল ভেসে—
এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে ॥
অরণ্যে তোর সুর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা—
জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন, পুষ্পবিহীন ধরা ।
এবার জাগু রে হতাশ, আয় রে ছুটে অবসাদের বাধন টুটে—
বুঝি এল তোমার পথের সাথি উতল উচ্ছ্বাসে ॥

৬৭

ওরে বকুল পাকুল, ওরে শালপিয়ালের বন,
কোনখানে আজ পাই আমার মনের মতন ঠাই ।
যেখায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন,
দিয়ে আমার সকল মন ॥
সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে
তোদের মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অহুঙ্কণ,
নেই একটি বিরল ক্ষণ
যেখায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন,
দিয়ে আমার সকল মন ॥
ওরে বকুল পাকুল, ওরে শালপিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় করে তোরা দাঁড়াস নে ভিড় করে
আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন গন্ধ রঙের
বিপুল আয়োজন । আমি চাই নে ।

অকূল অবকাশে যেখায় স্বপ্নকমল ভাসে
 এমন দে আমারে একটি আমার গগন-জোড়া কোণ,
 আমার একটি অসীম কোণ
 যেখায় আমার কাণ্ডন ভরে দেব দিয়ে আমার মন—
 দিয়ে আমার সকল মন ।

৬৮

হিয়ামাকে গোপনে হেরিয়ে তোমারে
 ক্ষণে ক্ষণে পুলক যে কাঁপে কিশলয়ে,
 কুহুমে কুহুমে ব্যথা লাগে ।

৬৯

যেন কোন্ ভূলের ঘোরে চাঁদ চলে যায় সরে সরে ।
 পাড়ি দেয় কালো নদী, আয় রজনী, দেখবি যদি—
 কেমনে তুই বাখবি ধ'রে, দূরের বাঁশি ডাকল ওরে ।
 প্রহরগুলি বিলিয়ে দিয়ে সর্বনাশের সাধন কী এ ।
 মগ্ন হয়ে রইবে বসে মরণ-ফুলের মধুকোষে—
 নতুন হয়ে আবার তোরে মিলবে বুঝি সুখায় ভ'রে ।

৭০

অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে দিনের বিদায়ক্ষণে
 গেয়ো না, গেয়ো না চঞ্চল গান ক্লাস্ত এ সমীরণে ।
 ঘন বকুলের স্নান বীথিকায়
 শীর্ণ যে ফুল ক'রে ক'রে যায়
 তাই দিয়ে হার কেন গাঁথ হায়, লাজ বাসি তাই মনে ।
 চেয়ো না, চেয়ো না মোর দীনতায় হেলায় নয়নকোণে ।
 এসো এসো কাল রজনীর অবলানে প্রভাত-আলোর দ্বারে ।
 যেয়ো না, যেয়ো না অকালে হানিয়া সকালের কলিকারে ।

এসো এসো যদি কভু হৃদয়
 নিয়ে আসে তার ভরা সঞ্চয়,
 চিরনবীনের যদি ঘটে জয়— সাজি ভরা হয় ধনে ।
 নিয়ো না, নিয়ো না মোর পরিচয়
 এ ছায়ার আবরণে ॥

৭১

তুমি তো সেই যাবেই চ'লে, কিছু তো না হবে বাকি—
 আমার ব্যথা দিয়ে গেলে জেগে হবে সেই কথা কি ॥
 তুমি পথিক আপন-মনে
 এলে আমার কুহুমবনে,
 চরণপাতে যা দাঁও দ'লে সে-সব আমি দেব ঢাকি ॥
 বেলা যাবে আঁধার হবে, একা ব'সে হৃদয় ভ'রে
 আমার বেদনখানি আমি রেখে দেব মধুর ক'রে ।
 বিদায়-বাঁশির করুণ হবে
 সঁঝের গগন মগন হবে,
 চোখের জলে ছুখের শোভা নবীন ক'রে দেব রাখি ॥

৭২

আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে—
 ওগো সাকী, দেবে না কি পেয়ালা মোর ভ'রে ভ'রে ॥
 রসের ধারা সুধায় হাঁকা, যুগনাভির আভাস মাখা গো,
 বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতার মোরে ॥
 মুখ তুলে চাও ওগো প্রিয়ে— তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে
 এক রজনীর মতো এবার দাঁও-না আমার অমর ক'রে ।
 নন্দনিকুঞ্জশাখে অনেক কুহুম ফুটে থাকে গো,
 এমন মোহন রূপ দেখি নাই, গন্ধ এমন কোথায় ওবে ॥

৭৩

কালো মেঘের ঘটা ঘনায় যে আধার গগনে,
 ঝরে ধারা ঝরোঝরো গহন বনে ।
 এত দিনে বাধন টুটে কুঁড়ি তোমার উঠল ফুটে
 বাদল-বেলায় বরিষনে ।
 ওগো, এবার তুমি আগো আগো—
 যেন এই বেলাটি হারায় না গো ।
 অশ্রুভরা কোন্ বাতাসে গন্ধে যে তার ব্যথা আসে—
 আর কি গো সে রয় গোপনে ॥

৭৪

ওগো জলের রানী,
 চেউ দিয়ো না, দিয়ো না চেউ দিয়ো না গো—
 আমি যে ভয় মানি ।
 কখন তুমি শাস্তগভীর, কখন টলোমলো—
 কখন আঁখি অধীর হাশ্রমদ্রি, কখন ছলোছলো—
 কিছুই নাহি জানি ।
 যাও কোথা যাও, কোথা যাও যে চঞ্চলি ।
 লও গো ব্যাকুল বকুলবনের মুকুল-অঞ্জলি ।
 দখিন-হাওয়ায় বনে বনে জাগল মরোমরো—
 বুকের 'পরে পুলক-ভরে কাঁপুক ধরোধরো
 স্বনীর আঁচলখানি ।
 হাওয়ার ছললী,
 নাচের তালে তালে স্রাবল কূলের মন ভুলালি !
 ওগো অরুণ-আলোর মানিক-মালা দোলাব ওই স্রোতে,
 দেব হাতে গোপন রাতে আধার গগন হতে
 তারার ছায়া আনি ॥

৭৫

সন্ন্যাসী,

ধ্যানে নিমগ্ন নগ্ন তোমার চিত্ত ।

বাহিরে যে তব লীন হল সব বিস্ত ।

বসহীন তরু, নিষ্ঠুর মরু,

বাতাসে বাজিছে রুস্ত্র ডমরু,

ধরা-ভাঙার রিক্ত ।

জাগো তপস্বী, বাহিরে নয়ন মেলো হে । জাগো!

স্থলে জলে ফুলে ফলে পল্লবে

চপল চরণ ফেলো হে । জাগো!

জাগো গানে গানে নব নব তানে,

জাগাও উদাস হতাশ পরানে

উদার তোমার নৃত্য । জাগাও ।

৭৬

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি

চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ।

ছিল তো শেফালিকা তোমারি-লিপি-লিখা,

তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি ।

কাশের লিখা যত কাঁপিছে থরথরি,

মলিন মালতী যে পড়িছে ঝরি ঝরি ।

তোমার যে আলোকে অমৃত দিত চোখে

অরণ্য তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি ।

৭৭

গন্ধ রেখার পথে তোমার শূন্তে গতি,

লেখন রে মোর, ছন্দ-ভানার প্রজাপতি—

স্বপ্নবনের ছায়ায় আলোয় বেড়াস্‌ ছলি
 পরান-কণায় বিন্দুস্রাব নেশায় ঘোরে ।
 চৈত্র-হাওয়ায় যে চঞ্চলের কণিক বাসা
 পাতায় পাতায় করিস প্রচার তাহার ভাষা—
 অঙ্গরীদেয় দ্বোলের দিনের আবির্ভূতি
 কৌতুকে ভোর পাঠায় কে তোর পাখায় ভ'রে ।
 তোর মাঝে মন কীর্তি আপন নিষ্কাতরেই করল হেলা ।
 তার সে চিকন বঙের লিখন কণেকতরেই খেলা খেলা ।
 স্রব বাঁধে আর স্রব সে হারায় দগু পলে,
 গান বহে যায় লুপ্ত স্রবের ছায়ায় তলে,
 পশ্চাতে আর চায় না তাহার চপল তুলি—
 রয় না বাঁধা আপন ছবির রাশীর ডোরে ।

৭৮

এবার বুঝি ভোলায় বেলা হল—
 ক্ষতি কী তাহে যদি বা তুমি ভোলো ।
 যাবার রাত্রি ভরিল গানে
 সেই কথাটি রহিল প্রাণে,
 কণেক-তরে আমার পানে
 করুণ আঁখি তোলো ।
 সন্ধ্যাতারা এমনি ভরা সাঁঝে
 উঠিবে দূরে বিরহাকাশমাঝে ।
 এই-যে স্রব বাজে বীণাতে
 যেখানে যাব রহিবে লাখে,
 আজিকে তবে আপন হাতে
 বিদায়দ্বার খোলো ।

৭৯

কী ধনি বাজে

গহনচেতনামাঝে !

কী আনন্দে উচ্ছ্বসিল

মম তনুবীণা গহনচেতনামাঝে ।

মনপ্রাণহরা সুধা-ঝরা

পরশে ভাবনা উদাসীনা ॥

৮০

ওরা অকারণে চঞ্চল

ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে নবপল্লবদল ॥

বাতাসে বাতাসে প্রাণভরা বাণী শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি,

মর্মরতানে দিকে দিকে আনে কৈশোরকোলাহল ॥

ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,

বনে বনে জানাজানি ।

ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছলধার ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,

চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা শ্রামশিখা হোমানল ॥

৮১

আয় তোরা আয় আয় গো—

গাবার বেলা যায় পাছে তোরা যায় গো ।

শিশিরকণা ঘাসে ঘাসে শুকিয়ে আসে,

নীড়ের পাখি নীল আকাশে চায় গো ।

স্বর দিয়ে যে স্বর ধরা যায়, গান দিয়ে পাই গান,

প্রাণ দিয়ে পাই প্রাণ— তোরা আপন বাঁশি আন,

তবেই যে তুই শুনেতে পাবি কে বাঁশি বাজায় গো ।

শুকনো দিনের তাপ তোরা বসন্তকে দেয় না যেন শাপ ।

ব্যর্থ কাজে মগ্ন হয়ে লগ্ন যদি যায় গো ব'য়ে

গান-হারানো হাওয়া তখন করবে যে 'হায় হায়' গো ॥

৮২

ও জলের রানী,
 ঘাটে বাঁধা একশো ডিঙি— জোয়ার আসে থেমে,
 বাতাস ওঠে দখিন-মুখে । ও জলের রানী,
 ও তোর ঢেউয়ের নাচন নেচে দে—
 ঢেউগুলো সব লুটিয়ে পড়ুক বাঁশির স্বরে কালো-ফণী ॥

৮৩

ভয় নেই রে তোদের নেই রে ভয়,
 যা চলে সব অভয়-মনে— আকাশে ওই উঠেছে শুকতারা ।
 দখিন হাওয়ায় পাল তুলে দে, পাল তুলে দে—
 সেই হাওয়াতে উড়ছে আমার মন ।
 ওই শুকতারাতে রেখে দিলেম দৃষ্টি আমার—
 ভয় কিছু নেই, ভয় কিছু নেই ॥

৮৪

ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলি নি,
 কোন্ দেশে যে চলে গেছে সে চঞ্চলিনী ।
 সঙ্গী ছিল কুকুর কালু, বেশ ছিল তার আলুখালু
 আপনা-পরে অনাদরে ধুলায় মলিনী ॥
 হটোপাটি ঝগড়াঝাঁটি ছিল নিকারণেই ।
 দ্বিধির জলে গাছের ভালে গতি কণে-কণেই ।
 পাগলামি তার কানায় কানায় থেয়াল দিয়ে থেলা বানায়,
 উচ্চহাসে কলভাষে কল'কলিনী ॥
 দেখা হলে যখন-তখন বিনা অপরাধে
 মুখভঙ্গী করত আমার অপমানের হাঁদে ।
 শাসন করতে যেমন ছুটি হঠাৎ দেখি ধুলায় লুটি
 কাজল আঁখি চোখের জলে ছল'ছলিনী ॥

আমার সঙ্গে পঞ্চাশ বার জয়শোধের আড়ি,
কথায় কথায় নিত্যকালের মতন ছাড়াছাড়ি।
ডাকলে তারে 'পুঁচলি' ব'লে সাড়া দিত মন্থজি হলে,
ঝগড়া-দিনের নাম ছিল তার স্বর্ণনিলিনী ॥

৮৫

মনে হল পেরিয়ে এলেম অসীম পথ আসিতে তোমার ঘারে
মরুভূমির হতে স্রুধাশ্রামল পারে।
পথ হতে গোঁথে এনেছি সিন্ধুযুথীর মালা,
সকরণ নিবেদনের গন্ধ ঢালা—
লজ্জা দিয়ে না তারে।
সজল মেঘের ছায়া ঘনায় বনে বনে,
পথহারার বেদন বাজে সমীরণে।
দূরের থেকে দেখেছিলেম বাতায়নের তলে
তোমার প্রদীপ জলে—
আমার আঁখি ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অঙ্ককারে ॥

৮৬

জানি জানি এসেছ এ পথে মনের ভূলে।
তাই হোক তবে তাই হোক— এসো তুমি, দিহু ছার খুলে ॥
এসেছ তুমি যে বিনা আশ্রয়ে, মুখের নুপুর বাজে না চরণে—
তাই হোক ওগো, তাই হোক।
মোর আঙিনায় মালতী ঝরিয়া পড়ে যায়—
তব শিথিল কবরীতে নিয়ে নিয়ে তুলে ॥
কোনো আয়োজন নাই একেবারে, স্বর বাঁধা হয় নি যে বীণার তারে—
তাই হোক ওগো, তাই হোক।
ঝরো ঝরো বারি ঝরে বনমাঝে আমারই মনের স্বর ওই বাজে—
বেগুশাখা-আন্দোলনে আমারই উত্তলা মন হলে ॥

৮৭

কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো
 ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা ।
 আজি এ নিবিড়তিমির যামিনী বিদ্যুতসচকিতা ॥
 বাতল-বাতাস ব্যোপে হৃদয় উঠিছে কেঁপে
 ওগো সে কি তুমি জানো ।
 উৎসুক এই দুখজাগরণ এ কি হবে বুধা ॥
 ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা,
 আমার ভবনছায়ে রোপণ করিলে যারে
 সজল হাওয়ার করণ পরশে সে মালতী বিকশিতা ।
 ওগো সে কি তুমি জানো ।
 তুমি যার স্বর দিয়েছিলে বাঁধি
 মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি ওগো সে কি জানো—
 সেই-যে তোমার বীণা সে কি বিন্দুতা ॥

৮৮

আমার কী বেদনা সে কি জানো
 ওগো মিতা, হৃদয়ের মিতা ।
 বর্ষণনিবিড় তিমিরে যামিনী বিজুলি-সচকিতা ॥
 বাতল-বাতাস ব্যোপে আমার হৃদয় উঠিছে কেঁপে—
 সে কি জানো তুমি জানো ।
 উৎসুক এই দুখজাগরণ এ কি হবে বুধা ।
 ওগো মিতা, হৃদয়ের মিতা,
 আমার ভবনছায়ে বোপিলে যারে
 সেই মালতী আজি বিকশিতা— সে কি জানো ।
 যারে তুমিই দিয়েছ বাঁধি
 আমার কোলে সে উঠিছে কাঁদি— সে কি জানো তুমি জানো ।
 সেই তোমার বীণা বিন্দুতা ॥

৮৯

চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
 ডাকব না, কিরে ডাকব না—
 ডাকি নে তো সকালবেলার শুকতারাকে ।
 হঠাৎ ঘুমের মাঝখানে কি
 বাজবে মনে স্বপন দেখি
 ‘হয়তো ফেলে এলেম কাকে’—
 আপনি চলে আসবি তখন আপন ডাকে ॥

৯০

আমরা ঝরে-পড়া ফুলদল ছেড়ে এসেছি ছায়া-করা বনতল-
 ভূলায়ে নিয়ে এল মায়াবী সমীরণে ।
 মাধবীবল্লরী করুণ কল্লোলে
 পিছন-পানে ডাকে কেন কণে কণে ।
 মেঘের ছায়া ভেসে চলে চির-উদাসী শ্রোতের জলে—
 দিশাহারা পথিক তারা
 মিলায় অকূল বিশ্বরণে ॥

৯১

উদাসিনী সে বিদেশিনী কে নাই বা তারে জানি
 মনে জাগে নব নব রাগে তারি মরীচিকা-ছবিখানি ॥
 পূবের হাওয়ায় তরীখানি তার
 ভাঙা এ ঘাট কবে হল পার,
 রঙিন মেঘে আর রঙিন পালে তার করে গেল কানাকানি ॥
 একা আলসে গণি বসে পলাতক যত চেউ ।
 যায় তারা যায়, ফেরে না, চায় না পিছু-পানে আর কেউ ।
 জানি তার নাগাল পাব না, আমার ভাবনা
 শূন্নে শূন্নে কুড়ায়ে বেড়ায় বাদলের বাগী ॥

৯২

বায়ে বায়ে ফিরে ফিরে তোমার পানে
 দিবারাতি ঢেউয়ের মতো চিত্ত বাহু হানে,
 মস্তকনি ভেগে ওঠে উল্লোল তুফানে ।
 রাগরাগিনী উঠে আবর্তিয়া তরঙ্গে নর্তিয়া
 গহন হতে উচ্ছলিত শ্রোতে ।
 ভৈরবী রাষকলি পূরবী কেদারা উচ্ছ্বসি যায় খেলি,
 ফেনিয়ে ওঠে জয়জয়ন্তী বাগেলী কানাড়া গানে গানে ।
 তোমায় আমায় ভেসে
 গানের বেগে যাব নিরুদ্ধেশে ।
 তালী-তমালী-বনরাজি-নীলা বেলাভূমিতলে ছন্দের লীলা—
 যাত্রাপথে পালের হাওয়ার হাওয়ার
 তালে তালে তানে তানে ।

ভাঃ ১৩৪৬]

৯৩

রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা—
 মন যে কেমন করে, হল দিশাহারা ।
 যেন কে গিয়েছে ডেকে,
 রজনীতে সে কে ঘারে দিল নাড়া—
 রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা ।
 বঁধু দয়া করো, আলোখানি ধরো হৃদয়ে ।
 আধো-জাগরিত তজ্রার ঘোরে আঁখি জলে যায় যে ভ'রে ।
 স্বপনের তলে ছায়াখানি দেখে মনে মনে ভাবি এসেছিল সে কে—
 রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা ।

ভাঃ ১৩৪৬]

৯৪

আজি কোন্ সূরে বাঁধিব দিন-অবসান-বেলারে
 দীর্ঘ ধূলয় অবকাশে সঙ্গীজনবিহীন শূন্য ভবনে ।—

সে কি মুক্ত বিরহস্বতীশুষ্করণে তদ্রাহারা ঝিল্লিরবে ।

সে কি বিচ্ছেদরজনীর যাত্রী বিহ্বলের পক্ষধ্বনিতে ।

সে কি অবগুষ্ঠিত প্রেমের কুষ্ঠিত বেদনার সম্ভূত দীর্ঘশ্বাসে ।

সে কি উদ্ধত অভিমান উত্তত উপেক্ষার গর্বিত মঞ্জীরঝঙ্কারে ॥

চৈত্র ১৩৪৬]

২৫

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে ।

তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—

দিই নি তাহারে আসন ।

বিদ্যায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেছ ধৈর্যে ।

সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন

নিশীথতিমিরে বিলীন—

দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা ॥

২৮. ১২. ১৩৪৬

২৬

নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে ।

দূয়ারে মম স্বপ্নের ধন-সম এ যে দেখি—

তব কর্তব্য মালা এ কি গেছ ফেলে ।

আগালে না শিরেরে দীপ জ্বলে—

এলে ধীরে ধীরে নিদ্রায় তীরে তীরে,

চামেলির ইঙ্গিত আসে যে বাতাসে লঙ্কিত গন্ধ মেলে ॥

বিদ্যার বাজাকালে পুষ্প-ঝরা বকুলের ডালে

দক্ষিণপবনের প্রাণে

রেখে গেলে বল নি যে কথা কানে কানে—

বিরহবারতা অরুণ-আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে ॥

চৈত্র ১৩৪৬

৯৭

এসো এসো ওগো জামছায়াঘন দিন, এসো এসো ।

আনো আনো তব মল্লারমঙ্গিত বীন ।

বীণা বাজুক রমকি রমকি,

বিজুলির অজুলি নাচুক চমকি চমকি চমকি ।

নবনীপকুঞ্জনিভূতে কিশলয়মর্মরগীতে—

মঞ্জীর বাজুক রিন্-রিন্ রিন্-রিন্ ।

নৃত্যতরঙ্গিত তটিনী বর্ষণনন্দিত নটিনী— আনন্দিত নটিনী,

চলো চলো কূল উচ্ছলিয়া কলো-কলো-কলো কল্লোলিয়া ।

তীরে তীরে বাজুক অঙ্ককারে ঝিল্লির ঝঙ্কার ঝিন্-ঝিন্-ঝিন্-ইন্ ।

১৬. ৫. ১৩৪৭

৯৮

প্রাণের বারিধারা ঝরিছে বিরামহারা ।

বিজ্ঞান শূন্য-পানে চেয়ে থাকি একাকী ।

দূর দিবসের তটে মনের আঁধার পটে

অতীতের অলিখিত লিপিখানি লেখা কি ।

বিদ্যাৎ মেঘে মেঘে গোপন বহিবেগে

বহি আনে বিশ্বত বেদনার রেখা কি ।

যে ফিরে মালতীবনে, স্মৃতিত সন্নীরণে

অন্তসাগরতীরে পাব তার দেখা কি ।

২০. ৫. ১৩৪৭

৯৯

যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল আমার মনে

সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা মিলায় ধীরে ।

একা বসে আছি হেথায় ষাতায়াতের পথের তীরে,

আজকে তারা এল আমার স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে ।

স্মরণহারা সব ব্যথা যত একতারা তার খুঁজে ফিরে ।

প্রহর-পরে প্রহর যে যায়, বসে বসে কেবল গণি
 নীরব অপের মালার ধ্বনি অন্ধকারের শিরে শিরে ॥

৩. ১১. ১৯৪০

১০০

পাখি, তোর স্বর ভুলিস নে—
 আমার প্রভাত হবে বুধা জানিস কি তা।
 অরুণ-আলোর করুণ পরশ যাচ্ছে গাছে লাগে,
 কাঁপনে তার তোরই যে স্বর জাগে—
 তুই ভোরের আলোর মিতা জানিস কি তা।
 আমার জাগরণের মাঝে
 রাগিণী তোর মধুর বাজে জানিস কি তা।
 আমার রাতের স্বপনতলে প্রভাতী তোর কী যে বলে
 নবীন প্রাণের গীতা
 জানিস কি তা।

১২. ১৯৪০]

১০১

আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন
 আর কি খুঁজে পাব তারে
 বাদল-দিনের আকাশ-পারে—
 ছায়ায় হল লীন।
 কোন্ করুণ মুখের ছবি
 পুবেন হাওয়ায় মেলে দিল
 সজল ভৈরবী।
 এই গহন বনচ্ছায়
 অনেক কালের স্তম্ভবাণী
 কাহার অপেক্ষার
 আছে বচনহীন।

১২. ১৯৪০]

ପରିଶିଷ୍ଟ

পরিশিষ্ট ১

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

- সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।
দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।
তৃতীয়া। মোরা মন্দির তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে।
প্রথমা। হৃদাশা আগায় প্রাণে প্রাণে
আধো তানে ভাঙা গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।
প্রথমা। মায়াকরে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান—
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাধি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর । শাস্তার প্রবেশ

শাস্তা । পথহারা তুমি পথিক যেন গো স্থথের কাননে—
ওগো যাও, কোথা যাও ।
স্থথে চলোচলো বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও ।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী,
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপুরী-পানে ধাও—
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও ॥

অমর । জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত—
নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত ।
স্থথ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়.
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে—
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত ॥

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে । কাছে আছে দেখিতে না পাও ।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ।
মনের মতো কারে খুঁজে মরো—
সে কি আছে ভুবনে ।
সে-যে রয়েছে মনে ।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও ।
তোমার আপনার যেকোন, দেখিলে না তারে ?
তুমি যাবে কার ছায়ে ।

যারে চাবে তারে পাবে না, যে মন
তোমার আছে যাবে তা'ও ।

[প্রস্থান]

শান্তার প্রতি

অমর । যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে,
তেমনি আমিও, সখী, যাব—
না জানি কোথায় দেখা পাব ।
কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে,
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত—
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত ।

প্রস্থান

নেপথ্যে চাহিয়া

শান্তা । আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো ।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো ।
তুমি স্থখ যদি নাহি পাও
যাও স্থখের সন্ধানে যাও—
আমি তোমাতে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো ।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষা মাস ।
যদি আর-কারে ভালোবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও—
আমি যত দুখ পাই গো ।

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সঙ্গীগণ

- প্রথম। সখী, সে গেল কোথায়। তারে ডেকে নিয়ে আয়।
 সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
 প্রথম। আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
 হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়।
 দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
 পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
 প্রথম। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে।
 সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুলতায় ॥

প্রমদার প্রবেশ

- প্রমদা। দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে সাধের বকুলফুলহার—
 আধোফুট জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
 গাঁধি গাঁধি সাজায়ে দে মোরে, কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
 তুলে দে লো, চঞ্চল কুন্তল কপোলে পড়িছে বারে-বার ॥
 প্রথম। আজি এত শোভা কেন। আনন্দে বিবশা যেন—
 দ্বিতীয়া। বিদ্বাধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্য করিয়া পড়ে ধরাভলে
 প্রথম। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—
 তরুণ তরু এত রূপরাশি বহিতে পারে না বুঝি আর ॥
 দ্বিতীয়া। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
 কোরো না হেলা হে গরবিনী।
 বৃথাই কাটিবে বেলা, সাজ হবে যে থেলা—
 স্মদার হাতে ফুরাবে বিকিকিনি।

মনের মাহুত লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে—
 হেসে চলে যায় জোয়ার-জলে ভাসিয়ে ভেলা ।
 দুর্লভধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি ।
 ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা
 কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা হে গরবিনী ।
 বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
 চোখের জলে শূণ্যে চাওয়ায় কাটবে গ্রহর—
 বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা হে গরবিনী ॥

তৃতীয়া । সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা
 এ কি আর ভালো লাগে ।
 আকুল ভিয়ার প্রেমের পিয়াস প্রাণে কেন নাহি জাগে ।
 কবে আর হবে থাকিতে জীবন
 আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—
 মধুর হতাশে মধুর দহন নিতিনব অহুবাগে ।
 তবল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাসি,
 সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে প্রথর চপল হাসি ।
 উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
 আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে—
 ময়মের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণ রাগে ॥

প্রমদা । ওলো, রেখে দে সখী, রেখে দে— মিছে কথা ভালোবাসা ।
 স্নেহের বেদনা, সোহাগযাতনা— বুঝিতে পারি না ভাষা ।
 ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
 পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,
 ‘লহো লহো’ ব’লে পরে আরাধন— পরের চরণে আশা ।
 তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া
 বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
 পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুমাগরে ভাসা—
 জীবনের স্মৃতি খুঁজিবারে গিয়া জীবনের স্মৃতি নাশা ॥

অমরের প্রবেশ

প্রমদার প্রতি

অমর । যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে ।
 দাঁড়াও, চরণদুটি বাড়াও হৃদয়-আসনে ।
 তুমি রঙিন মেঘমালা যেন ফাগুনসমীরে ।

প্রমদা । কে ডাকে । আমি কভু ফিরে নাহি চাই—
 আমি কভু ফিরে নাহি চাই ।

অমর । তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে—
 তুমি গঠিত স্বপনে ।
 মোরে রেখো না, রেখো না
 তব চঞ্চল লীলা হতে রেখো না বাহিরে ।

প্রমদা । কে ডাকে । আমি কভু ফিরে নাহি চাই ।
 কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে—
 আমি শুধু বহে চলে যাই ।
 পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা ।
 উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে খাস,
 বনে বনে উঠে হাহতাশ—
 চকিতে গুনিতে শুধু পাই— চলে যাই ।
 আমি কভু ফিরে নাহি চাই ।

[অমরের প্রস্থান]

অশোকের প্রবেশ

অশোক । এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি—
 যারে ভালোবেসেছি ।
 ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
 পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে—
 রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে ।

নাহয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—

আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি ।

প্রমদা । ওকে বলো সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল ।

মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আশিষ্ণল ।

জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—

কে জানে কোথায় সুখা কোথা হলাহল ।

সখীগণ । কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল—

মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল !

প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—

ফিরে যাই এই বেলা চলো সখী, চলো ।

প্রহান

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

[অমর শাস্তা ও সখী]

শাস্তা । তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো—

বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা ।

কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়—

এত সাধ এত প্রেম করে অপমান ।

সখী । সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না— শুধু সুখ চলে যায় ।

শাস্তা । এত ব্যথা-ভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না,

প্রাণে গোপনে রহিল ।

এ প্রেম কুসুম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,

তার চরণে করিতাম দান—

বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে—

তবু তার সংশয় হত অবসান ।

[প্রহান]

- অমর । আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে ।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে ।
- সখী । অবোধ মন লয়ে কেবো তবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহারবে ।
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো—
কেন গো নিতে চাও মন তবে ।
- অমর । স্বপনসম সব জেনেছি মনে—
'তোমার কেহ নাই এ জিভুবনে,
যেজন ফিরিতেছে আপন আশে
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে ।'
- সখী । নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শাস্তি পাও ।
তোমায়ে মুখ তুলে চাহে না যে থাক সে আপনার গরবে ।
- অমর । ভালোবেসে যদি স্থখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা ।
- সখী । 'মন দিয়ে মন পেতে চাহি'—ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুঃখাশা ।
- অমর । হৃদয়ে জালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজিয়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে ।
- সখী । ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ পিপাসা ।
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে—
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, কোকিলকুজিত কুঞ্জ ।
- অমর । বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়—
একি ঘোর প্রেম অন্ধরাত্রপ্রায় জীবন যৌবন গ্রাসে ।
- সখী । তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কুয়াশা ॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা । হুখে আছি, হুখে আছি, সখা, আপন-মনে ।

প্রমদা ও সখীগণ । কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না—

শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ।

প্রমদা । সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ ।

রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান ।

গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁধিয়া রেখে যাবে মালাগাছি ।

প্রমদা ও সখীগণ । মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো—

শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ।

প্রমদা । মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বার ।

এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি,

কেহ কিছু নাহি চায় ।

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,

আপন সৌরভে সারা ।

যেন আপনার মন আপনার প্রাণ

আপনারে সঁপিয়াছি ॥

অমর । ভালোবেসে দুখ সেও হুখ, হুখ নাহি আপনাতে ।

প্রমদা ও সখীগণ । না না না, সখা, ভুলি নে চলনাতে ।

অমর । মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে ।

প্রমদা ও সখীগণ । না না না, মোরা ভুলি নে চলনাতে ।

অমর । হুখের শিশির নিমেষে শুকায়, হুখ চেয়ে দুখ ভালো !

আনো সজল বিমল প্রেম চলছল নলিননয়নপাতে ।

প্রমদা ও সখীগণ । না না না, মোরা ভুলি নে চলনাতে ।

অমর । রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,

হুখ পায় তায় সে ।

চির-কলিকাজনম কে করে বহন চির শিশিররাতে ।

প্রমদা ও সখীগণ । না না না, মোরা ভুলি নে চলনাতে ॥

প্রস্থান

[পুনঃপ্রবেশ]

প্রমদা । দূরে দাঁড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে ।

যা তোরা যা সখী, যা শুধা গে

ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে ।

সখীগণ । ছি ওলো ছি, হল কী, ওলো সখী ।

প্রথম । লাভবান কে ভাঙিল । এত দিনে শরম টুটিল !

তৃতীয়া । কেমনে যাব । কী শুধাব ।

প্রথম । লাঞ্জে মরি, কী মনে করে পাছে ।

প্রমদা । যা তোরা যা সখী, যা শুধা গে—

ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে ॥

অমরের প্রতি

সখীগণ । ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও—

তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর ।

অমর । আমি কী যেন করেছি পান, কোন্ মদিরারস-ভোর ।

আমার চোখে তাই ঘুমঘোর ।

সখীগণ । ছি ছি ছি ।

অমর । সখী, ক্ষতি কী ।

এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি কেহ ভোলা-মন,

কেহ সচেতন কেহ অচেতন,

কাহারো নয়নে হাসির কিরণ কাহারো নয়নে লোর—

আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর ।

সখীগণ । সখা, কেন গো অচলপ্রায় হেথা দাঁড়ায়ে তরুছায় ।

অমর । অবশ হৃদয়ভারে চরণ চলিতে নাহি চায়,

তাই দাঁড়ায়ে তরুছায় ।

সখীগণ । ছি ছি ছি ।

অমর । সখী, ক্ষতি কী ।

এ ভবে কেহ পড়ে থাকে কেহ চলে যায়,

কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন কাহারো চরণে পড়েছে ভোর—
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর ॥

সখীগণ । ওকে বোকা গেল না— চলে আয়, চলে আয় ।
ও কী কথা-যে বলে সখী, কী চোখে যে চায় ।
চলে আয়, চলে আয় ।
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে মিছে কাজে ।
ধরা দিবে না যে, বলো, কে পারে তার ।
আপনি সে জানে তার মন কোথায় !
চলে আয়, চলে আয় ॥

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

প্রমদা সখীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার । সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব ।
সখীগণ । আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ।
কুমার । দাঁও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব ।
সখীগণ । দেয় যদি কাঁটা ?
কুমার । তাও সহিব ।
সখীগণ । আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ।
কুমার । যদি একবার চাও, সখী, মধুর নয়ানে
ওই আশ্বিন্ধুধাপানে চিরজীবন মাতি রাখিব ।
কুমার । তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব ।
সখীগণ । আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন ॥

প্রমদা । এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—

এ-যে হৃদয়হীন জালা সখী ।

এ-যে প্রাণ-ভরা ব্যাকুলতা, গোপন স্বর্ষের ব্যাধা—

এ-যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ চালা ।

কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে—

‘যাই যাই’ করে প্রাণ, যেতে পারি নে ।

যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি—

কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা !

যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা ॥

প্রথম সখী । সেজন কে, সখী, বোঝা গেছে

আমাদের সখী যারে মন প্রাণ সঁপেছে ।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া । ও সে কে, কে, কে ।

প্রথম । ওই-যে তরুতলে, বিনোদমালা গলে,

না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে ।

দ্বিতীয়া । সখী, কী হবে—

ও কি কাছে আসিবে কভু । কথা কবে ?

তৃতীয়া । ও কি প্রেম জানে । ও কি বাঁধন মানে ।

ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে ।

দ্বিতীয়া । বিভল আঁখি তুলে আঁখি-পানে চায়,

যেন কী পথ ভুলে এল কোথায় ‘ওগো’ ।

তৃতীয়া । যেন কী গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভ’রে,

যেন কোন্ চাঁদের আলোর মগ্ন হয়েছে ॥

প্রমদা । সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে ।

তারে আমার মাথার একটি কুহুম দে ।

যদি শুধায় কে দিল কোন্ ফুলকাননে—

মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে ।

সখীগণ । তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে !

প্রথম । তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে !

দ্বিতীয়া । যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে ।

তৃতীয়া । কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনার বাঁধিলে ॥

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

অমর । সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে

সে কি ফিরাতে পারে সখী !

সংসারবাহিরে থাকি, জানি নে কী ঘটে সংসারে ।

কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়

তারে পায় কি না-পায়— জানি নে ।

ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা-হৃদয়-দ্বারে ।

তোমার সকলই ভালোবাসি— ওই রূপরানি,

ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি ।

ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারই—

কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে ॥

সখীগণ । তুমি কে গো, সখীয়ে কেন জানাও বাসনা ।

দ্বিতীয়া । কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না ।

প্রথম । হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল কুঙ্ককানন—

হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন ।

তুমি কেন ফেলো শ্বাস, তুমি কেন হাসো না ।

সকলে । এসেছ কি ভেঙে দ্বিতে খেলা—

সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা ।

দ্বিতীয়া । আপন দুখ আপন ছায়া লয়ে যাও ।

প্রথম । জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দাঁড়াও ।

তৃতীয়া । দূর হতে করো পূজা হৃদয়কমল-আসনা ॥

অমর । তবে স্থখে থাকো, স্থখে থাকো । আমি যাই— যাই ।

প্রমদা । সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই ।

সখীগণ । অধীরা হোয়ো না সখী !

আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে ।

অমর । ছিলাম একেলা আপন ভুবনে— এসেছি এ কোথায় ।
 হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই ।
 যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই ।

প্রহান

প্রমদা । সখী, ওরে ডাকো ফিরে । মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই ।
 সখীগণ । অধীরা হোয়ো না সখী !
 আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে ।

প্রহান

বর্ষ দৃশ্য

অমর ও শান্তা

অমর । আমার নিখিল ভুবন হারালেম্ আমি যে ।
 বিশ্ববীণার রাগিণী যায় থামি যে ।
 গৃহহারা হৃদয় যায় আলোহারা পথে হায়—
 গহন তিমিরগুহাতলে যাই নামি যে ।
 তোমারই নয়নে সঙ্ঘাতারার আলো,
 আমার পথের অন্ধকারে জ্বলো জ্বলো ।
 মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে ।
 দিন-অবসানে তোমারই হৃদয়ে
 শ্রান্ত পাষ অমৃততীর্থগামী যে ।

শান্তা । ভুল কোরো না গো, ভুল কোরো না, ভুল
 কোরো না ভালোবাসায় ।
 ভুলায়ে না, ভুলায়ে না, ভুলায়ে না নিফল আশায় ।
 বিচ্ছেদহুঃখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় না সে ফাঁকি—
 পরিচিত আমি তার ভাষায় ।

ময়র ছলে তুমি হোয়ো না নিদয় ।

হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙো না হৃদয় ।

যেথো না লুক করে— মরণের বাঁশিতে মুগ্ধ করে

টেনে নিয়ে যোয়ো না সর্বনাশায় ॥

অমর । ভুল করেছিহু, ভুল ভেঙেছে ।

জেগেছি, জেনেছি— আর ভুল নয়, ভুল নয় ।

মায়ার পিছে পিছে

ফিরেছি, জেনেছি স্বপন সবই মিছে—

বিঁধেছে কাঁটা প্রাণে— এ তো ফুল নয়, ফুল নয় ।

ভালোবাসা হেলা করিব না,

খেলা করিব না লয়ে মন— হেলা করিব না ।

তব হৃদয়ে, সখী, আশ্রয় মাগি ।

অতল সাগর সংসারে— এ তো কুল নয়, কুল নয় ॥

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

দূর হইতে

সখীগণ । অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে—
তবে তো ফুল বিকাশে ।

প্রথম । কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না— মরে লাজে, মরে ত্রাসে ।
ভুলি মান অপমান দাঁও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে ।

দ্বিতীয়া । ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাঁও

হৃদয়বতন-আশে ॥

সকলে । ফিরে এসো ফিরে এসো— বন মোদিত ফুলবাসে ।
আজি বিরহরজনী, ফুল কুহুম শিশিরগুলিলে ভাসে ॥

অমর । ডেকো না আমারে ডেকো না— ডেকো না ।

চলে যে এসেছে মনে তারে যেথো না ।

আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,

মূল্য নাহি চাই যে ভালো বেগেছি ।

কৃপাকণা দিয়ে আখিকোণে ফিরে দেখো না ।
 আমার দুঃখ-জোয়ারের জলস্রোতে ।
 নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে ।
 দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে—
 অবহেলা তব ছলনা দিয়ে চেকো না ॥

অমরের প্রতি

শাস্তা । না বুঝে কারে তুমি ভালো আখিজলে ।
 ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্যপথপানে—
 কাহার জীবনে নাহি স্নেহ, কাহার পরান জলে ।
 পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
 বোঝ নি কাহার মরমের আশা, দেখ নি ফিরে—
 কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে ॥

অমর । যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
 তারে বুঝিতে পারি নি—
 দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে ।
 শুভখনে কাছে ডাকিলে, লজ্জা আমার ঢাকিলে গো—
 তোমাতে সহজে পেয়েছি বুঝিতে ।
 কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে,
 কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে—
 এ নিরস্তর সংশয়ে আর পারি নে বুঝিতে ।
 তোমাতেই শুধু পেয়েছি বুঝিতে ॥

প্রহান

[শাস্তা] হায় হতভাগিনী,
 স্রোতে বুধা গেল ভেসে, কূলে তরী লাগে নি, লাগে নি ।
 কাটালি বেলা বীণাতে স্বর বেধে—
 কঠিন টানে উঠল কেঁদে,
 ছিন্ন তারে ধেমি গেল-যে রাগিণী ।

এই পথের ধারে এসে ডেকে গেছে ভোরে সে ।
 কিরায়ে দিলি তারে কুঙ্কমায়ে ।—
 বুক জলে গেল গো, কমা তবুও কেন মাগি নি ।

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর শান্তা, অজ্ঞাত পুরনারী ও পোরজন

দ্বীগণ । এস' এস', বসন্ত ধরাতলে ।
 আন' কুহতান, প্রেমগান ।
 আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ ।
 আন' নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ—
 প্রফুল্লনবীন বাসনা ধরাতলে ।

পুরুষগণ । এস' ধর'ধর'কম্পিত মর্ম্মরমুখরিত
 নব পল্লবপুলকিত
 ফুল-আফুল মালতিবল্লিবিভানে—
 সুখছায়ে মধুবায়ে এস' এস' ।
 এস' অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে ।
 এস' জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে কলকল্লোলতটিনীতীরে
 সুখসুপ্তসরসীনীরে এস' এস' ।

দ্বীগণ । এস' যৌবনকাতর হৃদয়ে,
 এস' মিলনস্থখালস নয়নে,
 এস' মধুর শরমস্বাক্ষরে— দাঁও বাহতে বাহ বঁধি ।
 নবীনকুসুমপাশে রচি দাঁও নবীন মিলনবঁধন ॥

প্রমদা ও সঙ্গীগণের প্রবেশ

অমর । এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
 এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া ॥

- পুরুষগণ । ও কি এল, ও কি এল না—
 বোকা গেল না, গেল না ।
 ও কি মায়া কি স্বপনছায়া— ও কি ছলনা ।
- অমর । ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ভোরে ।
 গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে ।
 ও-যে চিরবিরহেরই সাধনা ।
- শান্তা । ওর বাঁশিতে করুণ কী স্বর লাগে
 বিরহমিলনমিলিত রাগে ।
 অথি কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
 হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া—
 বুঝি শুধু ও পরম কামনা ॥
- অমর । এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
 এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া ॥
- সখীগণ । কোন্ সে ঝড়ের ভুল ঝরিয়ে দিল ফুল,
 প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল ।
 নব প্রভাতের তারা
 সজ্জাবেলায় হয়েছে পথহারা ।
 অমরাবতীর স্বরসুবতীর এ ছিল কানের ভুল ।
 এ যে মুকুটশোভার ধন—
 হার গো দরদী কেহ থাক যদি, শিরে দাপ্ত পরশন ।
 এ কি শ্রোতে যাবে ভেসে দূর দয়াহীন দেশে—
 জানি নে, কে জানে দিন-অবসানে কোন্‌খানে পাবে ফুল ॥
- শান্তা । ছি ছি, মরি লাজে ।
 কে সাজালো মোরে মিছে সাজে ।
 বিধাতার নিষ্ঠুর বিজ্ঞপে নিয়ে এল চূপে চূপে
 মোরে তোমাদের ছুজনের মাঝে ।
 আমি নাই, আমি নাই—
 আদরিণী, লহো তব ঠাই যেথা তব আসন বিরাজে ॥

- শাস্ত্রা ও জীগণ । শুভমিলনলগনে বাজুক বাঁশি,
মেঘমুক্ত গগনে জাগুক হাসি ।
- পুরুষগণ । কত দুখে কত দূরে দূরে আধারসাগর ঘুরে ঘুরে
সোনার তরী তীরে এল ভাসি ।
ওগো পুরবাঁলা, আনো সাজিয়ে বরণভালা ।
যুগলমিলনমহোৎসবে শুভ শঙ্খববে
বসন্তের আনন্দ দাও উজ্জ্বলি ।
- প্রমদা । আর নহে, আর নহে ।
বসন্তবাতাস কেন আর শুক ফুলে বহে ।
লগ্ন গেল বয়ে, সকল আশা লয়ে—
এ কোন্ প্রদীপ জ্বালো ! এ-যে বন্ধ আমার দহে ।
আমার কানন মরু হল—
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকারে সেখান কী ফুল তোলো ।
কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ করো—
ভাঙা ভালি ভরো ।
মিলনমালার কণ্টকভার কণ্ঠে কি আর সহে ।
- অমর । ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী ।
বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ—
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি ।
নির্মল দুঃখে যে সেই তো মুক্তি নির্মল শূন্তের প্রেমে ।
আত্মবিড়ম্বন দারুণ লজ্জা, নিঃশেষে যাক সে ধেমে ।
হুয়াশার মরাবাঁচার এতদিন ছিলি তোর খাঁচার—
ধুলিতলে যাবি রাখি ।
- শাস্ত্রা । যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল ।
দুঃখের প্রসাদে এল আজি মুক্তির কাল ।
এই ভালো ওগো, এই ভালো— বিচ্ছেদবহির্নিখার আলো ।
নিঃশব্দ সত্য করুক বরদান— ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল ।

যাও প্রিয়, যাও তুমি যাও জয়যথে । বাধা দিব না পথে ।
 বিদায় নেবার আগে মন তব স্বপ্ন হতে যেন জাগে—
 নির্মল হোক হোক সব জঞ্জাল ॥

মায়াকুমারী । দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জ্বলে যে প্রেম

দীপ্ত সে হয়—

নিত্য সে নিঃশব্দ, গৌরব তার অক্ষয় ।

দ্রাকাক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস

যেথা জলে স্কন্ধ হোম্যান্নিশিখায় চিরনৈরাশ,

তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অহুদিন অমলিন রয় ।

গৌরব তার অক্ষয়—

অশ্রু-উৎস-জল-স্রানে তাপস মৃত্যুঞ্জয় ॥

এস্থান

সকলে । আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয় ।

হুথের বাসা ভেঙে ফেলবি আয় ।

মিলন-মালার আজ বাঁধন তো টুটবে,

ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে—

উধাও মনের পাখা মেলবি আয় ।

অস্তগিরির ওই শিখর-চূড়ে

ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে ।

কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন—

সাথে নাচুক তোমার মরণ-বাঁচন,

হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয় ॥

পরিশিষ্ট ২

পরিশোধ

নাট্যগীতি

‘কথা ও কাহিনী’তে প্রকাশিত ‘পরিশোধ’ নামক পদ্ম-কাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয়-উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই হৃদে বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে হৃদের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির ত্রিহীন বৈধব্য অপরিহার্য।

১

গৃহদ্বারে পথপার্শ্বে

শ্রামা। এখনো কেন সময় নাহি হল

নাশ-না-জানা অতিথি—

আঘাত হানিলে না ছুয়ায়ে,

কহিলে না ‘ছা’র খোলো’।

হাজার লোকের মাঝে

রয়েছি একেলা যে,

এসো আমার হঠাৎ-আলো—

পরান চমকি তোলো।

আধার-বাধা আমার ঘরে,

জানি না কাঁদি কাহার ভরে।

চরণসেবার সাধনা আনো,

সকল দেবার বেদনা আনো,

নবীন প্রাণের আগরময়

কানে কানে বোলো।

রাজপথে

প্রহরীগণ ।

রাজার আদেশ ভাই—
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই ।
কোথা তারে পাই ?
যারে পাও তারে ধরো,
কোনো ভয় নাই ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

প্রহরী । ধরু ধরু, ওই চোর, ওই চোর ।
বজ্রসেন । নই আমি, নই নই নই চোর ।

অগ্রার অপবাদে
আমারে ফেলো না ফাঁদে ।
নই আমি নই চোর ।

প্রহরী । ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর ।
বজ্রসেন । এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর ।

আমি পরদেশী—
হেথা নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর ।
নই চোর, নই আমি নই চোর ॥

শ্রামা । আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকাস্তি উন্নতদর্শন
কাবে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে ।— শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্রামা ডাকিতেছে তারে । বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন আমার আলয়ে
দয়া করি ॥

সহচরী । স্বন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে ।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে ।

আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বহুক্ষরা,
অন্তায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা ।
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেয়ে—
অপমানিতেরে কার দয়া বন্ধে লবে ডেকে ॥
প্রহরীদের প্রতি

শ্রামা । তোমাদের একি ভ্রান্তি—

কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি—
এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে ।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে ।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে ॥

প্রহরী । চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে—
চোর চাই যে ক'রেই হোক ।
হোক-না সে যেই-কোনো লোক—
নহিলে মোদের যাবে মান ॥

শ্রামা । নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ—
ছুই দিন মাগিছু সময় ।

প্রহরী । রাখিব তোমার অমুনয় ।
ছুই দিন কারাগারে রবে,
তার পর যা হয় তা হবে ॥

বজ্রসেন । এ কী খেলা, হে হুমুরী, কিসের এ কোতুক ।
কেন দাও অপমানহুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কোতুক ॥

শ্রামা । নহে নহে নহে এ কোতুক ।
মোর অন্ধের স্বর্ণ-অলঙ্কার
সঁপি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজদেহে । তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে ॥

বজ্রসেন । কোন্ অযাচিত আশায় আলো
 দেখা দিল যে তিমিরবাজি ভেদি দুর্দিনদুর্ধোগে ।
 কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি ।
 অচেনা নির্মম ভুবনে দেখিছ এ কী সহসা—
 কোন্ অজানার স্তম্ভর মুখে সান্বনাহাসি ॥

২

কারাগার

শ্রামার প্রবেশ

বজ্রসেন । এ কী আনন্দ !
 হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ ।
 দুঃখ আমার আজি হল যে ধন,
 মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতসুগন্ধ ।
 এলে কারাগারে রজনীর পারে উবাসম,
 মুক্তিরূপা অগ্নি লক্ষ্মী দয়াময়ী ॥

শ্রামা । বোলো না বোলো না আমি দয়াময়ী ।

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা !

এ কারাগ্রাচীরে শিলা আছে যত
 নহে তা কঠিন আমার মতো ।

আমি দয়াময়ী !

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা ॥

বজ্রসেন । জেনো প্রেম চিরঞ্চনী আপনারই হরষে,

জেনো, প্রিয়ে—

সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে ।

কলঙ্ক যাহা আছে

দূর হয় তার কাছে—

কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে ॥

তামা । হে বিদেশী, এসো এসো । হে আমার প্রিয়,
 এই কথা মরণে রাখিয়ো
 তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
 হে হৃদয়স্বামী,
 জীবনে মরণে প্রভু ॥

বজ্রসেন । প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দৌহারে—
 বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও ।
 ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না—
 পাল তুলে দাও, দাও দাও ।
 প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
 হৃদয় হুলিল, হুলিল হুলিল ।
 পাগল হে নাবিক,
 ভূলাও দ্বিগ্‌বিদিক
 পাল তুলে দাও, দাও দাও ॥

তামা । চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে—
 নিয়ো না, নিয়ো না সরাস্রে ।
 জীবন মরণ স্তম্ভ দুখ দিয়ে
 বন্ধে ধরিব জড়াস্রে ।
 স্থলিত শিথিল কামনার ভার
 বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর—
 নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হাব,
 ফেলো না আমারে ছড়াস্রে ।
 বিকারে বিকারে দীন আপনাস্রে
 পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে—
 তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে
 বরণের মালা পরাস্রে ॥

৩

বজ্রসেন ও শ্রামা ভরগীতে

শ্রামা । এবার ভানিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী ।

তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি ।

ফুল ফোটানো সারা ক'রে

বসন্ত যে গেল স'রে—

নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বেলো কী করি ।

জল উঠেছে ছলছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে ছলে—

মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুণে ।

শূন্যমনে কোথায় তাকাস—

সকল বাতাস সকল আকাশ

ওই পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি ।

বজ্রসেন । কহো কহো মোরে প্রিয়ে,

আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে ।

অয়ি বিদেশিনী,

তোমারই কাছে আমি কত ঋণে ঋণী ॥

শ্রামা । নহে নহে নহে । সে কথা এখন নহে ॥

ওই রে তরী দিল খুলে ।

তোর বোঝা কে নেবে তুলে ।

সামনে যখন যাবি ওরে,

থাক-না পিছন পিছে পড়ে—

পিঠে তায়ে বইতে গেলে

একলা প'ড়ে রইবি কূলে ।

ঘরের বোঝা টেনে টেনে

পারের ঘাটে রাখলি এনে—

তাই যে তোরে বায়ে বায়ে

ফিরতে হল গেলি ভুলে ।

ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক,

বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক—

জীবনখানি উজাড় ক'রে

সঁপে দে তার চরণমূলে ॥

বজ্রসেন । কী করিয়া মাঝিলে অসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া ।

জানি যদি, প্রিয়ে, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে—

এই মোর পণ ॥

শ্রামা । নহে নহে নহে । সে কথা এখন নহে ॥

তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,

আরো স্বকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা—

বালক কিশোর, উত্তীয় তার নাম—

ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর ।

মোর অহুনয়ে তব চুরি-অপবাদ

নিজ'পরে লয়ে সঁপেছে আপন প্রাণ ।

এ জীবনে মম, ওগো সর্বোত্তম,

সর্বাধিক মোর এই পাপ

তোমার লাগিয়া ॥

বজ্রসেন । কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,

জীবনে পাবি না শাস্তি ।

ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে ।

কোথা তুই লুকাবি মুখ যত্ন-আধারে ॥

শ্রামা । ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো ।

এ পাপের যে অভিসম্পাত

হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর ।

তুমি ক্ষমা করো ॥

বজ্রসেন ।

এ জন্মের লাগি

তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত । কলঙ্কিনী,
ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী ॥

শ্রামা । তোমার কাছে দোষ করি নাই,

দোষ করি নাই,

দোষী আমি বিধাতার পায়ে ;

তিনি করিবেন রোষ—

সহিব নীরবে ।

তুমি যদি না কর দয়া

সবে না, সবে না, সবে না ॥

বজ্রসেন । তবু ছাড়িবি নে মোরে ?

শ্রামা । ছাড়িব না, ছাড়িব না ।

তোমা লাগি পাপ নাথ,

তুমি করো মর্মান্বাত ।

ছাড়িব না ॥

শ্রামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা

নেপথ্যে । হায়, এ কী সমাপন ! অমৃতপাত্র ভাঙিলি,

করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ ।

এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো হারালো

কলকে অসম্মানে ॥

৪

পথিক্রমণী

সব-কিছু কেন নিল না, নিল না,

নিল না ভালোবাসা ।

আপনাতে কেন মিটালো না যত-কিছু স্বপ্নে—

ভালো আর মন্দে ।

নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা,

নাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা ।

কমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো প্রেমের আনন্দে ।

প্রস্থান

বজ্রসেন । কমিতে পারিলাম না যে

কমো হে মম দীনতা

পাপীজনশরণ প্রভু !

মরিছে তাপে মরিছে লাজে

প্রেমের বলহীনতা—

কমো হে মম দীনতা ।

প্রিয়ায়ে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেতে আমি হেনেছি ।

পাপীয়ে দিতে শান্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি ।

জানি গো, তুমি কমিবে তারে

যে অভাগিনী পাপের তারে

চরণে তব বিনতা—

কমিবে না, কমিবে না আমার কমাহীনতা ॥

এসো এসো এসো প্রিয়ে,

মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে ।

নিষ্ফল মম জীবন, নীরস মম ভুবন—

শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীস্থধা দিয়ে ।

নূপুর কুড়াইয়া লইয়া

হায় যে নূপুর,

তার করণ চরণ তাজিলি, হারালি কলগুঞ্জনস্বর ।

নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
 রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ স্মধুর ।
 তোর অকারহীন দিকারে কাদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥

আমার প্রবেশ

আমা । এসেছি, প্রিয়তম ।—

কমো মোরে কমো ।

গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম

তব নিষ্ঠুর করুণ করে ॥

বজ্রসেন । কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে—

যাও যাও, চলে যাও ॥

আমার প্রণাম ও প্রস্থান

বজ্রসেন । ধিক্ ধিক্ ওরে মুক্ত, কেন চাস্ ফিরে ফিরে ।

এ যে দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্ন,

এ যে মোহবাস্পঘন কুঙ্কটিকা—

দীর্ণ করিবি না কি রে ।

অণুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে

নিদাকুণ বিষ—

লোভ না রাখিস

প্রেতবাস তোর ভয় মন্দিরে ।

নির্মম বিচ্ছেদসাধনার

পাপকালন হোক—

না কোরো মিথ্যা শোক,

দুঃখের তপস্বী রে—

স্বতিলুপ্ত কবো ছিন্ন—

আয় বাহিরে,

আয় বাহিরে ।

নেপথ্যে । কঠিন বেদনার তাপস দৌছে
 যাও চিরবিরহের সাধনায় ।
 ফিরো না, ফিরো না— ভুলো না মোহে ।
 গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
 জয়ী হও অন্তরবিদ্রোহে ।
 যাক পিয়াসা, যুচুক দুঃখাশা,
 যাক মিলায়ে কামনাকুয়াশা ।
 স্বপ্ন-আবেশ-বিহীন পথে
 যাও বঁধনহারা,
 তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে বাঁহে ॥

পরিশিষ্ট ৩

এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নানা গ্রন্থে মুদ্রিত, অথচ প্রথম সংস্করণে গীত-
বিতানে (পরিশিষ্ট ৫) যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নয় বলিয়া নির্দিষ্ট তাহারই
একাশে। রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় যে, এ সম্পর্কে অল্প নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত
প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

১

এমন আর কতদিন চলে যাবে রে !
জীবনের তার বহিব কত ! হায় হায় !
যে আশা মনে ছিল, সকলই ফুরাইল—
কিছু হল না জীবনে ।
জীবন ফুরায়ে এল । হায় হায় ॥

২

ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয় এ ধরা-পানে চাও—
পতিত যে জন করিছে রোদন, পতিতপাবন,
তাহারে উঠাও ।
সরণে যে জন করেছে বরণ তাহারে বাঁচাও ॥
কত দুখ শোক, কাদে কত লোক, নয়ন মুছাও ।
ভাঙিয়া আলয় হেরে শূন্যময় । কোথায় আশ্রয়—
তারে ঘরে ডেকে নাও ।
প্রেমের তুষার হৃদয় শুকায়, দাও প্রেমসুধা দাও ॥
হেরো কোথা যায়, কার পানে চায় । নয়নে আধার—
নাহি হেরে দিক, আকুল পথিক চাহে চারি ধার ।
এ ঘোর গহনে অন্ধ সে নয়নে তোমার কিরণে
আধার ঘুচাও ।
সঙ্গহারা জনে রাখিয়া চরণে বাসনা পূরাও ॥

কলঙ্কের রেখা প্রাণে দেয় দেখা প্রতিদিন হায় ।
 হৃদয় কঠিন হল দিন দিন, লজ্জা দূরে যায় ।
 দেখো গো বেদনা, করাও চেতনা ! রেখো না, রেখো না—
 এ পাপ তাড়াও ।
 সংসারের রণে পরাজিত জনে নববল দাও ॥

৩

নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে বিমলহৃদয়ে,
 নির্মল অচল স্মৃতি রাখো ধরি সতত ॥
 সংশয়নৃশংস সংসারে প্রশান্ত রহো,
 তাঁর শুভ ইচ্ছা স্মরি বিনয়ে রহো বিনত ॥
 বাসনা করো জয়, দূর করো ক্ষুদ্র ভয় ।
 প্রাণধন করিয়া পণ চলো কঠিন শ্রেয়পথে,
 ভালো প্রসন্নমুখে স্বার্থস্বথ, আত্মদুঃখ—
 প্রেম-আনন্দরসে নিয়ত রহো নিরত ॥

৪

মা, আমি তোর কী করেছি ।
 শুধু তোরে জন্ম ভ'রে মা বলে রে ডেকেছি ॥
 চিরজীবন পাষাণী রে, ভাসালি আখিনীয়ে—
 চিরজীবন দুঃখানলে দহেছি ॥
 আধার দেখে তরাসেতে চাহিলাম তোর কোলে যেতে—
 সন্তানের কোলে তুলে নিলি নে ।
 মা-হারী সন্তানের মতো কেঁদে বেড়াই অবিরত—
 এ চোখের জল মুছায় তো দিলি নে ।
 ছেলের প্রাণে ব্যথা দিয়ে যদি, মা, তোর জুড়ায় দিয়ে
 ভালো ভালো, তাই তবে হোক—
 অনেক দুঃখ সয়েছি ॥

৫

সকলেয়ে কাছে ডাকি আনন্দ-আলয়ে থাকি
 অমৃত করিছ বিতরণ ।
 পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান
 গগনে করিয়া বিচরণ ।
 সূর্য শূন্তপথে ধায়— বিশ্রাম সে নাহি চায়,
 সঙ্গে ধায় গ্রহপরিজন ।
 লভিয়া অসীম বল ছুটিছে নক্ষত্রদল,
 চারি দিকে চলেছে কিরণ ।
 পাইয়া অমৃতধারা নব নব গ্রহ তারা
 বিকশিয়া উঠে অম্লক্ষণ—
 জাগে নব নব প্রাণ, চিরজীবনের গান
 পূরিতেছে অনন্ত গগন ।
 পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর
 প্রাণের সাগরে সন্তরণ ।
 জগতে যে দিকে চাই বিনাশ বিয়ায় নাই,
 অহরহ্‌ চলে স্বাক্ষীগণ ।
 মোরা সবে কীটবৎ, সমুখে অনন্ত পথ
 কী করিয়া করিব ভ্রমণ ।
 অমৃতের কণা তব পাথের দিয়েছ, প্রভো,
 ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন ॥

৬

সখা, তুমি আছ কোথা—
 সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা ॥
 কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
 কত যে সয়েছি আমি তোমায়ে কব সে কথা ॥

যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,
 দেখো আজি তাহে কত পড়েছে কলঙ্করেখা ।
 এনেছি তোমারি কাছে, দাঁও তাহা দাঁও মুছে—
 নয়নে করিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা ॥
 দেখো দেব, চেয়ে দেখো হৃদয়েতে নাহি বল—
 সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল ।
 লহো সে হৃদয় তুলে, রাখো তব পদমূলে—
 সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে রহে গো সেখা ॥

৭

সখা, মোদের বঁধে রাখো প্রেমভোরে ।
 আমাদের ডেকে নিয়ে চরণতলে রাখো ধ'রে—
 বাঁধো হে প্রেমভোরে ।
 কঠোর পরানে কুটিল বয়ানে
 তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার ক'রে ।
 আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে
 গরবে আছি বসে চাহি আপনা-পানে ।
 বুঝি এমনি করে হারাব তোমা-
 ধূলিতে লুটাইব আপনার পাবাণভারে ।
 তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে ॥

৮

ছি ছি সখা, কী করিলে, কোন প্রাণে পরশিলে—
 কামিনীকুসুম ছিল বন আলো করিয়া ।
 মাহুব-পরশ-ভরে শিহরিয়া সকাভরে
 গুই-যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া ।
 জান তো কামিনী-সতী কোমল কুসুম অতি—
 দূর হতে দেখিবার, ছুঁইবার নহে সে ।

দু'র হতে যুহু বার গন্ধ তার ঘিরে বার,
 কাছে গেলে মাহুকের শাস নাহি সহ্যে সে ।
 মধুপের পরক্ষেপে পড়িতেছে কৈপে কৈপে,
 কাতর হতেছে কত প্রভাতের সরায়ে ।
 পরশিতে রবিকর শুকাইছে কলেবর,
 শিশিরের ভয়টুকু সহিছে না শরীরে ।
 হেন কোমলতামর ফুল কি না ছুঁলে নয়—
 হায় রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া ।
 মাহু-পরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
 ওই-যে শতধা হয়ে পড়িল গো করিয়া ॥

৯

না সজনী, না, আমি জানি জানি, সে আসিবে না ।
 এমনি কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী, বাসনা তবু পূরিবে না ।
 জনমেও এ পোড়া ভালো কোনো আশা মিটিল না ॥
 যদি বা সে আসে, সখী, কী হবে আমার তার ।
 সে তো মোরে, সজনী লো, ভালো কত বাসে না— জানি লো ।
 ভালো ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে—
 বড়ো আশা করে শেষে পূরিবে না কামনা ॥

পরিশিষ্ট ৪

এই-সব গান কোনো রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত গ্রন্থে বা রচনায় নাই। নানা জনের নানা সংগীতসংকলনে বা রচনায় ছড়ানো আছে। পরবর্তী গ্রন্থপরিচয় ত্রুটিবা।

১

ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগরোপরি।
 বহিছে মৃদল বায়, নাচিছে মৃদু লহরী।
 ডুবেছে রবির কান্না, আধো আলো, আধো ছায়া-
 আমরা দুজনে মিলি যাই চলো ধীরে ধীরে।
 একটি তারার দীপ যেন কনকের টিপ
 দূর শৈলভুরুমাঝে রয়েছে উজল করি।
 নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মস্ত্রে যেন সব স্তব্ধ—
 শান্তির ছবিটি যেন কী সুন্দর আঁহা মরি।

২

ছিলে কোথা বলো, কত কী যে হল
 জান না কি তা? হায় হায়, আঁহা!
 মানদায়্যে যায় যায় বাসবের প্রাণ—
 এখানে কী কর, তুমি ফুলশর
 তারে গিয়ে করো জ্ঞাপন।

৩

চলো চলো, চলো চলো, চলো চলো ফুলধনু,
 চলো যাই কান্ন সাধিতে।
 দাঁও বিদায় রতি গো!
 এমন এমন ফুল দিব আনি
 পরখিবে মানিনীহৃদয়ে হানি,
 মরমে মরমে রমণী অমনি
 থাকিবে গো দহিতে।

৪

এসো গো এসো বনদেবতা, তোমায়ে আমি ডাকি ।
জটার 'পরে বাঁধিয়া লতা বাকলে দেহ ঢাকি
তাপস, তুমি দিবস-রাতি নীরবে আছ বসি—
মাথার 'পরে উঠিছে তারা, উঠিছে রবি শশী ।

বহিয়া জটা বরষা-ধারা পড়িছে ঝরি ঝরি,
শীতের বায়ু করিছে হাহা তোমায়ে ঘিরি ঘিরি ।
নামায়ে মাথা আঁধার আসি চরণে নমিতেছে,
তোমার কাছে শিথিয়া জপ নীরবে করিতেছে ।

একটি তারা মারিছে উকি আঁধারভুক-'পর,
জটার মাঝে হারিয়ে যায় প্রভাতরবিকর ।

পড়িছে পাতা, ফুটিছে ফুল, ফুটিছে পড়িতেছে—
মাথায় মেঘ কত-না ভাব ভাঙিছে গড়িতেছে ।
মিলিয়া ছায়া মিলিয়া আলো খেলিছে লুকাচুরি,
আলয় খুঁজে বনের বায়ু ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি ।

তোমার তপ ভাঙাতে চাহে ঝটিকা পাগলিনী—
গরজি ঘন ছুটিয়া আসে প্রলয়রব জিনি,
ভ্রকুটি করি চপলা হানে ধরি অশনিচাপ ।
জাগিয়া উঠি নাড়িয়া মাথা তাহারে দাও শাপ ।

এসো হে এসো বনদেবতা, অতিথি আমি তব—
আমার যত প্রাণের আশা তোমার কাছে কব ।
নমিব তব চরণে, দেব, বসিব পদতলে—
সাহস পেয়ে বনবালারা আসিবে দলে দলে ।

৫

কত ভেকে ভেকে আগাইছ মোরে,
 তবু তো চেতনা নাই গো।
 মেলি মেলি আঁখি মেলিতে না পারি,
 ঘুম রয়েছে সন্ধ্যাই গো ॥
 মান্নানিজাবশে আছি অচেতন,
 তয়ে তয়ে কত দেখি কুস্বপন—
 ধন রত্ন দাস বিলাসভবন—
 অস্ত নাহি তার পাই গো ॥

কল্পনার বলে উঠিয়া আকাশে
 ত্রিমি অহরহ মনের উল্লাসে,
 ভাবি না কী হবে নিজার বিনাশে—
 কোথা আছি কোথা যাই গো।
 জানি না গো এ-যে রাক্ষসের পুরী,
 জানি না যে হেথা দিনে হয় চুরি,
 জানি না বিপদ আছে ভুরি ভুরি—
 সূধা ব'লে বিষ খাই গো ॥

ভাঙিতে আমার মনের সংশয়
 আগায়ে দিতেছ নিজপরিচয়,
 তুমি-যে জনক জননী উভয়
 বুঝাইছ সন্ধ্যা তাই গো।
 সে কথা আমার কানে নাহি যায়,
 ভুলিয়ে রয়েছে রাক্ষসীমায়—
 কী হবে, জননী, বলো গো উপায়।
 শুধু কৃপাভিক্ষা চাই গো ॥

৬

আধার সকলই দেখি তোমায়ে দেখি না যবে ।
 ছলনা চাতুরী আসে হৃদয়ে বিবাদবাসে
 তোমায়ে দেখি না যবে, তোমায়ে দেখি না যবে ॥
 এসো এসো, প্রেমময়, অমৃতহাসিটি লয়ে ।
 এসো মোর কাছে ধীরে এই হৃদয়নিলয়ে ।
 ছাড়িব না তোমার কভু জনমে জনমে আর,
 তোমায় রাখিয়া হৃদে যাইব ভবের পার ॥

—

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত গীতবিতানের পূর্ববর্তী দুই খণ্ডে যে-সব রচনা আছে, তাহাতে কবির রচিত গানের সংকলন সম্পূর্ণ হয় নাই। অবশিষ্ট সমুদয় গান এবং অখণ্ডিত আকারে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া গেল। অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থে, কিছু রবীন্দ্রনাথলিপিতে, কিছু সাময়িক পত্রাদিতে নিবদ্ধ ছিল।

বর্তমান গ্রন্থ-সংকলন ও সম্পাদনের ভার শ্রীকানাই সামন্তকে দেওয়া হইয়াছিল। এই খণ্ডের পরিকল্পনা হইতে মুদ্রণ অবধি স্বদীর্ঘ সময়ে শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী, শ্রীঅনাদিকুমার দত্তিদার, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার নানা তথ্য ও নানা সন্ধান দিয়া, নানা সংশয়ের নিরসন করিয়া, বহু সাহায্য করিয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যেক পদে তাঁহাদের এরূপ অকুণ্ঠিত সাহায্য না পাওয়া গেলে, এই গ্রন্থপ্রকাশের আশু কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

ইহা ছাড়া, শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীকিত্তিমোহন সেন, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমুকুন্দ সেন ও শ্রীস্বধীরচন্দ্র কর বিভিন্ন প্রস্তরের সহস্রের দিয়া এবং শ্রীমতী অরুণমতী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমিনীকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগশচন্দ্র বাগল ও শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কয়েকখানি দুর্লভ গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ দিয়া নানা ভাবে সম্পাদনকার্কে আত্মকৃত্য করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের পাঠাগার হইতে কয়েকখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগ ইহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। বিশেষ বিষয়ে বাঁহার নিকটে বা যে রচনা হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে তাহা জানানো হইল। ইতি

শ্রীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

আখনি ১৩৫৭

তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণের প্রণয়ন-ব্যাপারে শ্রীঅনাদিকুমার দত্তিদার, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীবিষ্ণুজিৎ রায় ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নানা সময়ে গ্রন্থসম্পাদককে নানারূপ সাহায্য করেন এবং শ্রীশান্তিদেব ঘোষ কয়েকটি প্রস্তরের সহস্রের জানাইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে বাধিত করিয়াছেন।

শ্রাবণ ১৩৬৪

তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণে (১৩৬৭ বর্ষাব্দ) ‘নাট্যগীতি’ বিভাগে ৪টি গান (১০৩-১০৬-সংখ্যক) ও ‘প্রেম ও প্রকৃতি’ বিভাগে ১টি (৮২-সংখ্যক) গান রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত বিভিন্ন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে নূতন সংকলন করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত গীতচতুষ্টয়ের ত্রিশোভনলাল গল্পোপাখ্যায়ের সৌজন্তে আমাদের গোচরীভূত।

শ্রাবণ ১৩৬৭

বর্তমান সংস্করণে নূতন যোগ করা হইল— ৮৫৭ পৃষ্ঠার ৭২-সংখ্যক গান : বুঝি ওই স্বদূরে ডাকিল মোরে ইত্যাদি।

২২ শ্রাবণ ১৩৭১

গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের বর্তমান সংস্করণে ভগ্নহৃদয়-ধৃত বা ভগ্নহৃদয় হইতে রূপান্তরিত গানগুলি (পৃ ৭৬৮-৭৫/সংখ্যা ৩-১২) একত্র দেওয়ায়, অনেক গানের সন্নিবেশে পূর্ব সংস্করণ হইতে বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া, ‘মুখের হাসি চাপলে কি হয়’ গানটি বর্জিত, এ সম্পর্কে যাহা কিছু তথ্য ২৭০-অঙ্কিত পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য।

২৫ বৈশাখ ১৩৭৩

বর্তমান সংস্করণে যে গানগুলি নূতন যোগ করা হইল তাহাদের স্মৃচনা (প্রথম ছত্র) এরূপ—

আনে জাগরণ মুগ্ধ চোখে	পৃ ১০০১
আমরা কত দল গো কত দল	২৮২
উদাসিনী সে বিদেশিনী কে	২০৮
গন্ধবোথার পশ্ছে তোমার শূন্তে গতি	২০২
সন্ধ্যাসী, / ধ্যানে নিমগ্ন নয় তোমার চিত্ত	২০২

প্রত্যেক গান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরবর্তী গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে দৃষ্টব্য। গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণ-প্রণয়নে ত্রীকানাই সামন্তকে নানানভাবে সাহায্য করিয়াছেন ত্রীপুলিনবিহারী সেন ও ত্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

পৌষ ১৩৭২

জাতব্যাপঞ্জী

রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন	২৬১
অন্তান্ত বিশিষ্ট আকর গ্রন্থ	২৬৪
বর্তমান গীতবিতানে বর্জিত গান	২৬৫
দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন	২৭১
প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বিস্তার	২৭১

গ্রন্থপরিচয়

তৃতীয় খণ্ড সম্পর্কে	২৭৩
সাধারণভাবে	১০১৮
সংযোজন-সংশোধন	১০৩৪

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন

এই তালিকায় অমুঠানপত্রাদি ধরা হয় নাই

- ১ ভাসুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী । ১২২১
- ২ রবিচ্ছায়া । যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র -কর্তৃক প্রকাশিত । বৈশাখ ১২২২
'অনেকগুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখা নাই । সে গানগুলিতে এখনও স্বর বসান হয় নাই ।...'
'এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা— পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বরের অনুসারে লিখিত হয় । অনেকগুলি গানে আমি নিজে স্বর বসাইয়াছি, এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের স্বরে বসান হয় ।'
—রচয়িতার নিবেদন । রবীন্দ্রনাথ
- ৩ গানের বহি ও বাঙ্গালীকিপ্ৰতিভা । বৈশাখ ১৮১৫ শক । বাংলা ১৩০০
সাল । সংক্ষেপে 'গানের বহি' রূপে উল্লিখিত ।
'১-চিহ্নিত গানগুলি' আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত । ২-চিহ্নিত গানের স্বর হিন্দুস্থানী হইতে লওয়া । আমার স্বরচিত অথবা প্রচলিত স্বরের গানে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় নাই ।'
—সুচীপত্র-সূচনা । রবীন্দ্রনাথ
- ৪ কাব্যগ্রন্থাবলী । সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত । আশ্বিন ১৩০৩
'গীতিগ্রন্থ ও গীতিনাট্য ব্যতীত এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য পুস্তকে যে সকল গান ... সুচীপত্রে তাহাদিগকে তারা-চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল ।'
—ভূমিকা । রবীন্দ্রনাথ
- ৫ কাব্যগ্রন্থ । মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত । অষ্টম ভাগ : ১৩১০*
- ৬ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী । হিতবাদীর উপহার । ১৩১১
- ৭ বাউল । জাতীয় সংগীতের সংকলন । সেপ্টেম্বর ১২০৫
- ৮ গান । যোগীন্দ্রনাথ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত । সেপ্টেম্বর ১২০৮
- ৯ গান । ইণ্ডিয়ান প্রেস । ১২০২
'কিশোরকালের সকল শ্রেষ্ঠ গান হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত যত গান

রচনা হইয়াছে, সমস্ত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ
কৃতকার্য হইতে পারি নাই।... অনেক গানে এখনো স্থর বসানো হয়
নাই... বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলার গান গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীতের
মধ্যে দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত [এরূপ অল্প গানও প্রচুর]... এই পুস্তকে
সাতশত সাতাশটি গান আছে।’
—প্রকাশকের নিবেদন

- ১০ গীতাঞ্জলি । শ্রাবণ ১৩১৭
- ১১ গীতিমালা । জুলাই ১২১৪
- ১২ গান । সেপ্টেম্বর ১২১৪
- ১৩ গীতালি । ১২১৪
- ১৪ ধর্মসঙ্গীত । ডিসেম্বর ১২১৪
- ১৫ কাব্যগ্রন্থ । ইণ্ডিয়ান প্রেস। প্রথম ভাগ : ১২১৫। দশম ভাগ : ১২১৬
- ১৬ প্রবাহিণী । অগ্রহায়ণ ১৩৩২
- ১৭ গীতিচর্চা । দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক সম্পাদিত। পৌষ ১৩৩২
‘পূজনীয় ৮মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটি গান,
তিনটি বেদগানও এই স্থানে সন্নিবেশিত করা হইল।’
—প্রকাশকের নিবেদন

- ১৮ ঋতু-উৎসব । ১৩৩৩। শেষবর্ষ শারদোৎসব বসন্ত স্তব ও ফাল্গুনী এই
পাঁচখানি গীতিগ্রন্থ বা গীতপ্রধান গ্রন্থের সংকলন।
- ১৯ বনবাণী । আশ্বিন ১৩৩৮। ইহার ‘নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা’ ও পরবর্তী
অংশে বহু গান আছে।
- ২০ গীতবিতান । প্রথম সংস্করণ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড : আশ্বিন ১৩৩৮
তৃতীয় খণ্ড : শ্রাবণ ১৩৩৯

- ২১ গীতবিতান । দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড : মাঘ ১৩৪৮
যথাক্রমে ১৩৪৫ ভাদ্রে ও ১৩৪৬ ভাদ্রে প্রথম ও দ্বিতীয়* খণ্ডের মুদ্রণ শেষ
হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের গীতভূমিকা ‘প্রথম যুগের উদয়দিগন্তে’ ঐ গ্রন্থে
ছিল না। উক্তকালে দুই খণ্ডে নূতন আখ্যাপত্র ও প্রথমখণ্ডে গীতভূমিকা
সংযোজিত।

১ কবি বলেন : বিশ্বস্ত বাল্যকালের মুহূর্ত-স্বামী স্বথ হৃৎকের সহিত হৃদয়ও খেলা করিয়া কে কোথায় করিয়া পড়িয়াছিল... এ গানগুলি আজ সাত আট বৎসর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই।

‘প্রকাশকের বক্তব্য’-শেষে আছে : ১২২১ সনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল।

২ ‘স্পষ্টই মুদ্রণপ্রমাদ। ‘গানগুলি’ স্থলে ‘গানগুলির স্বর’ হইবে।

৩ মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত অষ্টম ভাগ কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত বা প্রকাশিত এই তথ্য উক্ত গ্রন্থের আখ্যাপত্র-অনুযায়ী ঠিক হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অষ্টম ভাগের প্রায় শেষে (৩২৩-৩১ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট—‘মন তুমি নাথ লবে হরে’ ‘যে কেহ মোরে দিয়েছ স্বথ’ ‘গরব মম হইবে প্রভু’ ইত্যাদি অন্তত আটটি গান যে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২০ জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৩ আষাঢ়ের মধ্যে রচিত তাহা শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার-সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি দেখিয়া জানা যায়। মনে হয় শেষ ১৬ পৃষ্ঠার একটি ফর্ম্মা এবং আরো ১ পাতা বা ২ পৃষ্ঠা বাদে সমুদয় গ্রন্থ ১৩১০ সালেই ছাপা হইয়া থাকিবে।

৪ ‘গান’এর এই দ্বিতীয় সংস্করণ বড়োই বহুশ্রম। ইহার বিভিন্ন প্রতি মিলাইতে গিয়া দেখা গেল—সূচীপত্রসহ সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রণ সারা হইলে, বহু গান বর্জনের ও সেই স্থলে নূতন গান সন্নিবেশের প্রয়োজন হয় এবং এজন্য স্পষ্টতই অনেকগুলি পাতা নূতন ছাপা হয় ; সমস্ত সূচীপত্র পুনর্বার ছাপা সম্বন্ধেও বহু বর্জিত গানের উল্লেখ থাকে, সেগুলি অধিকাংশই ছিল অন্তের রচনা। পরবর্তী ‘বর্জিত গান’এর তালিকায় চিহ্ন দিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, † চিহ্নিত রচনা অপরিবর্তিত ‘গান’ (১২০২) গ্রন্থে থাকিলেও, পরিবর্তিত ও বহুপ্রচারিত কপিগুলিতে নাই—উহার ‘সংশোধিত’ সূচীপত্রে থাক বা না’ই থাক।

এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণসমূহে এক অংশ ‘ধর্ম্মসঙ্গীত’ এবং অবশিষ্ট অংশ ‘গান’ নামে পৃথগভাবে প্রকাশিত। সুতরাং ‘গান’ এই নামের পরবর্তী গ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অথও ‘গান’ হইতে বহুশঃ ভিন্ন।

৫ জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে ‘বিষল প্রভাতে’ ইত্যাদি গানটিও আছে।

৬ এই খণ্ডের পরিশিষ্ট-দ্রুত গান-ছটির ষেক-আপ প্রফ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত, তাহাতে তারিখ : 5/9/39 [১২ ভাদ্র ১৩৪৬]

অগ্রাণু বিশিষ্ট আকর গ্রন্থ

- ১ জাতীয় সঙ্গীত । প্রথম ভাগ । দ্বিতীয় সংস্করণ । সেপ্টেম্বর ১৮৭৮
- ২ ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী । সংক্ষেপে 'সঙ্গীতমুক্তাবলী' ।
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় -সংকলিত । প্রথম ভাগ । তৃতীয় সংস্করণ । ১৩০০
- ৩ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীৰ্ত্তন । প্রসন্নকুমার সেন -সংকলিত ।^১
- ৪ ব্রহ্মসঙ্গীত । সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ । বিশেষভাবে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -কর্তৃক
সংশোধিত ও সম্পাদিত একাদশ সংস্করণ (মাঘ ১৩৩৮) দেখা হইয়াছে ।
'ব্রহ্মসঙ্গীত' উল্লেখ-মাত্রে সর্বত্র উক্ত গ্রন্থই বুঝিতে হইবে ।
- ৫ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীৰ্ত্তন । নববিধান । দ্বাদশ সংস্করণ । ১২৩৩
- ৬ বাল্মীকীর গান । বঙ্গবাসী । দুর্গাদাস লাহিড়ী -সংকলিত । ১৩১২
এই গ্রন্থে তথ্যের ও মূল্যের প্রমাদ অত্যন্ত বেশি ।

^১ খলিত-আখ্যাপত্র এই নামের একখানি গ্রন্থ দেখা হইয়াছে । ইহাকে
আভ্যন্তরিক প্রমাণে, প্রসন্নকুমার-সংকলিত এবং নববিধান-প্রকাশিত গ্রন্থের
কোনো-এক সংস্করণ মনে হয় ; দ্বাদশ সংস্করণের পূর্ববর্তী ।

বর্তমান গ্রন্থে বর্জিত গান

গানের সূচনা	*প্রথমসংস্করণ গীত-	রচয়িতা
যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
অস্তরের ধন প্রাণরঞ্জন স্বামী ॥ ১	নাই	জ্যোতিষিন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রহ্মসঙ্গীত । নাম নাই		বীণাবাদিনী ১২।১৩০৪।২৪৩
*স্বর ৮ (১৩৫৬) । শুদ্ধিপত্র ত্রষ্টব্য		সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৪।১৩১৫।২২১
আজ তোমায় ধরব চাঁদ ॥ ২	নাই	অ [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]
প্রকৃতির প্রতিশোধ		স্বরলিপি-গীতিমালা
আজি এ সম্মান দুটি ॥ ৩	নাই	‘ততদিনে এসেছে দৌহে’
ব্রহ্মসঙ্গীত		গানেরই পাঠান্তর
আজি কী হরষসমীর বহে ॥ ৪	নাই	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শনিবারের চিঠি ১০।১৩৪৬।৫২১		ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬
		ব্রহ্মসঙ্গীত
†আমি সকলি দিহু ॥ ৫	*চিহ্নিত	ইন্দিরা দেবী*
কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) । গান (১২০২)		শতগান । ব্রহ্মসঙ্গীত
আর গো কত ঘুরি ॥ ৬	নাই	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতান		*ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩

০ উক্ত গ্রন্থে ‘বাদ-দেওয়া গানের তালিকা’ বা পরিশিষ্ট (খ), পৃ ৮৫২-৬৪, ত্রষ্টব্য । যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের রচিত নয় বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছিল ওই তালিকায় সেগুলি তারা-চিহ্নিত হইয়াছে ।

১ সাময়িক পত্রের উল্লেখের আনুসঙ্গিক সংখ্যাগুলি যথাক্রমে মাস বৎসর ও পৃষ্ঠাঙ্ক -সূচক । ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র বৎসর-গণনা শকাব্দে ।

* স্বর=স্বরবিতান । গ্রন্থোক্ত সংখ্যা সর্বদাই গ্রন্থের খণ্ড-বাচক ।

† রচনা নিজের বলিয়া স্বীকার করেন ।

০ ত্রষ্টব্য দশম পাঠটীকা, পৃ ২৭৩

† ত্রষ্টব্য চতুর্থ টীকা, পৃ ২৬৩

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
†এ কী এ মোহের ছলনা ॥ ৭ গান (১২০২)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ২।১৩১০।৭২
এ কী ভুলে রয়েছ মন ॥ ৮ কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)	নাই	নিমাইচরণ মিত্র সঙ্গীতমুক্তাবলী
এ ভব-কোলাহল ॥ ৯ বাক্সালীর গান	নাই	‘চলেছে তবগী প্রসাদপবনে’ গানের শেষ অংশ
†এসো দয়া গলে যাক ॥ ১০ গান (১২০২)	*চিহ্নিত	ইন্দিরা দেবী* ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫
†ওই-যে দেখা যায় আনন্দধাম ॥ ১১ কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)। গান (১২০২) প্রথমসংস্করণ গীতবিতান	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত সঙ্গীতপ্রকাশিকা ১।১৩১১।৬৪১
†কতদিন গতিহীন ॥ ১২ গান (১২০২)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫
কে আমার সংশয় মিটায় ॥ ১৩ রবিচ্ছায়া	নাই	স্বরের উল্লেখ নাই গান নহে
†কেন আনিলে গো ॥ ১৪ গান (১২০২)	আছে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ১২।’১০।১২৩
গভীর-বেদনা-অস্থির প্রাণ ॥ ১৫ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাসী ১২।১৩৪৬।৮১৮ সাহিত্য-সাধক-চরিত- মালা ৬৬, পৃ ২৫

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথম সংস্করণ গীত- বিভাগের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা ভং-সম্পর্কিত গ্রন্থ
†চিত্ত মন তব পদে ॥ ১৬ গান (১২০২) ছাড়িব আজি জীবনতরঙ্গী ॥ ১৭ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্গীতর্জন	*চিহ্নিত নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬ দয়ালচন্দ্র বোষ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্গীতর্জন (১২৩৩)
†ছেলেখেলা কোরো না লো ॥ ১৮ ববিচ্ছায়া । গান (১২০২)	*চিহ্নিত	স্বরের উল্লেখ নাই গান নহে
†জীবন বুধায় চলে গেল যে ॥ ১৯ গান (১২০২)	আছে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ২/১৩১৪/৮২
জীবনবল্লভ তুমি দীনশরণ ॥ ২০ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্গীতর্জন	নাই	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মসঙ্গীত । ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্গীতর্জন (১২৩৩)
†ডাকি তোমাতে কাতরে ॥ ২১ গানের বহি । কাব্যগ্রন্থাবলী কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) । গান (১২০২) রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী	আছে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩
†তীয়ে রেখো রেখো ॥ ২২ ব্রহ্মসঙ্গীত । গান (১২০২)	*চিহ্নিত	ইন্দিরা দেবী* প্রবাসী ১১/১৩১১/৬২৪
†তুমি আহি অনাদি ॥ ২৩ গান (১২০২)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ২/১৩১৪/৭২

গানের নৃচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পাদিত প্রমাণ
*তোমা বিনা কে আর করে । ২৪ গান (১২০২)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৭/১৩১৪/৩২
তোমারি জয়, তোমারি জয় । ২৫ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্গীর্জন	নাই	কৈলাসচন্দ্র সেন ব্রহ্মসঙ্গীত । ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্গীর্জন (১২৩৩)
দরশন দাও হে প্রভু । ২৬ সাধনা ১১/১২২৮/৩১২ নাম নাই ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা স্বরলিপি ও গানের খসড়া*
দীন দয়াময়, ভুলো না । ২৭ ব্রহ্মসঙ্গীত তত্ত্ববোধিনী ৬/১৭২৪/২৩ রচয়িতার নাম নাই	নাই	প্রথম প্রকাশের কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ১২ । রবীন্দ্রনাথ বলেন— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা । শনিবারের চিঠি ১০/১৩৪৬/২১-২২
দুজনে মিলিয়া যদি । ২৮ রবিচ্ছায়া	নাই	স্বরের উল্লেখ নাই গান নহে
নিকটে নিকটে থাকো হে । ২৯ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার হাতের স্বরলিপি ও গানের খসড়া*
*নিঝর মিশিছে তটিনীর । ৩০ রবিচ্ছায়া । গান (১২০২)	*চিহ্নিত	স্বরের উল্লেখ নাই গান নহে

গানের সূচনা	প্রথমসংস্করণ গীত- বিত্তানের (খ) পরিণিটে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
৴নিরঞ্জন নিরাকার ॥ ৩১ গান (১২০২)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩ ব্রহ্মসঙ্গীত
৴প্রভু দয়াময় ॥ ৩২ রবিচ্ছায়া । গান (১২০২)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী ৬।১৮৩৭।১১৫
বিপদভয়বারণ ॥ ৩৩ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্গীত	নাই	যদু ভট্ট । ব্রহ্মসঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১
৴বিমল প্রভাতে মিলি ॥ ৩৪ বৈতালিক । গীতিচর্চা ব্রহ্মসঙ্গীত । গান (১২০২)	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ স্বরলিপি ও গানের খসড়া সঙ্গীতপ্রকাশিকা ২।১৩১৪।৬৭
ব্যথাই আমার আনল ॥ ৩৫ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী লেখক-কর্তৃক স্বীকৃত
৴ভবভয়হর প্রভু ॥ ৩৬ গান (১২০২)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫
মায়ের বিমল যশে ॥ ৩৭ রবিচ্ছায়া	নাই	স্বরের উল্লেখ নাই গান নহে

• জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে হিন্দি গানের স্বরে বাংলা কথা বসানো। যে স্বরলিপিগুলির বাংলা কথার অংশে অল্পবিস্তর কাটাকুটি আছে সেগুলিকেই খসড়া বলা চলে ; হাতের লেখা বাঁহার রচনাও তাঁহারই। রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত কয়েকটি রচনার খসড়া রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় পাওয়া যায়।

গানের সূচনা	প্রথমসংস্করণ গীত-	রচয়িতা সম্পর্কে
যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	ইতি বা নেতি -বাচক প্রমাণ
* মুখের হাসি চাপলে কি হয় ॥ ৩৮	নাই	কেদারনাথ চৌধুরী [?]
† রাজা বসন্ত রায়		২ প্রভাত-রবি, পত্র ১৮-১৯
‡ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ২।১৩১২।১২৭		দেশ, ২৮ বৈশাখ ১৩৭৫
* গীতবিতান (১৩৫৭-১৩৭৩)		সাহিত্যসংখ্যা। পৃ ১৫২

* গীতবিতানের পূর্বসংস্করণগুলিতে এই গান ও এ সম্পর্কে বহু তথ্য গ্রন্থপরিচয় অংশে দ্রষ্টব্য। বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, এ গানের ভাব ভাষার ইঙ্গিত লেখক রবীন্দ্ররচনা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন :

হাসিরে পায়ে ধোরে রাখিবি কেমন করে,

হাসির যে প্রাণের সাধ ঐ অধরে খেলা করে!

দ্রষ্টব্য : ভারতী ৯।১২৮৮।৪৩০।কলম ২/বউঠাকুরানীর হাট, প্রচলিত সংস্করণ, পরিচ্ছেদ ৮।— রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে (১৩১৫-১৬ বঙ্গাব্দে) প্রায়শ্চিত্তে ইহার সার্থক ও সম্পূর্ণ রূপ দেন : হাসিরে কি লুকাবি লাজে ইত্যাদি।

† কেদারনাথ চৌধুরী বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের এই নাট্যরূপ দেন জানা যায়; এই নাটকের উল্লেখও আছে বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৮৭ খৃঃ অঃ) আখ্যাপত্রে। মূল্যিত আকারে ‘রাজা বসন্ত রায়’ পাওয়া যায় না।

‡ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -সম্পাদিত।

* ‘মুখের হাসি চাপলে কি হয়’ রবীন্দ্রনাথের গান নহে এ পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ ইতঃপূর্বে পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র না পাওয়া গেলেও, তাঁহাকে লিখিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্রেই এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণের

বিভাগপন

গীত-বিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তার সাহসেরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিস্তৃত হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অস্বচ্ছতা রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, স্বরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতকাব্যরূপে এই গানগুলির অস্বয়য়ণ করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-সম্পাদিত

গীতবিতানের বিষয়বিস্তার

ভাগ	গীতসংখ্যা	ইদানীন্তন গীতবিতানের পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১	১
পূজা		
গান	৩২	৫-১৮
বন্ধু	৫২	১৮-৪২
প্রার্থনা	৩৬	৪২-৫২
বিরহ	৪৭	৫২-৭২
সাধনা ও সংকল্প	১৭	৮০-৮৬
দুঃখ	৪২	৮৭-১০৫
আশ্বাস	১২	১০৫-১১০
অন্তর্মুখে	৬	১১০-১১২
আত্মবোধন	৫	১১২-১১৪
জাগরণ	২৬	১১৪-১২২
নিঃসংশয়	১০	১২২-১২৬

ভাগ	গীতসংখ্যা	ইদানীন্তন গীতবিতানের পৃষ্ঠা
সাধক	২	১২৬-১২৭
উৎসব	৭	১২৭-১২৯
আনন্দ	২৫	১২৯-১৩৯
বিষ	৩৯	১৩৯-১৫৪
বিবিধ ^{১০}	১৪৩	১৫৫-২০৩
সুন্দর	৩০	২০৪-২১৪
বাউল	১৩	২১৫-২২০
পথ	২৫	২২০-২২৯
শেষ	৩৪	২২৯-২৪২
পরিণয় ^{১১}	৯	৬০৭-৬১০
স্বদেশ	৪৬	২৪৩-২৬৭
প্রেম		
গান	২৭	২৭১-২৮১
প্রেমবৈচিত্র্য	৩৬৮	২৮১-৪২৩
প্রকৃতি		
সাধারণ	৯	৪২৭-৪৩১
গ্রীষ্ম	১৬	৪৩১-৪৩৭
বর্ষা	১১৫	৪৩৭-৪৮১
শরৎ	৩০	৪৮১-৪৯৩
হেমন্ত	৫	৪৯৪-৪৯৫
শীত	১২	৪৯৫-৫০০
বসন্ত	৯৬	৫০০-৫৪০
বিচিত্র	১৩৮	৫৪৩-৬০৪
আত্মতানিক	৯	৬১০-৬১৪
পরিশিষ্ট ^{১২}	২	৯০৯

তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের গানের ‘সম্পূর্ণ’ সংগ্রহ প্রচারের উদ্দেশ্যে ‘গীতবিতান’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বাংলা ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে প্রথম প্রকাশিত হয় ; তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ ১৩৩৯ সালের শ্রাবণে । এই সংস্করণে গানগুলি প্রধানতঃ বিভিন্ন গীতগ্রন্থে কালক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছিল । পরে, বিষয়ানুক্রমে সাজাইবার প্রয়োজন বোধ করিয়া কবি গানগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ও বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেন । এইভাবে সজ্জিত দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের মুদ্রণ ১৩৪৬ সালের ভাদ্রেই সমাধা হয়, কিন্তু নানা কারণে ১৩৪৮ মাঘের পূর্বে বহুল প্রচারিত হয় নাই । বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘গীত-বিতান দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়া যাওয়ার পর কবি আরও অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন । এই সকল গান তৃতীয় খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে । অনবধানতাবশত প্রথম দুই খণ্ডে কতকগুলি গান বাদ পড়িয়াছে ; তৃতীয় খণ্ডে ঐ সকল গান সংযোজিত হইবে ।’

বস্তুতঃ ১৩৫৭ আশ্বিনে ওই দীর্ঘপ্রত্যাশিত তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হইল । ইহাকে নিরুভুল বা নিখুঁত করিতে আরও দীর্ঘকালব্যাপী অহুসন্ধান ও সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল । আশা করা যায়, সে কাজ পর পর অনেকগুলি

পূর্বপৃষ্ঠার পাদটীকা—

১০ দ্বিতীয় সংস্করণে গানের সংখ্যা ১৪৪ ছিল ; তন্মধ্যে ১৪২-সংখ্যক রচনা (আর গো কত ঘুরি । পৃ ১২২) বর্তমানে বর্জিত হইল । ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপিৰ তৃতীয় খণ্ডে এই গান (সংখ্যা ৬) রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত, পরে চিবুকুটে বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছাপাইয়া সংশোধিত—এরূপ গ্রন্থ দেখা গিয়াছে । শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর অভিমতও এই সংশোধনেরই অমুকুলে ।

১১ বর্তমান মুদ্রণে এই গীতিগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডে আনুষ্ঠানিক সংগীতের প্রথম পর্যায়রূপে সংকলিত । কবির বহু গীতিসংকলনে এই গান বা এরূপ গান সংগত কারণেই আনুষ্ঠানিকসংগীত-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে ।

১২ ১৩৪৬ ভাদ্রে গ্রন্থমুদ্রণ প্রায় শেষ হইবার পর রচিত হওয়ার পরিশিষ্টে দেওয়া হয় । বর্তমানে তৃতীয় খণ্ডের যথোচিত স্থানে সংকলিত । এই দুটি গান সম্পর্কে পৃ ২৬৩-ধৃত টীকা ৬ দ্রষ্টব্য ।

সংস্করণে (১৩৬৪ ভাদ্র - ১৩৭২ পৌষ) কথঞ্চিং সমাধা হইয়া থাকিবে । কবির রচিত গানের সংখ্যা অল্প নহে ; পাঠভেদে ‘অনন্ত’ ; মূলতঃ কতগুলি পত্রিকায়, অহুষ্ঠানপত্রে, পাণ্ডুলিপিতে, কবির আপন গ্রন্থে ও অন্তের কৃত সংকলনে এই-সব রচনা বিস্তৃত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহার তালিকাও অতিশয় দীর্ঘ হইবে । কবির প্রথম বয়সে তাঁহার বহু রচনা যেমন অন্তের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, অন্তের একাধিক রচনা যে তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই এমন নয় ; অথচ যথোচিত প্রমাণের অভাবে বা নানা প্রমাণের পরস্পরবিরুদ্ধতায় অনিশ্চয়তা ঘুচে না । সম্পাদন-কার্যে নানা ক্রটিবিচ্যুতির সম্ভাবনা সব সময়ই আছে ।

যাহা হউক, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রচলিত গীতবিতানের প্রথম দুইটি খণ্ডে কবির যে গান বর্জিত, যে গান সংকলিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না বা প্রমাদবশতঃ সংকলিত হয় নাই, সে-সবই বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে গ্রহণ করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত দুই খণ্ডে ‘বান্মীকিপ্ৰতিভা’ ও ‘মায়ার খেলা’র মাত্র অল্প কতকগুলি গান বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল ; বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে সম্পূর্ণ ‘বান্মীকিপ্ৰতিভা’ ও ‘মায়ার খেলা’ মুদ্রিত হইল । কেবল এই দুইটি গীতিনাট্য নয়, কবির সমুদয় গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যই, যাহার আশ্রয়ই প্রায় সুরে বাঁধা এবং প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন হইলে যাহার অনেকাংশের অর্থ বা কবিত্বমৌল্য-অবধারণে অস্ববিধা হইতে পারে, এই সর্বশেষ খণ্ডে সম্পূর্ণতঃ সংকলন করা সংগত মনে হইয়াছে । পরিশিষ্টে ‘নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা’ (পাণ্ডুলিপি : পৌষ ১৩৪৫) এবং ‘পরিশোধ’ (প্রবাসী : কার্তিক ১৩৪৩) মুদ্রিত হইল ।

স্বধীজনের নিকট বিস্তারিত ভাবে বলা বাহুল্য যে, সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির পরিমাণ প্রকৃতি ও পরিণতির পূর্ণাঙ্গ অহুশীলন ও ধারণা করিতে হইলে ‘রবিচ্ছায়া’ ‘গানের বহি’ প্রভৃতি প্রাচীন কোনো গ্রন্থের কবি-রচিত কোনো গানই ত্যাগ করা চলে না । বহু রচনাকে সাধারণে নিছক কবিতা বলিয়া জানিলেও কবির বহু গ্রন্থে বহুবার সেগুলি স্বর-তালের উল্লেখের দ্বারা অস্রাস্ত-ভাবে গীতরূপেও নির্দিষ্ট ; সেই গানগুলি এই গ্রন্থে সংকলন করা হইল । মুদ্রিত স্বরলিপির ঠিকানা স্মৃতিতে দেওয়া হইয়াছে ; যে ক্ষেত্রে সুরের অথবা স্বর ও তালের উল্লেখ মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সেই তথ্যই স্মৃতিতে পরিবেশিত ।

তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানের গানগুলি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি, রচনার সন্নিবেশক্রমে পরে দেওয়া গেল। পার্শ্ববর্তী প্রথম সংখ্যায় এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা, আবশ্যকস্থলে পূর্ণচ্ছেদের পরবর্তী সংখ্যায় আলোচ্য গানের সংখ্যা, বুঝানো হইয়াছে।

৬১৭-৭৫০ গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য । কোতুহলী পাঠক এই নাট্যাবলী সম্পর্কে বহু তথ্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেখিয়া লইবেন। যেমন রবীন্দ্র-রচনাবলীর—

‘অচলিত’ প্রথম খণ্ডে : কালমৃগয়া ও

প্রথমসংস্করণ বান্ধীকিপ্রতিভা

প্রথম খণ্ডে : বান্ধীকিপ্রতিভা ও মায়ার খেলা

পঞ্চবিংশ খণ্ডে : চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা ও শ্রামা

৬১৭-৩৪ কালমৃগয়া । গীতিনাট্য। প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১২৮২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে ‘বিদ্বজ্জনসমাগম’ উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় ১৮৮২ অব্দের শনিবার ২৩ ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত।

৬৩৫-৫৪ বান্ধীকিপ্রতিভা । গীতিনাট্য। ১২৮৭ (১৮০২ শক) ফাল্গুনে প্রকাশিত। ১২৯২ ফাল্গুনে যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বহুশঃ পৃথক গ্রন্থ; উহারই দ্বিবৎ-সংস্কৃত রূপ বর্তমানে প্রচলিত এবং গীতবিতান গ্রন্থে মুদ্রিত। ইহাতে ‘কালমৃগয়া’ হইতে বহু গান, কতকগুলি পরিবর্তন-সহ, কতকগুলি যথামুখ, গৃহীত হইয়াছে। ‘জীবনস্মৃতি’তে কবি বলেন, ‘বান্ধীকিপ্রতিভায় অক্ষয় বাবুর [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর] কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী [লাল] চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল-সঙ্গীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।’

৬৪০ ও ৬৪৩ ‘স্বাভাষপদপদ্যমুগে প্রণমি গো ভবদারা’ এবং ‘এত রক্ত শিখেছ কোথা’ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। ভ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রস্মৃতি, সংগীতস্মৃতি অধ্যায়।

৬৫২ কোথায় সে উষারসী প্রতিমা । ‘যাও লক্ষ্মী অলকায়’ প্রভৃতি ছন্দে ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যের অংশবিশেষের প্রভাব আছে।

৬৫৩ এই-যে হেরি গো দেবী আমারি । ইহাতে বিজ্ঞানার্থের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' (অক্টোবর ১৮৭৫) কাব্যের 'জয় জয় পরব্রহ্ম' গানটির কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।

৬৫৩ দীন হীন বালিকার সাজে । গান নহে, আবৃত্তির বিষয় ।

৬৫৫-৮২ মায়ায় খেলা ॥ গীতিনাট্য । ১৮১০ শকের (বাংলা ১২২৫) অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম প্রকাশিত । কবি ইহার বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন, 'স্বধিসমিতির মহিলাশিল্পমেলার অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতিরকর্তৃক মুদ্রিত হইল ।... আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার [নলিনী'র] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে ।... পাঠক ও দর্শকদ্বিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াভূমারীগণ এই কাব্যের অস্ত্রান্ত পাত্রগণের দৃষ্টি বা স্মৃতিগোচর নহে ।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনের এই গীতিনাট্যকে শেষ বয়সে (১৩৪৫ সালে) নূতন রূপ দিয়া, পুরাতন গানকে নূতন করিয়া এবং বহু নূতন গানও যোজনা করিয়া, নৃত্যে অভিনয় করাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন । সেই অপ্রকাশিতপূর্ব নৃত্য-নাট্য 'পরিশিষ্ট ১' রূপে এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত মুদ্রিত হইল ।

৬৮৩-৭০৮ চিত্রাঙ্গদা ॥ নৃত্যনাট্য । কবির পুরাতন রচনা 'চিত্রাঙ্গদা' (ভাদ্র ১২২২) কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং কলিকাতার 'নিউ এম্পায়ার থিয়েটার'এ খ্রীষ্টীয় ১৯৩৬ সালের ১১, ১২, ১৩ মার্চ তারিখে অভিনয়-উপলক্ষ্যে প্রথম প্রকাশিত । বিজ্ঞপ্তিতে কবি জানাইয়াছিলেন, 'এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী । এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই স্বল্প ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে স্বরের সঙ্গ না গেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্ক হয়ে থাকে । কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য্য নয় । যে পাণ্ডুর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয় ।'

৬৮৩ 'ভূমিকা' ছাড়াও ইহার—

৬৮৭ সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি ইত্যাদি ৫ ছত্র

৬৮৯ হায় হায়, নারীয়ে করেছি ব্যর্থ ইত্যাদি ৮ ছত্র

৬৯০-৯১ ব্রহ্মচর্য!— ইত্যাদি ৮ ছত্র

৬৯৩ এ কী দেখি! ইত্যাদি ১১ ছত্র

৬৯৪ মীনকেতু ইত্যাদি ৪ ছত্র

৬৯৬ হে হৃন্দরী, উন্নতিত যৌবন আমার ইত্যাদি ১৫ ছত্র

৬৯৭ আজ মোরে ইত্যাদি ২০ ছত্র

৭০২-৭০৩ রমণীর মন-ভোলাবার ছলাকলা ইত্যাদি ৯ ছত্র

৭০৫ হে কৌন্তের ইত্যাদি ৮ ছত্র [পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
অংশগুলি গান নয়, 'কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে' রচিত। ৭০৮ পৃষ্ঠায়
মুক্তিত বৈদিক মন্ত্র কয়টিও আবৃত্তির বিষয়।

৭০৬-৭০৭ 'এস' এস' বসন্ত, ধরাতলে। রূপান্তরে 'মায়ার খেলা'য় মুক্তিত।

বিভিন্ন অভিনয়-উপলক্ষে কবিকর্তৃক এই নৃত্যনাট্যের বহুল
পরিবর্তন সম্পর্কে, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় যাহা জানাইয়াছেন এ
স্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—

৬৮৭ যাও যদি যাও তবে ইত্যাদি দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম গানটি ১৯৩৬
সালের পরবর্তী অভিনয়ে প্রায়শই বাদ দেওয়া হইয়া থাকে।

৬৯০ যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে... হায় হায় হায়। সখীগণের
গানের এই তুকের পরেই নিম্নলিখিত সংলাপটুকু, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে
কবিকর্তৃক সন্নিবিষ্ট হইয়া, বাঁকুড়ায় ও মেদিনীপুরে বহু অভিনয়ে
গীত ও অভিনীত হইয়াছিল :

চিদ্ভাঙ্গদা । তুমি কি পঞ্চশর।

মদন । আমি সেই মনসিঙ্গ—

নিখিলের নরনারী-হিরা

টেনে আনি বেধনাবন্ধনে।

চিদ্ভাঙ্গদা । কী বেদনা কী বন্ধন

জানে তাহা দাসী।

তুমি কোন্ দেবতা প্রভু,

তুমি কোন্ দেবতা ।

[ঋতুরাজ] আমি ঋতুরাজ, আমি
অখিলের অনন্ত ঘোবন ।

আমি ঋতুরাজ ।

এই অংশটি যুক্ত হওয়াতে, সহজেই অল্পমেয়, নৃত্যনাট্যের প্রচলিত সংস্করণ-অনুযায়ী মদনের যে কালে আবির্ভাব, তৎপূর্বেই তাঁহার ঋতুরাজ-সহ মঞ্চপ্রবেশ ঘটানো হইয়াছিল ।

শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ ইহাও জানাইয়াছেন যে—

৬২০ ব্রহ্মচর্য!— পুরুষের স্পর্ধা এ যে ইত্যাদি ৩ ছত্র, এ ক্ষেত্রে মদনের উক্তিরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং পরবর্তী

৬২১ পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয় ইত্যাদি ৫ ছত্র ছিল সখীর উক্তি ।

৭০৫ হে কোন্সেয় ইত্যাদি পূর্বোক্ত ৮ ছত্র সম্পর্কে শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ জানাইয়াছেন যে, প্রচলিত স্বরলিপিগ্রন্থে গানরূপে প্রচারিত না থাকিলেও, ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারিতে এই অংশে কবি স্বর দেন এবং ঐ বৎসর মার্চ মাসে পূর্ববঙ্গ ও আসাম-ভ্রমণকালে বহু অভিনয়ে, তেমনি পরবৎসর বাঁকুড়ায় ও মেদিনীপুরে শাস্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী-গোষ্ঠী যে অভিনয় করেন তাহাতে, স্বরে ও তালে গীত এবং অভিনীত হয় ।

৭০২-৩২ চণ্ডালিকা ॥ নৃত্যনাট্য । ১৩৪০ ভাস্ক্রে রবীন্দ্রনাথের ‘চণ্ডালিকা’ নাটক প্রকাশিত হয় ; উহাতে দুইটি দৃশ্য এবং প্রায় বলা চলে ‘প্রকৃতি’ ও ‘মা’ এই দুইটি চরিত্রই আছে । মা ও মেয়ের সংলাপ গুণ্ডে রচিত । ওই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নূতন ভাবে আশ্চর্য ‘হুন্দে’ ও স্বরে রচনা করিয়া, বর্তমান নৃত্যনাট্যের প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৪৪ সালের ফাল্গুনে ; সর্বসাধারণ-সমক্ষে প্রথম অভিনীত হয় কলিকাতার ‘ছায়া’ বঙ্গমঞ্চে খ্রীষ্টীয় ১৯৩৮ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ তারিখে । পরবর্তী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতায় ‘শ্রী’ বঙ্গমঞ্চে পুনরভিনয়ের

প্রাকালে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত রচনাটিতে নানা পরিবর্তন সাধন করেন। পরিবর্তিত নাটকের যে পাঠ ১৩৪৫ চৈত্রে স্বরলিপি-সহ প্রচারিত, তাহাই বর্তমান গ্রন্থে সংকলন করা হইয়াছে। এই রচনা আশ্চর্যই সুরে তালে বসানো।

১৩৪৪ ফাল্গুনে প্রকাশিত ‘চণ্ডালিকা’র, আখ্যায়িকার সার-সংকলন হিসাবে মূল নৃত্যনাট্যের পূর্বে একটি ‘পরিচয়’ মুদ্রিত আছে; উহার সূচনায় কবি বলিয়াছেন, ‘সমগ্র চণ্ডালিকা নাট্যকার গদ্য এবং পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে।’

বস্তুতঃ, চণ্ডালিকার বহু গান সম্পূর্ণই গদ্য ছন্দে লেখা — ইহা সতর্ক পাঠকের মনোযোগ এড়াইবে না।

৭৩৩-৫০. শ্রামা । নৃত্যনাট্য। ‘কথা ও কাহিনী’ কাব্যের অন্তর্গত ‘পরিশোধ’ (২৩ আশ্বিন ১৩০৬) কবিতাটির বিষয়বস্তু লইয়া রচিত ‘পরিশোধ’ নৃত্যনাট্য (আশ্বিন ১৩৪৩) বর্তমান গ্রন্থে ‘পরিশিষ্ট ২’ রূপে মুদ্রিত। ‘শ্রামা’ উহারই পরিবর্তিত পরিবর্তিত ও সম্বৃদ্ধতর রূপ বলা যায়; বাংলা ১৩৪৬ ভাদ্রে স্বরলিপি-সহ প্রথম প্রচারিত। তৎপূর্বে ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতার ‘শ্রী’ বঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

ইহাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুরে তালে বাঁধা, কোথাও ‘কাব্য-আবৃত্তি’ নাই।

৭৫৩-৬৪। ১-২০ সংখ্যা। ভাহুলিংহ ঠাকুরের পদাবলী। বাংলা ১২২১ সালে প্রথম প্রকাশ -কালে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ^০ -সহ একুশটি রচনা ছিল। আর-একটি ভাহুলিংহের পদ (কো ভুঁহ বোলবি মোয়)

^০ রবিচ্ছায় যে কয়টি গান (মোট ৫টি) সংকলিত তাহাতে তালেরও উল্লেখ আছে। যে-কোনো গান উল্লিখিত রাগ-তালে গাওয়া হয় কিনা তাহা স্বতন্ত্র বিচারের বিষয়। যেমন, ‘স্বরণ রে ভুঁহ মম শ্রামসমান’ গানে প্রথমতঃ ‘স্বরবী’র উল্লেখ ছিল, পরে ‘ভৈরবী / কাওয়ালি’র উল্লেখ রবিচ্ছায় — এই গানের স্বরলিপি দ্রষ্টব্য স্বরবিতানের একবিংশ খণ্ডে।

১২২২ সালের 'প্রচার' মাসিক-পত্রে এবং পরে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অমূল্যরূপে প্রাচীন ব্রজবুলিতে রচিত এই গান বা কবিতাগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'তেও প্রকাশ পায়— যথা, বর্তমান গ্রন্থের ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫ সংখ্যা ১২৮৪ সালে; ১৮ সংখ্যা ১২৮৫ সালে; ১৬ সংখ্যা ১২৮৬ সালে; ১৭ ও ১৯ সংখ্যা ১২৮৭ সালে এবং ১১ সংখ্যা ১২৯০ সালে। মূলতঃ 'ভারতী'র ১২৮৪ আধিন ও ১২৮৮ আধা-সংখ্যায় মুদ্রিত দুইটি পদ—

৪৪০ সজনি গো) শাউনগগনে ঘোর ঘনঘটা ইত্যাদি

৩৪২ মরণ রে তুঁহঁ মম শ্রামসমান ইত্যাদি

গীতবিতানের পূর্ববর্তী অংশে মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডে, যে গানগুলির স্বরলিপি (সংখ্যা ২, ৩, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১) আছে সেগুলির পাঠ স্বরলিপি-অমূল্যরূপে। স্বরলিপি-বিহীন রচনার সংকলন-কালে প্রায়শঃ পরবর্তী সংহত ও মার্জিত পাঠই গৃহীত হইয়াছে। বলা প্রয়োজন—

৭৫৯ ১২-সংখ্যক গানের প্রাচীন পাঠ 'গহির নীদমে' ইত্যাদি। তেমনি

৭৬৩ ১৯-সংখ্যক গানের প্রাচীন পাঠ 'দেখলো সজনী চাঁদনী রজনী' ইত্যাদি। ১২৯১ সালে মুদ্রিত মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৭৬৭-৮১২ ১-১৩২ সংখ্যা ॥ নাট্যগীতি ॥ বিভিন্ন নাটক বা নাট্যকাব্যের যে গানগুলি ইতিপূর্বে সংকলিত হয় নাই, সেইগুলি এই অধ্যায়ে মুদ্রিত। কোনো নাটকের না হইলেও, নাট্যগুণোপেত অস্ত্র কতকগুলি রচনা এই অংশে স্থান পাইয়াছে।

৭৬৭/১ জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ ॥ যেটুকুর স্বরলিপি আছে সেই সংক্ষিপ্ত পাঠই গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত। দীর্ঘতর মূল রচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত 'সরোজিনী' নাটকের (১৭২৭ শকাব্দ) অন্তর্গত এবং জহরব্রত-উদ্‌ঘোষনে উত্তমতা রাজপুত-ললনাদিগের সমবেতসংগীত। ইহার রচনা সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধারযোগ্য—

...রাজপুত্র মহিলাদের চিত্তপ্রবেশের যে একটা দৃষ্ট আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গড়ে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়া-ছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বলিয়া শুনিতেছিলেন। গল্প-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন—এখানে পত্ররচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারি-লাম না— কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়ভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই “জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ” এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদের চমৎকৃত করিয়া দিলেন।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৩২৬) পৃ ১৪৭

৭৬৭।২ হৃদয়ে রাখো গো, দেবী, চরণ তোমার ॥ ইহার ভাব ও ভাষা অনেকাংশে বিহারীলাল চক্রবর্তীর ‘সারদামঙ্গল’ (১২৮৬) কাব্য হইতে গৃহীত, উক্ত গ্রন্থের ১২৭৭ সালে রচনা আরম্ভ ও ১২৮১ সালে ‘আর্য্যদর্শন’ পত্রে আংশিক প্রকাশ হয়। প্রথম হইতেই এই গানটি ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’র শেষে বরদাজী সরস্বতীর ভাষণের অব্যবহিত পূর্বে বাল্মীকি-কর্তৃক উদ্গীত বাণীবন্দনারূপে সন্নিবিষ্ট ছিল। ‘গান’ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে (সেপ্টেম্বর ১৯০৮) ইহা ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ হইতে বর্জিত হইয়াছে।

৭৬৮-৭৫। ৩-১২ -সংখ্যক গানগুলি ‘ভগ্নহৃদয়’ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) নাট্যকাব্যের অন্তর্গত। ‘ববিচ্ছায়া’র অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বর তালের উল্লেখ-সহ, সংকলিত আছে। কয়েকটি গান (৬টি) যে ভগ্নহৃদয়েরই নানা অংশ বা অংশের রূপান্তর তাহা নূতন আবিষ্কার; এ-কয়টি গীতবিতানের ১৩৭৬-পূর্ব সংস্করণে প্রেম ও প্রকৃতি অধ্যায়ে (বর্তমান

সংখ্যা ৪, ১৫, ১৬, ১২) এবং তৃতীয় পরিশিষ্টে (বর্তমান সংখ্যা ৫ ও ১৭) সংকলিত হইয়াছিল। এগুলি ভগ্নরূপে ‘গান’ বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই কিন্তু সবগুলি রবিচ্ছায় এবং সংখ্যা ৫ অধিকন্তু ‘গানের বহি’তে (১৩০০) ও গানে (১২০২) গৃহীত। সংখ্যা ৫ ও ১৭ (‘সখা’ স্থলে ‘সখী’ আছে সত্য) প্রথমসংস্করণ গীতবিতানের বর্জনতালিকায় অ-বাবীভুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট!

১৭৩/১৫ প্রথমত: ‘কাব্যগ্রন্থাবলী’র (১৩০৩) সূচনায় ‘ছায়া’ (পৃ ২) শিরোনামে মুদ্রিত ও গান বলিয়া নির্দিষ্ট, দ্বিতীয়ত: ‘গান’ অংশে (পৃ ৪৩২) উহারই সংক্ষিপ্ত পাঠ সংকলিত—শেষোক্ত পাঠই গীতবিতানে তথা স্বরবিতানে সংকলিত।

১৭৪/১৬ প্রথম প্রকাশ : ভারতী : কার্তিক ১২৮৬, পৃ ৩২২।

১৭৫/১২ ইন্দিয়াদেবী -কৃত স্বরলিপি অমুখ্যায়ী সংক্ষিপ্ত পাঠ সংকলিত।

১৭৬। ২০ ও ২১ -সংখ্যক রচনা ‘কল্পচণ্ড’ (১২৮৮) নাট্যকাব্যের অন্তর্গত এবং ‘রবিচ্ছায়’ সংকলিত। প্রথম গান (২০) প্রাপ্ত স্বরলিপি-অমুখ্যায়ী বর্তমান গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলন করা হইয়াছে।

১৭৭-৭৮ ২২-২৬ সংখ্যা ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ (১২২১) হইতে।

১৭৭/২৩ বুদ্ধ ভিক্ষুর গান ; নাটকের পূর্বসংস্করণে ইহা দীর্ঘতর ছিল। ‘কাব্যগ্রন্থাবলী’তে ও পরবর্তী সংস্করণসমূহে সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত।

১৮০/৩৩-৩৫ ‘নলিনী’ (১২২১ বৈশাখ) নাটকে মুদ্রিত। ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক গান পরবর্তী ‘বিবাহ-উৎসব’ গীতিনাটো অঙ্গীকৃত।

১৭৮-৮৩। ২৬-৩৪ ও ৩৬-৪৫ চিহ্নিত ১২টি গান ‘বিবাহ-উৎসব’ গীতিনাটো ব্যবহৃত হয়। (১২২২ ভাদ্র-আশ্বিনের ‘ভারতী ও বালক’ পক্ষে ইহার প্রথম দৃষ্ট স্বরলিপি-সহ প্রচারিত।^১) জানা যায় ‘কোনো পারিবারিক বিবাহ-উৎসবোপলক্ষে’ ইহার যৌথ রচনা।^২ মোট

^১ বলা আবশ্যক, ২৬-সংখ্যক গান প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২২১) হইতে এই গীতিনাটো লওয়া হইয়াছে।

৭টি দৃশ্বে ৪৫টি গান ; তন্মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী ও অক্ষয় চৌধুরীর কতকগুলি গান থাকিলেও, রবীন্দ্রনাথের রচনাই ২৮টি । তাহা ছাড়া, সব-শেষে স্বর-তালের-উল্লেখ-হীন ‘যে তোরে বাসে যে ভালো’ ইত্যাদি কয় ছত্র ইন্দিরাদেবীর অভিমতে আবৃত্তির বিষয় মাত্র— ‘শিশু’ কাব্যে পাওয়া যাইবে । বিবাহ-উৎসব* -দ্বিত রবীন্দ্রনাথ-রচিত সবগুলি গান গীতবিতানে সংকলিত ; তন্মধ্যে

* পৃ ২৪৪-৫২ । ‘মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত ।’ অপিচ দ্রষ্টব্য ভারতী ও বালক, ১২২২ পৌষ, পৃ ৫২৬, নীচে হইতে অষ্টম-সপ্তম ছত্রে— ‘মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে “বিবাহ উৎসব” পুস্তক ছাপাইবার পূর্বে’ ইত্যাদি । মনে হয়, মাসিক পত্রে প্রথম দৃশ্বে স্বরলিপি-যুক্ত প্রচার ও ‘বিবাহ-উৎসব’ পুস্তিকার প্রকাশ প্রায় সমকালীন । প্রথম দৃশ্বে শেষ গানটি মাত্র রবীন্দ্রনাথ-রচিত : নাচ, শ্রামা, তালে তালে ইত্যাদি ।

* দ্রষ্টব্য ইন্দিরাদেবী-রচিত ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’ গ্রন্থের ‘নাট্যস্মৃতি’ অধ্যায়ে ‘বিবাহ-উৎসব’ প্রসঙ্গ । অপিচ দ্রষ্টব্য সরলাদেবী চৌধুরানীর ‘জীবনের ঝরা পাতা’ (১৮৭২ শক) গ্রন্থ ; তদনুযায়ী (পৃ ৫৬) হিরণ্ময়ীদেবীর বিবাহ-উপলক্ষ্যে ইহার রচনা । জানা যায় শেষোক্ত ঘটনা রবীন্দ্রনাথের বিবাহ (২৪ অগ্রহায়ণ ১২২০) হইতে ৩ মাস পরে ; দ্রষ্টব্য : সমকালীন ১।১৩৬৪। পৃ ২০-২১ ।

* প্রাপ্ত পুস্তিকার প্রচার তৃতীয় পাদটীকায় উল্লিখিত ঠাকুর-বাড়ির পারিবারিক বিশেষ বিবাহ-উৎসবের সমকালীন নহে, তাহার অনেক পরে, ইহা নিঃসন্দেহ । সাহিত্য-সাধক-চরিত্রমালার ‘২৮’ সংখ্যায় (মাঘ ১৩৫০/পৃ ১৭) ব্রজেন্দ্রনাথ এই পুস্তিকার বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-ভুক্তির যে তারিখ দিয়াছেন— ১৩ মে ১৮৯২ [১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯]— তাহা গ্রন্থপ্রচারের খুব কাছাকাছি সময় সন্দেহ নাই । তেমনি নিঃসন্দেহে বলা যায় ইহা বিশেষ ভাবে স্বর্ণকুমারীদেবীর রচনা নহে ; প্রথম দৃশ্বে ৭টি গানের মধ্যে

১২টি বর্তমান গুচ্ছে আর অবশিষ্ট ২টি নানা স্থলে গীতবিতানের
নানা অধ্যায়ে, যথা—

	পৃষ্ঠা
ও কেন চুরি ক'রে চায়	৪২১
তারে দেখাতে পারি নে কেন	৩২৬/৬৬২/২২১
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা	৪১৮
নাচ, শ্রামা, তালে তালে	৭৭০
বনে এমন ফুল ফুটেছে	৪১৬
বুঝি বেলা বহে যায়	৪১৬
মনে রয়ে গেল মনের কথা	৩৪৮
ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে	৬৪৪
সখী, সে গেল কোথায়	৪১২/৬৫৮/২১৮

৭৭৮-৭২। ২৮ ও ৩০ বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যে দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত
ও 'ভারতী'র ১৩০০ বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত। এ দুটি গান যে

৬টি তাঁহার হইলেও (স্বর্ণকুমারীদেবীর বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যের
প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্তাক -ধৃত) বাকি ৬টি দৃশ্যে সম্ভবতঃ তাঁহার
রচনা নাই। বিবাহ-উৎসবের যে মুদ্রিত প্রতি আমরা পাইয়াছি
তাঁহার প্রচ্ছদে বা ভিতরে কোথাও কোনো রচয়িতার নাম
নাই। পুস্তিকাখানি 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার 'কার্য্যাধ্যক্ষ'
প্রকাশ করেন, মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় অক্সাঙ্ক বহু পুস্তকের সঙ্গে
সত্যেন্দ্রনাথ-প্রণীত মেঘদূত (১২২৮), স্বর্ণকুমারীদেবীর নবকাহিনী
(১২২২), রবীন্দ্রনাথের 'মায়া'র খেলা' (১২২৫) বইগুলির
বিজ্ঞাপনও দেখা যায়।

বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রনাট্যকল্পনার বিবর্তন' : বিশ্বভারতী
পত্রিকা : বৈশাখ-অষাঢ় ১৩৭৬/পৃ ৩৪৫-৪৭।

'বিবাহ-উৎসব' পুস্তিকার প্রচ্ছাদিত ও প্রচ্ছদহীন বিভিন্ন প্রতি
শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহে দেখা গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ইহা জানাইয়াছেন সরলাদেবী (ভারতী : ফাল্গুন ১৩০১/পৃ ৬৮১-৮২) তাঁহার ‘বাল্লার হালির গান ও তাহার কবি’ প্রবন্ধে। বর্তমান গীতিগুচ্ছের অন্ত্যস্ত কয়েকটি গান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে—

- ৭৭৮।২৭ ‘ছবি ও গান’ (ফাল্গুন ১২২০) কাব্যের অন্তর্গত। এখানে ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’র সংক্ষিপ্ত পাঠ গৃহীত হইয়াছে।
- ৭৮১।৩৮ ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’ পুস্তকে মুদ্রিত দীর্ঘতর পাঠ রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্মিলিত রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট। ‘গানের বহি’ প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বোক্ত রচনার প্রথমার্ধ মাত্র গৃহীত, এজ্ঞাত ঐটুকুই রবীন্দ্ররচনা মনে হয়। অবশিষ্ট রচনাংশের স্ত্রী ও শৈলী পৃথক— উহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা হইতে পারে।

‘গানের বহি’তে ও ‘বিবাহ-উৎসব’ গীতিনাট্যে এক পাঠ দেখা যায়, উহাই গীতবিতানে সংকলিত।

- ৭৮১-৮২। ৪১ ও ৪৪ -সংখ্যক দুটি গানই ‘গানের বহি’ (বৈশাখ ১৩০০) এবং ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’ (১৩০৪) গ্রন্থে পাওয়া যায়।
- ৭৮২-৮৩। ৪২ ও ৪৫ -সংখ্যক গান পূর্বোক্ত ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’র সংকলিত। শেষোক্ত গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে লেখা স্বরলিপিতেও রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই নির্দিষ্ট।
- ৭৭৮-৮২। ২৭, ২৯, ৩২-৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৩ -সংখ্যক গান ১২২২ বৈশাখে প্রকাশিত ‘রবিচ্ছায়া’তেও সংকলিত আছে।
- ৭৮৩।৪৬ প্রথমাবধি ‘রাজা ও রানী’ (শ্রাবণ ১২২৬) নাটকে মুদ্রিত।
- ৭৮৩।৪৭ আজ আসবে শ্রাম । ‘রাজা ও রানী’র প্রথম সংস্করণে ছিল।
- ৭৮৪। ৪৮-৫১ -সংখ্যক গান ‘বিসর্জন’ (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১২২৭) নাটকের বিভিন্ন সংস্করণ হইতে গৃহীত।
- ৭৮৪। ৪৮, ৫০-৫১। কলিকাতায় ‘ভারত সঙ্গীত সমাজ’এর উদ্যোগে ১ পৌষ ১৩০৭ তারিখে ‘বিসর্জন’এর বিশেষ অভিনয় হয়। অহুষ্ঠান-পত্রে দেখা যায়— অটলকুমার সেন (গোবিন্দমাণিক্য), অমরনাথ বসু (নন্দ্রায়), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (যযুপতি), হেমচন্দ্র

বহুমুখিক (জয়সিংহ), অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ (মন্ত্রী), ভূতনাথ মিত্র (চাঁদপাল), বেণীমাধব দত্ত (নয়নরায়) এবং মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গুণবতী) ইহাতে অভিনয় করেন। উক্ত অভিনয়ের অহুষ্ঠানপত্রে এই তিনটি গানই পাওয়া যায়। ৪৮-সংখ্যক রচনা এপর্যন্ত অপর কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

৭৮৫।৫২ খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে । ‘সোনার তরী’র অন্তর্গত এই কবিতার রচনাকাল : ১২ আষাঢ় ১২২২। ‘ভারতী’তে ১২২২ চৈত্রে ইহার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।

৭৮৬-৮৮। ৫৩-৫৭ -সংখ্যক রচনাবলী সংশোধিত ‘গান’ (১২০২ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থ হইতে সংকলিত। ২৬৩ পৃষ্ঠায় চতুর্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৮৬।৫৩-৫৪ ‘চিত্রা’ (ফাল্গুন ১৩০২) কাব্যের অন্তর্গত।

৭৮৬।৫৫ কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ‘চৈতালি’ (আশ্বিন ১৩০৩) কাব্যের ‘গান’ রচনার প্রথম ও শেষ স্তবক, মধ্যবর্তী স্তবক বর্জিত ; ইহার রচনা : ২২ চৈত্র [১৩০২]

৭৮৭-২১। ৫৬-৬১ সংখ্যা ‘কল্পনা’ (বৈশাখ ১৩০৭) কাব্যের অন্তর্গত।

৭৮৮।৫৮ ‘কল্পনা’ কাব্যে পাঠান্তর মুদ্রিত আছে। স্বরলিপি-সহ বর্তমান পাঠ কবির হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। প্রচলিত ‘অখণ্ড’ গীতবিতানে তাহার প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

৭৮৯-২০ ৫২-৬০ -সংখ্যক রচনা ‘কল্পনা’ কাব্যে পূর্বাপর স্বর তালের উল্লেখ-সহ মুদ্রিত। ৬০-সংখ্যক গানের স্মৃচনা (ইন্দিরাদেবীর স্মৃতি-অহুযাত্রী) এইরূপ—

I	গা	গা	-।	।	গা	গা	-।	।	গা	-।	গা	।
	কি	সে	বু		ত	য়ে	•		অ	শু	শ্র	
।	রা	মা	-গা	I	রা	রা	-গা	।	-।	সা	সা	।
	ক	য়ে	•		কি	সে	•		বু	ত	য়ে	
।	রা	-।	রা	।	রা	-।	-গা	I	সা	-গা	-রা	।
	দী	বু	ষ		খা	•	সু		ব	•	নু	
।	গা	-।	-।	।	-।	-।	-।	।	-।	-।	-রা	I
	ধু	•	•		•	•	•		•	•	•	

- ৭২১।৬১ ‘কল্পনা’র এই কবিতাটি স্বর ভালের উল্লেখ -সহ সংশোধিত ‘গান’ (১৯০২) গ্রন্থে সংকলিত। দ্রষ্টব্য পৃ ৯৬৩, টীকা ৪।
- ৭২২।৬২ ‘বিনি পয়সার ভোজ’ (ব্যাককৌতুক : ১৯০৭) কৌতুকনাট্যের অন্তর্গত, ‘সাধনা’য় ১৩০০ সালের পৌষে মুদ্রিত।
- ৭২২-২৬। ৬৩-৮১ সংখ্যা। প্রধানত: ‘চিরকুমারসভা’ হইতে সংকলিত এই ১৯টি গান (ক্ষুদ্রার্থে গীতিকাও বলা চলে) উক্ত নাটকে স্বভাবকবি অক্ষয়কুমার যত্নতত্ত্ব ললিতে কেদারায় ভৈরবীতে গাহিয়া উঠেন। বন্ধুদের আক্ষেপ : গানগুলি শেষ করা হয় না কেন। অক্ষয়ের জবাব তাঁহাদের কাছে—

সখা, শেষ করা কি ভালো?

তেল ফুরোবার আগেই আমি

নিবিয়ে দেব আলো।

—প্রজাপতির নির্বন্ধ

অথবা পুরবালার কাছে—

তুমি জান আমার গাছে

ফল কেন না ফলে,

যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে

আনি চরণতলে।

—চিরকুমারসভা

কাজেই অক্ষয়ের গানের এই অজস্রতাতেই খুশি থাকিয়া, গানগুলি চার তুকে সম্পূর্ণ হইল না যে তাহার ক্ষুদ্রতা, শুধু বন্ধুজনকে নয়, সাধারণকেও মানিয়া লইতে হয়।

বলা প্রয়োজন, ‘চিরকুমারসভা’ সংলাপপ্রধান উপজ্ঞাসের আকারে ‘ভারতী’ পত্রিকার ১৩০৭ বৈশাখ-কার্তিক পৌষ-চৈত্র এবং ১৩০৮ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। পরে, হিতবাদী-কর্তৃক প্রচারিত ‘রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী’তে (১৩১১) ‘রঙ্গচিহ্ন’ বিভাগে স্থান পায়। অতঃপর, উহা ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ নামে ইণ্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক প্রকাশিত গল্পগ্রন্থাবলীর অষ্টম ভাগ রূপে

(১৩১৪) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে কোনো কোনো অংশ পৰিবর্তন করিয়া, কোনো কোনো অংশ নূতন যোগ করিয়া, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩৩১ সালের চৈত্রে বা পরবর্তী বৈশাখে ‘চিরকুমারসভা’ নাম দিয়াই যে নাটক লিখিয়া দেন তাহা ১৩৩২ সালে বহুদিন ধরিয়া (প্রথম অভিনয় : ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২) সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত সমুদয় সংস্করণ দেখিয়াই গানগুলির সংকলন।

৭২৬।৮২ মনোমন্দিরস্বন্দরী ॥ ইহাও ‘চিরকুমারসভা’র অক্ষয়কুমারের গান। ১৩২১ সালের ‘গান’ অবধি ইহার যে রূপ ছিল তাহাতে কতকগুলি নূতন ছত্র যোগ করিয়া বর্তমান পাঠটি ১৩২৭ সালে ‘গান’ গ্রন্থের নূতন সংস্করণে মুদ্রিত হয়। প্রচলিত ‘চিরকুমারসভা’তেও এই পাঠই আছে।

৭২৭।৮৩ ‘শিশু’ কাব্যে (কাব্যগ্রন্থ : দশম ভাগ : ১৩১০) যে কবিতা আছে এই রচনা তাহারই সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৩৩৮ সালের ‘গীতোৎসব’ (২৮, ২৯, ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন) উপলক্ষে কবি ইহাতে স্বর দেন ও বালক নটের নৃত্য-সহযোগে তাহারই রূপ দেন।

৭২৭।৮৪ শারদোৎসব (১৩১৫) হইতে সংকলিত।

৭২৮। ৮৫, ৮৬, ৮৮ ও ৮৯ সংখ্যা ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটক (১৩১৬) হইতে গৃহীত।

৭২৮-২২। ৮৭ ও ৯০ -সংখ্যক গান ‘ভারতী’ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বৌঠাকুরানীর হাট’এর অঙ্গীভূত; যথাক্রমে ১২৮৮ মাঘ ও ১২৮৯ আশ্বিনে মুদ্রিত।

৭২৯।২১ ‘বৌঠাকুরানীর হাট’ হইতে গৃহীত।

এই গ্রন্থে বলা বাহুল্য হইবে না যে, ‘বৌঠাকুরানীর হাট’ ১২৮৮ কার্তিক হইতে ১২৮৯ আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ‘ভারতী’তে মুদ্রিত হওয়ার পরে ওই বৎসরেই (১৮০৪ শক) গ্রন্থাকায়ে প্রকাশিত হয়। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকখানি ‘বৌঠাকুরানীর হাট’ গল্পেরই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত। উহার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ

লিখিয়াছেন, ‘মূল উপজ্ঞানখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতই হইয়াছে।’

পূর্বালোচিত ‘রাজা বসন্ত রায়’ (দ্রষ্টব্য টীকা ৭ পৃ ২৭০) অন্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; তাহা জনপ্রিয়ও হইয়াছিল ; বহু বৎসর পরে উপজ্ঞানটির সার্থক রূপান্তর ঘটাইবার ইচ্ছার পিছনে সেই স্মৃতি এবং সমকালীন অন্ত কারণও রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল।

৭২৮-২২। ৮৬-২১ সব গানই কবি উপজ্ঞান বা নাটকের অন্ততম পাত্র বসন্ত-রায়ের কণ্ঠে দিয়াছেন।

৭২৯/২২ ‘রাজা’ (পৌষ ১৩১৭) নাটক হইতে গৃহীত।

৮০০/২৩ ‘অচলায়তন’ (প্রবাসী : আশ্বিন ১৩১৮) নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত। রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ১২৫-সংখ্যক অচলায়তন পাণ্ডুলিপিতে (রচনাশেষে তারিখ : ‘১৫ই আষাঢ়/১৩১৮/ শিলাইদা’) যে গানটি বর্জনচিহ্নিত করিবার পরে এ গান লেখা হয় সেটি হইল—

আমরা কত দল গো কত দল !

তোমায় ঘিরে ফুটেছি গো শতদল !

আপন মনে নানা দিশি

ছড়িয়ে আছি দিবানিশি,

তবু একটিখানে আছে মোদের পরিমল

যেখানেতে পরশ কর করতল ॥

৮০০/২৪ শ্রীমতী সীতাদেবীর ‘পুণ্যস্মৃতি’ গ্রন্থে (১৩৪২/পৃ ৫৪-৫৫) পূর্বোক্ত অচলায়তন পাণ্ডুলিপি-স্মৃত অথচ প্রবাসী পত্রে ও গ্রন্থে বর্ণিত এই গানের বিষয় প্রথম উল্লেখ। পাণ্ডুলিপি দেখিয়া অশ্রান্ত পাঠ-নির্ণয় সম্ভবপর হওয়ায়, গানটি এখন গীতবিতানের যথোচিত স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই গান রবীন্দ্রসদনের আর-এক পাণ্ডুলিপিতেও পাওয়া যায় ; কোনো পাণ্ডুলিপিতেই বর্জন-চিহ্নিত নয় ; ইহার স্থান অচলায়তন নাটকে দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে।

- ৮০০।২৫ 'ফাক্তনী' (সবুজ পত্র : চৈত্র ১৩২১) হইতে সংকলিত ।
- ৮০১।২৬ 'চতুর্দশ' হইতে (সবুজ পত্র : পৌষ ১৩২১) সংকলিত ।
- ৮০১-৮০২। ২৭-১০০ সংখ্যা 'ঘরে-বাইরে' উপভাষা হইতে । তন্মধ্যে ২৭-২৮-সংখ্যক গান ১৩২২ সবুজ পত্রের কার্তিক সংখ্যায়, ২৯-সংখ্যক অগ্রহায়ণে এবং ১০০-সংখ্যক পৌষে প্রথম প্রচার লাভ করে ।
- ৮০২।১০১ 'মুক্তধারা'র এই গান 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের 'আমি ফিরব না যে, ফিরব না আর' গানের রূপান্তর বলা যাইতে পারে ।
- ৮০২।১০২ 'মুক্তধারা' (প্রবাসী : বৈশাখ ১৩২২) নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান । এই চরিত্র 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও আছে ।
- ৮০৩। ১০৩-১০৬-সংখ্যক গান রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সংকলন করেন ; এগুলি 'রক্ত-করবী' নাটকের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও নাটকে ব্যবহৃত হয় নাই । ১০৩-১০৪-সংখ্যক গানে সুরের উল্লেখ ছিল । ১০৬-সংখ্যক রচনার সহিত তুলনীয় গান : আমার স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে ।
- ৮০৪।১০৭ 'রক্তকরবী' (প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৩১) হইতে ।
- ৮০৪।১০৮ 'নটীর পূজা' (মাসিক বসুমতী : বৈশাখ ১৩৩৩) হইতে ।
- ৮০৪।১০৯ এই গানটি সঙ্ঘবৃত্ত : 'নটীর পূজা' নাটকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল । এ স্থলে প্রথমসংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ড (প্রাবণ ১৩৩২) হইতে গৃহীত ।
- ৮০৫।১১০ তপতী (ভাত্র ১৩৩৬) নাটকের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও ব্যবহৃত হয় নাই । ইহা সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনের দপ্তর হইতে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন ।
- ৮০৫।১১১ 'গৃহপ্রবেশ' (প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৩২) হইতে ।
- ৮০৫-৮০৬। ১১১-১১৪-সংখ্যক গান 'শাপমোচন' (কলিকাতায় মহাবিভবনে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়-কাল : ১৫ ও ১৬ পৌষ ১৩৩৮) নৃত্য-নাট্যের বিভিন্ন অঙ্কণে গাওয়া হয় । নৃত্য গীত ও কথকতার সম্মিলনে অঙ্কিত কবির এই রচনা বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষ্যে

বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য বাবিশংখণ্ড
রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

৮০৫।১১২ রচনাকাল : ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৮০৬।১১৩ রচনার স্থানকাল : পানাজুরা (সিংহল), ২৬ মে ১৯৩৪।

৮০৬।১১৪ ‘নহ মাতা, নহ কন্ঠা, নহ বধু’ — ‘উর্বশী’ (২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২)
কবিতার সংক্ষেপীকৃত ও পরিবর্তিত গীতরূপ। কবির জীবনকালে
‘শাপমোচন’এর শেষ অভিনয় শান্তিনিকেতনে, ১৩৪৭ পৌষে।
তদুদ্দেশে ১৩৪৭ অগ্রহায়ণে রচিত গানের এই পাঠ শ্রীশান্তিদেব
ঘোষের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে, এবং সম্প্রতি প্রথম স্তবকটি
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ গ্রামোফোন রেকর্ডেও গাহিয়াছেন।

শাপমোচনের বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষে নিম্নলিখিত কথা-
অংশগুলিতেও সুর দেওয়া হইয়াছিল—

রাজা। অ সু ন্দ রে র প র ম বে দ না য় সুন্দরের আস্থান। সূর্যরশ্মি
কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সাধনা দেবার
তরে। মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো
সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়ে, সেই করুণা কি তোমার হৃদয়কে
কাল মধুর করে নি। ...

রাজা। এ ক দি ন স ই তে পা র বে, সইতে পারবে, তোমার আপনার
দাক্ষিণ্যে, রসের দাক্ষিণ্যে। ...

রানী। তো মা র এ কী অ সু ক ম্পা অ সু ন্দ রে র তরে, তাহার অর্থ
বুঝি নে। ওই শোনো, ওই শোনো উষার কোকিল ভাকে
অন্ধকারের মধ্যে, তাতে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার
হোক-না প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সূর্যোদয়ের কালে।

—রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২। শাপমোচন ও গ্রন্থপরিচয়

৮০৬।১১৫ ‘চার-অধ্যায়’ (অগ্রহায়ণ ১৩৪১) গল্পে ইহার প্রথম দুটি ছত্র
আছে। সমগ্র রচনাটি কবির অন্ততম পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।
রচনা ১ অগস্ট ১৯৩৪ [১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১] তারিখে বা অব্যবহিত
পূর্বে। দ্রষ্টব্য শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র,

সংখ্যা ২৮০ : দেশ : ১১ কার্তিক ১৩৬৮।

৮০৭/১১৬ 'বাশরী' (ভারতবর্ষ : কার্তিক-পৌষ ১৩৪০) নাটক হইতে।

৮০৭/১১৭ 'মুক্তির উপায়' (অলকা : আশ্বিন ১৩৪৫) নাটক হইতে।

৮০৭/১১৮ 'মুক্তির উপায়' হইতে। বলা উচিত, এই নাটক রবীন্দ্রনাথের ওই নামেরই ছোটো গল্পের নাট্যরূপ। লোকসংগীতের অহুকরণে রচিত এই গানটি গল্পেও ছিল (সাধনা : চৈত্র ১২২৮)।

৮০৭-৮১০। ১১২-১২৬ সংখ্যা। গল্পগুচ্ছের 'একটা আবাড়ো গল্প' (সাধনা : আবাড় ১২২২) নাট্যীকৃত হইয়া 'তাসের দেশ' রূপ লয় (ভাদ্র ১৩৪০)। এই গানগুলি উক্ত নাটকেরই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (মাঘ ১৩৪৫) হইতে সংকলিত।

৮১০-১২। ১২৭-১৩২ সংখ্যা। প্রচলিত 'ডাকঘর' নাটকে গান নাই। কবি ১৩৪৬ সালে কতকগুলি গান যোগ করিয়া ইহাকে নূতন রূপ দিতে প্রবৃত্ত হন। বর্তমান ছয়টি গান, তাহা ছাড়া—

৮৬৬/১৩ 'সমুখে শান্তিপারাবার' ডাকঘরের জন্ত লেখা একরূপ জানা যায়।

বহুদিন মহলা চলিয়াছিল ; গানগুলি অধিকাংশই ঠাকুরদার ভূমিকায় কবি নিজে গাহিতেন। কবির ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপর অধিক পীড়নের আশঙ্কায়, শেষ-পর্যন্ত তাঁহাকে এই 'ডাকঘর'-অভিনয়ের উত্তম হইতে নিবৃত্ত করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে— ১৯১৭ অক্টোবরে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' মদনে ডাকঘরের যে অভিনয় হয় তাহার প্রযোজনাতেও কয়েকটি গান ছিল। 'আমি চঞ্চল হে' 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' এবং 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' এই তিনটি গানের উল্লেখ দেখা যায় শ্রীমতী সীতাদেবী-প্রণীত 'পুণ্য-স্মৃতি' গ্রন্থে (প্রাবণ ১৩৪২/পৃ ২৫৮-৬০)। (শেষ দুটি গান রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন এবং তিনি ঠাকুরদার ভূমিকাতে নামিয়াছিলেন একরূপ জানা যায়।) ১৯১৭ ডিসেম্বরের শেষে ও ১৯১৮ জানুয়ারির প্রথমে ডাকঘরের পুনরভিনয় হইয়াছিল মনে হয়। কারণ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় ভারতের

জাতীয় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হয় ; জানা যায় ওই সময়ে লোকমান্য টিলক, শ্রীমতী বেসান্ট, গান্ধীজি, মালবীয়ার্জি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া একদিন বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে মুদ্রিত বা পরে পুনর্মুদ্রিত ৪ আনুয়ারি ১৯১৮ তারিখের ইংরেজি অহুষ্ঠানপত্রে জানা যায় যে, ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে’ গানটি এই অভিনয়ে গাওয়া হয়। ওই অহুষ্ঠানপত্রে আরও জানি, ঠাকুরদাই (রবীন্দ্রনাথ) কখনো ভিক্ষুক কখনো প্রহরী আর কখনো ফকির সাজেন।

৮১৫-২৩। ১-১৬ সংখ্যা ॥ জাতীয় সংগীত ॥

৮১৫-১৬। ১ ও ২ সংখ্যা ‘জাতীয় সংগীত’ (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থ হইতে সংকলিত। এই গান সম্পর্কে ১৩৪৬ সালের ‘শনিবারের চিঠি’র অগ্রহায়ণ (পৃ ৩১৫-১৭) ও কার্তিক (পৃ ১৫২-৫৩) সংখ্যায় মুদ্রিত ‘রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী’ দ্রষ্টব্য। ‘অগ্নি বিধাদিনী বীণা’ (২) ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘হিন্দুমেলা’য় পঠিত (অথবা গীত ?) হইয়াছিল, এরূপ অস্বাভাবিক হইয়াছে ; দুর্গাদাস লাহিড়ী -কর্তৃক সম্পাদিত ‘বাল্মীকীর গান’ গ্রন্থে (বঙ্গবাসী : আশ্বিন ১৩১২) ইহা রবীন্দ্রনাথের নামেই স্বর তালের উল্লেখ -সহ মুদ্রিত আছে।

৮১৬-১৮। ৩-৬ -সংখ্যক গান ‘রবিচ্ছায়া’র মুদ্রিত। বিশেষ কথা এই—

৮১৮। ইহা ‘বীণাবাদিনী’তে মুদ্রিত (আশ্বিন ১৩০৫) পাঠ।

৮১৮। ‘এক সূত্রে বাধিয়াছি সহস্রটি মন’ ১২৮৬ সালে (১৮০১ শকে) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পুণ্ডরিকম নাটক’এর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম মুদ্রিত হয়। ১২৯২ শ্রাবণের বালক পত্রে (পৃ ১৭৮) ইহার রূপান্তরিত পুনর্মুদ্রণ ; রচয়িতার উল্লেখ নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ‘সঙ্গীতপ্রকাশিকা’র ১৩১২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্বরলিপি -সহ রবীন্দ্রনাথের রচনা-রূপে যখন ছাপা হয়, ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্যুটি নূতন দেখা যায়। গীতবিতানে ‘সঙ্গীতপ্রকাশিকা’র পাঠ অস্বাভাবিক।

‘জীবনস্মৃতি’র ‘স্বাদেশিকতা’ অধ্যায়ে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ‘হিন্দুমেলা’ ও ‘স্বাদেশিকের সভা’* সম্বন্ধে লিখিয়াছেন সেখানে প্রসঙ্গক্রমে এই গানের প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যগ্রন্থে এই গানটি এপর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই; ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থেও রচয়িতা কে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। অথচ, ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ গীতিনাট্যে ‘এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে’ গানটির প্রথম ছত্রেই ইহার ভাবের ও ভাষার আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আছে, দুটি গানের সুরও প্রায় অভিন্ন।

‘ভারতী ও বালক’ পত্রের ১২২৬ কার্তিক-সংখ্যায়, ৩৬৫ পৃষ্ঠায়, ‘স্নেহলতা’ গল্পে* ‘সঞ্জীবনী’ সভার মতোই একটি সভার বর্ণনায় এই গানটি আছে—

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারত মাতার তবে সঁপিছ এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান
সহায় আছেন ধর্ম কায়ে আর ভয়।

গীতবিতানে-সংকলিত রচনার সহিত ভাবে ও ভাষায় ইহার কতটা সাদৃশ্য তাহা ছাড়াও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত কাহিনী-অনুসারে এই গানটির রচয়িতা ‘চাক্র এখন ষোড়শবর্ষীয়

* ইহা স্বদেশভক্তদের একরূপ গুপ্তসভা ছিল। রাজনারায়ণ বসু ও ইহার সভ্য ছিলেন; ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি’ হইতে জানা যায় ইহার নাম ছিল ‘সঞ্জীবনী সভা’; সভার সাংকেতিক ভাষায় বলা হইত ‘হামচুপামুহাফ’।

* লেখিকা স্বর্ণকুমারীদেবী। পরবর্তীকালে ‘স্নেহলতা’ ছই খণ্ডে গ্রন্থ-আকারেও বাহির হয়।

বালক' অথচ বহুপরিজনপ্রশংসিত কবি, তাহাকে 'শুণ্ডসভার মেম্বর করিয়াছে— সেখানকার সে Poet Laureate', এবং 'যখন সকলে একসঙ্গে ইহা [সংকলিত গানটি] গাহিয়া উঠিল, চাকর আপনাকে সেক্সপিয়রের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' উল্লিখিত 'সঙ্গীবনী সভা'র সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ, সেই মণ্ডলীতে কবি হিসাবে তাঁহার সমাদর, তাঁহার তখনকার বয়স এবং কৈশোরোচিত উৎসাহ, এমন-কি 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত (স্বাদেশিকতা অধ্যায়ের শেষ অংশে) বৃদ্ধ রামনারায়ণবাবু আর তরুণ সকল সভ্য মিলিয়া সমবেত গান গাওয়ার দৃশ্য— স্নেহশীলা ভগিনী স্বর্ণকুমারীদেবী গল্পচ্ছলে প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও সবটারই একটি বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন দেখা যায়।

'রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়' (প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৪২) গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি'।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সাক্ষ্যও অমূল্য।*

- ৮১৯৮ ১২৮৪ আশ্বিনের ভারতীতে মুদ্রিত ও 'রবিচ্ছায়া'র সংকলিত।
- ৮১৯-২০। ৯-১১ -সংখ্যক রচনা 'গানের বহি'তে মুদ্রিত আছে।
- ৮২১।১২ 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে' 'কল্পনা' হইতে ; রচনা : ১৩০৪।
- ৮২১-২২। ১৩ ও ১৪ -সংখ্যক গান ১৩১০ সালের 'কাব্যগ্রন্থ' অষ্টম ভাগে প্রথম সংকলিত হয়।
- ৮২৩।১৫ 'ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না' 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র ১৩১২ পৌষ সংখ্যায় স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত। তৎপূর্বে ইহা 'ভাণ্ডার' মাসিক পত্রের কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।
- ৮২৩।১৬ 'আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে' কবির অন্ততম পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। রচনা : ২৪ আশ্বিন [১৩১২]।
- ৮২৭-৫৮। ১-৮৩ সংখ্যা ॥ পূজা ও প্রার্থনা।—

* রবীন্দ্রনাথের একটি গান : দেশ : ২৬ চৈত্র ১৩৫০/পূ ২৫৭

৮২৭।১ শক ১৭২৬ ফাস্তুনের (১২৮১) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে ; তখন কবির বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসর মাত্র । ইহা গুরু নানকের যে গানের প্রথমংশের ভাষান্তর, তাহা পরে দেওয়া গেল ('ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে আরও বারো ছত্র দেখা যায়)—

জয়জয়ন্তী । তেওরা

গগনময় খাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডলা জনক মোতি ।
ধূপ মলয়ানিলো, পরন চর্ব্বয়ো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি ।
ক্যায়সী আরতি হোরে ভরখণ্ডনা তেরী আরতি,
অনাহত শব বাজন্ত ভেরী । ৮

—ব্রহ্মসঙ্গীত

বাংলা গানের রচয়িতা সম্পর্কে পূর্বে নানা সংশয় থাকিলেও, কবির জীবদ্দশায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে লেখা হয়—

আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এটি তাঁহার রচনা ।

—শনিবারের চিঠি ১০।১৩৪৬।পৃ ৫২০

৮২৭।২ 'প্রবাসী' (চৈত্র ১৩২০) হইতে । অমৃতসর-গুরুদরবারে-প্রচলিত ভজনের অনুসৃতি । মূল গান* নিম্নে দেওয়া গেল—

সিঁকুড়া । তেতালা

এ হরি হৃন্দর, এ হরি হৃন্দর !
তেরো চরণপর সির নার্বৈ ।
সেরক জনকে সের সের পর,
প্রেমী জনাকে প্রেম প্রেম পর,

* 'শতগান' গ্রন্থে ঈষৎ ভিন্ন পাঠ ও স্বরলিপি আছে । রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর গ্রন্থেও (১৩৭২/পৃ ১২৪) সংকলন অন্তর্ভুক্ত ।

* 'প্রবাসী'তে ঈষৎ ভিন্ন পাঠ আছে ।

দুঃখী জনীকে বেদন বেদন,
 সুখী জনীকে আনন্দ এ ।
 বনা-বনামে সঁরল সঁরল,
 গিরি-গিরিমে উন্নিত উন্নিত,
 সলিতা-সলিতা চঞ্চল চঞ্চল,
 সাগর-সাগর গম্ভীর এ ।
 চন্দ্র সুরজ বরৈ নিরমল দীপা,
 তেরো জগন্নির উজার এ ।

—ব্রহ্মসঙ্গীত

৮২৭-৩২ । ৩-৩৬ সংখ্যা 'রবিচ্ছায়া' হইতে সংকলিত । অধিকাংশই বাংলা
 ১২৮৭ সাল বা ১৮০২ শক (কবির বয়ঃক্রম ২০ বৎসর) হইতে নিম্ন-
 লিখিত ক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত—

৩-৬, ১২	ফাল্গুন ১৮০২ শক
৭-১০	ফাল্গুন ১৮০৪
১১, ১৩	জ্যৈষ্ঠ ১৮০৫
১৪-১৮	ফাল্গুন ১৮০৫
১২-২০	জ্যৈষ্ঠ ১৮০৬
২১	ভাদ্র ১৮০৬
৩৬	কার্তিক ১৮০৬
২২-২৩ ও ২৬	অগ্রহায়ণ ১৮০৬
২৪-২৫ ও ২৭-৩৪	ফাল্গুন ১৮০৬
৩৫	বৈশাখ ১৮০৭

৮৪০-৪১ । ৩৭-৩৮ সংখ্যা 'রাজর্ষি' (১২২৩) উপন্যাসে বালক ক্রবের
 গান । 'হরি তোমায় ডাকি' (৩৭) গানের 'বালক' পত্রে (ভাদ্র
 ১২২২) প্রকাশিত বা 'রাজর্ষি'তে মুদ্রিত পাঠ ঈষৎ ভিন্ন ; বহু
 ব্রহ্মসংগীতসংকলনে যে পাঠ দেখা যায় এ স্থলে তাহাই গৃহীত ।
 'আমায় ছজনায় মিলে' (৩৮) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ফাল্গুন
 ১৮০৮ শকে (১২২৩) প্রকাশিত ।

৮৪১-৪৫। ৩২-৫৩ সংখ্যা। ৪৭-সংখ্যক গানটি গীতবিতানের প্রথম সংস্করণ হইতে। তদ্ব্যতীত সবই ‘গানের বহি’ গ্রন্থে মুদ্রিত। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র প্রকাশ—

৪১	ফাল্গুন ১৮০৭ শক
৪২-৪৩	চৈত্র ১৮০৭
৪৪-৪৫	বৈশাখ ১৮০৮
৪৬-৫১	ফাল্গুন ১৮০৮
৫২	ফাল্গুন ১৮০৯
৫৩	ফাল্গুন ১৮১৪

৮৪৫-৪৬। ৫৪-৫৬ ‘কাব্যগ্রন্থাবলী’তে (১৩০৩) মুদ্রিত। শেখোক্ত গান (মহাবিধে মহাকাশে ইত্যাদি) সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ইহা প্রচলিত গীতবিতান গ্রন্থের ১৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাঠান্তরের সহিত অবিরোধে ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থে বা ১৯০৮ ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ‘গান’ গ্রন্থে মুদ্রিত ছিল ; পরবর্তী গীতসংকলনগুলি হইতে ভ্রষ্ট। ইহার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রচলিত চতুর্থখণ্ড স্বরবিতানে সংকলিত হইয়াছে।

৮৪৬। ৫৭ স্বরলিপিসম্বন্ধে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে ও ‘বীণাবাদিনী’র ১৩০৫ ভাদ্র সংখ্যায় পাওয়া যায়।

৮৪৬-৫২। ৫৮-৬২ -সংখ্যক রচনা ‘কাব্যগ্রন্থ’ (১৩১০) হইতে গৃহীত। ৬৩-৬৫ ও ৬৭-৬৯ -সংখ্যক গান আখর-বিহীন ভাবে গীতবিতান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই মুদ্রিত আছে।

৮৫০। ৬৭ ‘নয়ন তোমাতে পায় না দেখিতে’ গানের আখর-বিহীন পাঠ অন্তর্ভুক্ত সংকলিত। এই গানের প্রসঙ্গে কবি বলেন—

পূর্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট গুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়া-ছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে [মাঘ ১২৯৩] সকালে ও বিকালে

আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান— ‘নয়ন ভোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।’

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতি-দাশ্যর ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গানসব-ক’টি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, ‘দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বৃদ্ধিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।’ এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

—জীবনস্মৃতি। হিমালয়বাহা

- ৮৫৩।৭০ ইহা কবির কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই। ‘সমালোচনী’ পত্রিকায় প্রকাশ : মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৮।
- ৮৫৩।৭১ ‘বহুধা’ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ : কার্তিক ১৩১২। রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপি-বিচারে মনে হয় ১৩১২ আশ্বিনেই রচিত।
- ৮৫৩।৭২ ‘গীতাঞ্জলি’ হইতে। রচনা : ২৬ আষাঢ় ১৩১৭।
- ৮৫৪।৭৩-৭৪ শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্ততম উৎসব-অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় : ২৫ বৈশাখ ১৩৩২। এ দুটি যে গান তাহা শ্রীঅনাদিকুমার দত্তদ্বারের সাক্ষ্যে ও সৌজন্যে জানা গিয়াছে। ‘গীতাঞ্জলি’-অনুযায়ী রচনাকাল যথাক্রমে ১৬ এবং ২৫ আশ্বিন ১৩২১।
- ৮৫৫।৭৫ বাউল সুরের নির্দেশ-সহ ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ইহার প্রকাশ : মাঘ ১৩২৪। ‘গীতপঞ্চাশিকা’য় (আশ্বিন ১৩২৫) রচনাটি থাকিলেও স্বয়ংলিপি নাই।
- ৮৫৫।৭৬ রবীন্দ্রনাথাকৃত গ্রন্থে এ রচনাটির প্রথম সাক্ষ্য পাই ‘নবগীতিকার’ (১৩২৯) দ্বিতীয় খণ্ডে।

৮৫৬।৭৭-৭৮ ‘শান্তিনিকেতন’ পত্রিকায় প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩২৯।

৮৫৭।৭২ ১৩৩০ সনে ‘বিসর্জন’ অভিনয়ে গাওয়া হয়। স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র (বুলা) মহলানবিশের নিকট ইহার কথা ও সুর পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীমতী সাহানাদেবী এই গান টেপ-রেকর্ডে গাহিয়াছেন; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে তাহার সহিতও মিলাইয়া দেখা হইয়াছে।

৮৫৭।৮০ ইহার নানারূপ পাঠ কাব্যে নাটকে অমুষ্ঠানপত্রে ও স্বরলিপি-গ্রন্থে মুদ্রিত। তন্মধ্যে দুই-একটি ‘পাঠ’ মূদ্রণপ্রমাদ মাত্র। বর্তমান পাঠ সম্পূর্ণতঃ ‘প্রবাহিণী’ গ্রন্থের অমুদ্রকপ। এই গান ১৩৩০ ভাদ্রে ‘বিসর্জন’ নাটকের অভিনয়ে গাওয়া হইয়াছিল।

৮৫৭।৮১-৮২ এই দুটি হিন্দীভাঙা গান ‘আদর্শ’-সহ পাওয়া গিয়াছে শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার-সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে।

৮৫৮।৮৩ ‘নবীন’ গীতাভিনয়ের সমকালে (চৈত্র ১৩৩৭) রচিত এবং শ্রীমতী সাবিত্রীগোবিন্দের গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড-রূপে প্রচারিত।

রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত একখণ্ড জীর্ণ কাগজে মূল-সহ পূর্বোক্ত গানের এক পূর্বপাঠ পাওয়া যায়। এক-পিঠ-সাদা ওই কাগজেই আর-এক অজ্ঞাতপূর্ব ‘ভাঙা’ গানের খসড়া রহিয়াছে; রবীন্দ্রনাথ যেভাবে লিখিয়াছেন মূল-সহ তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল (জীর্ণ কাগজে কয়েকটি অক্ষর কেবল অসুস্থমানগম্য এবং শেষ ছত্রের উকারও লুপ্ত)—

মজুয়া, যো জগমে

লীপটায়ে ॥ অন্ধকারে ।

এ বোকয়ি নহী হা সহায়ো ।

রহ সংসার অগ্নকী মায়্য

বিরসান্তর ম ভুলায়ে

ব্রহ্মানন্দ ছোড় ভববন্ধন

মোক্ষদুয়ার আর পারয়ো ॥

পারাবারে

জানে আগরণ মুক্ত চোখে
কেন সংশয়শক্তি চিত্ত
স্বগন কেন অবসাদে
কৃষ্ণ বন্ধ কেন ভয়বন্ধনে
জীর্ণ [কেন] দুখশো[কে]

- ৮৬১-৬৮। ১-১৭ সংখ্যা। আত্মস্থানিক সংগীত।
- ৮৬১/১ 'বর্ধমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত'। ১২২২ বৈশাখে প্রকাশিত 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থের সর্বশেষ গান।
- ৮৬১/২ 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাইতে ১২ মাঘ ১৩০২ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১২০৩ তারিখে যে সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করেন, তদুপলক্ষে রচিত। সম্প্রতি চিঠিপত্রের বর্ষ খণ্ডে পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং আত্মস্থানিক বিবরণ (পৃ ২৪৬) -সহ প্রচারিত হইয়াছে।
- ৮৬২/৩ মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন ইত্যাদি যে গান গীতবিতানের প্রথম খণ্ডে (স্বদেশ : ১৭ সংখ্যা) মুদ্রিত, তাহার বহু পাঠান্তরের মধ্যে এটিকে বিশিষ্ট বলা চলে। ১২৪০ অগস্টে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর' উপাধি দেওয়া হয়, তদুপলক্ষে রচিত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে উল্লিখ্য।
- ৮৬২-৬৩। ৪-৬ সংখ্যা 'রবিচ্ছায়া' হইতে সংকলিত। তন্মধ্যে 'জগতের পুরোহিত তুমি' (৪) গানটি রচনার বিশেষ উপলক্ষ্য ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ (২২ জুলাই ১৮৮১) তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা লীলাবতীর বিবাহ। এই সময় রবীন্দ্রনাথ আরও যে দুইটি গান লিখিয়া দেন বলিয়া জানা যায় তাহা হইল 'দুই ছদয়ের নদী' ও 'শুভদিনে এসেছে দৌহে' —উভয় গানই গীতবিতান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'আত্মস্থানিক' অধ্যায়ে সংকলিত, সংখ্যা যথাক্রমে ৬ ও ২। রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডে (১৩৭৭/পৃ ১৫১) লীলাবতী দেবীর দিনপঞ্জী উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে : 'নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্মন্দরীমোহন দাস, অঙ্ক

চুনীলাল ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত [পরে স্বামী বিবেকানন্দ] মহাশয়গণ সংগীত করিয়াছিলেন।... শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ...সংগীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।’ রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে (রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ) শেখোক্ত গানের পূর্বপাঠ পাওয়া যায় : মহাশয়, দুটি ছাত্র এসেছে তোমার ইত্যাদি।

৮৬৩-৬৪। ৭-৮ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কণ্ঠা কুমুদিনী মিত্র (বসু) এবং বাসন্তী মিত্র (চক্রবর্তী) এতদুভয়ের পরিণয়োপলক্ষ্যে রচিত, পরে ‘ব্রহ্ম-সঙ্গীত’এ মুদ্রিত। শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তীর পক্ষে এই দুই রচনা সম্পর্কে তথ্য জানা যায়; ইহাও জানা গিয়াছে যে, রচনা-দুটিতে কবি স্বয়ং স্বর দেন নাই, তবে ‘তাঁহার অসীম মঙ্গললোক হতে’ (৮) রচনায় সাহানা স্বর দেওয়া হয় একরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৮৬৪-৬৫। ২-১১ সংখ্যা। কবি শাস্তিনিকেতন-আশ্রমে পৌত্রী ‘কল্যাণীয়া নন্দিনী’র পরিণয় (১৪ পৌষ ১৩৪৬) উপলক্ষ্যে এই তিনটি গান রচনা করেন। ‘প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি’ (১০) রচনাটির পূর্বতন পাঠ ছিল ‘হৃদয়ের মিলনের সত্যসাক্ষী যিনি’ ইত্যাদি এবং পরবর্তী ‘জীবনের সব কর্ম’ স্থলে ছিল ‘তোমাদের সব কর্ম’।

৮৬৫। ১২ ১২২৩ সালে ‘কড়ি ও কোমল’এ মুদ্রিত (উত্তরকালে ‘শিশু’ কাব্যে সংকলিত), ‘আশীর্বাদ’ কবিতার সূচনাংশ এবং শেষ স্তবক মিলাইয়া এই গানটি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত জানা যায় না। তবে ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’-কর্তৃক প্রকাশিত ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’এ স্বর-তালের উল্লেখ-সহ বহু বৎসর ধরিয়া (১৩১১ মাঘে প্রকাশিত অষ্টম সংস্করণ দেখা হইয়াছে) মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। কবি স্বয়ং ইহার স্বরকার কিনা তাহা জানা যায় না কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় বিশিষ্ট গ্রন্থে বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ার মনে করা অসম্ভব হইবে না যে, অন্ততপক্ষে তাঁহার অমুমোদন ছিল। আকর-কবিতার মূল ছত্রগুলি হইতে দু-এক স্থানে সামান্য পাঠান্তর দেখা যায়।

- ৮৬৬/১৩ ইহার রচনা ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে নবপত্রিকাকল্পিত 'ভাক্ষর' নাটকের শেষ দৃষ্টে 'স্বপ্ন' অমলের শিয়রে ঠাকুরদার গান-রূপে। উল্লিখিত নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হইতে পারে নাই। শুনা যায় কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, গানটি তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে যেন প্রচারিত না হয়; তাঁহার আত্মবাসরে ইহা প্রথম সাধারণসমক্ষে গীত হয়। উল্লিখিত 'ভাক্ষর' নাটকের অন্ত গান-গুলি এই গ্রন্থের ৮১০-১২ পৃষ্ঠায় (সংখ্যা ১২৭-১৩২) মুদ্রিত।
- ৮৬৬/১৪ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে খ্রীষ্টাব্দের উদ্‌যাপন-উদ্দেশ্যে রচিত, 'প্রবাসী'র ১৩৪৬ মাঘ-সংখ্যায় 'বড়দিন' শিরোনামে মুদ্রিত।
- ৮৬৭/১৫ 'অন্ধদের হুঃখলাঘব শিবির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে' কলিকাতায় ২ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে রচিত। 'প্রবাসী'র ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ২৭০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় সম্পাদকীয় মন্তব্যটি দ্রষ্টব্য।
- ৮৬৭/১৬ 'সৌম্য আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে... তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।' কবির এবং বিধি উক্তি হইতে জানিতে পারি, শ্রীসৌম্যজনাথ ঠাকুরের অনুরোধে কবি মানব-সাধারণের অভ্যুত্থান সম্পর্কেই এইটি রচনা করেন ১ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখে। এই রচনা সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্য এবং পাঠান্তর শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' (প্রচলিত সংস্করণ) গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।
- ৮৬৮/১৭ 'হে নৃতন' গান সম্পর্কে পূর্বোক্ত গ্রন্থে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন, 'এই তাঁর জীবনের সর্বশেষ গান।' কবি বহুদিন পূর্বে (২৫ বৈশাখ ১৩২৯) যে কবিতা (পঁচিশে বৈশাখ : পূর্ববী) লিখিয়াছিলেন তাহারই শেষ দিকের কতকগুলি ছত্র লইয়া, একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া, ইহার রচনা ও সুরযোজনা বাংলা ১৩৪৮ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে; কবির পরবর্তী জন্মোৎসবে পাওয়া হয়।
- ৮৭১-২১২। ১-১০১ সংখ্যা। প্রেম ও প্রকৃতি।
- ৮৭২-৭৫। ৫-১১ সংখ্যা 'শৈশবসঙ্গীত' (১২৯১) কাব্যে মুদ্রিত। তন্মধ্যে—
- ৮৭৩/৬ 'ফুলবালা'র অন্তর্গত 'গান'

৮৭৩-৭৪। ৭-৮ 'ভগ্নতরী'র অন্তর্গত 'গান' এবং

৮৭৫।১১ 'অঙ্গরাগ্রেম'এর অন্তর্গত 'গান'। শেবোক্ত গাথায় ধৃত স্বদীর্ঘ 'গীত' 'কেন গো এমন চপল' ইত্যাদি গীতবিতানে সংকলন করা হয় নাই।

৮৭১-৮৮। ১-৬ এবং ৮-৪৪ -সংখ্যক গানগুলি 'রবিচ্ছায়া' (বৈশাখ ১২২২) গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

কবি এই গ্রন্থের নামকরণে বা 'নিবেদন' উপলক্ষ্যে 'শৈশব-সঙ্গীত' অথবা 'বাল্যলীলা' (দ্রষ্টব্য টীকা ১/পৃ ২৬৩) বলিয়া এই সময়ের গানগুলির প্রকাশে বিশেষ সংকোচ দেখাইয়াছেন। ইহার মধ্যে যেগুলি প্রেমের গান তাহাতে আবার প্রায়শই একটি 'নাটকীয়তা'ও দেখা যায়। এখানে সংকলিত প্রথম ও দ্বিতীয় গান ইংরেজির অহুবাদ এবং ২২-সংখ্যক গান একটি গাথায় ব্যবহৃত হওয়াতে, তাহার কারণও বুঝা যায়; অগ্রগুলি যে ঐক্লপ কেন তাহা আজও গবেষকগণের অহুসন্ধান-সাপেক্ষ বলা চলে।

তথাপি এটুকু বলিতে বাধা নাই যে— 'মানসী' কাব্যে 'ভুলে' 'ভুল-ভাঙা' 'নারীর উক্তি' 'পুরুষের উক্তি' এবং আরো বহু কবিতায় মধুরভাবের সূক্ষ্ম-ঘাত-প্রতিঘাত-ময় যে বিচিত্র প্রকাশ রসোত্তীর্ণ এবং পরম রমণীয়তায় উদ্ভাসিত, তাহারই পূর্বাভাস 'শৈশবসঙ্গীত' ও 'রবিচ্ছায়া'র 'প্রেমের গান'গুলিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বস্তুতই উজ্জলরসোপেত গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, সেক্লপ বিশেষ একটি গুচ্ছ পূর্ববর্তী ৭৭৮-৮৩ পৃষ্ঠায় (গীতসংখ্যা ২৭-৩৪ ও ৩৬-৪৫) সংকলিত হইয়াছে।

৮৭১-৭৫। ১-১১ সংখ্যার মধ্যে যেগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত দেখা যায় মাস ও বর্ষ উল্লেখ -পূর্বক তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

৮৭১।১ ভারতী : কার্তিক ১২৮৬। ইহা Thomas Moore'এর Irish Melodies গ্রন্থের Love's Young Dream কবিতার পর-পৃষ্ঠায়-সংকলিত প্রথম ও শেষ স্তবকের অহুবাদ—

Oh ! the days are gone, when beauty bright
 my heart's chain wove ;
 when my dream of life, from morn till night
 was love, still love.
 New hope may bloom,
 and days may come
 of milder calmer beam,
 but there's nothing half so sweet in life
 as love's young dream.
 No, there's nothing half so sweet in life
 as love's young dream.

...

No,— that hallow'd form is ne'er forgot
 which first love trac'd ;
 still it lingering haunts the greenest spot
 on memory's waste.
 'Twas odour fled
 as soon as shed ;
 'twas morning's winged dream ;
 'twas a light that ne'er can shine again
 on life's dull stream :
 Oh ! 'twas light that ne'er can shine again
 on life's dull stream.

- ৮৭১।২ ভারতী : কার্তিক ১২৮৬ । ওয়েল্‌স্‌'এর কবি Talhaiarn'এর
 ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনূদিত ।
- ৮৭২।৩ ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৮ । 'গানের বহি'র সংক্ষিপ্ত পাঠ গৃহীত ।
- ৮৭২।৪ ভারতী : ভাদ্র ১২৯১ ।
- ৮৭২।৫ ভারতী : অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ।

৮৭৩।৬ ভারতী : কার্তিক ১২৮৫ ।

৮৭৩-৭৪।৭-৮ ভারতী : আষাঢ় ১২৮৬ ।

৮৭৫।১০ ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৬ ।

৮৭৫।১১ ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৫ ।

৮৮৩।২২ ভারতী : চৈত্র ১২৮৬/পূ ৫৫৫ : গাথা (খড়গ-পরিণয়) -শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতার অন্তর্গত। স্বর্ণকুমারীদেবীর উক্ত কবিতা তাঁহার 'গাথা' কাব্যে সংকলন-কালে মূল কবিতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পূর্বক গানটি বর্জিত হইয়াছে।

৮৮২।৪৫-৪৬ বাংলা ১৩০০ বৈশাখের 'গানের বহি'তে মুদ্রিত।

৮২০।৪৭-৪৮ 'স্বরলিপি-গীতিমালা' (১৩০৪ সাল) হইতে সংকলিত। প্রথমোক্ত গানটি পরবর্তী 'গান' (১২০২ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থেও দেখা যায়। অন্য গানটি (৪৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুপুরাতন ১২৮৮ সালের 'স্বপ্নময়ী' নাটকেও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বহু গান ওই নাটকের অঙ্গীভূত রহিয়াছে।

৮২০।৪২ এই রচনা মূলতঃ 'মানসী' কাব্যের অন্তর্গত ; রচনাকাল : আষাঢ় ১২২৪। ১৩২৬ পৌষের 'কাব্যগীতি'তে ইহার স্বরলিপি মুদ্রিত।

৮২১।৫০ 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা'র মহলা উপলক্ষে, 'জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত' (পৃ ৬৫৬ ও ২১৬) গানটিতে বহুবিধ পরিবর্তন করিয়া বর্তমান গানটির রচনা হয় ১৩৪৫ সালে। উক্ত নৃত্যনাট্যের কবি-কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত যে পরবর্তী পাঠ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে গ্রহীত হয় নাই।

৮২২।৫১ বর্তমান গানটি রচনার উপলক্ষ্যও একই। আরম্ভের চারিটি ছত্র লইয়াই গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান (পৃ ৬৭৩)— শেষ চার ছত্র সম্পূর্ণ নূতন। নৃত্যনাট্যের পরবর্তী পাঠ হইতে পুরা গানটি কবি-কর্তৃক বর্জিত হইয়াছে।

৮২২।৫২ মূলতঃ 'সোনার তরী'র অন্তর্গত ; রচনা : ১২ আষাঢ় ১৩০০। মূল কবিতার কেবল প্রথম ও শেষ স্তবক লইয়া রচিত এই পাঠ সংশোধিত 'গান' (১২০২ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

- ৮২৩।৫৩ ১৩০৩ আশ্বিনের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে 'চিহ্না' কাব্যের অন্তর্গত ;
রচনা : ১৩ জ্যৈষ্ঠ [১৩০১]
- ৮২৩-২৪। ৫৪-৫৫ -সংখ্যক এই দুটি গান ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে
রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। 'বৃথা গেয়েছি বহু গান'
(৫৫) অল্প একটি পাণ্ডুলিপিতেও হরের উল্লেখ -সহ পাওয়া যায়।
- ৮২৪।৫৬ 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' গানটির বর্তমান পাঠ 'বীণাবাদিনী'র
১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে সংকলিত ; ইহা 'কল্পনা'র ও 'গীত-
বিতান'এর পূর্ববর্তী 'প্রেম' অধ্যায়ে মুদ্রিত পাঠ হইতে বহুশঃ
ভিন্ন। ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে কবির হস্তাক্ষরে এই পাঠই
দেখা যায় ; রচনাকাল : ২ আশ্বিন ১৩০৪।
- ৮২৪।৫৭ 'বিধি ভাগর আঁখি যদি দিয়েছিল' গানের রচনাকাল : ১০ আশ্বিন
১৩০৪। 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র ১৩১২ শ্রাবণে প্রকাশিত এবং পরে
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের 'গান'এ সংকলিত।
- ৮২৫।৫৮ ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে পাওয়া যায় ;
১০ আশ্বিন ১৩০৪ তারিখে রচিত। ওই বৎসরেই কার্তিক-সংখ্যা
'বীণাবাদিনী'তে কথা ও স্বরলিপি প্রকাশিত।
- ৮২৫।৫৯ ইহা 'কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ' (পৃ ৭২৫) গানের পাঠান্তর ;
'প্রজাপতির নির্বন্ধ' হইতে সংকলিত। ১৩১০ সালের 'কাব্যগ্রন্থ'
অষ্টম ভাগেও দেখা যায়।
- ৮২৬।৬০ বাংলা ১৩১৬ বৈশাখে 'বিজ্ঞাপিত' প্রায়শ্চিত্ত নাটকের একটি
গানের (দ্রষ্টব্য পৃ ৫৭১/সংখ্যা ৬৪) এই পাঠভেদ ১৩২৯ বৈশাখে
প্রকাশিত 'মুক্তধারা'র পাওয়া যায়।
- ৮২৬।৬১ 'অচলায়তন' (প্রথম প্রকাশ : প্রবাসী : ১৩১৮ আশ্বিন) গ্রন্থ
হইতে গৃহীত।
- ৮২৬।৬২ আদৌ 'খেয়া' কাব্যে সংকলিত ; রচনা : ২৪ মাঘ ১৩১২।
- ৮২৭।৬৩ 'বলাকা'র সংকলিত কবিতার পাঠান্তর ; মূল কবিতার রচনা :
৭ কার্তিক ১৩২২।
- ৮২৭।৬৪ ভাসে (গান) —এই শিরোনামে বাংলা ১৩২৯ ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে

- প্রকাশিত। রচনা : ৩১ আষাঢ় [১৩২২]
- ৮২৭।৬৫ 'অনেক দিনের মনের মাঝে' (দ্বিতীয়খণ্ড নবগীতিকা : ১৩২২) গানের এই রূপান্তরিত পাঠ 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা'র পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। নৃত্যনাট্য হইতে পরে বাদ দেওয়া হয়।
- ৮২৮।৬৬ 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোমার বৈশাখী ঝড় আসে' (রচনা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২২) গানের এই অভিনব পাঠ ১৩৩৭ ফাল্গুনে 'নবীন'এর অমুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত হয়।
- ৮২৮।৬৭ ইহার রচনা : ২৪ চৈত্র ১৩২২। গীতবিতানের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাঠের আখর-ওয়ালা রূপান্তর। দ্বিতীয়খণ্ড স্বরবিতানের প্রচল সংস্করণে দুটি গানেরই স্বরলিপি পাওয়া যাইবে।
- ৮২৯।৬৮ পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। ১৩২২ সালের ফাল্গুন-চৈত্রের মধ্যেই রচিত মনে হয়। ইহার স্বর 'পিয়া বিদেশ গয়ে' এরূপ একটি হিন্দি গানের অমুরূপ এই অনুমান করা হয়।
- ৮২৯-২০০। ৬৯-৭১ সংখ্যা। 'প্রবাহিণী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) হইতে গৃহীত। 'অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে' গানটি (৭০) তৎপূর্বেই 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র প্রচারিত হইয়াছিল।
- ২০০।৭২ প্রথমসংস্করণ 'গীতবিতান' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড (১৩৩২) হইতে সংকলিত। রচনা : ফাল্গুন ১৩৩২।
- ২০১।৭৩ সুরেন্দ্রনাথ করের সৌজন্মে প্রাপ্ত অন্ততম রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। আনুমানিক রচনাকাল : ফাল্গুন ১৩৩২।
- ২০১।৭৪ প্রথমসংস্করণ 'গীতবিতান' গ্রন্থে মুদ্রিত ; রচনা : ফাল্গুন ১৩৩২। বর্তমান পাঠে, প্রকাশিত স্বরলিপির অনুসরণ করা হইয়াছে। কবি 'দালিয়া' ছোটো গল্পের আখ্যান লইয়া নাটক রচনা করার সংকল্প করিয়াছিলেন শুনা যায় ; ইহা তাহারই প্রস্তাবনা-গীত।
- ২০২।৭৫ ১৩৩৪ আষাঢ়ের বিচিত্রায় প্রচারিত (পৃ ২০-২১) এবং বনবাণী-কাব্যের (১৩৬৮ আশ্বিন) নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা অধ্যায়ে সংকলিত 'বৈশাখ' কবিতার (ধ্যাননিমগ্ন নীরব নগ্ন ইত্যাদি) এই পূর্বরূপ তথা গীতরূপ শাস্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের একাধিক রবীন্দ্র-

পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান। ইহা যে গানই সে বিষয়ে সমকালীন দু-
একজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন। রচনাকাল ফাল্গুন ১৩৩৩।

২০২।৭৬

‘নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা’র অন্তর্গত এই গানটির যে পাঠ ১৩৩৪
আষাঢ়ের ‘বিচিত্রা’র প্রকাশিত তাহাই অধিক প্রচলিত এবং
এই গ্রন্থের ৫১২ পৃষ্ঠায় (সংখ্যা ২৩৩) মুদ্রিত। মূলতঃ বসন্তের গান
(রচনা : ১২ ফাল্গুন ১৩৩৩), শরতের প্রসঙ্গে ব্যবহার করার
‘বনবাণী’ কাব্যে, অর্থাৎ ‘নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা’র সর্বশেষ পাঠে,
যেমনটি দেখা যায় তাহাই এ স্থলে সংকলিত হইল।

২০২।৭৭

‘নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা’র অঙ্গীভূত ‘চঞ্চল’ কবিতা : ওরে প্রজাপতি
মায়া দিগে কে যে পরশ করিল তোরে ইত্যাদি। দিনেন্দ্রনাথ-
কৃত ইহার যে গীতরূপ ১৩৪৫ বৈশাখের তৃতীয়খণ্ড স্বরবিতানে
সংকলিত (পরে ১৩৫৪ আশ্বিনের দ্বিতীয়খণ্ড গীতবিতানে),
কবিতা হিসাবে তাহার ছন্দ পৃথক্, ভাষাতেও বহু পরিবর্তন।
অল্পকালের মধ্যেই কবিতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এ রচনায় আরও
বহুবার বহু পরিবর্তন করিলেও (বিভিন্ন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে ৮২টি
রূপের কম নয়), বর্তমান সংকলনের বিশেষ গুরুত্ব নানা কারণে।
প্রথমতঃ ইহা মূল কবিতার কেবল ভিন্ন ছন্দে লেখা ভিন্ন রূপই নয়,
একেবারে রূপান্তর বা জন্মান্তর। দ্বিতীয়তঃ ইহা যে গান তাহাও
জানি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক
চিঠিতে (দেশ : ২৮ মাঘ ১৩৬৭/পৃ ২২) : ‘নিম্নলিখিত গানটি
পুরাতনের নবীকরণ।’ স্বরণ করা যাইতে পারে মূল রচনা
১৩৩৩ সনের ২৭ ফাল্গুনে এবং ওই চিঠি (সম্ভবতঃ গানটিও)
লেখা হয় ৩০ অগস্ট ১৯২৮ (১৪ ভাদ্র ১৩৩৫) তারিখে।
চিঠিতে লিখিয়া পাঠানোর পরেও গানটিতে কিছু পরিবর্তন
করা হয় ; শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে
সেই পরবর্তী পাঠই এ স্থলে গৃহীত।

২০৩।৭৮

‘এবার বুঝি ভোলায় বেলা হল’ গানটি ১৩৩৬ চৈত্রের ‘প্রবাসী’তে
মুদ্রিত ; রচনা : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০। ভাষা ও ভাবের দিক

দিয়া অশ্রুজ মুদ্রিত ‘স্বপনে দৌহে ছিহ্ন কী মোহে’ গানের সহিত তুলনীয়।

২০৪।৭২ হিন্দি আদর্শ ও স্বরলিপি -সহ ১৩৬৪ বৈশাখ-আষাঢ়ের বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত। সম্ভবতঃ ১৩৩৮ সালে রচনা করিয়া, কবি স্বয়ং ইহা শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে শিখাইয়াছিলেন; তাঁহারই সৌজন্তে পাওয়া গিয়াছে।

২০৪।৮০ নবীন (ফাল্গুন ১৩৩৭) গীতিনাট্যের বহুখাত গানের এই রূপান্তর ১৩৪১ শ্রাবণে প্রকাশিত ‘শ্রাবণগাথা’র অঙ্গীভূত।

২০৪।৮১ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। শ্রীশাস্তিদেব ঘোষের সৌজন্তে জানা যায় : ইহার রচনা ১৩৩৮ বৈশাখের প্রথম দিকে।

২০৫। ৮২-৮৩ সংখ্যা। মধু বসুর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের ‘দালিয়া’ ছোটো গল্পটি নাট্যীকৃত হইয়া ১৯৩৩ সনের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতায় ‘এম্পায়ার থিয়েটার’ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহারই সৌজন্তে দেখিবার সুযোগ হইয়াছে যে, উক্ত নাট্যের যে পাঠ রচিত হইয়াছিল তাহাতে কবি স্বহস্তে বহু পরিবর্তন করেন এবং সূচনায় এই রচনা দুটি লিখিয়া দেন। ‘ওগো জলের রানী’ (৭৪) গানটির সহিত ‘ও জলের রানী’র (৮২) সাদৃশ্য নাই; ইহার সূচনায় কবি এরূপ স্বর দেন—

সা -১ -১। বা গা -১। রগা রসা -১

ও . . . জ লে ব্ রা. নী. .

২০৫।৮৪ প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠের ‘সন্দেশ’ মাসিক পত্রে; পরে ইহা ‘বিচিত্রিতা’ (শ্রাবণ ১৩৪০) গ্রন্থে সংকলিত। বাউল সুরের গান। শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ ৩ অগস্ট ১৯৫৭ তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন : ‘কবি যখন এই কবিতায় স্বর দেন তখন ‘হুটুদি’ (শ্রীমতী রমা মজুমদার বা কর / বৃত্ত্য : মাঘ ১৩৪১) ছিলেন, তাঁকেও শিখিয়ে-ছিলেন।’

২০৬।৮৫-৮৬ ১৩৪২ সালের শ্রাবণে উদ্ঘাষিত বর্ধমানকালের অহুর্গানপত্র হইতে সংকলিত। এই দুটি গানেরই পাঠান্তর ‘বীথিকা’ (ভাদ্র ১৩৪২)

কাব্যে এবং গীতবিতান গ্রন্থের পূর্বতন ভাগে ৪৭১ এবং ২৮২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে।

২০৭।৮৭ 'বীথিকা'র মুদ্রিত এই গানের রচনা : ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২। জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে কবির পরম স্নেহভাজন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহস্রা যুত্ব হয়। স্বভাবতই মনে হয় যে, সেই 'সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' পরমাত্মীয়ের অশ্রুগুচ স্মৃতি ১৩৪২ বর্ষামঙ্গলের এই রচনার মিলিয়া মিশিয়া আছে।

২০৭।৮৮ ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠে বর্ষামঙ্গলের অষ্টষ্ঠানপত্রে প্রথম প্রচারিত। পূর্ববর্তী ৮৭-সংখ্যক রচনার সহিত তুলনীয়। বর্তমান পাঠে, মুদ্রিত স্বর-লিপি অল্পস্বত্ব হইয়াছে।

২০৮।৮২ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। পত্রপুট কাব্যের পঞ্চম কবিতায় (২৫ অক্টোবর ১৯৩৫) ইহার সূচনার কয়েক ছত্র সংকলিত।

২০৮।৯০ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত এই গান ১৩৪৩ সালের দোল-পূর্ণিমায় রচিত।

২০৮।৯১ মায়াবিনী বেশে বিদেশিনী কে সে ইত্যাদি যে রবীন্দ্র-লেখকদের প্রতিচ্ছবি 'শনিবারের চিঠি'তে (১৩৪৮ চৈত্র / পৃ ৬৩৫), তাহাই অল্পে নকল করেন রবীন্দ্রসদনের ১৯১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির '৩১' পৃষ্ঠায়। (এখানি মূখ্যতঃ সমসাময়িক নকলের খাতা।) রবীন্দ্র-নাথ স্বহস্তে সূচনায় ও শেষের দিকে দুটি পদ বদল করিলে পাই পরিচিত গীতিকবিতা : উদাসিনী-বেশে ইত্যাদি। বর্তমান সংকলন আরও-পরে-রচিত গীতরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কবি স্বহস্তে এটি লেখেন পূর্বোক্ত খাতায় সামনের রচনারিস্ত '৩০' পৃষ্ঠায়। পূর্ব রচনার অথবা কবিতার (তখনও স্বর হয়তো দেন নাই) নিখুঁত ছন্দোবন্ধন খেঁছায় শিথিল করিয়া এই নূতন গীতরূপের উৎপত্তি বা পরিপূর্তি। কাব্যছন্দের বীধাবীধি ভাঙিয়া একরূপ পরীক্ষা বা পরিবর্তন কবি পূর্বেও করিয়াছেন। কদাচিৎ আগের ও পরের উভয় রচনাতেই স্বর দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-বাগরূপ হারাইয়া গিয়া থাকিলে, মুক্ত ছন্দের কবিতারূপেই ইহার সমাদর

হইবে। মূল রচনা শান্তিনিকেতনে ৮ ভাদ্র ১৩৪৫ তারিখে
(২৫।৮।১২৩৮)— মনে হয় এটির রচনা অল্পকাল পরে।

২০২। ২২-২৩ সংখ্যা। এই গান দুটি দ্বিতীয়সংস্করণ ‘গীতবিতান’এর
পরিশিষ্ট হইতে সংকলিত। আত্মমানিক রচনাকাল : ভাদ্র ১৩৪৬।
ঋষ্টব্য পাদটীকা ১২, পৃ ২৭৩।

২০২ ও ২১০। ২৪ ও ২৬ সংখ্যা। বাংলা ১৩৪৬ সালের ২২ ও ২৮ চৈত্রে রচিত।
রবীন্দ্র-সদনের পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।

২১০।২৫ ১৩৪৬ চৈত্রে এই রচনা ‘সানাই’ কাব্যের ‘ভালোবাসা এসেছিল’
(১৫ চৈত্র ১৩৪৬) কবিতার সহিত তুলনীয়।

২১১।২৭ ইহা ১৬ ভাদ্র ১৩৪৭ তারিখে রচিত ও পরবর্তী ১৮ ভাদ্র তারিখে
শান্তিনিকেতন আশ্রমের বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত হয়।

২১১।২৮ পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। রচনা : ২০ ভাদ্র ১৩৪৭।

৮১০-৮১২। ১২৭-১৩২ সংখ্যা

৮৬৪-৬৭। ২-১১ ও ১৩-১৫ সংখ্যা

২০২-২১১। ২৪-২৮ সংখ্যা — সম্ভাবিত তৃতীয়সংস্করণ ‘গীতবিতান’এ সংকলনের
উদ্দেশ্যে এই সতেরোটি গানের টাইপ-কপি, ‘অপ্রকাশিত নূতন
গান’ এই পরিচয়ে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমানেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

২১১।২২ ৩ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখের সকালে কলিকাতার বেতার-কেন্দ্র
হইতে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অহুষ্ঠান প্রচারিত হয়।
উহা শুনিয়া কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবি এই গানটি
রচনা করিয়া শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে শিখাইয়া দেন। তাঁহারই
সৌজন্যে মুদ্রিত পাঠ নির্ধারিত হইয়াছে। শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার
আমাদিগকে এই গানের সন্ধান দেন।

এই বৎসর ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কালিম্পঙে কবি নিদারুণ
ভাবে পীড়িত হইয়াছিলেন ; কলিকাতায় আসিয়া রোগমুক্তির
পর ৩০ অক্টোবর তারিখে একটি কবিতা রচনা করেন : একা ব’সে
আছি হেথায় ইত্যাদি। ঋষ্টব্য রোগশয্যায়। ‘যারা বিহান বেলায়
'গান এনেছিল আমার মনে’ উক্ত রচনারই গীতরূপ বলা যায়।

৯১২। ১০০-১০১ সংখ্যা। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত এই রচনা-দুটি যে গানই, ত্রিশাস্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে তাহা জানা গিয়াছে। রচনা ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে। ‘পাখি তোমার স্বপ্ন ভুলিস নে’ গানটি পরে কবিতায় পরিবর্তিত হইয়া ‘শেষ লেখা’র তৃতীয় কবিতা-রূপে মুদ্রিত আছে।—‘আমার হারিয়ে যাওয়া দিন’ গানের একটি পাঠান্তর অন্ততম রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত হইল—

হারিয়ে যাওয়া দিন
আর কি খুঁজে পাব তারে—
অশ্রুসজল আকাশপারে
ছায়ায় হল লীন।
করুণ মুখচ্ছবি
বাদল-হাওয়ায় মেলে দিল
বিরহী ভৈরবী।
গহন বনচ্ছায়
অনেক কালের স্তম্ভবাণী
কাহার অপেক্ষায়
আছে বচনহীন ॥

শান্তিনিকেতন

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। বিকাল

৯১৫-৩৪ পরিশিষ্ট ১। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা। রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ১৩৪৫ পৌষের একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ অঙ্কের হাতের নকল হইলেও রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে বহু বর্জন ও পরিবর্তন করিয়াছেন, বহু নূতন অংশ যোগ করিয়াছেন

দেখা যায়। পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মনে করিবার কারণ আছে যে, রচনা একরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত সাক্ষ্যে একরূপ জানা যায় যে, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণে এই নৃত্যনাট্যের কল্পনা ও রচনা শুরু হয়; কিছুকাল মহলা চলিবার পর ওই বৎসরে দোলপূর্ণিমায় উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীতযোগে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে ইহার অংশবিশেষ অভিনীত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যের অভিনয় কখনোই হয় নাই। পাণ্ডুলিপিতে প্রবেশ-প্রস্থান ইত্যাদি নাট্য-নির্দেশে যে যে স্থলে সংশয়ের অবকাশ আছে, বর্তমান মূদ্রণে সম্ভবপর নির্দেশ বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া গেল। পূর্বসংকলিত (পৃ ৬৫৫-৮২) গীতিনাট্যের সহিত বর্তমান নৃত্যনাট্যের তুলনা করিলে^{১০} রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী-মানসের বিস্ময়কর পরিণতির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। হয়তো ইহাও বুঝা যাইবে কেন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ‘প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাংলাবার জন্তে নয়, রূপ দেবার জন্ত। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।’^{১১}

১৩০.

‘যে ছিল আমার স্বপনচারিণী’ এই গানটি ‘আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে’ (পৃ ৬৭৬) গানের রূপান্তর; নূতন সৃষ্টিই বলা চলে। ইহাতে ‘পরিণত বয়সের গান ভাব বাংলাবার জন্তে নয়, রূপ দেবার জন্ত’ এ উক্তির অর্থ বুঝা যায়।

১৩৫-৪৫

পরিশিষ্ট ২ ॥ পরিশোধ ॥ এই নৃত্যনাট্য ১৩৪৩ কার্তিকের ‘প্রবাসী’ হইতে সংকলিত। কবি-কর্তৃক লিখিত মুখবন্ধ (পৃ ২৩৫) দ্রষ্টব্য।

^{১০} দ্রষ্টব্য শ্রীকানাই সামন্ত -কর্তৃক আলোচনা: রূপসৃষ্টি: মায়ার খেলার রূপান্তর: তরুণের স্বপ্ন (চৈত্র ১৩৬৩), পৃ ২৪২-৫৪ অথবা রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮), পৃ ৩২০-৩০।

^{১১} দ্রষ্টব্য ১৩ জুলাই ১৯৩৫ তারিখের পত্র: স্মরণ ও সঙ্গতি। সংগীতচিন্তা (১৩৭৩) গ্রন্থে সংকলিত, দ্রষ্টব্য পৃ ১৭৯।

১৩৪৩ আশ্বিনে ইহার রচনা। ১৩৪৩ সালের ২৪ ও ২৫ কার্তিক তারিখে কলিকাতার ‘আন্ততোধ হল’এ ইহার অভিনয়। এই রচনা পরে নানা ভাবে পরিবর্তিত হইয়া ‘স্রামা’ (পৃ ১৩৩-৫০) নৃত্যনাট্যে পরিণত হয়।

১৩৪১-৫১ পরিশিষ্ট ৩। প্রথমসংস্করণ ‘ঐতিহাসিক’এ ‘বাদ-দেওয়া পানের তালিকা’র (পরিশিষ্ট ৪) কতকগুলি গান কবির ‘স্বরচিত নহে’ বলিয়া নির্দিষ্ট। তাহারই একাংশের বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের জ্ঞাতব্য-পঞ্জীতে (পৃ ২৬৫-৬২) দ্রষ্টব্য; অত্র অংশ এ স্থলে তৃতীয় পরিশিষ্টরূপে সংকলিত— এগুলি যে রবীন্দ্রনাথের রচিত নয়, এ সম্পর্কে প্রথমসংস্করণ ‘ঐতিহাসিক’এর উক্ত বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত অত্র মুদ্রিত ও নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অপর পক্ষে তৃতীয় ও সপ্তম ব্যতীত সব গান ১২২২ সালের ‘রবিচ্ছায়ার’, তৃতীয় ও অষ্টম ব্যতীত সব গান ১৩০০ সালের ‘পানের বহি’তে, এবং প্রথম হইতে নবম অবধি সব গানই ১২০২ খ্রীষ্টাব্দের ‘গান’ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৩০৩ সালের ‘কাব্যগ্রন্থাবলী’ গ্রন্থে এক পাঁচ সাত আট ও নয়-সংখ্যক গান, এবং ‘১৩১০’ সালে প্রকাশিত ‘কাব্যগ্রন্থ’ অষ্টম ভাগে তিন পাঁচ ও সাত-সংখ্যক গান পাওয়া যায়। ‘নিত্য সত্যে চিন্তন করো বে’ (৩) ‘ব্রহ্মদক্ষীত-স্বরলিপি’র চতুর্থ ভাগে এবং ‘সঙ্গীতপ্রকাশিকা’র (চৈত্র ১৩১৩) ‘স্বরলিপি-সহ রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রচারিত। ‘মা আমি তোমার কী করেছি’ (৪) গানটি ‘ভারতী’তে ‘বৌঠাকুরানীর হাট’ গল্পের অঙ্গীকৃত হইয়া ১২৮২ আষাঢ়ে প্রথম প্রকাশিত; গ্রন্থের প্রথম-দ্বিতীয় সংস্করণেও মুদ্রিত। ‘না সজনী, না, আমি জানি’ (২) ‘স্বরলিপি-ঐতিহাসিক’র রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

১৩৫২-৫৫ পরিশিষ্ট ৪। সংকলিত রচনাগুলি ইতঃপূর্বে রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত কোনো গ্রন্থে বা রচনার পাওয়া যায় নাই।

১৩৫২/১ এই রচনা ‘স্বরলিপি-সহ ‘বালক’এর ১২২২ আষাঢ় সংখ্যায় ও পরে ‘স্বরলিপি-ঐতিহাসিক’র মুদ্রিত; তৎপূর্বে দীর্ঘতর আকারে ১২৮৩

ভাদ্রের 'ভারতী'তে প্রকাশিত। একমাত্র 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় রচয়িতা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

কথা :—শ্রীজ্যো—

—শ্রীর

কিন্তু, স্বরকারের উল্লেখ না থাকায় 'হিন্দিভাড়া' স্বর বলিয়া মনে হয়। প্রথম প্রকাশের কাল (ওই সময়ের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 'দুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইতেছিল) এবং রচনাকালীন বিচারে ইহা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। বর্তমান পাঠ 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র অনুসারী।

১৫২/২-৩

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত 'মানময়ী' গীতিনাট্যের অঙ্গীভূত। ইন্দিরাদেবী-লিখিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত : ১৩৬৭/পৃ ২৭-২৮) দ্রষ্টব্য। এক সময়ে গান দুটি পড়িয়া শুনাইলে পর, রবীন্দ্রনাথ 'নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।' দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' : শনিবারের চিঠি : ফাল্গুন ১৩৪৬/পৃ ৭৬১।

১৫৩/৪

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১২৮৮) নাটক হইতে সংকলিত। ভাব ভাষা ছন্দের বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্রজীবনের বিশেষ অমুসঙ্গ বা স্মৃতি ছাড়া ইহা যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্পর্কে অল্প প্রমাণ দুর্বল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গানের অল্প ব্যবহার দেখা যায়। 'স্বপ্নময়ী'তে পাই—

গীতবিতান। পৃষ্ঠা

অনন্তসাগরমাঝে	৮৮৮
আধার শাখা উজল করি	৭৭১
আমি স্বপনে রয়েছি ভোর	৮৭৭
আয় তবে, সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি	৪১৪
কে যেতেছিল আয় রে হেথা	৮২.
কমা করো মোরে সখী	৭৬৯
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা	৪১৮
দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে	৮১৮

বল্ গোলাপ, মোরে বল্	৪২২
বলি গো সজ্জনী, যেয়ো না, যেয়ো না	৮৮৭
বুঝেছি বুঝেছি, সখা, ভেঙেছে প্রণয়	৭৭৪
হাসি কেন নাই ও নয়নে	৮৭৮
হৃদয় মোর কোমল অতি	৮৭৬

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ‘দেলো সখি দে পরাইয়ে চুলে’ গানটি রবীন্দ্রনাথের যদি বা হয়, ‘মায়ার খেলা’র

‘দেলো সখি, দে, পরাইয়ে গলে’^২ সাধের বকুলফুলহার।

‘আধফুট’ জুইগুলি যতনে আনিয়া তুলি’ ইত্যাদি স্বপরিচিত গান তবু নয়। উভয় গানের সাদৃশ্য উদ্ভূত দুই ছত্রেই সীমাবদ্ধ। ইন্দিরাদেবীর অভিমত এই যে, ‘স্বপ্নময়ী’র গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা, অথবা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর হইলেও হইতে পারে।

১৯৪৮ ‘ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্গীত’ (১৯৪৪ পৃষ্ঠায় ‘আকর গ্রন্থ’-তালিকার তৃতীয়) গ্রন্থে এবং ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’এর ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত।

১৯৫৮ ‘সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ’এর ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’ গ্রন্থ হইতে (মাঘ ১৩৩৮) সংকলিত। অন্যান্য নানা গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রচারিত। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ইহার প্রথম প্রকাশ (রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয় নাই) ১৮০৮ শক বা বাংলা ১২৯৩ চৈত্রে।

২২ ‘মায়ার খেলা’ প্রথম সংস্করণের পাঠ। ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’র এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের স্বরলিপি-লিখনে এই পাঠই আছে। সম্পূর্ণ গানটির সম্পর্কে ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’র সংকেতে জানি রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের লেখার পাঠই পাই— ‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’।

রবীন্দ্রসংগীতের বাহারা বিশেষ চর্চা করেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে, পূর্বপ্রচলিত বিলাতি বা বৈঠকি গানের অথবা লোকসংগীতের আত্মীকরণ এবং প্রথম জীবনের কিছু রচনার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরসংযোজন—ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নামে প্রচারিত প্রায় সব গানের স্বরশ্রুতিও রবীন্দ্রনাথ। কৈশোরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যে ও উৎসাহদ্বানে কবি কী ভাবে গীতিরচনার প্রবৃত্ত হন সে সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’ হইতে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সরোজিনী’ নাটকের জন্য ‘জলজল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ’ গানটি রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে রচনা করেন তাহা পূর্বেই (পৃ ৯৮১) বলা হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথায় আরও জানিতে পারি—

সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই, আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন—অক্ষয় (চৌধুরী), রবি ও আমি। ... এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ স্বর রচনা করিতাম। আমার দুই পাশে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেঙ্গিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমন একটি স্বর-রচনা করিলাম, অমনি ইহারা সেই স্বরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন স্বর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইহাদ্বিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদ্রিয়া বর্ষা সিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত, তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুকরাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন এমন কি পিয়ানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁক ছাড়িয়া “হয়েছে হয়েছে” বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে শুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য কৃষ্টি লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না। সচরাচর গান বাধিয়া তাহাতে স্বর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টো। স্বরের অস্বরূপ গান তৈরি হইত।

বর্ণরুমারীও অনেক সময় আমার রচিত স্বরে গান প্রস্তুত করিতেন।

সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দ্বিবা-
রাজি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা “কালমৃগয়া”^{১০}
গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা “বান্দীকি-প্রতিভা”^{১১} গীতিনাট্যেও উক্ত-
রূপে আমার রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। পৃ. ১৫১, ১৫৫-৫৬

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে জানিতে পারি—

এই সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায়
মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনুত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে
থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সজোজাত সুরগুলিকে কণা দিয়া
বাঁধিয়া বাঁধিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে
আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

—জীবনস্মৃতি। গীতচর্চা

^{১০} এক হিসাবে ‘কালমৃগয়া’ রবীন্দ্রনাথের ‘সর্বপ্রথম’ গীতিনাট্য হইতে
পারে না। ‘বান্দীকিপ্রতিভা’র যে রূপ অধুনা অপ্রচলিত (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-
রচনাবলীর ‘অচলিত প্রথম খণ্ড’) উহা ‘কালমৃগয়া’র প্রায় দুই বৎসর পূর্বে
রচিত বা অভিনীত হয়। ‘বান্দীকিপ্রতিভা’র প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণ অবশ্যই
‘কালমৃগয়া’র পরবর্তী।

^{১১} ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি’ (ফাল্গুন ১৩২৬) গ্রন্থে (পৃ ৩৩)
অমূল্যলেখক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (অবশ্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাক্যানুসারে)
এরূপ লিখিতেছেন যে, ‘বান্দীকিপ্রতিভার প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতি-
বাবুর সংযোজিত।’ এ উক্তির সত্যতা-নির্ণয় কিঞ্চিৎ গবেষণা-সাপেক্ষ।
সত্য হইলেও, সম্ভবতঃ এ উক্তির লক্ষ্য হইল বান্দীকিপ্রতিভার প্রথম সংস্করণ।
দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্বর্তীকালীন ‘কালমৃগয়া’ গীতিনাট্যের বহু নূতন ‘গান
পরিবর্তিত আকারে অথবা বিস্তৃত আকারে’ গৃহীত—আর, ‘কালমৃগয়া’তে
রবীন্দ্রনাথের মৌলিক বা স্বাধীন-স্বতন্ত্র সুরসৃষ্টির পূর্ব ভালোভাবে আরম্ভ হইয়া
গিয়াছে এরূপ মনে করিবার সংগত কারণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, ‘বান্ধীকিপ্ৰতিভা’র দেশী-বিলাতি উভয় প্রকার সংগীত লইয়া কী ভাবে পরীক্ষা চলিয়াছিল তাহা ‘জীবনস্মৃতি’তে বর্ণিত হইয়াছে—

এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বান্ধীকিপ্ৰতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্ত ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বান্ধীকিপ্ৰতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বান্ধীকিপ্ৰতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাড়া, অনেকগুলি জ্যোতি-দাদার রচিত গানের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলনা অনেকের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে— এই নাট্যে অনেক স্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মস্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি [পৃ ১০২৬ দ্রষ্টব্য]। বস্তুত, বান্ধীকিপ্ৰতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা— অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। যুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বান্ধীকিপ্ৰতিভা তাহা নহে— ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র— স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।

আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবান্ধ কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল [১৬ ফাল্গুন ১২৮৭]—

ইহাই শেষবার। এই সন্মিলনী উপলক্ষেই বাঙ্গালীকিপ্রতিভা রচিত হয়। আমি বাঙ্গালীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সব্বতী সাজিয়াছিল—বাঙ্গালীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

—জীবনস্মৃতি। বাঙ্গালীকিপ্রতিভা

উল্লিখিত সংগীতস্রষ্টিতে সকলে কিরূপ মাতিয়া উঠেন, এবং জ্যোতিরিজ্ঞানাথের নেতৃত্ব ছিল কতখানি, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

বাঙ্গালীকিপ্রতিভা ও কালয়ুগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেষ্টা মনন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল স্বর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দম্বর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্ত ভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। স্বরগুলো যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে স্বরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম।... এইরূপ একটা দম্বরভাড়া গীত-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছ-বিচার নাই। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারংবার উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্রোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।

—জীবনস্মৃতি। বাঙ্গালীকিপ্রতিভা

‘বাঙ্গালীকিপ্রতিভা’ ও ‘কালয়ুগয়া’র সহিত ‘মায়ার খেলা’র পার্থক্যের বিষয়ে কবি বলিয়াছেন—

মায়ার খেলা... গীতনাট্য... ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মূখ্য

নহে, গীতই মুখ্য। বান্ধীকিপ্রতিভা ও কালযুগেরা যেমন গানের স্বরে নাট্যের মাল্য, মাস্তুল খেলা ভেমনি নাট্যের স্বরে গানের মাল্য। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, ক্ষয়বাবগই তাহার প্রধান উপকরণ।

—জীবনস্মৃতি। বান্ধীকিপ্রতিভা

কবি নিজের সংগীতচর্চা ও সংগীতসৃষ্টি সম্পর্কে বহু কথা 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'তে বলিয়াছেন। সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার স্ফুটিত অভিমত 'সঙ্গীতের বুদ্ধি' প্রবন্ধে (সবুজপত্র : ভাদ্র ১৩২৪) এবং মাসিক পত্রিকাদিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অল্প প্রবন্ধে ও পত্রবাহিত, তথা 'স্বর ও সঙ্গীত' পুস্তকে নিবদ্ধ পত্রালাপেও, অনেকটা জানিতে পারা যাইবে। সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার বহু পুরাতন রচনা হিসাবে 'সঙ্গীত ও ভাব' (ভারতী : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) উল্লেখ করা যাইতে পারে; তবে, কবি-যে দীর্ঘ জীবনের সংগীতসাধনার পথে এই প্রবন্ধের ভাবনাধারা কালে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন তাহা 'জীবনস্মৃতি'র 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে। রবীন্দ্রনাথের গান-সম্পর্কিত এই-সকল ও অন্যান্য রচনা, চিঠিপত্র, আলাপ, বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'সংগীত-চিন্তা' গ্রন্থে (বৈশাখ ১৩৭৩) প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাঁহার পরিণত অভিমতের এবং তাহার বিকাশেরও একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। সৃষ্টিতেই স্রষ্টার সব কথা নিঃশেষে নিহিত থাকিলেও, ভাষা-ব্যতীত বুদ্ধি দিয়া তাহা আরম্ভ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না; এবং এ কথা বলিলে অত্যাঙু হইবে না যে, আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। যেমন 'বান্ধীকিপ্রতিভা' প্রভৃতি রচনায় বহু ক্ষেত্রে বিলাতি স্বরের ব্যবহারের কথা 'জীবনস্মৃতি' হইতে জানা গেল, ভারতীয় ও যুরোপীয় সংগীতের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য কোথায় জানিতে হইলেও রবীন্দ্রনাথের মস্তব্যই উদ্ধারযোগ্য (ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্র-মস্তব্য তাঁহার আপন সৃষ্টি সম্পর্কেও সত্য সন্দেহ নাই) —

যুরোপীয় সংগীতের স্বরস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমার লাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে যুরোপের গান আমার হৃদয়কে এক দিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিক

বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু, মোটামুটি বলিতে গেলে রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক; তাহা অবিরাম গতিচাকুলের উপর আলোক-ছায়ার স্বন্দ-সম্পাতের দিক; আর-একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা হৃদয় দিগন্তরেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হউক, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে, কিন্তু আমি যখনই যুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি ইহা রোমান্টিক— ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের স্বরে অমুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনাস্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিশ্বত বিক্ষলতা।

—জীবনশ্রুতি। বিলাতি সংগীত

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কোন্ কোন্ রচনায় জ্যোতির্বিজ্ঞানাথ হর দিয়াছিলেন ‘গানের বহি ও বাঙ্গালীকিপ্রতিভা’র সূচীপত্রে সংকেতে তাহা বিজ্ঞাপিত। তদনুসারে এবং ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’ (১৩০৪) দেখিয়া যত দূর জানা যায়, নিম্নলিখিত রচনাবলীর স্বরশ্রুতি জ্যোতির্বিজ্ঞানাথ—

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
অনেক দিগ্বেছ নাথ আমার ^{১০}	১৬৭
এত দিন পরে, সখী	৮৮২
এমন আর কত দিন চলে যাবে রে	২৪৭
ওকি সখা, মুছ আঁখি	৮৮২
কে যেতেছিল আর রে হেথা ^{১১}	৮২০
খুলে দে তরলী ^{১২}	৮৭৭

^{১০} ‘শতগান’-অনুযায়ী স্বরকার রবীন্দ্রনাথ। ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’র নাই।

গেল গো— ফিরিল না, চাহিল না	৪৪২
দাঁড়াও, মাথা ঝাও	৮২০
দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে	৬৫২।২১৮
দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে	৮১৮
না সজ্ঞানী, না, আমি জানি জানি	২৫১
নিমেষের তরে শরমে বাধিল	৬৭৩
নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়	৭৬৮
প্রমোদে ঢালিয়া দিহু মন	৭৮০
ভুল করেছিহু, ভুল ভেঙেছে	৬৭৪
সকলি ফুরাইল ^{১০}	৮৮৬
সখা হে, কী দিয়ে আমি তুষিব তোমায়	৮৮৭
সখী, বল দেখি লো (বলো দেখি সখী লো)	৪১৭
সমুখেতে বহিছে তটিনী	৬১৮
সহে না যাতনা	৮৮৭
হল না, হল না মই (হল না লো, হল না মই)	৪২১
হা সখী, ও আদরে	৮৮২
হায় রে, সেই তো বসন্ত ফিরে এল	৫৩৮
হাসি কেন নাই ও নয়নে	৮৭৮
হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর	৮৭৬

‘বান্ধীকপ্রতিভা’র গান ছাড়া ‘গানের বহি’ ও বান্ধীকপ্রতিভা’র প্রায় সাড়ে তিনশত গান আছে। ইহার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একুশ-বাইশটিতে সুর দিয়াছেন দেখা গেল। উক্ত গ্রন্থে ‘বান্ধীকপ্রতিভা’র গানের স্মৃতি না থাকাতে, উহার কোন্ গানের সুরকার কে বিস্তারিতভাবে তাহা জানা যায় না ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’ হইতে সাধারণভাবে যাহা জানা যায় তাহা পূর্বেই সংকলিত হইয়াছে। ‘গানের বহি’তে হিন্দিগান-বিশেষের রাগ-রাগিণীর অনুসরণে রচিত হইয়াছে একরূপ গানের সংখ্যা অনেক

বেশি ; ‘গানের বহি’র স্মৃতিপত্রের সংকেত এবং ইন্দিরাদেবীর সন্ধান^{১১} অনুযায়ী মোট ২০।২২টি হইবে মনে হয়। বলা উচিত, এই গণনায় অল্পসংখ্যক কানাড়ি, গুজরাটি, মাদ্রাজি, মহীশূরি ও পঞ্জাবি গান-ভাঙা রচনাও ধরা হইয়াছে ; ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’র গান ধরা হয় নাই।

আর-একটা কথাও উল্লেখযোগ্য যে, কালমৃগয়া (প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১২৮২) ও দ্বিতীয়সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা (প্রকাশ : ফাল্গুন ১২২২) এই দুইখানি গীতিনাট্য সারা করিয়া কবি ‘মায়ার খেলা’য় (প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১২২৫) হাত দেন, স্বরলিপি-গীতিমালায় শেযোক্ত গ্রন্থের যতগুলি গান সংকলিত দেখা যায়, প্রায় সবেবই স্বরকার রবীন্দ্রনাথ।

‘গানের বহি’র পরবর্তী গ্রন্থসমূহেও ‘হিন্দিভাঙা’ গানের অসম্ভাব নাই। সে-সব গান ও সেগুলির আদর্শস্বরূপ গানের বিশদ তালিকা ইন্দিরাদেবীর ‘রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণীসংগম’ পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য। পুরাতন ‘গান ভাঙিয়া’ নূতন গান রচনা করার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই অপরূপ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। অগ্র সহস্রাধিক গানে যেমন এ-সকল ক্ষেত্রেও তেমনি আপনার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্রষ্টা রচনায় আপনার সীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ‘ভাঙা গান’ও বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমাদের অজানা নয়।

‘কালমৃগয়া’ ও ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’র কতকগুলি গানে ইংরেজি স্বচ আইরিশ প্রভৃতি গানের স্বর দেওয়া হইয়াছে। ‘রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম’ অনুযায়ী তাহার তালিকা—

কালমৃগয়া	গীতিবিতান। পৃষ্ঠা
ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে : The Vicar of Bray	৬১৭
তুই আয় রে কাছে আয় : The British Grenadiers	৬১৭
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে : Ye banks and braes	৬১২
মানা না মানিলি : Go where glory waits thee	৬২৩
সকলই ফুরালো : Robin Adair	৬৩৪

^{১১} রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম : পৌষ ১৩৬১

^{১২} গানের প্রথম ছত্র : ও ভাই, দেখে যা কত ফুল তুলেছি।

সায়ার খেলা

আহা, আজি এ বসন্তে । Go where glory waits thee ৬৭২

বান্দীকিপ্রতিভা

তবে আর সবে আর । অজ্ঞাত ৬৩৭

কালী কালী বলো রে আজ । Nancy Lee ৬৩৮

মরি, ও কাহার বাছা । Go where glory waits thee ৬৩৯

অল্প গান

ওহে দয়াময় । Go where glory waits thee ২৪৭

কতবার ভেবেছিহু । Drink to me only ৮৭২

পুরানো সেই দিনের কথা । Auld Lang Syne ৮৮৫

লোকপ্রচলিত বা পুরাতন বাংলা গানের সুরেও কবি কতকগুলি গান
বাঁধিয়াছেন ; সে সম্পর্কে জানিতে পারি—

এবার তোর মরা গাঙে । মন-মাঝি সামাল সামাল^{১১} ২৪৫

যদি তোর ডাক শুনে । হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে^{১২} ২৪৪

আমার সোনার বাংলা । আমি কোথায় পাব তারে^{১৩} ২৪৩

বঁধেছে প্রেমের পাশে । চাঁচর চিকুর আধো^{২০} ১৫৭

ক্ষমা করো আমার— আয়ায় । জয় জয় ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ ৬৮২

কাজেই যত দূর জানা যায়, বাংলা কতকগুলি পূর্বপ্রচলিত সংগীতের সুর,
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বৈঠকি গানের সুর, অতি অল্পসংখ্যক বিলাতি
গানের সুর এবং কবির তরুণ বয়সে কিছু জ্যোতিষিঙ্গনাথের দেওয়া সুর, ইহা

১১ ‘শতগান’ গ্রন্থে স্বরলিপি দেওয়া আছে ।

১২ মূল বাউল সংগীতটি কবি শিলাইদহে গগন হরকবায় নিকট পাইয়া-
ছিলেন । দ্রষ্টব্য : কথা ও স্বরলিপি : প্রবাসী : বৈশাখ ১৩২২/পৃ ১৫২-৫৪
এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩২২/পৃ ৩২৪ ।

২০ কাকিকানাড়া-কাওয়ালি । দ্রষ্টব্য : সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৪।১৩১১।২১২

ব্যতীত— রবীন্দ্রসংগীতে কথাও যেমন স্বরও তেমনি সর্বদাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। তবে—

কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত : ‘কথা ও কাহিনী’র প্রথম প্রবেশকের
অংশবিশেষ : শিশিরকুমার ভাট্টা -কর্তৃক প্রযোজিত ও অভিনীত
‘সীতা’ নাটকের সূচনার

তবে আমি যাই গো তবে যাই : ‘শিশু’ কাব্যের ‘বিদায়’ কবিতা

দিনের শেষে ঘুমের দেশে : ‘খেয়া’র প্রথম কবিতা

পথের পথিক করেছে আমার : উৎসর্গ

হে মোর দুর্ভাগা দেশ : গীতাঞ্জলি

এই গানগুলি সময়বিশেষে প্রচলিত বা আদৃত হইলেও, এগুলির কোনটিতেই কবি স্বর না দেওয়াতে, এগুলিকে রবীন্দ্রসংগীত বলিয়া গণনা করা সম্ভবপর হয় নাই। অন্তরে যে-সব রচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বর আরোপ করিয়াছেন^{২১} সেগুলির

২১ এই প্রসঙ্গে ‘গীতবিতান বার্ষিকী’তে (১৩৫০) মুদ্রিত শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা’ প্রবন্ধ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

স্বহাসচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, বাল্যকালে দেখিয়াছেন ‘ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ’ যে বার মনোমোহন রায় -প্রণীত ‘রিজিয়া’ নাটকের অভিনয় করান তাহার রিহার্সালে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত আসিতেন এবং গানও শিখাইতেন ; কয়েকটি গানের স্বর নাকি কবি স্বয়ং রচনা করেন, ‘থিয়েটারি’ স্বর হইতে সেই-সব স্বরের বিশেষ পার্থক্য আছে। স্বহাসবাবুর উক্তি, রিহার্সালের সাক্ষী ও শ্রোতা তাঁহার মাতুল শ্রীনিভায়ক মল্লিক ও শ্রীমতায়ক মল্লিক মহাশয়েরা সমর্থন করেন। ‘রিজিয়া’ নাটকের ব্রজবুলিতে রচিত একটি গানে (বধূয়া, সুখা চালয়ি পরাণে ইত্যাদি) কয়েক স্থলে ভাষ্কর ঠাকুরের পদাবলীর স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় এবং বাংলা ১৩১০ সনে প্রচারিত এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই এ যেমন বিজ্ঞাপিত হইতে দেখি যে ‘বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রিজিয়া “ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ” কর্তৃক অভিনয়ার্থ মনোনীত হইয়াছে’, দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তেমনি মহাসমারোহে ঐ প্রতিষ্ঠানে অভিনীত হওয়ার সংবাদও দেওয়া হইয়াছে।

তালিকা পরে দেওয়া গেল—

প্রথম ছত্র	রচয়িতা	স্বরলিপি
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর	বিজ্ঞাপতি	শতগান। স্বরবিতান ১১, ২১
সুন্দরী রাধে আঁয়ে বনি	গোবিন্দদাস	শতগান। স্বর ২১
বন্দে মাতরম্ (অংশ)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শতগান। স্বর ৪৬
মিলে সবে ভারতসন্তান ^{২২}	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শতগান
বুঝতে নারি নারী কী চায়	অক্ষয়কুমার বড়াল	শতগান
গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে	সুকুমার রায়	ঋতুপত্র : হেমন্ত। ১৩৬২
ওহে সুনির্মল সুন্দর উজ্জল	হেমলতা দেবী	জ্যোতি:
বালক-প্রাণে আলোক জ্বালি	হেমলতা দেবী	জ্যোতি:

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বেদমন্ত্রে ও বৌদ্ধ মন্ত্রে স্বর দেন^{২৩}—

বৈদিক মন্ত্র	আকর	স্বরলিপি
য আত্মদা বলদা	ঋগ্বেদ	শতগান। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪
তমীশ্বরাণাং	শ্বেতাশ্বতর	আনন্দসঙ্গীত ৪।১৩২২।২। ব্র স্ব ২
যদেমি প্রসুফুরিব	ঋগ্বেদ	ভারতী ও বালক ১০।১২২৯।৫৮৮ আনন্দসঙ্গীত ১।১৩২২।১৩৮। ব্র স্ব ৩
শৃঙ্খ্ত বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রা:	ঋগ্বেদ	আনন্দসঙ্গীত ৪।১৩২০।৬ তত্ত্ববোধিনী ৯।১৮৪৫।২৩৩। ব্র স্ব ৩
সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্	ঋগ্বেদ	
উষো বাজ্ঞেণ বাজিনি	ঋগ্বেদ (ভৈরবী)	
অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাতি:	ঋগ্বেদ (চোঁতাল)	হিন্দী বিখ্যাতভারতী পত্রিকা ৭-২।১২৪৬।৫২৫
এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে	বৃহদারণ্যক	
ধীরা তস্ত মহিনা	ঋগ্বেদ	

^{২২} ইন্দ্রিয়াদেবীর অভিমত : রবীন্দ্রনাথের স্বর নয়।

^{২৩} দ্রষ্টব্য : ‘রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা’ — গীতবিতান বার্ষিকী (১৩৫০) ।/ ব্র স্ব
বা ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ -প্রকাশিত নূতন গ্রন্থমালা।

‘উহু ত্যং জাতবেদসম্’ (ঋগ্বেদ), ‘বায়ুরনিলমমৃতমথেন্দম্’ (ঈশ), ‘অভা দেবা উদিতা সৃষ্ট’ (ঋগ্বেদ) এবং ‘পৃথিবী শাস্ত্রিস্তরিকম্’ (অথর্ব বেদ) ইত্যাদি শ্লোকসমূহ^{২২} রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত, তবে রাগ-তালে গাওয়া হয় না, স্বরে আবৃত্তি হয় মাত্র। বৌদ্ধমন্ত্রে স্বর-যোজনায় তালিকা—

বৌদ্ধ মন্ত্র	স্বর
ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে ^{২৩}	ভৈরবী
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং ^{২৪}	কাফি
নখিমে শরণং ^{২৫}	মিশ্ররামকেলি
নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায় ^{২৬}	বেহাগ
বুদ্ধো হৃদ্বুদ্ধো করুণামহাগ্লবো ^{২৭}	মিশ্ররামকেলি

কোন গান কবির প্রথম রচনা এ বিষয়ে রবীন্দ্রসংগীতরসিকের মনে কোতূহল থাকে স্বাভাবিক। ‘শনিবারের চিঠি’র পূর্বসংকলিত সাক্ষ্য ‘গগনের খালে রবি চন্দ্র দীপক জলে’ গানটি ১২৮১ সালের মধ্যেই রচিত। ‘জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ’ পরবর্তী স্বাধীন রচনা, ১২৮২ সালের মধ্যে রচিত। ‘এক স্ত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন’ ১২৮৬ সালের মধ্যে। এগুলির কোনোটিতে কবি স্বয়ং স্বর দিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে গানকে নিজের বথার্থ প্রথম রচনা বলিয়া স্বীকার করেন সে সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

এই শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। সুরূপকেশ্বর গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাতটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশার্চ্য করিবার সময়ই আমার নিজের-স্বর-দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ‘বলি ও আমার গোলাপবালা’ গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।

—জীবনস্মৃতি। আমেদাবাদ

^{২২} ‘তপতী’ নাটকে ^{২৩} ‘নটীর পূজা’র ^{২৪} ‘চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যে প্রযুক্ত।

পুনশ্চ ‘জীবনস্মৃতি’র পাণ্ডুলিপিতে—

গুরুপক্ষের কত নিস্তর্র রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাতটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন-খুশি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম— তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ভূত করিতেছি।

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়,

ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!

ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,

রজনীর কণ্ঠ সাথে স্ককণ্ঠ মিলাও গো! ১০

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্র ছন্দে বাধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে [‘রবিচ্ছায়া’] ছাপাইয়াছিলাম— কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে সেই সাবরমতী নদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর, কিছুই ছিল না। ‘বলি ও আমার গোলাপবালা’ গানটা এমনি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম। ‘সুন নলিনী, খোলো গো আঁখি’ ‘আধার শাখা উজল করি’ প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।

—জীবনস্মৃতি (প্রচল সংস্করণ)। গ্রন্থপরিচয়

‘নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাধীন রচনা। এটি কবির প্রথম গীতিগ্রন্থ ‘রবিচ্ছায়া’র প্রথম গান বটে (গীতবিতানে সংকলিত পাঠ), কিন্তু বলা যায় ‘এ গান সে গান নয়’ এবং ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’য় ইহার যে সুর লিপিবদ্ধ তাহাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, কবির উল্লিখিত ‘নীরব রজনী দেখো’ ও ‘আধার শাখা উজল করি’ গান দুটি ‘ভগ্নহৃদয়’ (১২৮৮ সাল) কাব্যে এবং ‘বলি, ও আমার গোলাপবালা’ ও ‘সুন নলিনী, খোলো গো আঁখি’ ‘শৈশবসঙ্গীত’ (১২৯১ সাল) কাব্যে প্রথম সংকলিত হয়। তাহা ছাড়া ১২৮৭ সালের ‘ভারতী’ পত্রে ‘ভগ্নহৃদয়’এর প্রথম ছয়

১০ অব্যবহিত পরে অতিরিক্ত ৪ ছত্র ‘ভগ্নহৃদয়’ পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থে, তথা ভারতী পত্রে। রবিচ্ছায়ায় বর্জিত। রবীন্দ্র-স্বর হারাইলেও, কথা হয়তো হারায় নাই।

নগের প্রকাশ, সেই সম্পর্কে মাঘে (পৃ ৪৭৬) ‘আধার শাখা উজল করি’ এবং ফাল্গুনে (পৃ ৫০৮) ‘নীরব রজনী দেখো’ মুদ্রিত হয়; ‘ভারতী’তে ‘বলি ও আমার গোলাপবালা’র প্রকাশ ১২৮৭ অগ্রহায়ণে। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১২৮৫ সালের ৫ আশ্বিন তারিখে বিলাত-অভিমুখে যাত্রা করেন, উল্লিখিত গানগুলি তৎপূর্বেই রচিত।^{২৭}

‘জীবনস্মৃতি’র পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত রচনার রবীন্দ্রনাথ ‘যেমন খুশি ভাঙা ছন্দে’র কথা বলিয়াছেন, এবং পরে ‘ভঙ্গ ছন্দে’ ‘সৃষ্টি’ করিয়া তাহা যে নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল এজন্য খেদও প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতায় বা গানে নব নব পথের সন্ধান, নব নব মুক্তির আশ্বাসন, নূতন নূতন আঙ্গিকের পরীক্ষায় নিত্য নূতন সিদ্ধি-লাভ —এ প্রবণতা স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্তব্ধ হইতে শেষ পর্যন্তই দেখা যায়। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ তারিখে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লেখেন, ‘কখনো কখনো গল্প রচনার স্বর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ?’^{২৮} ‘লিপিকা’র কোনোদিন স্বর দেওয়া হইয়াছিল কি না জানা নাই, ‘শাপমোচন’এর বিভিন্ন অভিনয়ে কতকগুলি গল্প অংশে স্বর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। উত্তরকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বা ‘পুনশ্চ’-অহুগারী গল্প ছন্দে গান রচনার দৃষ্টান্ত দুর্বল নয় যে, তাহা ‘নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা’র আলোচনার বুঝা যায় এবং কবি নিজেও তাহা বলিয়া দিয়াছেন—‘সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গল্প এবং পদ্ম অংশে স্বর দেওয়া হয়েছে’। অমিত্রাক্ষর রচনার প্রাচীন ও স্বন্দর দৃষ্টান্ত হইল ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত : এ ভায়তে রাখো নিত্য, প্রভু, তব স্তব আশীর্বাদ ইত্যাদি। এই ভাবগম্ভীর রচনায় যে আত্মপূর্বিক চরণে চরণে মিল নাই, সাধারণতঃ সে কেহই লক্ষ্য করেন না। ইহা হইতে

^{২৭} এই প্রসঙ্গে ত্রিনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘রবীন্দ্রস্মৃতিভিজ্ঞানাসা’ (পীতবিতান-বার্ষিকী ১৩৫০) হইতে, ও তৎসম্পাদিত ‘জীবনস্মৃতি’র (১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ) গ্রন্থপরিচয় হইতে যথেষ্ট দিশা পাওয়া গিয়াছে।

^{২৮} ৩২-সংখ্যক পত্র : পথে ও পথের প্রান্তে

পুরাতন অল্লাধিক অমিত্রাক্ষর রচনা অনেক পাওয়া যাইবে না তাহাও নয় ;
যেমন—

গীতবিতান। পৃষ্ঠা

বাজাও তুমি কবি	১১৮
ছুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে	৮৩৭
তোমায় যতনে রাখিব হে	৮৩৮
আইল আজি প্রাণসখা	৮৩৯
অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ	১৬৪

অধিক দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। উক্ত রচনাগুলি ‘রবিচ্ছায়া’ বা ‘গানের
বহি’তে প্রথম সংকলিত হয়, অর্থাৎ কবির প্রথম জীবনের রচনা। কেবলমাত্র
এই দিক দিয়াও ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত ‘বিশ্ববীণারবে
বিশ্বজন মোহিছে’^{২৮} বিন্ময়কর। স্মরাশ্রয়ী কবিতার বন্ধন-মুক্তিতে কবির পরীক্ষা
যে ফুরায় নাই, তাহার বিশেষ পরিচয় পাই বহুদিন পরে, ১৩৩৭ ফাল্গুনের
গীতিগুচ্ছে (অস্থানপত্র : নবীন) —

গীতবিতান। পৃষ্ঠা

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী (গত ?)	৫২২
বেদনী কী ভাষায় রে	৫২৫
বাজে করুণ সুরে	৩৪৯

এই গানগুলিতে অন্তর্লীন অমুপ্রাসের মাদুরীতে চমৎকৃত হইয়া, কখনো-বা
অনিয়মিত মিলের কোশলে ভুলিয়া, গীতবধির কোনো কাব্যরসিকও হয়তো
নিয়মিত অমুপ্রাসের অভাব বোধ করিবেন না। গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ একটি
বিষয় অবগতই লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লিখিত গানগুলি সবই পূর্বপ্রচলিত হিন্দি
গানের, বা বঙ্গবহির্বর্তী কোনো প্রদেশের কোনো গানের, সুরে রচিত। পরবর্তী
তালিকার গানগুলি সম্পর্কে বোধ হয় সে কথা বলা যায় না।

^{২৮} মজুমদার-পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় রচনা ১৩০২ আখ্যানে। ঐ বৎসর
(শক ১৮১৭) ফাল্গুনের ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র পাঠান্তর মুদ্রিত : বিশ্ববীণা-
বাজিছে ইত্যাদি।

গীতবিত্তান। পৃষ্ঠা

ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে	৮১৮
দিনান্ত-বেলায় শেষের ফসল নিলেম (দিলেম ?)	৩৬৫
ধূসর জীবনের গোধূলিতে	৩৬৫
আজি কোন্ সুরে বাঁধিব	২০২

শেষ তিনটি গান, বিশেষতঃ শেষ গানটি (২২ চৈত্র ১৩৪৬), গল্পে রচিত বলিয়াই মনে হয়। ছন্দোবদ্ধ কবিতা হউক, তবু রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশেষ গান ‘হে নূতন’ (পৃ ৮৬৮) কথা ও কাব্যছন্দ-গত আঙ্গিকের দিক দিয়া অল্প বিশ্বয়জনক নয়।

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যে নৃত্যনাট্যে যেমন সুরের তেমনি ভাষা ও ছন্দের কত নূতন পরীক্ষা করিয়া কোথায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সে বিষয়ে যথাকালে অনুসন্ধান ও আলোচনা হইবে আশা করা যায়। কেবল বলা বাহুল্য না হইতে পারে, যাহা free verse বা মুক্তছন্দ, যে ক্ষেত্রে নানা ছন্দের বা ছন্দশৈথিল্যেরও স্ফূর্তি মিশ্রণ হইয়া থাকে, তাহারও সার্থক উদাহরণ নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’ বা ‘শ্রামা’ খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। পূর্বোক্ত অনেকগুলি অমিত্রাক্ষর রচনাও যে মুক্তছন্দেরই নিদর্শন নয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। বিশেষতঃ শেষোক্ত রচনার পরবর্তী ‘প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে’ ও ‘নির্জন রাতে নিঃশব্দচরণপাতে’ (পৃ ২১০) রচনা দুটি অথবা ‘পূজা ও প্রার্থনা’ অধ্যায়ে (পৃ ৮৫৬-৫৮) ৭৭, ৭৮, ৮১ ও ৮৩-অঙ্কিত ‘ভাঙা’ গান কয়টি। (এপর্যন্ত কবিতার ছন্দ লইয়াই আলোচনা করা গেল। গানের ছন্দ সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থ-সম্পাদকের বিশেষ জ্ঞান নাই।) একরূপ হওয়ার কার্যকারণ ঠিক-ঠিক বুঝিতে হইলে—স্বর, তাল, লয়, কথা, বিশেষ উপলক্ষ্য, এ-সবের অন্তোত্তরনির্ভর বৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করিতে হইবে, বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথের গানের বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বিস্ময়কর। আলোচনার ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারিত।

পৃষ্ঠা গান ও ছত্র -সংখ্যার উল্লেখ
সংশোধন-সংযোজন

৭৬৪/১২।১ তব্ স্থলে : তব

২০।১৪ গোপবধুজন

৮২২/৭০।৫ তাই স্থলে : তায়

২০২/৭৭।১ গন্ধরেখার

৭৮৩। শিয়রে 'বিসর্জন' বর্জনীয়

২১০।২৪ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে তারিখ : ২২ চৈত্র ১৩৪৬

৭৬৮।৩ এ গানে 'রবিচ্ছায়া'র (বৈশাখ ১২২২) পাঠ।

দ্বিতীয় ছত্রে 'অতি ধীরে' একবার মাত্র থাকিলে প্রাপ্ত ও স্বীকৃত
অরলিপির (গানের) পাঠ পাওয়া যায়। 'ভগ্নহৃদয়' পাণ্ডুলিপিতে
ও গ্রন্থে (১২৮৭ ফাস্তুনের ভারতীতে) সংকলিত পাঠের চতুর্থ ও
পঞ্চম ছত্রের অবকাশে রহিয়াছে :

নিশীথের স্নানীরব শিশিরের সম,

নিশীথের স্নানীরব সমীরের সম,

নিশীথের স্নানীরব জোছনা-সমান

অতি— অতি— অতি ধীরে কর সখি গান !

দ্রষ্টব্য পুরোগামী রবীন্দ্র-উদ্ধৃতি ও তৎসম্পর্কে পাদটীকা-২৬।

পৃ ১০৩০